মনোজ মিত্রের

দশ একাঙ্ক

কলাভৃৎ পাবলিশার্স

পরিবেশক

নব গ্রন্থ কুটির

৫৪/৫এ কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০১ (মাঘ ১৪০৭)

প্রথম কলাভৃৎ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০

দ্বিতীয় কলাভৃৎ সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

কলাভৃৎ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৬৫, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, দূরালাপন +৯১-৯৪৩৩৩৩৩০৭০, email:kalabhritpublishers@gmail.com, থেকে সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, লক্ষ্মী প্রেস, ৯/৭বি, প্যারীমোহন সুর লেন, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে বর্ণ সংস্থাপিত এবং নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ দীনবন্ধু লেন, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

ISBN 978-93-80181-18-9

MANOJ MITRER DOSH EKANKA

A collection of ten short plays in Bengali by MANOJ MITRA

First Edition **January-February 2009**

First Kalabhrit Edition **January 2010**

Second Kalabhrit Edition **February 2013**

Published by Sourav Bandyopadhyay on behalf of Kalabhrit Publishers, 65,
Surya Sen Street, Kolkata 700009,
Telephone +91-9433333070,
email: kalabhritpublishers@gmail.com.
Type setting by Laxmi Press, 9/7B,
Pearymohan Sur Lane, Kolkata 700006
and Printed by New Joykali Press, 8A
Dinabandhu Lane, Kolkata 700006.

অধ্যাপক ড. ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় করকমলেষু
বন্ধু ব্যোমকেশকে

দশ আঙুলের অঞ্জলি

আমাদের সময়ের এক শ্রেষ্ঠ বাঙালি নাটককার মনোজ মিত্র। 'আমাদের সময়' মানে গত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের কথা বলছি। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে আমরা যখন কলেজের ছাত্র, তখনই, সেই ছাত্রাবস্থাতেই, মনোজ মিত্র নাটক রচনা ও অভিনয়ে যশস্বী হয়েছিলেন। তারপর থেকে চার দশকেরও বেশি সময় কেটে গেছে। মনোজের সোনার কলম থেকে অসংখ্য অসাধারণ নাটক বেরিয়ে এসেছে, সমৃদ্ধ করেছে আধুনিক বাংলা নাটকের ঐতিহ্যকে।

নাটকরচয়িতা মনোজের বহু গুণের মধ্যে প্রথম যেটি আমার নিঃশ্বাস কেড়ে নেয়, তা হচ্ছে বৈচিত্র্য। মনোজের নাট্যভুবন যেন নানা রঙে-রেখা-ভঙ্গি-সুরে ভরপুর মনোগ্রাহী এবং বিশাল এক মেলার মত। যার যেমন চাই, সে তেমন খুঁজে নিতে পারে তাঁর সৃষ্টির বিপুল সম্ভার থেকে। হয়তো এই কারণেই জনপ্রিয়তা আজ এমন উত্তুঙ্গ।

থিয়েটার ছাত্র হিসেবে আমি অবশ্য ভুলতে পারিনা যে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে জটিলতার ও গভীরতার অসংখ্য স্তর ও মাত্রা। জীবনের অভিজ্ঞতার অর্থ খুঁজেছেন দর্শনের ছাত্র মনোজ। সেই অনুসন্ধান কখনো মধুর কখনো বেদনাবহ। কাব্যময়তায় ধরা দিয়েছে তাঁর রচনায়। অনুসন্ধানের এই ক্লান্তিহীন তাগিদ থেকেই এসেছে বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্য যেমন তাঁর বিষয়ে তেমনি তাঁর রচনাভঙ্গিতে। বারে বারে বৈপ্লবিক বদল ঘটে গেছে তাঁর মনোজগতে। তারই অভ্রান্ত ছাপ এসে পড়েছে আর্তি ঘটিয়ে তুলেছে বহিরঙ্গের বদল। আমি মনে করি, মনোজ শুধু থিয়েটারের কারিগর নন, তিনি একজন সাহিত্যস্রষ্টা। উপন্যাস বা গল্প বা কবিতা লিখলেও তিনি অত্যন্ত সফল ও শক্তিমান শিল্পী বলেই বিবেচিত হতেন, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রযোজনার তাৎক্ষণিক দাবী এবং ভাবনা থেকেই নাটক লেখা হয়, একথা অবশ্যমান্য সত্য। কিন্তু কিছু স্রষ্টা থাকেন যাঁরা তাৎক্ষণইকতার এই দাবীকে মেনে নিয়ে এবং পূরণ করেও একে পার হয়ে যান। তখন তাঁদের রচনা কালজয়ী হয়ে ওঠে। মনোজ মিত্র সেই বিরল নাটকস্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর যুগে হয়তো তিনিই শ্রেষ্ঠতম।

মনোজ মিত্র-র শ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি সম্বন্ধে একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তাঁর স্বল্পদৈর্ঘ্যের অসংখ্য নাটক সম্পর্কেও। বিষয় ও রূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মনোজ তাঁর ছোট নাটকগুলিতেও বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন। এখানেও কৌতুকের সঙ্গে সহবাস করে বিষাদ। চটুলতা থেকে কখন মনোজ চলে যান গভীরতর বোধে, টের পাওয়া যায় না। বড় শিল্পী বলেই নিঃশব্দে ঘটে এই ছন্দোবদল। এই সংকলনে নির্বাচিত দশটি নাটিকার প্রত্যেকটি পত্যেকটির থেকে আলাদা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ অমানিশায় যে রুদ্ধশ্বাস ট্র্যাজেডি গড়ে ওঠে অশ্বত্থামা-য়, তার থেকে অনেক অনেক দূরে গৃহভৃত্য মদনের পাঁচরঙা অভিজ্ঞতা। কাকচরিত্র যেভাবে নিয়তি ও মানুষের মুখোমুখি হবার গল্প বলে তার থেকে একেবারে ভিন্নছন্দে বয়ে চলে কোথায় যাবো-তে গজমাধবের ধূসর পাণ্ডুলিপি। তেঁতুলগাছ বা দন্তরঙ্গ বা সাহেববাগানের সুন্দরী-তে বেঁচে থাকার কষ্ট মজার মোড়ককে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। নিউ রয়্যাল কিস্‌সা-তে হবু রাজা ও গবু মন্ত্রীর বহুচেনা প্রায় আর্কিটাইপাল জুটিকে মনোজ ব্যবহার করেন চারপাশের সমাজ-রাজনীতির ভ্রষ্টাচারকে ব্যঙ্গের চাবুকে ফালাফালা করার জন্য। আঁখি ও পল্লবের যুগ্ম জীবনের দ্বন্দ্ব-বিরোধ-মিলেনের নাট্যে এসে উঁকি মারে চারপাশের নিম্নবিত্ত সংখ্যালঘু মানুষদের সম্প্রীতি। কিন্তু এসবই ঘটে নিতান্তই অপ্রত্যাশিত পথ ধরে। সরলীকরণের সকল প্রলোভনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জীবন ও শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন মনোজ।

ব্যক্তি মনোজ মিত্র-কে ঘিরে থাকে প্রসন্ন কৌতুকের এক স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না। কিন্তু তাঁকে আরেকটু বেশি করে জানার সুযোগ যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা জানেন, তাঁর মধ্যে রয়েছে বিদ্যা ও জ্ঞানের এক অতল জলাশয়। তেমনি রয়েছে জগৎ-জীবন বিষয়ে অপার কৌতূহল। রয়েছে বেদনার্ত সহযাত্রী মানুষের জন্য অনপনেয় ভালোবাসা ও মমতা। কিন্তু আমরা যারা তাঁরা সময়ের থিয়েটারের লোক, আমাদের চূড়ায় দাঁড়িয়েও আক্রান্ত এক গভীর অতৃপ্তিতে। বার বার তিনি বদল করেন তাঁর পাণ্ডুলিপি। কখনো বা চূড়ান্ত নাট্যরূপ এতটাই পালটে যায় যে প্রথম ভাবনা বা খসড়ার সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। কখনো বা ছোট নাটক হয়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ। যেমন এই সংকলনের কোথায় যাবো পূর্ণাঙ্গ রূপে পরিচিত হয়েছে পরবাস নামে। অশ্বত্থামা পেয়েছে বৃহত্তর জটিলতর অবয়ব। সত্যিভূতের গপ্পো হয়ে ওঠে বড় মাপের কমেডি নরক গুলজার। প্রতিটি নতুন রচনায় মনোজ ছাড়িয়ে যান, ছাপিয়ে যান নিজেকেই। ছুঁতে চান এখনও অধরা দিগন্ত। একটা জীবন্ত এতটা অতৃপ্ত এত বিচিত্র এত জটিল এক বিরাট শিল্পীর সৃষ্টির বহতা নদী থেকে এক হাতের দশ আঙুলে তুলে নেওয়া হয়েছে এক আঁজলা জল। দশটি স্বল্পকায় নাটকের এই নির্বাচনেও তবু ধরা যাচ্ছে নাটককার মনোজের বহু প্রধান চরিত্রলক্ষণ। আশাকরি মনোজ মিত্র-র ভক্ত পাঠককুল বিন্দুতে মহতের ইশারা সেই মনোজ মিত্র-র প্রোজ্জ্বল সুদীর্ঘ সৃজনী-জীবনের কামনায় শেষ করছি আজকের এই সামান্য ভূমিকা।

সরস্বতী পূজা-২৯.০১.২০০১
অশোক মুখোপাধ্যায়
বি-১ বেলগাছিয়া ভিলা
কলকাতা-৭০০০৩৭

মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্কঃ এক

অশ্বত্থামা

চরিত্র

কৃপাচার্য ∫∫ কৃতবর্মা ∫∫ অশ্বত্থামা

অভিনয়

প্রযোজনা: থিয়েটার ওয়ার্কশপ
প্রথম অভিনয়: রঙ্গনা, ২মে ১৯৭৪
নির্দেশনা:বিভাস চক্রবর্তী
আলো: তাপস সেন
রূপসজ্জা: শক্তি সেন
মঞ্চ ও আবহ এবং শিল্পনির্দেশনা: রঘুনাথ গোস্বামী
অভিনয়ে: অশোক মুখোপাধ্যায় ∫∫ মনোজ মিত্র ∫∫ সুদীপ্ত বসু

রচনা: ১৯৬৩। পুনর্লিখন ১৯৭২-'৭৩
প্রথম প্রকাশ: বহুরূপী শারদীয় সংখ্যা ১৯৭৮

অশ্বত্থামা

এক-গোধূলি পর্ব

[তখন গোধূলিবেলা। দিগন্তে উজ্জ্বল হলুদ আলো। প্রান্তরের মাঝখানে একটি যুদ্ধরথ দাঁড়িয়ে ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায়। রথচূড়ায় ধ্বজাটি ছিল ভাঙা এবং অবনত। প্রান্তরে রথটি কে আগলে শিলাখণ্ডের উপর বসেছিল দুই রাজপুরুষ। মধ্যবয়সী বিপুলদেহী ধাতুনির্মিত শিরস্ত্রাণপরা ভোজরাজ কৃতবর্মা এবং দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুকেশমণ্ডিত সুপ্রবীণ আচার্য কৃপ। কৃপের বিস্ফারি দৃষ্টি সম্মুখে দূরদূরান্তে স্থির, অনিমেষ। কৃতবর্মাও নীরব নিশ্চল ভয়ার্ত। চরাচর নিঃশব্দ।]

কৃপাচার্য ∫∫ (নিষ্কম্প শীতল গলায়) সব গেছে... সব গেছে! কত অক্ষৌহিণী সেনা... হস্তী অশ্ব রথ কতো শত... রথি মহারথী... বিপুল বাহিনী... নিঃশেষ! কৃতবর্মা, মহারাজ এখনো কি আশা করেন...

কৃতবর্মা ∫∫ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করবেন...

কৃপাচার্য ∫∫ ...এতো বড় পতনের পরেও?

কৃতবর্মা ∫∫ মহারাজ সিংহাসনে বসে ভারতবর্ষ শাসন করবে! দুরন্ত বাসনা!

[কিয়ৎকাল উভয়ে নিশ্চুপ। তখন দিঙ্‌মণ্ডলের আলোকে অশ্বক্ষুরের পুঞ্জ পুঞ্জ ধূলি উড়ছিল... রাশি রাশি স্বর্ণচূর্ণ যেন। ক্ষুরধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।]

কৃতবর্মা ∫∫ (উৎকর্ণ হয়ে) ঐ! ঐ আসছে! (ক্ষুরধ্বনি ক্রমশ এগিয়ে আসছিল) আসছে! আসছে! (কিছু দূর ছুটে গিয়ে একটি অতিকায় শিলার উপর উঠে) ঐ! ঐ তো প্রান্তরে প্রবেশ করল!...তিরাতির! নিক্ষিপ্ত তিরের মতো ছুটে আসছে! (দু হাত উত্তোলিত করে প্রবল আনন্দে) অশ্বত্থামা! অশ্বত্থামা!

কৃপাচার্য ∫∫ অশ্বত্থামা!

কৃতবর্মা ∫∫ অশ্বত্থামা! আসছে অশ্বত্থামা! কাল সকালে আবার দামামা... হাঃ হাঃ... অস্ত্রে অস্ত্রে উঠবে ঝংকার...

কৃপাচার্য ∫∫ ওঃ যুদ্ধের সাধ তোমাদের এখনো মিটল না কৃতবর্মা!

কৃতবর্মা ∫∫ (শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে আর্ত স্নায়ুগুলিকে সতেজ করে)...অনন্ত সংগ্রাম! মহারাজ আমৃত্যু সংগ্রামে নেমেছেন! যতোক্ষণ এতটুকু শ্বাস...ততক্ষণ প্রয়াস! জয় চাই... চাই বিজয়!

কৃপাচার্য ∫∫ অষ্টাদশ দিন কুরুক্ষেত্রের পরেও তোমরা জয়ের দেখো... দেখতে পারো! পরাজয় মেনে নাও কৃতবর্মা!

কৃতবর্মা ∫∫ হাহাকার করবেন না। মহারাজের আদেশ, হাহাকার বন্ধ করে আবার শত্রুকে আক্রমণ করো...

কৃপাচার্য ∫∫ কী ভাবে... কী ভাবে করবে! আঠারো দিনের কুরুক্ষেত্রে সব শেষ!... বিপুল বাহিনীর একটি প্রাণীও জীবিত নেই!...আছি মাত্র আমরা তিনজন...

কৃতবর্মা ∫∫ যথেষ্ট! যথেষ্ট! (অশ্বক্ষুরধ্বনি নিকটবর্তী) প্রাণশক্তি! প্রাণশক্তি! আহা ঘোড়া তো নয়, উদ্দাম ঝড়...চার পায়ে প্রলয় নাচন... অশ্বত্থামা...

কৃপাচার্য ∫∫ মাত্র তিনজনে দুর্জয় পাণ্ডবশক্তির মুখোমুখি হওয়া...কৃতবর্মা, এবার, একজনও বাঁচবো না!

কৃতবর্মা ∫∫ মহারাজের আদেশ আতঙ্ক ছড়াবেন না। মৃত্যুকে আমরা ডরাই না।

কৃপাচার্য ∫∫ আমি ডরাই। ঐ একমাত্র ভাগিনেয় ছাড়া আমার যে আজ কেউ নেই কৃতবর্মা! ঐ অশ্বত্থামা...

কৃতবর্মা ∫∫ ভাগ্যবান! তবু একজন ভাগিনেয় আছে। কিন্তু মহারাজের! অতো সব নামি দামি দিগ্বিজয়ী সেনাপতি... কোথায় তাঁরা... ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য...শঙ্খনাদে দশদিক কাঁপিয়ে ছুটেছেন কুরুক্ষেত্রে...একজনও ফিরলেন না...! অশ্বত্থামা ছাড়া মহারাজ দুর্যোধনের আজ আর কেউ নেই আচার্য কৃপ!

কৃপাচার্য ∫∫ একা অশ্বত্থামা কী করতে পারে?

কৃতবর্মা ∫∫ পৃথিবী উল্টে দিতে পারে, যা খুশি তাই করতে পারে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রতিদিন হাজার সৈন্যের মুণ্ড একাই নামিয়েছে সে... হাঃ হাঃ হাঃ, মহারাজের ইচ্ছা এবার অশ্বত্থামা হবে সেনাপতি...

কৃপাচার্য ∫∫ সে কি! না, না, এবার ওকে নিষ্কৃতি দাও কৃতবর্মা...

কৃতবর্মা ∫∫ মহারাজের সাধে বাধা দেবেন না...

কৃপাচার্য ∫∫ মহারাজকে নিরস্ত করো...

কৃতবর্মা ∫∫ মহারাজকে নিরস্ত করা যায় না। তিনি কখনো পরাজয় মানেননি... মানবেন না! (অশ্বত্থামা আগমন পথে তাকিয়ে) হ্রেষা! হ্রেষা! ঐ তার হ্রেষা শোনা যায়...

কৃপাচার্য ∫∫ না। সর্বনাশ আর ঘটতে দেব না আমি... আমি অশ্বত্থামাকে নিবৃত্ত করব!

কৃতবর্মা ∫∫ মহাত্মা কৃপ, আপনি কি চান পরাজিত মহারাজ এই বিজন প্রান্তরে আমৃত্যু নির্বাসনে থাকবেন আর আমরা তাঁর পরাজিত সেনানী প্রেতের মতো চূর্ণ রথখানি আগলে যাবো চিরকাল! হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধার করব না! কৌরবের ভূলুণ্ঠিত গৌরব...

[ক্ষুরধ্বনি আরো নিকটে।]

কৃপাচার্য ∫∫ (রথের মুখে এসে) সুযোধন! সুযোধন!

কৃতবর্মা ∫∫ (ক্ষিপ্র পায়ে কৃপাচার্যের সম্মুখীন) আচার্য কৃপ!

কৃপাচার্য ∫∫ সুযোধন... আর যুদ্ধ নয়...

কৃতবর্মা ∫∫ মহারাজের আজ্ঞা, অশ্বত্থামা হবে সেনাপতি। যান, অভিষেকের আয়োজন করুন।

কৃপাচার্য ∫∫ বৎস সুযোধন, আমি আবার বলছি...

কৃতবর্মা ∫∫ মনে রাখবেন, মহারাজ আপনার প্রতিটি কথা শুনছেন। অনেকক্ষণ থেকে তিনি আপনার প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য করছেন! গুরুজন বলে তিনি আপনাকে কিছু বলতে পারছেন না। অযথা তাঁকে বাধ্যও করবেন না।

[কৃপাচার্য শিরে করাঘাত করতে করতে অন্তরালে গেল। ক্ষুরধ্বনি নিকট নেপথ্যে এসে থামল। আগন্তুক অশ্বারোহী ঢুকল। সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর, চোখে বিমূঢ় দৃষ্টি। নইলে সে বড় সুন্দর সুঠাম যুবক অশ্বত্থামা, রণসাজে সজ্জিত। হাতে বিশাল খড়্গ, ললাটে অত্যুজ্জ্বল মণি। অশ্বত্থামা রথের সামনে এসে বিহ্বল চোখে ভিতরে তাকিয়ে থাকে। (রথের মুখটা বেশ অনেটা কোণাকুণি ফিরানো থাকায়, ঠিক শ্বত্থামার ঐ জায়গাটিতে না দাঁড়ালে অভ্যন্তর কখনো দেখা যায় না।)]

অশ্বত্থামা ∫∫ (আর্তনাদ বিস্ফারিত হয়) দুর্যোধন! মহারাজ!

কৃতবর্মা ∫∫ সসাগরা ধরিত্রীর একচ্ছত্র অধিপতি কুরুরাজ দুর্যোধন...

অশ্বত্থামা ∫∫ (অদ্ভুত গলায়) কোথায় তোমার স্বর্ণমুকুট...রত্নের আভরণ! চির উন্নত ললাট! ওরে এমন করে আমার আকাশের সূর্যটাকে ছিঁড়ে নামাল কে?

[প্রবল জলোচ্ছাসের মতো অশ্বত্থামার কণ্ঠস্বর।]

কৃতবর্মা ∫∫ মহারাজ আহত! মুমূর্ষ!

অশ্বত্থামা ∫∫ কে? কে তুমি? তুমি দুর্যোধন! মহারাজ...আমার রাজাধিরাজ!...(বিপুল বেগে খড়গটা ছুঁড়ে ফেলে আকাশের দিতে হাত তুলে) তা ঈশ্বর! আমাকে অন্ধ করে দাও!

[অশ্বত্থামা ভূমিতে আছড়ে পড়ে থরথর করে কাঁপে। কৃতবর্মা তার পিঠে হাত রাখে।]

কৃতবর্মা ∫∫ (অল্পক্ষণ নীরবতার পর) দুঃসংবাদ পাওয়ার পর আমি দ্বিপ্রহরে এখানে এসে পৌঁছাই। কোথাও কেউ নেই... চারিদিক লণ্ডভণ্ড! রথখানি চুরমার! নিঝুম মধ্যাহ্ন! চারিদিকে খুঁজি...তারপর দেখি, ঐ...ওইখানে! মহারাজ দুর্যোধন! রক্তে কাদায় লুটিয়ে আছেন। যন্ত্রণায় তৃষ্ণায়...আমাকে দেখেও মাথা তুলতে পারছেন না...তখনি তোমার কাছে দূত পাঠাই অশ্বত্থামা...

অশ্বত্থামা ∫∫ (ধীরে ধীরে মুখ তোলে। দুচোখে তার আগুন ঝলসাচ্ছে) আপনার দূত যখন গেল কৃতবর্মা, কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে তখন তাণ্ডব!

কৃতবর্মা ∫∫ অনুমান করেছিলাম তুমি যুদ্ধে মেতে আছো...

অশ্বত্থামা ∫∫ যুদ্ধ...ঘনঘোর যুদ্ধ! (বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে) উড্ডীন খড়গ! দেখেছে আজ শত্রুসেনা! কৃতবর্মা, আজো সহস্র পাণ্ডবসেনা...আর আমি... আমি একা! আঘাতে আঘাতে ছত্রখান করে দিচ্ছি! ওরা ছুটছে পালাচ্ছে... মৃত্যুর ভয়ে কলরব করছে! তুমুল কলরব! পাখির কুলায়ে শিকারি বাজের হানা দেখেছেন কৃতবর্মা! বাঁচাও...বাঁচাও... রক্ষা করো! একে একে একেকটি কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিচ্ছি! সংহার...সংহার...দেব না বাঁছতে (খড়গটা জড়িয়ে গরগর হাসতে হাসতে সহসা থামে) এমন সময় আপনার দূত কৃতবর্মা...সর্বনাশের খবর বয়ে নিয়ে...

কৃতবর্মা ∫∫ (দূতের মতো) পঞ্চপাণ্ডবের আক্রমণে আত্মরক্ষা করতে মহারাজ দুর্যোধন আত্মগোপন করলেন কুরুক্ষেত্রের উত্তরে তিন যোজন পথ দূরে জনশূন্য প্রান্তরের হ্রদে। শত্রুরা যেখানে পর্যন্ত ধেয়ে এসে সবলে জল থেকে টেনে তুলে প্রান্তরের এক ভয়ানক গদাযুদ্ধে...

অশ্বত্থামা ∫∫ (খড়গটা নাচাতে নাচাতে) শুনতে পাইনি... প্রথমে তার কোনো কথাই কানে ঢুকছে না আমার। দারুণ ব্যস্ত তখন। ঐ মৃগপাল ধাওয়া করে ধরাশায়ী করতে! পিছন থেকে কে আমার খড়গ টেনে ধরল...

কৃতবর্মা ∫∫ ...মহারাজের দুই উরু চূর্ণ...দুই জানু জর্জরিত...

অশ্বত্থামা ∫∫ ...আমি তার কণ্ঠ চেপে বলি, কী...কী বলিসরে হতভাগা, সত্য করে বল্, কার পতন?...আরো...আরো প্রবল বেগে সে আমায় টানতে লাগল...

কৃতবর্মা ∫∫ ছিন্ন পর্বত! প্রবল গদাঘাতে মহারথী রথ থেকে ছিটকে পড়লেন...

অশ্বত্থামা ∫∫ ...ওরে ছেড়ে দে, ছেড়ে দে খড়গ! মিথ্যা শোনাস না। ওরা সব যে বেঁচে যায়! ...ভগ্নদূত দুই মুঠিতে বল্গা টেনে...(দম ছেড়ে)...আমার অশ্বের মুখ ঘোরালো!... হা হা হা-(হাহাকার করে অশ্বত্থামা) কে, কে ভাবতে পারে কৃতবর্মা, যখন মহানন্দে শত্রুসেনার মুণ্ডপাত করছি, তখন মাত্র তিন যোজন দূরে...ওরা আমার মেদিনী দীর্ণ করে দিয়েছে...আমার আকাশ ভেদ করেছে!

কৃতবর্মা ∫∫ অশ্বত্থামা, তোমার জন্যে রয়েছে এক বিরাট সুসংবাদ!

অশ্বত্থামা ∫∫ সুসংবাদ! রসিকতা বটে!

কৃতবর্মা ∫∫ (অশ্বত্থামার হাতে সুরা পাত্র দিয়ে) কাল প্রাতে অশ্বত্থামা, তুমি হবে কৌরব সেনাপতি!

অশ্বত্থামা ∫∫ কৌরব সেনাপতি!

কৃতবর্মা ∫∫ পঞ্চম কৌরব সেনাপতি! ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য...অশ্বত্থামা! জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য! পঞ্চমপাণ্ডবের বিজয়হাসি মুছে দিতে হবে অশ্বত্থামা...চাই পঞ্চ পাণ্ডবের ছিন্ন শির-

[গোধূলি আলোক কী অদ্ভুত রেখায় চিকচিক করছিল অশ্বত্থামার চিবুকে। পানপাত্র হাতে সে রথের সামনে নতজানু হয়।]

অশ্বত্থামা ∫∫ আমায় ক্ষমা করো দুর্যোধন...

কৃতবর্মা ∫∫ ক্ষমা!

অশ্বত্থামা ∫∫ ক্ষমা করো দুর্যোধন!...অযোগ্য...আমি তোমার সেনাপতির অযোগ্য! দুর্যোধন, আমি তোমাকে জয়ী করতে পারব না!

কৃতবর্মা ∫∫ কী বলছ তুমি অশ্বত্থামা! বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা...

অশ্বত্থামা ∫∫ মহারাজ, আঠারো দিনে আঠারো হাজার মানুষ মেরেছি। তারা কেঁদেছে-ছুটেছে-বাঁচাও বাঁচাও...বাঁচতে দিইনি! অথচ যাদের মারার কথা-সেই পঞ্চ পাণ্ডব কিন্তু বেঁচে আছে! তারা জয়ী! মহারাজ লক্ষ্যটা ওরা ভেদ করেছে...আর আমি বীরশ্রেষ্ঠ...অলক্ষ্যে রক্ত ঝরিয়ে ঝরিয়ে...সহস্র ধারায় ঝরিয়ে ঝরিয়ে...দুর্যোধন, ক্ষমা করো।

কৃতবর্মা ∫∫ মহারাজ! (রথের মুখে ছুটে মহারাজ! অশ্বত্থামা কী বলছে! (রথের ভিতরে চাপা আর্তনাদ। রথটা কাপছে) অশ্বত্থামা, উন্মাদ হলে তুমি! মহারাজের আদেশ...! অশ্বত্থামা!

অশ্বত্থামা ∫∫ অশ্বত্থামার বুক ভেঙে গেছে... এক নিদারুম লুণ্ঠন সাঙ্গ হয়ে গেছে! এই দীর্ঘ পথ আসতে...ওঃ দুর্যোধন, পাহাড় পর্বত শূন্য শস্যক্ষেত্রে, অতিক্রম করতে করতে বারংবার শুনেছি প্রতিদিনের নিহত সৈনিক আমায় ব্যঙ্গ করছে, কেন আমাদের মারলে অশ্বত্থামা! দুর্যোধনকে রক্ষা করতে পারোনি...কী পেলে রক্ত ঝরিয়ে! ওঃ সারাজীবন ...সারা দীর্ঘ জীবন কাদের মারতে কাদের মারলাম!...আর কোনো আদেশ করো মহারাজ...

কৃতবর্মা ∫∫ আশ্চর্য কথা! অভিষেকের সব আয়োজন সম্পূর্ণ! আর শেষ মুহূর্তে তুমি...

অশ্বত্থামা ∫∫ যদি বলো অমৃত এনে দিতে, অশ্বত্থামা তাই এনে দেবে, সাগর মন্থন করে। মুক্তাছত্র চাই...তাই এনে দেবে এই মুহূর্তে...নানা রঙের মনোহর ছত্র! এ শিলাভূমিতে তুমি কষ্ট পাও মহারাজ...প্রাসাদ গড়ে দেব এইখানে... এই দণ্ডে...তোমার অন্তিম আমি স্বর্গসুখে ভরে দেব মহারাজ, পারব না শুধু ঐ সিংহাসন...

[রথে যন্ত্রণার বিলাপ বাড়ছে।]

কৃতবর্মা ∫∫ মহারাজ! মহারাজ! শান্ত হোন।...অশ্বত্থামা, এ কী অদ্ভুত আচরণ তোমার!...তোমার আশায় মহারাজ এখনো জীবন ধরে আছেন...শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে! আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে আজ মহারাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে পার কেবল তুমি-আর তুমি কিনা আজ...

অশ্বত্থামা ∫∫ দুর্যোধন মহারাজ, তোমার পতন তুমি দেখছ না! কী বিপুল কী বিশাল! দেখলে বুঝতে অশ্বত্থামা তার নিজেরই মুমূর্ষ

দেহটার দিকে চেয়ে বসে আছে...

[অশ্বত্থামা গালে হাত দিয়ে অধোবদনে রথের সামনে বসে থাকে।]

কৃতবর্মা ∫∫ মহারাজ তাঁর সেনানীদের হতাশা সহ্য করতে পারেন না! পারছেন না! বীর অশ্বত্থামা, কীসের বিষাদ! ভুলে গেলে আমরা কারা? আমরা অষ্টাদশ দিনের কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধা...

[একটি পৃথক আলোকবৃত্তে কৃপাচার্যকে দেখা যায়।]

কৃপাচার্য ∫∫ আমরার কুরুক্ষেত্রের হতাবশেষ যোদ্ধা...

কৃতবর্মা ∫∫ মৃতদেহের পাহাড় ঠেলে ঘোড়া ছুটিয়েছি আমরা...

কৃপাচার্য ∫∫ জনারণ্য ধ্বংস করেছি আমরা...

কৃতবর্মা ∫∫ মরুভূমি করেছি আমরা...

কৃতবর্মা ∫∫ তথাপি ওদের নিধন করতে পারিনি! পাঁচটি মহীরুহ আজো অবিচল! পঞ্চ পাণ্ডব তথাপি জীবিত!

[কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা দুপাশে দুই আলোকবৃত্তে মহাকালের দুই পুতুলের মত আবৃত্তি করে চলে-মধ্যখানে উপবিষ্ট অশ্বত্থামার চোখ নিমীলিত।]

কৃতবর্মা ∫∫ আমরা রাজার বাহিনী। ব্যর্থতা মানি না। ভুলে গেলে, ওদের মারতে কতো না কৌশল করেছি আমরা! একবার...একবার কৌশলে গৃহবন্দী করে...

কৃপাচার্য ∫∫ কৌশলে জতুগৃহে আগুন লাগিয়েছি আমরা...

কৃতবর্মা ∫∫ জীবন্ত দাহন হবে পাণ্ডব...

কৃতবর্মা ∫∫ কিন্তু হয়নি। লেলিহান অগ্নিকুণ্ড মাথায় নিয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা। পরিত্রাতা পাঁচটি চণ্ডাল! ওদের হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তারা... ওরা জীবিত!

কৃতবর্মা ∫∫ (ক্ষণেক বিরতি) এবার পাঠিয়েছি বনে...

কৃপাচার্য ∫∫ কৌশলে অজ্ঞাতবাসে বাধ্য করে...

কৃতবর্মা ∫∫ জনপদ থেকে বিতাড়িত করে...

কৃপাচার্য ∫∫ প্রজাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে...

কৃতবর্মা ∫∫ ওদের দুর্বল করে...

কৃপাচার্য ∫∫ পথের ভিখারি করে...

কৃতবর্মা ∫∫ শেষ করতে চেয়েছি আমরা!

কৃপাচার্য ∫∫ কিন্তু হয়নি। বন থেকেও বেরিয়ে এসেছে ওরা... চতুর্গুণ শক্তি নিয়ে।

কৃতবর্মা ∫∫ (দ্বিগুণ জোরে) আমরাও থামিনি! ডেকেছি যুদ্ধ!

কৃপাচার্য ∫∫ ভারত সংগ্রাম!

কৃতবর্মা ∫∫ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত করেছি কুরুক্ষেত্রে...

কৃপাচার্য ∫∫ রচনা করেছি ব্যূহ...

কৃতবর্মা ∫∫ দুর্ভেদ্য সব বেষ্টনী...

কৃপাচার্য ∫∫ তথাপি প্রতিরোধ করা যায় নি। সব বেষ্টনী ভেদ করেছে ওরা।

কৃতবর্মা ∫∫ (কণ্ঠে শেষ শক্তি ঢেলে) কিন্তু আমরা ছাড়ব কেন? আমরা দুর্যোধনের যোদ্ধা...

কৃপাচার্য ∫∫ আমরা মৃতদেহে পাহাড় মাড়িয়ে...

কৃতবর্মা ∫∫ ঘোড়া ছুটিয়েছি আমরা...

কৃপাচার্য ∫∫ ষষ্টবিংশতি সহস্র মানুষ...

কৃতবর্মা ∫∫ নিধন করেছি আমরা...

কৃপাচার্য ∫∫ কৃপাণে ভল্লে তূণে তোমরে...

কৃতবর্মা ∫∫ ভারতবর্ষ ছত্রখান করেছি আমরা...

অশ্বত্থামা ∫∫ (সম্মুখের পানপাত্র ঠেলে দিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে) অন্ধ! অন্ধ

কৃতবর্মা ∫∫ অন্ধ!

অশ্বত্থামা ∫∫ (খড়গটি হাতে তুলে) অন্ধ! অন্ধ আমরা! (খড়গটিকে উদ্দেশ্য করে) যতো বলি...ঐ...ঐ তো ওরা পঞ্চ পাণ্ডব...ওরে তোর শত্রু...তোর আজন্মের লক্ষ্য...মার্...ছিন্ন কর ওই শির... (সবেগে সামনের প্রস্তরে খড়গ ঝাঁকিয়ে নামায়। কৃতবর্মা লাফিয়ে ওঠে। অশ্বত্থামা দারুণ ক্লান্তিতে খড়গটা তুলে নিতে নিতে...) কোথায় পাণ্ডব? চেয়ে দেখি রক্ত মেখে ছটফট করছে আর কেউ...অন্য কেউ! হয় পাঁচটি চণ্ডাল, নয় পাঁচটি নিষাদ!...তাদের চিনি না... জানি না! ওরে তোরা কেন, তোরা কোথা থেকে এলি! তারা শুধু হাসে...অশ্বত্থামা, কাদের মারেত কাদের মারলে!...অন্ধ আমরা ভীষণ অন্ধ!

কৃতবর্মা ∫∫ কেন অন্ধ কীসে অন্ধ! চণ্ডাল নিষাদের তুচ্ছ প্রাণের জন্যে আবার শোক কীসের। ব্যাঘ্র শিকারে বনের দুচার হরিণ শশক বলি হয়, যেতেই পারে!

অশ্বত্থামা ∫∫ না...না...শত্রু চিনি না! শত্রুকে আঘাত করতে পারি না! শেষ মুহূর্তে ভুল করি! একটা দৃষ্টিহীন বিশাল খড়গ কাঁধে আমি জনারণ্যে ঘুরপাক খাই! (খড়গটিকে লক্ষ্য করে) নির্বোধ! ভয়ানক! দুর্বহ!

[অশ্বত্থামা বারংবার খড়গটি প্রস্তরে নিক্ষেপ করতে থাকে। কৃতবর্মা সভয়ে অন্তরালে অদৃশ্য হয়। আছড়াতে আছড়াতে অশ্বত্থামা খড়গটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে একটা অবোধ্য আর্তনাদ করে নিশ্চুপ হয়। কৃপাচার্য এগিয়ে আসে।]

কৃপাচার্য ∫∫ অশ্বত্থামা... (অশ্বত্থামা অদ্ভুত চোখে কৃপাচার্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। কৃপাচার্য তার মাথায় হাত রাখে) পুত্র...

অশ্বত্থামা ∫∫ আমি জানতাম তুমি নেই...তুমি নিহত!

কৃপাচার্য ∫∫ আমি জানতাম তুমি আছো...এখানেই তোমায় পাব।

অশ্বত্থামা ∫∫ তোমায় হঠাৎ দেখে আমি এমন চমকে উঠেছি...

কৃপাচার্য ∫∫ যেন প্রেত দেখছ!

অশ্বত্থামা ∫∫ বেঁচে আছো...ওঃ, মাতুল! তুমি বেঁচে আছো!

[অশ্বত্থামা কৃপাচার্যের আলিঙ্গনে ধরা দেয়।]

কৃপাচার্য ∫∫ আছি... বেঁচে আছি...এই মহাধ্বংসের সাক্ষ্য হয়ে!...অশ্বত্থামা, কুরুক্ষেত্রে কাতারে কাতারে মৃতদেহ...

অশ্বত্থামা ∫∫ হ্যাঁ, কারো হাত আছে, পা নেই...

কৃপাচার্য ∫∫ কারো মুখের একটা পাশ ভক্ষণ করেছে জন্তু!

অশ্বত্থামা ∫∫ নিরন্তর বন হতে পিপীলিকার সারি ফেলে...

কৃপাচার্য ∫∫ বেরিয়ে আসছে শৃগাল কুকুর...

অশ্বত্থামা ∫∫ আকাশে শকুনি...কৃষ্ণকায় উল্কা...

কৃপাচার্য ∫∫। মহাভোজ...কী অকারণ রক্তপাত! (খড়গটি তুলে নিজের বুকে বসাতে যায়) ওঃ!

অশ্বত্থামা ∫∫ (শীতল গলায়) ছেড়ে দাও!

কৃপাচার্য ∫∫ অশ্বত্থামা!

অশ্বত্থামা ∫∫ এই পরাজিত অক্ষম দেহ আমি রাখব না! ছেড়ে দাও!

কৃপাচার্য ∫∫ আত্মনাশ করবে!

অশ্বত্থামা ∫∫ একটা ভীষণ কর্মহীন জীবন আমাকে গ্রাস করতে আসছে। তার পূর্বে...

কৃপাচার্য ∫∫ (খড়গটি ছিনিয়ে নিয়ে) আমি বুঝেছি, রাজার আদেশ প্রত্যাখ্যান করার জ্বালা তুমি সহ্য করতে পারছ না!

অশ্বত্থামা ∫∫ হ্যাঁ! (দুহাতে চুল মুঠি করে ধরে) ওঃ যদি পারতাম পাণ্ডবনিধন করে দুর্যোধনের পরমায়ু বাড়াতে!...ও হো হো!

কৃপাচার্য ∫∫ চলো, আমরা এ প্রান্তর ছেড়ে চলে যাই...চলো পালাই...

অশ্বত্থামা ∫∫ পালাবো? বলছ কী? রাজাকে ফেলে আমরা...

কৃপাচার্য ∫∫ ও মুমূর্ষু! শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দেরি নেই! এখানে বসে কী করবে তুমি...

অশ্বত্থামা ∫∫ তবু পারি না...ছেড়ে যেতে পারি না! রাজার চেয়ে বড় আত্মীয় আমার কেউ নেই... কিছু নেই...

কৃপাচার্য ∫∫ পলায়ন ছাড়াও এখন পথ নেই। এরা ছাড়বে না। আবার তোমায় ঐ মারণখেলায় পাঠাবে...

অশ্বত্থামা ∫∫ যুদ্ধে!

কৃপাচার্য ∫∫ সেই মন্ত্রণাই করছে! অশ্বত্থামা, আমি দুর্যোধনকে বাঁচাতে এখানে আসিনি। এসেছি তোমাকে বাঁচাতে! পুত্র, এরা যতই বলুক, এই ভয়ঙ্কর রক্তস্রাবী সংগ্রামে আর ঝাঁপিয়ে পড়োনা...এসো...চলে এসো...

[কৃপাচার্য অশ্বত্থামাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কৃতবর্মা দ্রুতপদে অন্তরালে থেকে বেরিয়ে রথের সামনে দাঁড়ায়।]

কৃতবর্মা ∫∫ দেখুন, দেখুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কীর্তিটা দেখুন মহারাজ! নিজেতো কিছু করবেন না...যে কিছু করতে পারে তাকেও সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন! মহারাজ এই কুচক্রী ব্রাহ্মণের প্রভাব থেকে ওকে মুক্ত করতে না পারলে...

কৃপাচার্য ∫∫ কৃতবর্মা, কুচক্রী বলছ কাকে!

কৃতবর্মা ∫∫ আপনাকে আপনাকে!...শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ নিয়ে কখনো যুদ্ধে জেতা যায় না। আমি আপনাকে বহুবার বলেছি মহারাজ, এদের বিশ্বাস নেই।

কৃপাচার্য ∫∫ কৃতবর্মা, সংযত হও!

কৃতবর্মা ∫∫ ওই, ওই দেখুন! এতোক্ষণ মিউমিউ করছিল...এবার ভাগিনেয়কে সঙ্গে পেয়ে কি রকম বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল! তখনি জানি, একটা গোলমাল উনি পাকাবেনই।

কৃপাচার্য ∫∫ কৃতবর্মা, আমি স্তম্ভিত!

কৃতবর্মা ∫∫ স্তম্ভিত আপনি কেন? হবো তো আমরা! এই সমস্ত অকৃতজ্ঞ স্তম্ভ নিয়ে মহারাজ, আপনি ডুবলেন! আজীবন মহারাজের অন্নে প্রতিপালিত হয়ে আজ তাঁর শত্রুতা করেন! নির্লজ্জ কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ!

অশ্বত্থামা ∫∫ কৃতবর্মা! কী বলবেন, আবার বলুন...

কৃতবর্মা ∫∫ হাজার বার বলব! সপরিবারে না খেয়ে মরছিলেন...দীন দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ! হস্তিনার রাজবাড়িতে আশ্রয় না পেলে এতোদিন কোথায় থাকতেন সব!

[কৃপাচার্য মাথা নিচু করে।]

অশ্বত্থামা ∫∫ মহারাজ, তোমারই সামনে আমার পূজনীয় মাতুলকে, সর্বশ্রদ্ধেয় মানুষটিকে কৃতবর্মা ও কী বলে?

কৃতবর্মা ∫∫ ভুলে গেছে মহারাজ...আজ আপনার দুর্দিনে সব ভুলতে চাইছে ওরা! (কৃপাচার্যকে) আপনি...আপনার ভগ্নিপতি আচার্য দ্রোণ...ঐ অশ্বত্থামার পিতা...অনাহারে শুকিয়ে একবস্ত্রে ঐ শিশুপুত্রের হাত ধরে দাঁড়াননি কুরুরাজের দুয়ারে হাত পেতে? ...কে আশ্রয় দিয়েছিল... কে অন্ন দিয়েছিল...কে দুবেলা শাস্ত্র পাঠের সুযোগ দিয়েছিল আপনাদের!

কৃপাচার্য ∫∫ ভুলিনি...ভুলিনি কৃতবর্মা। মহারাজ দুর্যোধন আমাদের অন্ন দিয়েছে...এবং অন্ন দিয়েছে...তাছাড়া অন্ন দিয়েছে...সে ঋণ কি ভোলার?

কৃতবর্মা ∫∫ ও, আর খেয়ে-দেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে আজ বুঝি...মহারাজ যতোকাল আপনার বিক্রম ছিল এবং ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল...এই ব্রাহ্মণ পরিবার চুপ করে বসেছিল। আর আজ দেখুন...আপনার পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেখুন-মুখোশ ছিঁড়ে চতুর লোভী সুযোগসন্ধানী রূপটি বেরিয়ে পড়েছে! ওরা তো বুঝেছে দুর্যোধন শেষ হয়ে এলো! ধূর্ত! শঠ! বিশ্বাসঘাতক!

অশ্বত্থামা ∫∫ বিশ্বাসঘাতক! আমরা!

কৃতবর্মা ∫∫ নয়তো কে? আমি মহারাজের অনুগ্রহ পেয়েছি এবং তাঁর জন্যে প্রাণপাত করতে নিজের রাজ্য ছেড়ে ছুটে এসেছি! কে বিশ্বাসঘাতক, আমি না তুমি, তোমরা!

অশ্বত্থামা ∫∫ মূর্খকে থামাও! মহারাজ-আমার পিতা অস্ত্রগুরু দ্রোণ তোমার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে...আমার মাতুল চিরদিন তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী...আর আমি...

কৃতবর্মা ∫∫ এতোই যদি, তবে আজ কুরু সেনাপতিত্বে অরুচি কেন? তাহলে কি বুঝব অশ্বত্থামা কাপুরুষ!

অশ্বত্থামা ∫∫ কাপুরুষ!

কৃতবর্মা ∫∫ কাপুরুষ! ভীত! দ্রোণপুত্র পাণ্ডবের ভয়ে ভীত! মৃত্যু ভয়ে কাতর।

অশ্বত্থামা। আমাকে উত্তেজিত করো না কৃতবর্মা!

[অশ্বত্থামা গর্জন করে কৃতবর্মার দিকে ছোটে।]

কৃপাচার্য ∫∫ থামো... থামো তোমরা, হোক্ যুদ্ধ!

কৃতবর্মা ∫∫ হোক্ যুদ্ধ!

অশ্বত্থামা ∫∫ না...

কৃতবর্মা ∫∫ অকৃতজ্ঞ! শত্রুর চর! এবার নিশ্চয়ই ওরা শত্রুর দলে যোগ দেবে!

অশ্বত্থামা ∫∫ (প্রবল মুঠিতে কৃতবর্মার কণ্ঠ চেপে ধরাশায়ী করে) কী চাও তুমি, কৃতবর্মা?

কৃতবর্মা ∫∫ যুদ্ধ!

অশ্বত্থামা ∫∫ (ঝাঁকুনি দিয়ে) কী চাও?

কৃতবর্মা ∫∫ যুদ্ধ!

অশ্বত্থামা ∫∫ যুদ্ধ! যুদ্ধ! কী করে তোমায় বোঝাবো মূর্খ, নিরন্তর বৃথা হত্যা করে...ভুল...ভুল মানুষ হত্যা করে...আমি ক্লান্ত! ক্লান্ত! বলো কী চাও?

কৃতবর্মা ∫∫ যুদ্ধ!

অশ্বত্থামা ∫∫ (কৃতবর্মাকে ছেড়ে) যাও ক্ষত্রিয়রাজ, তোমার যুদ্ধসাধ মেটানো ব্রাহ্মণপুত্রে অসাধ্য!

কৃতবর্মা ∫∫ (উঠে দাঁড়িয়ে) যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ বিনা আমাদের কোনো গতি নেই! বিজয়ী পাণ্ডব আমাদের প্রাণদণ্ড দেবে! অতএব যুদ্ধ! যুদ্ধ!

[কৃতবর্মা দ্রুত পদে নিষ্ক্রান্ত হলো। রথের মুখে দাঁড়িয়ে অশ্বত্থামা অভিমানী সর্পের মতো বড় বড় নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে থাকে।]

অশ্বত্থামা ∫∫ যুদ্ধ মহারাজ, যুদ্ধ চাই তোমার? মহারাজ এ যুদ্ধের প্রথম দিন আমায় সেনাপতি করলে পাণ্ডবের পঞ্চমুণ্ড আজ তোমার পায়ের নিচে শোভা পেতো! কিন্তু তুমি তা করোনি!...আমায় উপেক্ষা করেছ! আমার প্রবল বাসনা জেনেও, না জানার ভান করে তিলে

তিলে দগ্ধ করেছ। আমার তুল্য বীর ক'জন ছিল তোমার, বলো কার ছিল আমার সমান ক্ষমতা? দুর্যোধন, এই অবেলায় সেনাপতি করে তুমি আমায় নিশ্চিত অসাফল্যের দিকে এগিয়ে দিচ্ছ।

কৃপাচার্য ∫∫ অশ্বত্থামা, হোক যুদ্ধ!

অশ্বত্থামা ∫∫ মাতুল, তুমিও বলছ! তুমিও!

কৃপাচার্য ∫∫ আমি যে একজন অন্নদাস শাস্ত্রজীবী।...কোন দিন নিঃসংশয়ে প্রতিবাদ করতে পারি নি। নীরবে গুমরে গুমরে যা বলে করে যাই। (অল্পক্ষণ থেমে থাকে) তখন ভরা শ্রাবণের ঝরঝর বর্ষণ চলেছে! সারাটা বেলা একমুঠো খুদ আর একটু পিটুলগোলা ছাড়া কিছু জোটে নি! তোমার মা তাই তোমাদের ভাইবোনদের ভাগ করে দিচ্ছেন। আমি স্থির থাকতে পারলাম না...তোমার বাবাকে নিয়ে এলাম হস্তিনায়।... তখন ভেবেছিলাম, মহাপরোপকারী রাজা বুঝি বা দীন-দরিদ্রের বন্ধু..বুঝি সে চায় ভারতে শাস্ত্রবিধি চর্চা হয়, জ্ঞানগরিমার বিকাশ ঘটে...দুহাত বাড়িয়ে তাই আমাদের ব্রাহ্মণ পরিবারটিকে কাছে টেনে নিল! মূর্খ ছিলাম! বুঝি নি রাজার উদ্দেশ্য কখনো এমন জলের মতো স্বচ্ছ নয়। বুঝি নি রাজা ধীরে ধীরে তার শক্তি সংগঠিত করছে! সব দিয়ে সর্বস্ব কিনে নিচ্ছে। বুঝি নি রাজা ধীরে ধীরে তার শক্তি সংগঠিত করছে! সব দিয়ে সর্বস্ব কিনে নিচ্ছে। বুঝি নি একদিন তোমাকে আমাকে তোমার পিতাকে হাতে অস্ত্র নিয়ে তার হয়ে লড়তে হবে!

অশ্বত্থামা ∫∫ দুর্যোধনের অন্ন...সে কি তবে নিঃশর্ত নয়!

কৃপাচার্য ∫∫ রাজার অন্ন, হা পুত্র, এতো গুরুপাক...তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আর বিষক্রিয়ায় চিরদিন স্তব্ধ হয়ে আছি! লজ্জায় ঘৃণায়...কতো বার ভেবেছি, এই বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে ওআসি...

অশ্বত্থামা ∫∫ পিতা!

কৃপাচার্য ∫∫ নিজের বাঁধন নিজে ছিঁড়তে হয়। নইলে কেউ সহজে মুক্তি দেবে না। সম্ভব...মুক্তি সম্ভব! শুধু একটু কঠিন আর নির্মম হতে হবে। অশ্বত্থামা, থাক্ দুর্যোধন, চলো আমরা যাই...

অশ্বত্থামা ∫∫ (জলপাত্র এনে তকৃপাচার্যের সামনে ধরে) অন্তিমকালে আশ্রয়দাতাকে ত্যাগ করব!

কৃপাচার্য ∫∫ পুত্র আমাদের জীবন যে আজ সব দিক দিয়ে বিপন্ন! পাণ্ডবের চূড়ান্ত জয় হয়েছে। ওরা ভারতের অধীশ্বর! আজ হোক, কাল হোক ওরা আমাদের চরম শাস্তি দেবে! আমরা শুধু আজ পরাজিত না, পলাতক। যত শীঘ্র সম্ভব এখন আমাদের ভবিষ্যৎ স্থির করতে হবে। অশ্বত্থামা, চলো আমরা ওদের কাছে যাই-

অশ্বত্থামা ∫∫ (চমকে) কোথায়?

কৃপাচার্য ∫∫ চলো ওদের মার্জনা ভিক্ষা করি...

অশ্বত্থামা ∫∫ পাণ্ডবের কৃপা!

কৃপাচার্য ∫∫ ওদের কৃপা বিনা দাঁড়াবো কোথায়? বাঁচতে হবে তো।

অশ্বত্থামা ∫∫ ওঃ যে জীবন শত্রুর কৃপায় বাঁচে...

কৃপাচার্য ∫∫ ভুলে যেয়ো না, এখন এ ছাড়া গতি নেই।

অশ্বত্থামা ∫∫ কী বলছো তুমি! ওদের দুয়ারে মাথা নিচু করে দাঁড়াবো! শুধু একটু জীবন...একটু নিশ্চিত জীবনের আশায়!(জলপানে উদ্যত কৃপাচার্যের হাত থেকে পানপাত্র ছিনিয়ে নেয়) বৃদ্ধ তুমি! বোঝ না সে কী লজ্জা!

কৃপাচার্য ∫∫ ওরা তোমায় পেলে খুশি হবে। সব অপরাধ ভুলে যাবে। ওরা নির্দয় নয়।

অশ্বত্থামা ∫∫ দয়া! দয়া! দয়ার জন্যে আমরা যাবো...আমরা! ওঃ কৃতবর্মা তবে ঠিকই বলে...ব্রাহ্মণ লোভী! সর্বদা নিরাপত্তা খোঁজে! ব্রাহ্মণ চতুর আর...

কৃপাচার্য ∫∫ এতে চাতুর্য কী? জয়ীকে স্বীকার করে নেব...

অশ্বত্থামা ∫∫ আর ওদের বিজয়-উৎসবে গলা ছেড়ে বন্দনা গাইব! তুমি আমাকে অবাক করলে!

কৃপাচার্য ∫∫ উৎসবে! কোথায় উৎসব! কাদের উৎসব!

অশ্বত্থামা ∫∫ ওদের! ওদের! লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বেলে আজ পাণ্ডব সিংহাসন সাজাবে!

কৃপাচার্য ∫∫ ওরা নিষ্ঠুর নয়। ওরা জানে কতো অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে এই জয়লাভ! আনন্দ করার মতো নির্বোধ ওরা নয়। ওদের শিবিরে আজ শোকরজনী!

অশ্বত্থামা ∫∫ শোকরজনী!

কৃপাচার্য ∫∫ আলো জ্বলবে না, বাদ্য বাজবে না, আজ এক অন্ধকার কক্ষে ওরা রাত্রি কাটাবে।

অশ্বত্থামা ∫∫ সে কী! এত বড় জয়ে তারা উৎসব করে না!

কৃপাচার্য ∫∫ আমরা হলে তাই করতাম! একটা নির্বোধ উল্লাসে হত-চৈতন্য হতাম! কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডবের যে এটা দীর্ঘকালের সাধনার ফল। দুর্যোধনের হাতে নির্যাতনের দিনগুলোকে স্মরণ করে ওরা আজ নিভৃতে অশ্রুপাত করবে। ওরা জানে প্রাণের মূল্য! চলো পুত্র, ওদের সাথে আমরাও আজ রাত্রি কাটাই, অগণিত নরহত্যার অভিশাপমুক্ত হই! ওরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ক্ষমা করবে! চলো পুত্র...

অশ্বত্থামা ∫∫ না!

কৃপাচার্য ∫∫ অশ্বত্থামা!

অশ্বত্থামা ∫∫ আমি তোমায় আর কোন রাজদ্বারে ভিক্ষা করতে দেব না। কৌরব কিংবা পাণ্ডব, যে হোক্!

কৃপাচার্য ∫∫ পুত্র!

অশ্বত্থামা ∫∫ অন্ন হোক্ জীবন হোক্...দুয়ার হতে দুয়ারে অধিক সুখ খুঁজে কী হবে! এসো আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচি!

কৃপাচার্য ∫∫ (অভিভূত স্বরে) অশ্বত্থামা!

অশ্বত্থামা ∫∫ স্বাধীনতা...তার চেয়ে বড় সুখ বড় নিরাপত্তা আর কীসে!...আমরা এই প্রান্তরে বাস করবো!

কৃপাচার্য ∫∫ এই প্রান্তরে?

অশ্বত্থামা ∫∫ এই নির্জন ঊষর প্রান্তরে। লোকালয় থেকে অনেক দূরে। ওরা জানতেও পারবে না আমরা কোথায় আছি। আদৌ বেঁচে আছি কিনা...

কৃপাচার্যমদ্য ∫∫ এখানে কি বসবাস সম্ভব?

অশ্বত্থামা ∫∫ কেন কেন কেন? আমার সঙ্গে শিলাখণ্ডে শয়ন করতে পারবে না তুমি!

কৃপাচার্য ∫∫ না হয় হলো! কিন্তু সামনে বর্ষাকাল-

অশ্বত্থামা ∫∫ ভেবো, না, ভোবো না। আবার শ্রাবণ নামার আগে গুল্মলতায় কুটীর বেঁধে ফেলবো। একটা ছোট্ট পাতার ঘর...

কৃপাচার্য ∫∫ তারপর?...দুরন্ত শীতে?

অশ্বত্থামা ∫∫ আগুন জ্বালব শুষ্ক কদম্বের মূলে!

কৃপাচার্য ∫∫ আহার তৃষ্ণা!

অশ্বত্থামা ∫∫ শৈলচূড়া থেকে এনে দেব দ্রাক্ষাফল! বনে বনে শিকার করব কচি হরিণ, বৃদ্ধ সজারু...

কৃপাচার্য ∫∫ এ বিলাসহীন জীবন তো তোমার নয় পুত্র। কীবা বয়স তোমার। এ জীবন বনচারী সন্ন্যাসীর...আমি কাটাতে পারি...তোমার কতো ভোগতৃষ্ণা!

অশ্বত্থামা ∫∫ কিছু নেই...আজ আমার কিছু নেই। ভোগতৃষ্ণা কিছু না। ঐ নাল শৈলপারে চাঁদ উঠলে, আমার কুটীরের দ্বারে...তোমার পায়ের কাছে বসে শুনব পিতা, ভূলোক দ্যুলোক নভোমণ্ডল আর জীবনের অগাধ সব রহস্যকথা! তুমি বলবে, আমি শুনব!

কৃপাচার্য ∫∫ বলব বলব অশ্বত্থামা...তোকে আমি বলে যাব সব। মাটির কথা...মৃত্তিকার অণু পরমাণু ভেঙে ভেঙে দেখিয়ে যাব এক আশ্চর্য আলোক...মহাবিশ্বব্যোমব্যাপী মঙ্গলের আলোক। তোকে আমি দিয়ে যাব সব।

অশ্বত্থামা ∫∫ ধীরে ধীরে ভুলে যাব ফেলে আসা জীবনের সব কথা। আহার বিহার বসন ভূষণ...সব। সব রক্ত মুছে ফেলব! নীরবে নিভৃতে অশ্রুপাত করে ধুয়ে দেব দুচোখের অন্ধতা!

কৃপাচার্য ∫∫ পুত্র!

[অশ্বত্থামা ধীর পায়ে প্রান্তরে অদৃশ্য হয়। সন্ধ্যা হয়-হয়। কৃপাচার্য এক পাশে আহ্নিকে বসে। রথের মুখে কৃতবর্মাকে দেখা যায়, তার চোখ জ্বলছে। মুখে বিস্তৃত এক কিম্ভূত হাসি।]

কৃতবর্মা ∫∫ সুযোগ! দারুণ সুযোগ! হ্যাঁ হ্যাঁ মহারাজ, আমিও শুনেছি। সুবর্ণ সুযোগ! হ্যাঁ হ্যাঁ মহারাজ পারব, এবার নিশ্চয় রাজি করাতে পারব! কৃপের মুঠি থেকে ওকে ছিনিয়ে নেব! আপনি নিশ্চিত হোন মহারাজ, আজ রাতেই শত্রুবিনাশ! (কান পেতে অদৃশ্য দুর্যোধনের মন্ত্রণা শোনে) ওঃ কী দারুণ পরিকল্পনা! মহারাজ, মহারাজ, আচার্য কৃপ নিজেও বোধ হয় জানেন না, তাঁর কথার মধ্যে কী বিরাট সুযোগের ইংগিত জানেন না কৃপ...

[কৃতবর্মা সন্ধ্যাহ্নিকে রত কৃপাচার্যের কাছে যায় ও করজোড়ে মাথা নিচু করে-]

দেব কৃপাচার্য!

[কৃপচার্য কৃতবর্মার দিকে তাকায়।]

অজস্র অপরাধ করেছি আপনার কাছে, অধম অজ্ঞ জেনে ক্ষমা করুণ আচার্য।

কৃপাচার্য ∫∫ আমি তোমার প্রতি বিন্দুমাত্র রুষ্ট নই কৃতবর্মা!

কৃতবর্মা ∫∫ বাঁচলাম! সেই থেকে কী যে অসহ্য পীড়া ভোগ করছি! মহাত্মা কৃপ, আপনি শুনে সুখী হবেন, মহারাজ তাঁর ভুল

বুঝে ছেন....মহারাজ তাঁর যুদ্ধলিপ্সা ত্যাগ করেছেন!

কৃপাচার্য ∫∫ দুর্যোধন!

কৃতবর্মা ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ, কী হবে আর যুদ্ধে? মহারাজের আয়ুতো আর বেশিক্ষণ নয়!

কৃপাচার্য ∫∫ কৃতবর্মা! সত্য!

কৃতবর্মা ∫∫ অন্তিমকালে প্রতিহিংসা-না না, সুস্থ চিন্তা হয়!

কৃপাচার্য ∫∫ নয়...নয়ই তো! (আসন ছেড়ে উঠে) সুযোধন, তোমার যে শুভবুদ্ধি জাগল! মহারাজ, আজ আমার আনন্দ হচ্ছে! এত বড় বিপুল ধ্বংসকাণ্ড, তবু এই যে শুভবোধ, এর তুলনায় তাও ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র! না না, আর বৈরিতা নয়। প্রার্থনা করো ওরা যেন ভারত আবার নতুন করে গড়তে পারে। ধন্য! ধন্য সুযোধন! মহারাজ, আমার আশীর্বাদ নাও....মহিমান্বিত কুরুরাজ আমার আশীর্বাদ....

কৃতবর্মা ∫∫ মহাত্মা কৃপ, একটু আগে শোকরজনীর কথা কী বলছিলেন....

কৃপাচার্য ∫∫ পাণ্ডব শিবিরে আজ শোকরাত্রি!

কৃতবর্মা ∫∫ নিরালোক ঘরে পঞ্চ পাণ্ডব রাত্রি কাটাবে, সত্য?

কৃপাচার্য ∫∫ সত্য! সত্য! পাণ্ডবশিবির আজ বিষাদমগ্ন। প্রতিটি যোদ্ধা অস্ত্র ত্যাগ করেছেন, খুলে ফেলেছেন যুদ্ধবর্ম। এমনকি শিবিরদ্বারের রক্ষীটি পর্যন্ত আজ নিহতদের স্মরণে বিলাপরত।

কৃতবর্মা ∫∫ বটে! বটে! শিবিরদ্বারে তবে তো আজ প্রহরী নেই! কেনই বা থাকবে! বিপক্ষতো পরাভূত! পর্যুদস্ত! পাণ্ডবশিবির আজ নির্ভয় নিঃশঙ্ক! তা মহাত্মা, কৃপ, এত কথা আপনি কোত্থেকে....

কৃপাচার্য ∫∫ কোত্থেকে জানলাম? স্বচক্ষে সব দেখে এলাম। আমি যে ওদের শিবিরে গিয়েছিলাম.....সন্ধির প্রস্তাবও জানিয়ে এসেছেন! ভালো ভালো। তাহলে মোচ কথা দাঁড়াল এই, এরা আজ নিরস্ত্র হয়ে পাঁচজনে একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাত্রি যাপন করবে! সারাটা শিবিরে নামবে শোকের স্তব্ধতা, দুয়ারে প্রহরী থাকবে না! পাণ্ডব শিবির আজ সম্পূর্ণ অসতর্ক!

কৃপাচার্য ∫∫ (চমকে) কৃতবর্মা! কী বলতে চাইছ!

কৃতবর্মা ∫∫ এক আশ্চার্য সুসংবাদ এনেছেন আচার্য! হাঃ হাঃ হাঃ (ছুটে রথের কাছে যায়, এবং অদৃশ্য দুর্যোধনের রত্নহার নিয়ে ফিরে আসে। অশ্বত্থামা ঢুকছে) আসুন মহাত্মা, গ্রহণ করুণ!

কৃপাচার্য ∫∫ এ কী!

কৃতবর্মা ∫∫ মহারাজ দুর্যোধনের পুরস্কার!

কৃপাচার্য ∫∫ পুরস্কার! কেন?

কৃতবর্মা ∫∫ শত্রু শিবিরের গোপন বার্তা সংগ্রহ করে এনেছেন আপনি! আর আমাদের সামনে খুলে দিয়েছেন সাখল্যের স্বর্ণদুয়ার!

কৃপাচার্য ∫∫ কীসের সাফল্য!

কৃতবর্মা ∫∫ যদি মধ্যরাত্রে আমরা ওদের শিবিরে প্রবেশ করতে পারি...একসঙ্গে পাঁচজনকে পেয়ে যাবো! নিরস্ত্র, অসতর্ক...

কৃপাচার্য ∫∫ কৃতবর্মা!

কৃতবর্মা ∫∫ মহারাজ বুঝেছেন সম্মুখ সময়ে ওদের মুণ্ডচ্ছেদ অসম্ভব। এখন অভিযান নিশীথের অন্ধকারে-

কৃপাচার্য ∫∫ নিরস্ত্র মানুষকে তোমরা হত্যা করবে!

কৃতবর্মা ∫∫ কবর....করতে পারব, যদি এখন থেকে প্রস্তুত হই, নির্ভুল পদক্ষেপে এগিয়ে যাই-

কৃপাচার্য ∫∫ পাপ! পাপ! শোকমগ্ন মানুষ হত্যা...জঘন্য নীচতা! সুযোধন বৎস...(কৃপাচার্য রথের দিকে অগ্রসর হয়। ভিতরে তাকিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে) আঃ কী বীভৎস! কী পৈশাচিক হাসি! তুমি কি মানুষ! (রথের ভিতর অদৃশ্য মহারাজের হাসি) চক্রান্ত...হীন নীচ চক্রান্ত! পিশাচ! অন্তিমকালে রক্ততৃষ্ণা! (অদৃশ্য মহারাজের হুঙ্কার) না, ভয় করি না...ও রক্তচক্ষু আর ভয় করি না তোমার! সারাজীবন করেছি, সারাজীবন গর্দভের মতো তোমার ঋণের ভারে দুমড়ে মুচড়ে চলেছি...গর্দভ বোঝে না একটা ঝাঁকি দিলে ভারটা ঝড়ে পড়ে...আপন নির্বুদ্ধিতায় সে ভারবাহী! রাজা, তোমার বন্ধন ছিঁড়েছি। আমাদের ভবিষ্যৎ আমার স্থির করেছি! চলে এসো অশ্বত্থামা...

কৃতবর্মা ∫∫ (অশ্বত্থামার সামনে যায়) ভেবে দ্যাখো অশ্বত্থামা, পাণ্ডব পাঁচজন এক ঘরে! ওরা ছাড়া আর কেউ নেই! নির্ভুল লক্ষ্যভেদের সুযোগ! ভেবে দ্যাখো অশ্বত্থামা, বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই। ওদের মারতে অন্যকে মারার প্রশ্ন ওঠে না।

কৃপাচার্য ∫∫ অশ্বত্থামা, আমি বুঝতে পারিনি, শোকরজনীর সংবাদ এদের কাছে এতো লোভনীয় হবে!

কৃতবর্মা ∫∫ অশ্বত্থামা....একটি রাত্রি....জীবনে একবার আসছে-

কৃপাচার্য ∫∫ চলে এসো অশ্বত্থামা...

অশ্বত্থামা ∫∫ ...বেলা ডুবে যায় গোধূলি হারায়....

কৃতবর্মা ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ এগিয়ে আসে সে রাত্রি! পরম রাত্রি!

কৃপাচার্য ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ বিকট হাঁ করে নেমে আসে এক কৃষ্ণকায় দানব...

অশ্বত্থামা ∫∫ আঁধার ঘনায় শিলায় শিলায়...

কৃতবর্মা ∫∫ আঁধার....আঁধার নামছে! প্রশস্ত লগ্ন..

অশ্বত্থমা ∫∫ শৈলচূড়ে গুল্মলতায়...

কৃপাচার্য ∫∫ আঁধার ঘনায় পেঁচার চোখে...

অশ্বত্থামা ∫∫ রাত্রি নামে নদীর কূলে...বৃক্ষশাখায়....চরাচরে...

কৃতবর্মা ∫∫ দ্রুত! অতি দ্রুত অশ্বত্থামা...

কৃপাচার্য ∫∫ দ্রুত! অতি দ্রুত ঢেকে যাবে সব। একটি কালো দানবের গ্রাসের মধ্যে লুপ্ত হবে দ্যুলোক ভূলোক। দ্রুত...অতি দ্রুত...

কৃতবর্মা ∫∫ দ্রুত...অতি দ্রুত...

অশ্বত্থামা ∫∫ দ্রুত! অতি দ্রুত নেমে আসে রাত্রি! এগিয়ে আসে মধ্যরাত্রি! পিতা, এ দারুণ সুযোগ!

[কৃতবর্মা হেসে ওঠে।]

কৃপাচার্য ∫∫ অশ্বত্থামা!

অশ্বত্থামা ∫∫ এমন নিশ্চিত এমন অব্যর্থ সুযোগ জীবনে আর আসেনি...

কৃতবর্মা ∫∫ আসেনি...আসবে না। এই তুমি...ওই ওরা পাঁচ জন! মাঝ খানে কেউ নেই!

অশ্বত্থামা ∫∫ কিছু নেই! শুধু ওরা...এবার শুধু ওরা...নিরস্ত্র! ধ্যানমগ্ন! কৃতবর্মা!

[অশ্বত্থামা ভয়ংকর হেসে কৃতবর্মাকে জড়িয়ে ধরে।]

কৃতবর্মা ∫∫ (রথ দেখিয়ে) সর্বাগ্রে মহারাজ....

অশ্বত্থামা ∫∫ মহারাজ!

[অশ্বত্থামা ছুটে গিয়ে রথের মধ্যে হাত বাড়ায়। মুহূর্তের জন্য রথের অভ্যন্তরে সে অদৃশ্য হয়।]

কৃতবর্মা ∫∫ ওঃ! ওঃ! অপূর্ব দৃশ্য! বীরশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা শায়িত মহারাজের কণ্ঠলগ্ন! অপূর্ব! আনন্দাশ্রু! অপূর্ব! অপূর্ব!

অশ্বত্থামা ∫∫ (বেরিয়ে আসে) অশ্ব প্রস্তুত করুন! হাতে সময় নেই ভোজরাজ....

কৃতবর্মা ∫∫ এখনই!

[কৃতবর্মা দ্রুত বেরিয়ে গেল।]

অশ্বত্থামা ∫∫ (দ্রুত হাতে মাথায় কেশবন্ধনী জড়াতে জড়াতে) রাত্রি নামছে...গোধূলি হারিয়ে যাচ্ছে...তিনটে নদী...দুটো প্রান্তর...একটা পাহাড়...কয়েকটা শস্যক্ষেত্র পার হতে হবে...তারপর কুরুক্ষেত্র...পার হতে হবে.....তারপর...

কৃপাচার্য ∫∫ অশ্বত্থামা, কুরুক্ষেত্রের আকাশে শকুনি...

অশ্বত্থামা ∫∫ ওরাই হবে আমার পথের নিশানা...

কৃপাচার্য ∫∫ নিশীথের চাঁদ ভয়ংকরী চামুণ্ডা....

অশ্বত্থামা ∫∫ সে আমার পথের আলো....

কৃপাচার্য ∫∫ এলোকেশী চাঁদ তাম্র কেশ বিছিয়ে কুরুক্ষেত্রে ক্রন্দনরত। পূর্ণোদর জন্তুরা সেখানে উদ্গার ছাড়ছে! আবার হত্যা করবে?

অশ্বত্থামা ∫∫ হত্যা! হত্যা!

কৃপাচার্য ∫∫ হত্যা করবে!

অশ্বত্থামা ∫∫ হত্যা! রক্তপাত! আমার শরীরে বিদ্যুৎ হানে। দ্রুত অতি দ্রুত! হত্যা আমাকে প্রলুব্ধ করে, টানে! কী ভীষণ টানে! (নেপথ্যে তাকিয়ে) কৃতবর্মা,আমার অশ্বের মুখ ঘোরান...

কৃপাচার্য ∫∫ নিজে বলেছ তুমি নরহত্যায় ক্লান্ত!

অশ্বত্থামা ∫∫ ও চুপ চুপ চুপ! এমন অসভ্য এমন অর্বাচীন কথা আমি কাউকে বলিনি! হত্যা আমায় ক্লান্ত করে? না না না! ভুল ভুল...বলেছি ভুলহত্যা করে করে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। অন্ধতায় আর লক্ষ্যভ্রষ্টতায় শ্রান্ত! হত্যা চাই...হত্যা! একটি সঠিক নির্ভুল হত্যা! কী শুনতে কী বুঝেছ তুমি!

কৃপাচার্য ∫∫ বুঝতে পারিনি...অন্তরের অন্তরালের ওই বিষম বাসনা....আমি ধরতে পারিনি! ওরে শোন্ শোন্ আমার কথা শোন্...

অশ্বত্থামা ∫∫ (যেন একটি শরীরী বিদ্যুৎ। চোখ দুটি ক্রমশ ক্ষুরধার হয়ে উঠছিল) একটা পাহাড়...কয়েকটা পতিত শস্যক্ষেত্র আর একটি শূন্য জনপদ পার হতে পারলে আমার সাফল্য! সঠিক শিকার! একটা রাত্রি! রাত্রিশেষে মুছে যাবে আমার সহস্র অকীর্তি। একটা সঠিক কর্ম! (কৃপাচার্যকে) শিবিরের মূল্য প্রবেশপথ থাকবে তোমার প্রহরায়। অতি সংগোপনে সতর্কতায় দ্বার আগলাতে হবে।

কৃপাচার্য ∫∫ ভেবে দেখ, ভেবে দেখ অশ্বত্থামা কী করতে চলেছ!

অশ্বত্থামা ∫∫ বুঝতে পারছি বিরাট ঝুঁকি নিয়ে আমরা যাচ্ছি। কাজটা খুব সহজ মনে হলেও, তা নয়। ওরা দারুণ ধূর্ত! হিসাবে একটু ভুল হবে কি, ওরা আবার বেরিয়ে আসবে জীবিত! তথাপি জীবিত!...কৃতবর্মা! (কৃপাচার্যকে) সময় নষ্ট করো না....শীঘ্র তৈরি হয়ে নাও!

কৃপাচার্য ∫∫ হা পুত্র, কোথায় তোর সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মূর্তি! শুনবি না, ভূলোক দ্যুলোকের কথা....

অশ্বত্থামা ∫∫ দ্যুলোক দুলছে আমার চোখে। হাঃ হাঃ হাঃ। কৃতবর্মা....

[নেপথ্যে একাধিক যুদ্ধাশ্বের হ্রেষারব ঘনায়মান অন্ধকারকে ভারী করে তুলেছিল।]

ঐ! ঐ শোনো, আমার অশ্বের হ্রেষা!

কৃপাচার্য ∫∫ শঠ! প্রবঞ্চক! আমাকে প্রবঞ্চনা করলি কেন!

অশ্বত্থামা ∫∫ প্রবঞ্চনা।

কৃপাতার্য ∫∫ শান্ত জীবনের লোভ দেখিয়ে কেন তুই আমার এমন করে.....(অশ্বত্থামার হাত ধরে) পুত্র, আমাদের কুটীর-

অশ্বত্থামা ∫∫ কুটীর...?

কৃপাচার্য ∫∫ ওরে পাতায় ছাওয়া ছোট ঘরখানি...

অশ্বত্থামা ∫∫ ওঃ চুপ চুপ চুপ! এমন দীনতার কথা বলো না! পাতার কুটীর কেন, আমি তোমাকে সোনার প্রসাদে রাখব!

কৃপাচার্য ∫∫ ধিক! ধিক! দেহভারে নড়তে পারছিলে না, মৃতের মতো শুয়েছিলে।...ঠিক সেই অজগর ভিতরে সে গর্জন করে, বাহিরে নির্মল। আর মেষ পশু সামনে এলে....

অশ্বত্থামা ∫∫ সহসা সে গ্রাস করে!

কৃপাচার্য ∫∫ ছদ্মবেশী অজগর! তুই কপট বৈরাগী!

অশ্বত্থামা ∫∫ আমি যে ক্ষত্রিয়! পিতা, ভুলে যাও কেন, সেই দূর শৈশবে বালক অশ্বত্থামার এই ধমনীতে অশনি-সংকেত দেখে....কুরুরাজ তার কুলনাশ করে ব্রাহ্মণত্ব ঘুচিয়ে বুকে এঁকে দিয়েছিলেন ক্ষত্রিয়ের রক্ততৃষ্ণা, হত্যার অঙ্গীকার! তুমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়। আমি শঠ! প্রবঞ্চক! অজগর! হত্যা চাই আমার। সাফল্য চাই!...গোধূলি শেষ হয়ে আসছে। মহারাজের মৃত্যু রোধ করতে হবে! পঞ্চমুণ্ড জয় করে ফিরতে হবে! কোথায় তোমার অস্ত্র, তৈরি হয়ে নাও-

কৃপাচার্য ∫∫ দূর! দূর হও তুমি!

অশ্বত্থামা ∫∫ তুমি! যাবে না?

কৃপাচার্য ∫∫ উচ্ছন্নে যাও!

অশ্বত্থামা ∫∫ তুমি না থাকলে সবই যে পণ্ড। ওদের শিবিরের অন্ধিসন্ধি সব তোমার জানা। তোমাকে যেতে হবে!

কৃপাচার্য ∫∫ ভেবেছো কি এই পাপ অভিযানে আমি তোমার সঙ্গী হব!

অশ্বত্থামা ∫∫ (কৃপাচার্যের পদপ্রান্তে বসে) পিতা, তুমি ছাড়া এ অভিযান সফল হবে না।

কৃপাচার্য ∫∫ সফল হবে! সফল! আবার ভুল করবে তুমি! ভুল!

অশ্বত্থামা ∫∫ (সহসা দারুণ শব্দে কৃপাচার্যের মাথার উপর খড়্গ তোলে) কী করবো?

কৃপাচার্য ∫∫ অশ্বত্থামা!

অশ্বত্থামা ∫∫ আবার বলো কী করবো!

কৃপাচার্য ∫∫ অশ্বত্থামা, আমাকে তুমি...

অশ্বত্থামা ∫∫ বধ করবো! বৃদ্ধ, আর একবার ব্যর্থতার কথা উচ্চারণ করলে, আমি তোমায় বধ করবো!

[কৃপাচার্যের শিরে অশ্বত্থামার খড়্গ ঝলসে ওঠে। তখন গোধূলি দ্রুত ক্ষয়ে আসছিল। অদূরে তিনটি ঘোড়া ডাকছিল। কৃতবর্মা জ্বলন্ত প্রদীপ আর জলভাণ্ড নিয়ে ঢোকে।]

কৃতবর্মা ∫∫ আরে আরে কী করো অশ্বত্থামা! নামাও, নামাও! ছিঃ ছিঃ এ কী কাণ্ড! সুপণ্ডিত শাস্ত্রজীবী আচার্য কৃপ, পূজ্যপাদ বন্দনীয়। মহারাজ ওঁকে কোনদিনও কুট কথাটি পর্যন্ত বলেন নি! আর তুমি কিনা...না না না...মহারাজ এ কখনো সহ্য করবেন না। (অশ্বত্থামাকে সরিয়ে) উনি চিরকাল মহারাজের অনেক কাজ বাদ সেধেছেন...তবু দেখছো, কখনো দেখেছো মহারাজকে একটুকু বিচলিত হতে? মহারাজ জানেন, এঁরা মুখে যে যাই বলুন, শেষ পর্যন্ত এঁরা মহারাজেরই দলে! তাইতো হস্তিনারাজের কাছে এই সব পণ্ডিত মনীষি এতো প্রিয়! চিরকাল সভা উজ্জ্বল করেছেন। দেখবে, দেখবে এখুনি সর্বগ্রে ওঁর ঘোড়াটাই ছুটবে আগে আগে! (কৃপাচার্যকে) আসুন আচার্য, মঙ্গল অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন।

[কৃতবর্মা রথের সামনে গিয়ে রাজকীয় সম্ভ্রমে করজোড়ে দাঁড়ায়।]

সসাগরা ধরিত্রীর আধিপতি কুরুরাজ অনুমতি দিন, আজ নিশীথঅভিযানের সেনাপতি পদে মহাবীর অশ্বত্থামার অভিষেক হোক্....(অল্পক্ষণ নীরবতা) আচার্য কৃপ, আমি আপনাকে আহ্বান করছি!

[কৃপাচার্যের আনত মুখমণ্ডলে তখন বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিয়েছিল। প্রদীপের শিখা বিচিত্র রেখায় কাঁপছিল তাঁর ললাটে। ওদিকে অশ্বত্থামা অভিষেকের জন্যে খড়্গ নামিয়ে নতজানু হয়ে বসেছে শান্ত শিষ্ট বালকের মতো কৃপাচার্য ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে প্রদীপ তুলে নিল। অশ্বত্থামার মাথায় জল সিঞ্চন করে প্রদীপে তাকে বরণ করতে লাগল।]

কৃপাচার্য ∫∫ (কিছুক্ষণ অস্ফুট স্বরে কী সব বলার পর....ধীরে ধীরে তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রুতিযোগ্য হল) কুরুক্ষেত্রের নিহত মানুষদের স্মরণ করে, রাজসভায় সকল শাস্ত্রজীবী আচার্যের কৃপা ভিক্ষা করে, জগতের রাজরাজেশ্বরের অগাধ মহিমা স্মরণ করে...চৈত্রমাসের চতুর্দশী সায়াহ্নে দ্রোণপুত্র বীরোত্তম অশ্বত্থামাকে আজ আমি নৈশ অভিযানের সেনাপতিরূপে অভিষিক্ত করছি...

[কৃতবর্মার মুখে যাত্রারম্ভের শঙ্খ বেজে উঠল। প্রান্তরে সেই কম্বুরব ছড়িয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে গোধূলি ঢেকে রাত্রি নেমে এল দ্রুত।]

দুই-নিশীথ পর্ব

[তখন মধ্যরাত্রি। ঘনঘোর তমসা। প্রান্তরে পরিত্যক্ত রথখানির ভিতরে মৃদু আলো জ্বলছিল। তারই আলোছায়ায় চতুর্ধার চিত্রিত। দিগ্বলয়ে বিন্দু বিন্দু তিনটি মশাল জ্বলে উঠতে দেখা গেল। ক্রমে অশ্বক্ষুরধ্বনি ভেসে এসো। তিনটি বেগবান তুরঙ্গম মধ্য নিশীথ প্রকম্পিত করে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘোষণা করছিল। রথের মধ্যে নিদ্রা টুটলো সেই অদৃশ্য রথী দুর্যোধনের। তার চেতনা দলিত মথিত করে অশ্বগুলি এগিয়ে আসছে। অক্ষম দেহভারে রথটা কাঁপছিল ঠকঠক করে। দুর্বোধ্য একটানা চিৎকার উচ্চ পর্দায় উঠে সহসা থেমে গেল। ঘোড়াগুলি নিকটে এসে থামল। সর্বাগ্রে ছুটে এলো কৃতবর্মা। পিঠে তূণ, কাঁধে ধনুর্বাণ, হাতে প্রজ্বলিত মশাল।]

কৃতবর্মা ∫∫ (বজ্র নির্ঘোষে) জয়! মহারাজের জয়। কুরুরাজ দুর্যোধনের জয়!....কে....কে ছিনিয়ে নেবে সিংহাসন...কার সাধ্য হরণ করে রাজার মহিমা...রাজার প্রাণ!...ঈশান কোণে জট পাকানো রক্ত মেঘের জটা ছিন্ন-ভিন্ন। পাণ্ডব নিহত! পাণ্ডব নিহত!

[তখন অশ্বত্থামা ঢুকেছিল নীরব পায়ে। তার গায়ে গুপ্ত ঘাতকের ধূসর বস্ত্র। ললাটে উজ্জ্বল শ্রান্তির স্বেদবিন্দু। কাঁধে নরমুণ্ডের ঝুলি। হাতে রক্তমাখা খড়গ। সে কী করবে, সে কী বলবে, সে নিজেও বোধ করি জানত না। অবরুদ্ধ আবেগে ঘন ঘন শিহরিত হচ্ছিল সে।]

অশ্বত্থামা ∫∫ হে নক্ষত্রপুঞ্জ, আরো উজ্জ্বল আরো ঘনবদ্ধ হয়ে তোমরা দুর্যোধনের জয়ের মালা রচনা করো....বৃক্ষরাজি, তোমাদের শীতল মধুর স্পর্শ দাও....নিদ্রিত পক্ষিকূল জাগো...সমস্বরে গাও বন্দনা....জয় মহারাজ দুর্যোধনের জয়...

কৃতবর্মা ∫∫ (এতোক্ষণ সুরাপান করে কিঞ্চিৎ প্রমত্ত) মহারাজ অচেতন! চেয়ে দ্যাখো বহুবার রক্ত বমন করে মূর্ছা গেছেন!

অশ্বত্থামা ∫∫ এ কী মহারাজ, এমন সময় তুমি মূর্ছিত! না না....এ ভীষণ অন্যায়! আমি তোমায় বলে গেছি, জেগে থাকো দুর্যোধন!

কৃতবর্মা ∫∫ ভাবতে পারেননি...ভাঙা তরী সাগর ডিঙোবে!....কে জানে হয়তো আমাদের জীবিত প্রত্যাবর্তন করতে দেখে মূর্ছা গেলেন...হাঃ হাঃ হাঃ....কখনো কোনো সেনাপতি তো জয় করে ফেরেনি....হাঃ হাঃ হাঃ...

অশ্বত্থামা ∫∫ দুর্যোধন! ওঠো...জাগো....দুচোখ মেলে চেয়ে দ্যাখো-

কৃতবর্মা ∫∫ চেয়ে দ্যাখো এই বীরের স্কন্ধে-

অশ্বত্থামা ∫∫ স্কন্ধে আমার এই যে পেটিকা...

কৃতবর্মা ∫∫ কুষ্মাণ্ড আকার এই যে পেটিকা...

অশ্বত্থামা ∫∫ দ্যাখো মহারাজ পেটিকা ভরে আজ আমরা কী এনেছি! ঈশ্বর, শীঘ্র তার জ্ঞান ফিরাও-

কৃতবর্মা ∫∫ ফিরবে! ফিরবে! দুর্যোধন নবজীবন লাভ করবে! (অশ্বত্থামার হাতে পূর্ণ পানপাত্র তুলে দিয়ে) ভগ্নোরু মহারাজ সিংহাসনে বসবেন.....ভারতবর্ষ শাসন করবেন...হাঃ হাঃ হাঃ....এক বিশাল রাজশক্তি তার অন্তিমে পৌঁছেছিল....মৃত্যুর মুখ থেকে টেনে এনে তুমি তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলে-হাঃ হাঃ হাঃ-(অশ্বত্থামাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে) অসাধ্য সাধন করেছ! ধন্য ধন্য হে বিজয়ী বীর! সিংহের গুহায় ঢুকে কেশরীকে শৃগাল ভেবে, শৃগালকে মূষিক-জন্ম নিতে পরলোকে নিক্ষেপ করেছ... হাঃ হাঃ হাঃ...

অশ্বত্থামা ∫∫ ভোজরাজ, যা করেছি আপনাদের জন্যই সম্ভব হয়েছে!

কৃতবর্মা ∫∫ না না না, আমরা কেউ না শয়নাগারে ঢুকেছে তুমি, পেটিকা বোঝাই করে ফিরেছ তুমি! যা করবার করেছ তুমি। সব কৃতিত্ব তোমার।

অশ্বত্থামা ∫∫ না না না ভোজরাজ কৃতবর্মা, আপনারাও সমান কৃতী! গৌরব আপনাদেরও।

কৃতবর্মা ∫∫ ওঃ, তুমি মহানুভব-তাই গৌরবের অংশ দাও! (আনন্দে চোখ দিয়ে জল পড়ে) ক্ষুদ্র ভোজদেশ! ছোট সেই রাজ্যের আমি এক ছোট রাজা। অস্ত্রবিদ্যায় তোমাদের মতো ভুবনখ্যাতি আমার নেই। নগন্য এক নরপতি! আমার চেয়ে সহস্রগুণ শক্তিধরের পতন ঘটেছে ভারত সংগ্রামে! জানি না কন্ পুণ্যবলে আমি আজো বেঁচে আছি! ভাবিনি কোনোদিন আমায় দিয়ে,সম্ভব হবে পাণ্ডব-নিধন! এ কী অঘটন ঘটলো! এ কী অঘটনে আমি হলাম নিমিত্তের ভাগী! কৃতিত্বের সমান অংশীদার....! দেখি মুণ্ডগুলি একবার স্পর্শ করি। (পেটিকার গায়ে হাত রেখে) এই কি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির...এই ক্ষুদে মুণ্ড নিশ্চয়ই নকুলের এই, এই বুঝি বুকোদর ভীম....হুঁ, শক্তি বটে! অশ্বত্থামা বলোতো কেমন করে ঘটনাটা ঘটালে! আমরা দুজনে তো শিবিরের বাইরে দাড়িয়ে। অন্দরে কী হল কিছুই তো জানলাম না। দূর থেকে শুধু দেখলাম প্রাঙ্গনের আলোছায়ার তুমি ওদের কক্ষের দিকে ছুটে চলেছ... তারপর...

অশ্বত্থামা ∫∫ তারপর! ...নিথররাত্রি... পাণ্ডবশিবির শোকভারে আছে নিমগ্ন....

কৃতবর্মা ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ....

অশ্বত্থামা ∫∫ দেখি পাঁচ ভাই শ্রান্ত ক্লান্ত পাশাপাশি শুয়ে.....

কৃতবর্মা ∫∫ ঘুমায় ওরা?

অশ্বত্থামা ∫∫ ঘুমায় ওরা, বর্মবিহীন সংজ্ঞাহীন শিথিল বেশবাস...

কৃতবর্মা ∫∫ শিয়রে প্রদীপ....

অশ্বত্থামা ∫∫ জ্বলে না প্রদীপ, একটি ও ধূপ....শিয়রে তাদের খোলা বাতায়ন...

কৃতবর্মা ∫∫ বাহিরে জ্যোৎস্না?

অশ্বত্থামা ∫∫ কোমল জ্যোৎস্না লুটায় তাদের বাজুপরে আর কেশদামে....

কৃতবর্মা ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ....

অশ্বত্থামা ∫∫ মন্দ বাতাস বহিছে সেথা, থরথর ভাসে বনযুথিকার বাস....

কৃতবর্মা ∫∫ তারপর?

অশ্বত্থামা ∫∫ চাপি নিঃশ্বাস পাকড়ি খড়গ যেমন হয়েছি একাগ্র....

কৃতবর্মা ∫∫ বলো বলো....

অশ্বত্থামা ∫∫ ঘরের বাতাস হঠাৎ স্তব্ধ!

কৃতবর্মা ∫∫ বাহিরে ঝিল্লি?

অশ্বত্থামা ∫∫ বাহিরে ঝিল্লি নীরব হলো! মিলিয়া জ্যোৎস্না....হারায় দৃষ্টি...কোথা গেল চলি সিক্ত যূথীর বাস...

কৃতবর্মা ∫∫ হারিয়ে গেল!

অশ্বত্থামা ∫∫ হারায় হারায় সকলি হারায়....হঠাৎ যতো শব্দ সব সব ডুবে যায় অতল পাতাল...হেরি চোখে শুধু পঞ্চ পাণ্ডব...

কৃতবর্মা ∫∫ এক লক্ষ্য পঞ্চ পাণ্ডব....

অশ্বত্থামা ∫∫ ক্রমে পাণ্ডব সেও মুছে যায়....পরিচয় যতো সব লোপ পায়, হেরি চোখে শুধু পঞ্চ শির....

কৃতবর্মা ∫∫ স্থির লক্ষ্য...

অশ্বত্থামা ∫∫ তুলেছি খড়গ...আমার খড়গ....ব্যাকুল খড়গখানি....

কৃতবর্মা ∫∫ নেমেছে খড়গ....নামছে ওই...

অশ্বত্থামা ∫∫ ভোজরাজ, তখন জীবন বিনা দেখি না কিছু...নিঃশ্বাসে শুধু জীবন বয়...

কৃতবর্মা ∫∫ পড়েছে খড়গ...

অশ্বত্থামা ∫∫ করেছি আঘাত! একে একে পাঁচ! অঙ্ক মিলিয়ে পাঁচটি আঘাত! ভোজরাজ, তখন জেনেছি শুধু, দিয়েছি উড়িয়ে পাঁচটি শ্বাস!

[কৃপাচার্য নিঃশব্দে ঢুকে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে।]

পিতা, আমি সফল.... আমি কৃতার্থ! আজ আমি পাণ্ডবসংহার করেছি! পিতা, আজ আমার চিত্ত পূর্ণ....সাগরের মতো পূর্ণ....

[অশ্বত্থামা কৃপাচার্যের হাতে পানপাত্র এগিয়ে দেয়।]

আশীর্বাদ করো পিতা...(কৃপাচার্য পানপাত্রটি ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে। অশ্বত্থামা ক্ষণকাল নীরব থেকে গর্জে ওঠে) কৃতবর্মা!

কৃতরবর্মা ∫∫ একী! বিজয়ী সেনাপতিকে অভিনন্দন জানাবার রীতি ভুলে গেলেন না কি!

অশ্বত্থামা ∫∫ সারা পথ আমরা উল্লাস করেছি! অমি লক্ষ্য করেছি উনি একবারও আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে মেলাননি! কেন?

কৃতবর্মা ∫∫ একী আশ্চর্য আচরণ আপনার দেব কৃপাচার্য! রীতিমত দ্বার পাহারা দিলেন-

কৃপাচার্য ∫∫ না, কারো দ্বার রক্ষা করতে যাইনি আমি-! কেন গিয়েছিলাম জানো?

কৃতবর্মা ∫∫ কেন!

কৃপাচার্য ∫∫ ভেবেছিলাম ঐ ঘাতক ঢুকলে আমি দ্বারে দাঁড়িয়ে একটা চিৎকার করব...ভীষণ চিৎকার পাণ্ডবদের সতর্ক করে দেব!

[অশ্বত্থামা অস্ফুট গর্জন করে দূরে সরে যায়।]

কৃতবর্মা ∫∫ (বিস্ফোরিত চোখে) আপনার মনে এই ছিল!

কৃপাচার্য ∫∫ হ্যাঁ, ঐ পাষণ্ডের কোপ থেকে ওদের জীবন রক্ষা করতেই গিয়েছিলাম তোমাদের পিছু পিছু! বুঝেছ?

কৃতবর্মা ∫∫ সত্যিই যদি ওদের নিদ্রা ভাঙত, আমাদের কী হতো তাই তো বুঝছি না।

কৃপাচার্য ∫∫ (বিকট হেসে) অন্তত বেঁচে থাকতে না!

কৃতবর্মা ∫∫ বলেছেন! বলতে পারছেন!

অশ্বত্থামা ∫∫ দেখতে উচ্ছে করে ভোজরাজ, বৃদ্ধের অন্তর উপড়ে এনে দেখতে ইচ্ছে করে কতোখানি জটিল! ওঃ আমার বিজয়রাত্রি বিস্বাদ করে দিলে!

কৃপাচার্য ∫∫ বিজয়! এর নাম বিজয়! গুপ্ত ঘাতক! অন্ধকারে নরমুণ্ড সংগ্রহ করে নিতান্ত কাপুরুষের মতো উল্লাস করো! নিশীথের সওদাগর!

অশ্বত্থামা ∫∫ জানো ব্রাহ্মণ, এর কী শান্তি!

কৃপাচার্য ∫∫ কাকে ভয় দেখাও? কৌরব সেনাপতি, কতো শাস্তি আর দিতে পারো তুমি! আজ আমি তোমার যে হত্যালীলা দেখেছি, দেখতে হয়েছে....তার চেয়ে বড় শাস্তি আর কী আছে!.... বোঝাই পেটিকা কাঁধে বয়ে বেরিয়ে আসছ! রমণীরা ছুটে আসছেন। তারা আর্তনাদ করছে, ধূলায় লুতাচ্ছে! দানব! দুপায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে স্ফীতকায় ঝুলিটা নিয়ে লাফিয়ে চড়েছ অশ্বপৃষ্ঠে! একবার ফিরে তাকাও নি...

অশ্বত্থামা ∫∫ প্রয়োজন বোধ করিনি! আমার কার্য শেষ! কেন ফিরে চাইব? ব্রাহ্মণ, আমি

তোমার মতো সংশয়ী না!

কৃপাচার্য ∫∫ ওঃ ভূলুণ্ঠিত রমণীর আর্তনাদ যামিনী বিনীর্ণ করল! একটা চিৎকার....দুয়ারে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি দিয়ে শুধু একটা চিৎকার করতে পারলাম না....

[কৃপাচার্য বুকে করাঘাত করছে।]

অশ্বত্থামা ∫∫ ওঃ বৃদ্ধ আমার আত্মা ফালা-ফালা করে দিল! কৃতবর্মা, শত্রুর নামে কেউ যেন অশ্রুপাত না করে।

কৃপাচার্য ∫∫ কে শত্রু!

কৃপাচার্য ∫∫ কে শত্রু! এই যাদের পঞ্চ শির....

কৃপাচার্য ∫∫ পাণ্ডব তোমার সঙ্গে কী শত্রুতা করেছে!

অশ্বত্থামা ∫∫ আজ এতোদিন বাদে প্রমাণ দিতে হবে, পাণ্ডব কীসে শত্রু, কেন শত্রু! শিশুকাল থেকে জানি ওরা আমার শত্রু!

কৃপাচার্য ∫∫ ভুল জানো! জনকল্যাণের মহান মন্ত্রে যারা ধর্মরাজ্য গড়তে চেয়েছে, তারা কি জ্ঞানত কারোকোনো অমঙ্গল চাইতে পারে? বলো কার কী ক্ষতি করেছে ওরা?

অশ্বত্থামা ∫∫ বাঃ বাঃ! চায়নি ওরা দুর্যোধনের রাজ্য ছিনিয়ে নিতে?

কৃপাচার্য ∫∫ হ্যাঁ চেয়েছে। ক্ষমতার সিংহাসন থেকে ওরা ঐ অধার্মিক দুর্যোধনকে বোঝাতে চেয়েছে। আজ প্রাণ দিয়ে বুঝলে কি পাণ্ডব, প্রথম দিনেই অস্ত্র ধরলে এভাবে তোমাদের মরণ হয় না!

অশ্বত্থামা ∫∫ রাজনিন্দা আমি শুনব না! দুর্যোধনের শত্রু....সে কি আমার শত্রু নয়...আমাদের শত্রু নয়?

কৃপাচার্য ∫∫ না...

অশ্বত্থামা ∫∫ না?

কৃপাচার্য ∫∫ না, প্রভুর যে বৈরী, সে কি ভৃত্যেরও বৈরী হয়! শিশুকাল থেকে ঐ রাজা তোমার আমায় ভুল শত্রু চিনিয়েছে অশ্বত্থামা!

অশ্বত্থামা ∫∫ ওরে ওঃ! সত্যিই যদি ওরা শত্রু না হয়, কোথায় থাকে আমার বিজয়....আমার লক্ষ্যভেদ! সারা জীবন শত্রু ভেবে খড়গ ঘুরিয়ে এলাম....আজ বলছে ভুল, সব ভুল!

আজ আমি তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করেছি....আর ছেদ করার পর বলেছ শত্রু নয়! (থেমে) আমি কি তবে স্বজন বধ করলাম...

কৃপাচার্য ∫∫ স্বজন....বন্ধু..পরমাত্মীয়!

অশ্বত্থামা ∫∫ বৃদ্ধ, আমার হাতের রক্ত এখনো শুকায়নি।

কৃপাচার্য ∫∫ বুকে হাত রেখে বলো অশ্বত্থামা....ওদের ওপর কোনো রোষ ছিল তোমার....তোমার নিজের....কোনো ঘৃণা....কোনো বিচার...

অশ্বত্থামা ∫∫ ছিল! ছিল!

কৃপাচার্য! মিথ্যে কথা! আমাদের ঘৃণা...আমাদের বিচার কোনোটাই আমাদের নয়। সব ঐ বিকৃত-চৈতন্য রাজার...ঐ ওর বিকৃত বাসনাই চরিতার্থ করেছ তুমি....আর কিছু নয়!

অশ্বত্থামা ∫∫ উন্মাদ করে দেবে! ওরে এমন করে তুমি আমার ঘোর লাগাচ্ছ কেন? শীঘ্র বলো, যা করছি ঠিক করছি...

কৃতবর্মা ∫∫ চুপ করুন। চুপ করুন আপনারা। মহারাজ জেগেছেন। পেটিকা খোলো অশ্বত্থামা। মহারাজকে পঞ্চমুণ্ড দেখাও.....

অশ্বত্থামা ∫∫ না-

[অশ্বত্থামা কৃতবর্মাকে রথের সামনে থেকে টেনে সরিয়ে আনে।]

কৃতবর্মা ∫∫ মহারাজ ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন...হাত বাড়িয়েছেন! দাও....

অশ্বত্থামা ∫∫ কী দেব! শত্রু মেরেছি, না কাকে মেরেছি, কার মুণ্ড এগিয়ে দেব!

কৃপাচার্য ∫∫ স্বীকার করো পক্ষ নির্বাচনে ভুলে হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সঠিক পক্ষ অবলম্বন করিনি....সঠিক শত্রু চিনিনি....

অশ্বত্থামা ∫∫ কেন চিনিনি? ওরা আমার পিতাকে বধ করেনি? আচার্যশ্রেষ্ঠ দ্রোণহত্যা করেনি এরা?

কৃপাচার্য ∫∫ তোমার পিতা ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন, ওরা তার শাস্তি দিয়েছে। তাকে হত্যা বলে না।

অশ্বত্থামা ∫∫ ওহোঃ ওরা মারলে সেটা হত্যা নয়? কাকে....কাকে...কাকে বলে হত্যা?

কৃপাচার্য ∫∫ জগতের মঙ্গলকারীর রক্ত ঝরালে তবেই হত্যা! হত্যা এই!

অশ্বত্থামা ∫∫ জিহ্বা ছিঁড়ে নেব তোমার!

কৃপাচার্য ∫∫ আমাকে তুমি বধ করো...তবু যা সত্যি....

অশ্বত্থামা ∫∫ তোমার কণ্ঠ থামবে না?

[অশ্বত্থামা খড়গ তোলে।]

কৃতবর্মা ∫∫ অশ্বত্থামা! (বাধা দেয়) আচ্ছা কৃপ, আপনি কি কিছুতেই ভুলতে পারেন না?

কৃপাচার্য ∫∫ না...পারি না। তোমাদের মতো ক্ষুদ্রচেতা হীনবুদ্ধির হাতে পাণ্ডব কী করে বিনাশ হয়...এ যে আমি মেলাতে পারি না। মূষিকে পর্বত গিলে খায়!

কৃতবর্মা ∫∫ কৃপা! আপনিও দায়িত্ব এড়াতে পারেন না!

কৃপাচার্য ∫∫ না, পারি না! ও হো হো, এতো বড় পাপ রোধ করতে পারিনি, তার সহায়তা করে এলাম। মহাজ্ঞানী মহাপণ্ডিত হয়ে শেষপর্যন্ত অবশেষে পঞ্চমুণ্ড বয়ে বেড়ালাম! (পেটিকা দেখিয়ে) তোমরা কারা, কারা ঐ ক্ষুদ্র পেটিকায়? বনে জঙ্গলে অজ্ঞাতে সহস্র নির্যাতন উপেক্ষা করে...আপন ব্রতে যারা নিশ্চল....বার বার মেঘমুক্ত দিনমনির মতো যারা উদয় হলে...পাণ্ডব মহান পাণ্ডব তোমরা ঐ পেটিকায়! না, আমি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না, ধর্ম নেই...না বিশ্বাস করি না...না....না....

[কৃপাচার্য চলে যায়।]

অশ্বত্থামা ∫∫ আর নয়, ঢের সহ্য করেছি-আর নয়! যে করবে পাণ্ডবের নামে অশ্রুপাত, চক্ষু উপড়ে নেব তার। আমি অশ্বত্থামা....দুর্যোধনের অশ্বত্থামা!...জনপদবাসী, আমি জানি কুটীরে কুটীরে তোমরা ওদের নামে দীপ জ্বালো! নিভিয়ে দাও!...আমার আদেশ! আমি জানি, বুকের নিচে লিখে রেখেছ পাণ্ডবের নাম। মুছে ফেল....নইলে ছিন্ন ভিন্ন করব বক্ষ। আমি ওদের বিশ্বাস করি না...নাম থেকে ওরা জন্মায়...পুনরায় জন্মায়। নিশ্চিহ্ন করবে ওদের। পাণ্ডব রমণীর গর্ভের ভ্রূণগুলিকেও আমি ছাড়ব না...উৎপাটিত করব. বিনষ্ট করব...পাণ্ডবের পুনরাগমনের সব পথ বন্ধ করব আমি! আমি অশ্বত্থামা...দুর্যোধনের অশ্বত্থামা...

কৃতবর্মা ∫∫ অশ্বত্থামা, পেটিকা উন্মুক্ত করো-মহারাজের বাসনা পূর্ণ করে।

অশ্বত্থামা ∫∫ (গভীর ক্লান্তিতে) মহারাজ, এই চৈত্র-নিশীথ আমার মর্মে মর্মে কী দাহ ছড়ায়! কী ঘোর চতুর্দশী নিশি...প্রবল বায়ু...মহারাজ, আমাকে উদ্ধার করো...আমি বড় একা! (থেমে) একটা পাহাড়, কয়েকটা নদী, শুষ্ক প্রান্তর...কী দুর্গম অন্তহীন পথ অতিক্রম করে এসেছি...দুচোখে তপ্ত বালুকা...দাও মহারাজ, আলিঙ্গন দাও...মহারাজ, তুমি আমাকে ঘিরে থাকো। দূর করো যতো লজ্জা সংশয় ভয়...শক্তি দাও! (পেটিকা উন্মোচনে অগ্রসর হয়) কে, কে বলে রে হত্যা...কে বলে রে গুপ্তঘাতক আমি...নীতিহীন অবিবেচক? ওরে মূর্খ, মানুষেরই দেখিস নীতি নেই...দেখিস না এই ধরণীর গাছে একটি পাতা নেই...তড়াগে নেই জলকণা! কাতারে কাতারে মৃতদেহ শ্মশান শকুনি! এমন রিক্ত নিঃস্ব বিধবা ধরিত্রী! ওরে কোথা হতে আসে নীতি...কোথায় বাস করে পুণ্য! (থেমে) মহারাজ, বলো মহারাজ, এই শেষ রক্ত! বলো মহারাজ, আর হিংসা নয়, আর ধ্বংস নয়-সৃজন! এই মুহূর্তে একটা বৃহৎ সৃজনের বাসনা আমায় অস্থির করে তুলেছে। বলো মহারাজ, এই ধরিত্রীর তৃণমূলে জল দেব। তাকে লালন করব! অনাবৃত ধরণীর উলঙ্গ রূপ ঢেকে দেব পল্লবিত বিকাশে...

[অশ্বত্থামার মুখখানি পবিত্র দেখায়। সে পেটিকা উদ্দেশ্য করে বলে-]

যাও বন্ধুগণ, যাও আমার স্বজন আমার প্রিয় পাণ্ডব যাও... মন্দার মালিকায় ভূষিত হয়ে স্বর্গের অক্ষয় অমরতা লাভ করো। আমরা রইলাম এই ভাঙাচোরা পৃথিবীতে, বলিষ্ঠ সমাজ...মানব সমাজ গড়তে...তোমাদের স্বপ্ন সার্থক করতে...যাও বন্ধুগণ...

[বলতে বলতে অশ্বত্থামা পেটিকার মুখটি সম্পূর্ণ উন্মোচন করেছিল, শান্ত চোখে তাকিয়েছিল ভিতরে। এবং তারপর কয়েক মুহূর্ত সেই একই ভাবে তাকিয়েছিল নিস্পন্দ, স্থির। একবার ভাবলেশহীন মুখ তুলে কৃতবর্মাকে দেখে নিয়ে আবার পোটিকায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল।]

কারা...ও কারা...

কৃতবর্মা ∫∫ কারা!

অশ্বত্থামা ∫∫ ও কারা...কাদের মুণ্ড!

কৃতবর্মা ∫∫ পঞ্চ পাণ্ডব...

অশ্বত্থামা ∫∫ (সত্রাস চিৎকার) না!

[মশাল হাতে ছুটে আসে কৃপাচার্য।]

কৃপাচার্য ∫∫ (পেটিকার ভিতরটা দেখে) পাণ্ডব নয়! শিশু মুণ্ড!

কৃতবর্মা ∫∫ শিশু!

কৃপাচার্য ∫∫ পাঁচটি শিশু...পাঁচটি শিশুর মুণ্ড! পঞ্চ পাণ্ডবের পাঁচ সন্তানের ছিন্নশির!

কৃতবর্মা ∫∫ সেকী!

কৃপাচার্য ∫∫ কী করেছিস! কী করেছিস তুই।

অশ্বত্থামা ∫∫ (দুহাতে চোখ ঢেকে) দেখতে পাইনি আমি...দেখতে পাইনি...

কৃতবর্মা ∫∫ পুত্রদের দেখতে পাণ্ডবদের মতোই!

অশ্বত্থামা ∫∫ চিনতে পারিনি! জ্যোৎস্না...কপট জ্যোৎস্নায় সব হারিয়ে গেল।

কৃপাচার্য ∫∫ পিশাচ! পিশাচ! জগতের নিকৃষ্টতম হত্যাকারী!

অশ্বত্থমা ∫∫ (ক্রমাগত দুর্বোধ্য চিৎকারে) ভুল! ভুল! আবার ভুল করেছি আমি...কাদের মারতে কাদের মেরেছি! অন্ধ অন্ধ আমি ভীষণ অন্ধ!

কৃপাচার্য ∫∫ পৃথিবী তুমি মুখ লুকাও, আজ আমি এই অন্ধ নরঘাতী যৌবন ধ্বংস করব!

[অশ্বত্থামাকে লক্ষ্য করে কৃপাচার্য অসির আঘাত করল বারংবার। অশ্বত্থামা আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে ধূলায় পাথরে গড়াগড়ি খাচ্ছিল...কৃপাচার্যের অসিমুখ থেকে সরে সরে যাচ্ছিল...একটি ভয়ার্ত শ্বাপদের মতো। এমন সময় বহুদূরে রথের শব্দ শোনা গেল।]

কৃতবর্মা ∫∫ রথ! রথ! কৃপ, পাণ্ডবের রথ!

অশ্বত্থামা ∫∫ (দুর্যোধনের রথের সামনে) এই দুরাচার রাজা আমাদের প্রতিপালিত করেছে...

কৃপাচার্য ∫∫ অন্নের সাথে বিষ মিশিয়ে...

অশ্বত্থামা ∫∫ স্বজনকে শত্রু বলে চিনিয়েছে...

কৃপাচার্য ∫∫ বোধবুদ্ধি কেড়ে নিয়ে দেহমজ্জা দূষিত করেছে...

অশ্বত্থামা ∫∫ অন্তরে বাহিরে আমার প্রবল তাণ্ডবের রাজত্ব গড়েছে...ওরে আমি যে বারংবার নিজের হৃৎপিণ্ডে শেল হানি!

কৃপাচার্য ∫∫ আমরা স্বপ্ন দেখেছি সুস্থ সবল মানব সমাজ...ধ্বংস করেছি ভবিষ্যৎ...মানুষের প্রজন্ম!

অশ্বত্থামা ∫∫ স্বপ্ন গু লিকে কটাহে চাপিয়ে পিণ্ড বানিয়েছি...নে নে পিণ্ড নে রাজা, খা শিশুর রক্ত খা...

কৃতবর্মা ∫∫ ওই ওরা আসছে...ওরা পাঁচ জন...

কৃপাচার্য ∫∫ ঘাতক আমরা, রাজার পালিত ঘাতক...আমাদের সাধ্য কী কৃতবর্মা, মহান ধর্মকে চূর্ণ করি! যুগে যুগে মৃত্যুর নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসবে সে-অধর্মের বিনাশে।

কৃতবর্মা ∫∫ (সভয়ে) ঐ...ঐ দেখুন...ঐ আসছে...ঐ...

কৃপাচার্য ∫∫ ঐ কপিধ্বজ রথে দ্যাখো গাণ্ডীবধারী অর্জুন! নাশ করবে...নাশ করবে এই ভ্রষ্ট যোদ্ধাদের! মহাকালের বিচার! মুক্তি নেই...আমাদের মুক্তি নেই...

[ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসা রথ থেকে আলো এসে পড়েছিল তিন যোদ্ধার উপর।]

যবনিকা

মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্কঃ দুই

আঁখিপল্লব

চরিত্র

আঁখি ∫∫ পল্লব ∫∫ খুরশিদ ∫∫ শকুন্তলা ∫∫ হর্ষ

অভিনয়

প্রযোজনা: স্বপ্নসন্ধানী
শিশিরমঞ্চ : ৪ আগস্ট, ১৯৯২
নির্দেশনা : কৌশিক সেন
আলো ও মঞ্চ : জয় সেন
আলোক সম্পাত : বাবলু রায়
আবহ : গৌতম ঘোষ

চরিত্রায়ণ

পল্লব : কৌশিক সেন
আঁখি : ময়ূরী মিত্র
হর্ষ : তাপস চক্রবর্তী
শকুন্তলা : চিত্রা সেন
খুরশিদ : শুভাশিস মুখার্জি
রচনা : ১৯৯১
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা, শারদীয় সংখ্যা ১৯৯১

আঁখিপল্লব

[টিনের ছাতে ঝুমঝুম বৃষ্টি। শরতের বর্ষা আচমকা আসে যায়। খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া আর বৃষ্টির ছাঁট ঢুকছে ঘরে। জানালা-লাগোয়া আলনায় কয়েকটা শাড়ি সায়া। উড়ছে ভিজছে। এক-আধটা নিচে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। শহরতলীর বস্তিতে আঁখি আর পল্লবের বাসা। শোয়াবসার ঘর একখানাই। এরই মধ্যে পল্লবের পড়ার টেবিল চেয়ার এবং অজস্র বইপত্র। বইগুলো ছড়িয়ে আছে সারা ঘরে যত্রতত্র। রাত আট সাড়ে-আট। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় প্রাচীন পুঁথি পড়ছে পল্লব। চশমার মোটা কাঁচের নিচে তার চোখ নিবিড় নিবিষ্ট। বাইরের দরজায় ঘা পড়ছে। খানিক পরে বাইরে থেকে বিরক্ত বিব্রত আঁখির চিৎকার ভেসে এলো-'কী হ'লো? কই? আরে শুনছ! পল্লব! পল্লব!'...হঠাৎই এক সময় ধড়ফড় করে উঠে দরজা খুলে দিয়ে ঐ পায়েই দ্রুত তার পুঁথির কাছে ফিরে এসে বসল পল্লব। কে এলো না এলো সেদিকে নজরই দিলো না। ঝড়জলের দমকা ঝাপটার সঙ্গে টালমাটাল আঁখি ঢুকল। বেশ খানিকটা ভিজে এসেছে আঁখি। পায়ের দিকের কাপড়-চোপড় লতপত করছে। চুলের গুছি বেয়ে জল। ব্যাগ ছাতা সামলেসুমলে বাইরের দরজা বন্ধ করতে করতে খরখর করে ওঠে আঁখি-]

আঁখি ∫∫ ব্যাপারটা কী। গলা ফাটিয়ে ডাকছি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে মরছি, খেয়াল থাকে না?

পল্লব ∫∫ (পুঁথিতে চোখ রেখে) উঁ? ...হুঁ...না, শুনতে পাইনি!

আঁখি ∫∫ (তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে) শুনতে পাওনি, না শুনেও নড়োনি! ডাকছে ডাকুক! আমাকে মানুষ জ্ঞান করো না!

পল্লব ∫∫ (গভীর মনোযোগ পুঁথিতে) উঁ, হ্যাঁ, হুঁ...

আঁখি ∫∫ (ভেংচি কেটে) উঁ-হ্যাঁ-হুঁ...(খোলা জানালাটা দেখতে পায়) ওকী! মাগো! সব যে ভেসে গেল! (আঁখি ছুটে যায় জানালার দিকে। পল্লব ঘাড় বাঁকিয়ে সেদিকের অবস্থাটা দেখে চমকায়) জানালাটা পর্যন্ত লাগায়নি! গেল...সব কাপড়চোপড় গেল! কাল কী পরে বেরুবো আমি!

[আঁখি জানালা বন্ধ করছে। পল্লব সহসা অতি তৎপর হয়ে উঠে আলনা থেকে আঁখির জামাকাপড় সরাতে গেলে। পল্লবকে ঠেলে সরিয়ে দিল আঁখি।]

আমার জিনিস ধরবে না তুমি! যাও পুঁথি পড়ছো, পড়ো দিয়ে। মন লাগিয়ে রিসার্চ করো।...নাম্বার ওয়ান সেলফিস! নিজের জামাকাপড় যাতে না ভেজে-সেগুলো ঠিকক আলনা থেকে সরিয়ে রেখেছে।

পল্লব ∫∫ আমি কোনো কিছুতেই হাত দিই না। তুমি যেখানে যেটা রেখে গিয়েছিলে, তাই আছে!

আঁখি ∫∫ তা অবশ্য! কোনোকিছুতে হাত দেবার সময় কোথায় তোমার! সারাক্ষণ জ্ঞানচর্চা উচ্চমার্গে বিচরণ! এসব তুচ্ছ কাজের জন্যে লোক তো রয়েছে! (নিজেকে দেখিয়ে) ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো!

[বাইরের বারান্দায় একপাল মুরগির ডাক।]

অ-ই! অ-ই! মুরগিগুলোর মাথায় কি কমপিউটার! বাড়ি ফিরলেই টের পাবে, যে যেখানে থাকুক মিছিল করে ছুটে আসবে!

[খাটের নিচের কলসি থেকে খানিকটা চাল নিয়ে আঁখি দরজা খুলে দাঁড়ায়। চাল ছড়াতে গিয়েও ছড়ায় না।]

কি, পেয়েছিস কী অ্যাঁ, এটা তোদের মাইরাশনের দোকান! রোজ মাইরাশন তুলতে আসবি! যাঃ বেরো, দেবো না।

[অদৃশ্য মুরগিগুলো বারান্দায় অস্থিরভাবে ডাকাডাকি করছে।]

পল্লব ∫∫ আহ! দাও না একমুঠো ছড়িয়ে-

আঁখি ∫∫ অ্যাই, আদিখ্যেতা দেখাবে না।...কপালে জোটে ও তেমনি। তুলেছে এমন একটা বস্তিতে এনে...কী নেই এখানে? ছাগল কুকুর হাঁসমুরগি বাঁদর ভাল্লুকে একটা চিড়িয়াখানা...

[আঁখি অদৃশ্য মুরগির উদ্দেশে চাল ছড়ায়।]

মাগো! কীভাবে নোংরা করে দিচ্ছে। চারদিক থিকথিক করছে জলকাদায়...থুঃ! থুঃ! এক চিলতে বারান্দা, পা ফেলার জো নেই! (হাঁক পাড়ে) খুরশিদের মা...ও খুরশিদের মা...

পল্লব ∫∫ (শঙ্কিত ভাবে) আবার ওদের ডাকছো কেন? ওরা কী করবে?

আঁখি ∫∫ কী করবে মানে! ছাগল মুরগি পুষবে, সামলাবে না! খুরশিদের বোনেরা কী করছে! তারা দেখতে পারে না! (দরজা বন্ধ করে) ফের যদি বারান্দায় উঠেছে, তোমার খুরশিদের মুরগি আমি কেটে খেয়ে রাখব।

পল্লব ∫∫ খুরশিদ সাহায্য না করলে এ বাসা আমরা পেতাম না!

আঁখি ∫∫ আহা, কী বাসা!

পল্লব ∫∫ এর চেয়ে ভাল বাসা পেতে এক কাঁড়ি সেলামি লাগতো! দিতে পারতে!

আঁখি ∫∫ তোমার খুরশিদও কম ধান্দাবাজ না! রোজ রাতে ধুমসো ভালুকটাকে বারান্দায় বেঁধে রেখে যাবে! কেন রে, তুই ভালুক খেলা দেখিয়ে রোজগার করবি, ভালুকটার শোয়ার জায়গা আমার বারান্দা! লোকের দোরে বেঁধে রাখবি! একটা বুড়ো ভালুক...ধুঁকছে, রোগ হয়েছে...গা দিয়ে বিটকেল গন্ধ বেরুচ্ছে...

পল্লব ∫∫ কই, আমার তো গন্ধ লাগে না!

আঁখি ∫∫ তোমার কেন লাগবে! আদ্যিকালের পচা পুঁথিতে নাক ডুবিয়ে রয়েছ!

পল্লব ∫∫ (আঁখির হাত ধরে টেবিলের দিকে টানে) এদিকে এসো...তোমায় একটা জিনিস দেখাই আঁখি! এই যে পুঁথিখানা...

আঁখি ∫∫ দেখেছি দেখেছি! আজ একমাস ধরে দেখছি ওটার ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছো...

পল্লব ∫∫ অমূল্য... অমূল্য আঁখি! মাস্টারমশাই মৃত্যুকালে পুঁথিখানা আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, তোমার একটা সম্পদ দিয়ে গেলুম পল্লব। তখন আমি বুঝতে পারিনি-স্যার কেন বলেছিলেন!

আঁখি ∫∫ বইমাত্তরই তাঁর অমূল্য মনে হতো! এর মধ্যে বিশেষত্ব কী আছে?

পল্লব ∫∫ আছে। নিশ্চয় তিনি কিছু আবিষ্কার করেছিলেন এর মধ্যে!...বার বার পুঁথিখানা পড়ে আমার...আমার এমন একটা ধারণা হচ্ছে...আর আমার ধারণাটা যদি সত্যি হয় আঁখি...যা ভাবছি তাই যদি হয়...বঙ্গদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি দর্শনের ইতিহাসই বদলে যাবে আঁখি!

আঁখি ∫∫ যাও যাও! সব হবে! (কোনো আমল না দিয়ে কোলের কাপড়ে নজর দেয়) এখন এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় এ কাপড়-চোপড় শুকাবো!

পল্লব ∫∫ রাখো তো ওসব! বসো! (আঁখিকে টেনে চেয়ারে বসাল) আমার কী মনে হচ্ছে, শোনো আঁখি। এটা প্রাচীন ভারতীয় ন্যায়দর্শনের একটি ব্যাখ্যা! ব্যাখ্যাটি চমকপ্রদ! যে সে পণ্ডিতের লেখা নয়। আচ্ছা কার লেখা সেটা পরে বলছি! এখন দ্যাখো...

অক্ষরগুলো সব ঝাপসা! হরফগুলো একশো বছর আগের। মানে পুঁথির বয়েস একশো বছর! কিন্তু না, এটা মূল রচনা নয়। এটা একটা প্রতিলিপি। আরো প্রাচীন কোনো গ্রন্থের প্রতিলিপি। কোন গ্রন্থ? কতো প্রাচীন?

আঁখি ∫∫ ঠাণ্ডা লাগছে! ভিজে কাপড়ে তোমার পাগলামি শুনতে হবে!

পল্লব ∫∫ নাও না, চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বসো!

[পল্লব বিছানার চাদরটা টেনে আঁখির গায়ে জড়িয়ে দিল।]

এবার তোমাকে দেখতে হবে বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্র চর্চা কবে শুরু হয়েছিল, কবে কোথায়?...হয়েছিল পাঁচশো বছর আগে... নবদ্বীপে! নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। বাসুদেবের দুই শিষ্য...রঘুনাথ শিরোমণি আর চৈতন্য নিমাই। চৈতন্য নিমাই। বাসুদেব সার্বভৌমের রচনা সংরক্ষিত রয়েছে, আছে রঘুনাথের পদার্থ খণ্ডনও। কিন্তু চৈতন্য...? চৈতন্যের এক ছত্রও নেই! কিন্তু তিনি তো লিখেছিলেন...

আঁখি ∫∫ (দাঁতে দাঁত চেপে) তোমার এই আনমাইন্ডফুল প্রফেসরি ঢঙটা আমার একবারে সহ্য হয় না পল্লব! (পল্লব জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়) গায়ে ভিজে কাপড়, দিল শুকনো চাদর জড়িয়ে!

পল্লব ∫∫ সরি। (পল্লব আঁখির গায়ের চাদরটা খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে) কোথায় গেল নিমাই-এর রচনা!

[বাইরে বৃষ্টির শব্দ। আঁখি হি হি করে কাঁপছে]

নিমাই একদিন গঙ্গায় নৌকো চড়ে চলেছেন। সঙ্গে সতীর্থ রঘুনাথ। নিমাই তাঁর রচনা পাঠ করে শোনাচ্ছেন। অপূর্ব অভূতপূর্ব সেই ভাষ্য শুনতে শুনতে রঘুনাথ কাঁদছেন। নিমাই, তোমার এ ভাষ্যের পর কে পড়বে আমার রচনা! বৃথাই গেল আমার সাধনা।...এই তোমার কথা! নিমাই বললেন, ভাই রঘুনাথ তোমার রচনাই থাক, আমারটার সন্ধান কেউ কোনোকালে পাবে না! এই না বলে নিমাই তাঁর পাণ্ডুলিপি ছুঁড়ে ফেললেন গঙ্গায়।

আঁখি ∫∫ চুকে গেল!

পল্লব ∫∫ কী চুকে গেল!

আঁখি ∫∫ গঙ্গায় ডুবে গেল নিমাই-এর অভূতপূর্ব ভাষ্য। (আঁখি ওঠে) গপ্পো শেষ!

পল্লব ∫∫ (উত্তেজিত হয়ে ওঠে) পৃথিবীতে একটা জিনিস কখনো বিনষ্ট হয় না আঁখি... তার নাম বিদ্যা। মানুষের অর্জিত বিদ্যা কখনো লুপ্ত হয় না! সে ঠিক রয়েই যায়... কোনো না কোনো আকারে! খুনি আততায়ী যেমন কোনোভাবেই তার খুনের প্রমাণ মুছে ফেলতে পারে না... থেকেই যায়-তেমনি বিদ্যাও থেকে যায়। তার প্রমাণ কখনো মুছে যায় না। কতকাল পরে আবার দেখা মেলে। নিমাই পাণ্ডুলিপি ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার একটা খসড়া... একটা প্রাইমারি ড্রাফট তো থেকে যেতে পারে কারো কাছে... আর তার নকল যদি কেউ করে থাকে...

আঁখি ∫∫ এটা সেই পুঁথি! চৈতন্যের প্রাইমারি ড্রাফট!

পল্লব ∫∫ আঁখি! যদি সত্যি তাই হয়... তাহলে?... বাংলার ইতিহাস বদলে যাচ্ছে না! স্যার কেন বলেছিলেন সম্পদ? এ পুঁথি সম্পদ! বুঝতে পারছ আঁখি?

আঁখি ∫∫ এ তো শিগগির মারধোর খাবে রে!

পল্লব ∫∫ কেন?

আঁখি ∫∫ কেন কী? যতো উদ্ভট অবাস্তব আবিষ্কার করলে লেখাপড়া জানা লোকেরা তোমায় ছেড়ে দেবে! নিমাই-এর প্রাইমারি ড্রাফট! ঠেঙিয়ে বৃন্দাবনদ পাঠাবে!

পল্লব ∫∫ (ক্ষেপে) যাদের এতোটুকু কল্পনা নেই, কৌতূহল নেই, তারাই বলবে উদ্ভট! সরি! তোমাকে এসব বলার মানে হয় না।

আঁখি ∫∫ (দপ করে জ্বলে ওঠে) কী হয়েছে!

পল্লব ∫∫ সবার মাথায় সব ঢোকে না! অলরাইট! আমি যদি প্রমাণ করতে পারি...

আঁখি ∫∫ (এক মুহূর্ত দৃষ্টির আগুনে পল্লবকে পুড়িয়ে) আরো কদ্দিন চলবে তোমার এই গবেষণা...? একটা ডেট-লাইন ঠিক করে দেবে আমায়?

পল্লব ∫∫ সময় বেঁধে গবেষণা করা যায় না। ক-রাত জেগে গবেষণা শেষ করে ফেললুম! এটা কী ইসকুলের পরীক্ষা!

আঁখি ∫∫ আবার কী! দুচারখানা বই পড়ে এধার ওধার থেকে টুকেমুকে হেঁজিপেঁজিরা পর্যন্ত ডক্টরেট পেয়ে যাচ্ছে... তোমার আর শেষ হয় না!

পল্লব ∫∫ আমি ডক্টরেট পাওয়ার জন্যে পড়ছি না!

আঁখি ∫∫ তবে কীসের জন্যে পড়ছ! লোকে পড়ে কেন? ভেবেছিলুম এম.এ.পাশ করে চাকরি করবে! দিনরাত পাগলের মতো খেটে এম.এ. পাশ করালুম! পাশ করেই ধরলে রিসার্চ! বললে, দুবছরে শেষ হয়ে যাবে! সাড়ে তিনবছরের মাথায় নতুন উৎপাত জুটল এই পুঁথি! এটা নিয়ে আবার ক-বছর চালাবে? এরপর চাকরির বয়েস থাকবে?

পল্লব ∫∫ ধ্যাত্তেরি চাকরি! প্লিজ, একটু চুপ করবে?

[পল্লব পুঁথিতে মন দিলো। খেয়াল করল না আঁখির সারামুখে কী রোষ ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো।]

আঁখি ∫∫ ...আছে ভালো। কাজকর্ম চাকরিবাকরির চিন্তা নেই, বছরের পর বছর চলছে ইতিহাস গবেষণা! আরো সুবিধে, সারাদিন আমি থাকছি বাইরে, দিনভর একা একখানা ঘরে! শুয়ে বসে চিৎ হয়ে বই মুখে! বই... বই... বেড়ালছানার মতো সারা ঘরে বই ঘুরছে দ্যাখো! বাদুলে পোকার মতো থিক থিক করছে বই আর বই! কবে এ জঞ্জালের হাত থেকে মুক্তি পাবো! পারছি না... আর যে পারছি না আমি!

[পল্লব চেয়ার ছেড়ে উঠল। একটা তোয়ালে নিয়ে আঁখির পাশে এলো!]

পল্লব ∫∫ নাও...

আঁখি ∫∫ (অবাক চোখে) কী হবে?

পল্লব ∫∫ ভিজে গেছ! তাই...

আঁখি ∫∫ তাই কী!

পল্লব ∫∫ মুছে ফেল! সেদিন জ্বর হয়েছিল না তোমার! গায়ে জল বসালে রিল্যাপস করতে পারে!

[আঁখির অনাবৃত হাতখানা টেনে নিয়ে পল্লব তোয়ালে দিয়ে মোছায়। আঁখি হেসে ওঠে।]

হাসছ যে!

আঁখি ∫∫ (হাসতে হাসতে) আমি মরে গেলেও যে টেবিল ছেড়ে ওঠে না, সে তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে দিচ্ছে! তুমি সেন্সে আছে তো! (হাসতে হাসতেই রেগে তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় আঁখি) এসব লোকদেখানো সৌজন্য আমার অসহ্য হয়ে উঠছে পল্লব!

পল্লব ∫∫ আমার সবকিছুই দেখছি তোমরা অসহ্য ঠেকছে! কিছু করলেও রাগ, না করলেও রাগ, কী করব বলতে পারো?

আঁখি ∫∫ (বাঁকা গলায়) পড়ো পড়ো! আর কী করবে? প্রাচীন পুঁথির ঝাপসা হরফগুলো পাঠোদ্ধার করো! বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস তোমায় নতুন করে লিখতে হবে। বউ-এর গা মোছালে চলবে!

পল্লব ∫∫ প্লিজ আঁখি, ঝগড়াটা কটা দিন বন্ধরাখা যায় না!

আঁখি ∫∫ ঝগড়া কোথায়, ভালো কথাই বলছি! বউ চাকরি করে টাকা জোগাবে, তুমি হিস্টোরিয়ান হবে... বউ-এর ঘাড়ে বডি ফেলে বিশ্ববরেণ্য ঐতিহাসিক হবে... সত্যি কথাটা শুনতে খারাপ লাগে কেন?

পল্লব ∫∫ আজকাল রোজ বাড়ি ফিরে তুমি একরাশ খোঁচা মারো। সবাই জানে তোমার রাজগারের টাকায় আমি পড়ছি!... লেখাপড়ার সুযোগটা তোমার জন্যে পেয়েছি! বার বার তা শু নিয়ে লাভ কী?

আঁখি ∫∫ শোনাতে হয়, যেহেতু তোমার মুখে-চোখে কোথাও একছিটে কৃতজ্ঞতা নেই! বেহুঁশের মতো জ্ঞানসাগরে সাঁতার কাটছো! অথচ যে লোকটা তোমায় এ পর্যন্ত মদত দিলো-তার দিকে ফিরে তাকাও না!

পল্লব ∫∫ আচ্ছা এসব কথা কি তোমার কেবল আমার পড়ার সময়েই মনে পড়ে! যত দুঃখ, রাগ কেবল এই সময়টার জন্যে জমিয়ে রাখো! বলো, যতো খুশি বলো...

[পল্লব পড়তে বসে।]

আঁখি ∫∫ আমিও দেখেছি, আজকাল আমি কাজ থেকে ফিরে এলেই তোমার যত পড়া শুরু হয়! তোমার মুখটা পেঁচার মতো হয়ে যায়! যেন এই এলো, আমার জ্বালাতন ফিরে এলো! সারাদিন ঘরটা দখল করে থাকতে থাকতে তোমার একটা ধারণা হয়েছে, যেন ঘরটা তোমার একারই! নইলে কেউ এই অবস্থা করে রাখে। একেই এই বস্তির ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে যায়, তারপর এইসব এখন পরিস্কার করতে হবে! (আঁখি ঘরটাকে গোছাতে থাকে)... পেয়ে পেয়ে তোমার এমন চাহিদা হয়ে গেছে...এই ঘরে যদি আমাকে থাকতে হয়-যতোক্ষণ থাকবো... আমাকে তোমার ঐতিহাসিক আবিস্কারের কাহিনি শুনতে হবে! কেন?

পল্লব ∫∫ শুনো না, আর কোনোদিন বলব না!

আঁখি ∫∫ কেন বলো? কই, তুমি শোনো আমার কথা! আমি যে ভোর থেকে এই রাত আটটা পর্যন্ত রোজ কী কাজ করে আসি, তার ভালো মন্দ কোনো কথা কোনোদিন ভুলেও জিজ্ঞেস করো তুমি!

পল্লব ∫∫ ওর আর জিগ্যেস করার কি আছে! সারাদিন একজন গোয়েন্দা-গপ্পো লেখিকার ডিক্টেশান নাও! শকুন্তলা দেবী গড়গড় করে গপ্পো বলে যায়, তুমি সরসর করে লিখে যাও!... সত্যি ও কাজের ভালো মন্দ কতটুকু যে তাই নিয়ে আলোচনা করা যায়! নিজেই বুঝে দ্যাখো... কতখানি বিরক্তিকর ক্লান্তিকর ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে কাজ করে চলেছ...

[পল্লব পড়ায় মন দিলো।]

আঁখি ∫∫ এই বিরক্তিকর ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে কাজটা আমায় করতে হচ্ছে কেন?

পল্লব ∫∫ (অন্যমনস্ক ভাবে) করছ, তাই হচ্ছে!

আঁখি ∫∫ না, তোমার ভরণপোষণের জন্যে!

পল্লব ∫∫ হতে পারে।

আঁখি ∫∫ হতে পারে মানে তাই!

পল্লব ∫∫ বেশ তাই। আমার জন্যে!

আঁখি ∫∫ আমারো হিস্ট্রিতে অনার্স ছিল! পড়াশুনায় নিরেট ছিলুম না! চালাতে পারলে আমিও আজ রিসার্চ করতে পারতুম!

পল্লব ∫∫ (যন্ত্রের মতো) হুঁ, হ্যাঁ... উঁ?

আঁখি ∫∫ পারিনি সেও তোমার জন্যে! তোমার সঙ্গে প্রেম করতে হলো বলেই বি.এ-তে ডাব্বা খেলুম!

পল্লব ∫∫ (পূর্ববৎ) হুঁ-উ-উ?

আঁখি ∫∫ নিজে তুমি ফার্স্ট ক্লাস পেলে...

পল্লব ∫∫ হুঁ!

আঁখি ∫∫ সেটা কিন্তু আমার জন্যে! অ্যাজ বিকজ আই ইনসপায়ারড ইউ! তোমার দাদারা তোমায় পড়াতে চায়নি, কলেজের খরচও বন্ধকরে দিয়েছিল... আমি নিজের টাকা দিয়ে তোমায় পড়িয়েছিলাম! প্রেমের খেসারত দিয়েছিলাম!

পল্লব ∫∫ হুঁ!

আঁখি ∫∫ শুধু তাই নয়। তুমি বি.এ পাশ করার পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তোমাকে বিয়ে করলুম, নিজের লেখাপড়া ছেড়ে চাকরি করে তোমায় এম. এ. পড়ালুম...

পল্লব ∫∫ হুঁ-উ!

আঁখি ∫∫ তাহলে বুঝতে পারছ, তোমার ভালবাসা আমার বারোটা বাজিয়েছে... ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে জীবনে ঢুকিয়েছে... কিন্তু আমার দিক দিয়ে তুমি বেঁচে গেছ... বেঁচে আছো... ওপরে উঠছ...

পল্লব ∫∫ হুঁ-

আঁখি ∫∫ অ্যাই, হুঁ হুঁ করবে না, স্পষ্ট করে কথা বলতে ইচ্ছে হয় বলো, নইলে চুপ করে থাকো!

[আঁখি ছুটে গিয়ে পল্লবের সামনে থেকে পুঁথিখানা ছোঁ দিয়ে তুলে নিল। পল্লব লাফিয়ে উঠল।]

পল্লব ∫∫ অ্যাই! অ্যাই কী করছ!

[পল্লব আঁখির হাত থেকে পুঁথিখানা নিতে যায়।]

আঁখি ∫∫ কলেজে আরো মেয়ে ছিল... সবাইকে ছেড়ে আমার সঙ্গে ভাব করেছিলে কেন?

পল্লব ∫∫ দাও আঁখি, পাতাগুলো ভেঙে যাবে... গুঁড়ো হয়ে যাবে... আরে ওভাবে ধরো না...আঁখি...

[পুঁথিখানা নিতে যায় পল্লব। আঁখি ছাড়ে না। পল্লব কেড়েও নিতে পারে না। আঁখির সামনে অসহায় ভাবে হাত-পা ছোঁড়ে।]

দাও, দাও আমার বই...

আঁখি ∫∫ কেন আমাকে পড়া ছেড়ে তোমায় বিয়ে করতে হলো? কেন বিরক্তিকর ক্লান্তকর একঘেঁয়ে কাজ করতে হচ্ছে? আর সে কাজ নিয়ে কথা বলতে তোমার কেন কেন ঘেন্না হবে? কেন?

[আঁখির চোখে জল এসেছে। কিন্তু গলার উত্তাপ কিছু কমেনি।]

পল্লব ∫∫ আমার জন্যে। সব আমার জন্যে! তুমি পাশে না দাঁড়ালে আমি মরে যেতুম, গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হতো আমায়! আঁখি, পুঁথিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! দাও। তোমার পায়ে পড়ি লক্ষ্মী সোনা...

[আঁখি বিজয়িনীর মতো পুঁথিটা রাখল টেবিলে। ছটফটানিতে পল্লবের চশমাটা বেঁখে গিয়ে নাকের ডগায় ঝুলছে। পল্লব ক্ষোভে দুঃখে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে-]

আ-আমার কোনো বইতে হাত দেবে না তুমি! এসবের দাম জানো? টাকা দিয়েও পাওয়া যায় না! কখনো ধরবে না!

[টেবিলের নিচে একটা মুখছেঁড়া লম্বা খাম দেখতে পেয়ে আঁখি সেটা তুলে নিল।]

আঁখি ∫∫ এ তো আমার চিঠি!...(দেখল খামটা খালি) কই? চিঠিটা কই?

পল্লব ∫∫ কী চিঠি!

আঁখি ∫∫ আরে এই তো খালি খামটা পড়ে রয়েছে!

[আঁখি টেবিলের বইপত্র উল্টেপাল্টে দেখতে চায়।]

পল্লব ∫∫ এখানে নেই! এখানে নেই!

আঁখি ∫∫ কোথায় গেল সেটা!

পল্লব ∫∫ জানি না!

আঁখি ∫∫ তুমি তো খামটা ছিঁড়ে সেটা পড়েছ!

পল্লব ∫∫ আমি কোন চিঠিফিটি পড়িনি। ঐরকম এসেছে!

আঁখি ∫∫ এই মুখছেঁড়া খালি খামটা এসেছে?

পল্লব ∫∫ ওরে বাবা, ওটা পুরনো চিঠির খাম!

আঁখি ∫∫ না। পুরনো নয়। এ খামটা আগে দেখিনি। আজই এসেছে। মনে করে দেখো কোত্থেকে এলো! কে লিখেছে!... কী হ'লো? কে লিখেছে বলো...

পল্লব ∫∫ (জোরে) ফর হেভেনস সেক একটু চুপ করবে! আসা থেকে হইচই লাগিয়ে দিয়েছে! কী পড়ছিলাম কিছু মনে পড়ছে না! আমার ন্যায়সূত্র বইটা কোথায় রাখলে! সব এমন গণ্ডগোল পাকিয়ে দেয়...

আঁখি ∫∫ খাম ছিঁড়ে চিঠি পড়তে পারলে, আর কোত্থেকে এসেছে সেটা বলতেই তোমার এতো কষ্ট! কে দিয়েছে, মা?

পল্লব ∫∫ না।

আঁখি ∫∫ অনেকগুলো চাকরির দরখাস্ত করেছি কোনোটার ইনটারভিউ-এর চিঠি নয়তো?

পল্লব ∫∫ নাঃ।

আঁখি ∫∫ শ্যামলীর?

পল্লব ∫∫ না।

আঁখি ∫∫ মেজদা?

পল্লব ∫∫ না, না-

আঁখি ∫∫ তবে কার?

পল্লব ∫∫ জ্বালিয়ে দিলে। বলছি একটা ফালতু চিঠি! ঐ একটা দোকানের বিজ্ঞাপন না কি যেন! পোস্টম্যান দিয়ে যেতেই সে আমি ফেলে দিয়েছি!

আঁখি ∫∫ উঁহু, এ চিঠি পোস্টে আসেনি। পোস্টে এলে স্ট্যাম্প থাকতো। নিশ্চয়ই কেউ হ্যান্ড ডেলিভারি দিয়ে গেছে! কে দিয়ে গেছে?

পল্লব ∫∫ (চিৎকার করে) জানি না! দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে! কে দিয়ে গেছে দেখিনি!

আঁখি ∫∫ সেটা এতোক্ষণ বলতে কী হয়েছে?

পল্লব ∫∫ শুনলে তো! এবার চুপ করো।

আঁখি ∫∫ করছি। আর একটি কথাও বলছি নে। পড়ো তুমি!

[ভিজে কাপড়, তোয়ালে, ভিজে ছাতা সব নিয়ে আঁখি ভেতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে ঘুরে বলে গেল-]

তুমিও আমার সঙ্গে কথা বলবে না!

[আঁখি বেরিয়ে যেতে পল্লব চোরের মতো টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা চিঠি বার করল। টেবিলল্যাম্পের সামনে চিঠিটা মেলে ধরল। দৃশ্যের সব আলো গুটিয়ে এসে কেবল পল্লবের মুখের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়াল। দুচোখে তার ত্রাস। পল্লবের মুখের ওপর একটানা ঝনঝন শব্দ, কড়া নড়ার। পল্লবের চোখে একটি অতীত-দৃশ্য ভেসে ওঠে।]

অতীত দৃশ্য

[বাইরের দরজায় কড়া নড়ে। পল্লব দরজা খুলে দিলো। একটি সুবেশ যুবক দাঁড়িয়ে। নাম হর্ষ। হাতে ঐ লম্বা খামের চিঠিটা।]

হর্ষ ∫∫ পাঁচের তেরো?

পল্লব ∫∫ (ব্যস্ত অন্যমনস্ক) উঁ? অ্যাঁ? কী চাইছেন?

হর্ষ ∫∫ বলছি, নাম্বারটা কি পাঁচের তেরো?

পল্লব ∫∫ হুঁ!

হর্ষ ∫∫ আঁখি থাকেন এখানে? আঁখি বসুমল্লিক?

পল্লব ∫∫ থাকে...

হর্ষ ∫∫ বলবেন একটু...

পল্লব ∫∫ বাড়ি নেই।

হর্ষ ∫∫ (পিছন ফিরে ডাকছে) আসুন পিসিমা, পাওয়া গেছে, এই বাড়ি।

[এক থপথপে বৃদ্ধা দরজায় এলো। হর্ষ তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বৃদ্ধার চেহারা পোশাক অভিজাত। ছড়ি ভর দিয়ে সামান্য খুঁড়িয়ে চলে। হাঁপাচ্ছে।]

বৃদ্ধা ∫∫ আচ্ছা গোলকধাঁধারে বাবা! পাঁচ আছে তেরো আছে... পাঁচের তেরো নেই! পাঁচের চোদ্দো থেকে কুড়ি হাওয়াই চপ্পলের কারখানা। ভাঙা মসজিদটায় বেড় দিয়ে পাক খাচ্ছি তো খাচ্ছি!

[বৃদ্ধা পল্লবের পড়ার চেয়ারে বসে পড়ল।]

পল্লব ∫∫ বললাম যে আঁখি বাড়ি নেই!

বৃদ্ধা ∫∫ একসময় ফিরবে তো?

পল্লব ∫∫ ...কাজে বেরিয়েছে! রাত আটটার আগে না!

বৃদ্ধা ∫∫ (হর্ষকে) বসো হর্ষ! ঘন্টা তিনেক বসতে হবে!

পল্লব ∫∫ (ঘাবড়ে) তিন ঘন্টা বসবেন আপনারা?

হর্ষ ∫∫ আমাদের তাড়া নেই?

বৃদ্ধা ∫∫ দাও চিঠিটা আমার হাতে দাও। (হর্ষর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে) আচ্ছা হাওয়াই চপ্পল বস্তুটা তোমার কেন লাগে হর্ষ?

[বৃদ্ধা পল্লবের পায়ের চপ্পল দেখায়।]

হর্ষ ∫∫ ভালোই লাগে। চট করে পা গলানো যায়।

বৃদ্ধা ∫∫ আমার দু চক্ষের বিষ। হাওয়াই চপ্পল আর স্লিভলেস ব্লাউজ! সহ্য করতে পারিনা।

পল্লব ∫∫ আঁখির কিন্তু ফেরার কোন ঠিক নেই। শকুন্তলা দেবী কতোক্ষণ ডিক্টেশন দেবেন কেউ জানে না! তাঁর যদি একবার ফ্লো এসে যায়, রাত দশটাও বাজিয়ে দিতে পারেন!

হর্ষ ∫∫ শকুন্তলা দেবী কে?

পল্লব ∫∫ লেখিকা শকুন্তলা দেবী। আঁখি তাঁর কাছে কাজ করে।

বৃদ্ধা ∫∫ (হর্ষকে) এই হয়েছে তোমাদের লেখিকা শকুন্তলা দেবী! ছাইপাঁশ গোয়েন্দাগপ্পো লিখেই চলেছে, লিখেই চলেছে! ওর হাত থেকে কলমটা কেউ কেড়ে নিতে পারে না!

হর্ষ ∫∫ বলবেন না পিসিমা! এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে! ওর নামে ফ্যানক্লাব আছে!... আর কলম কেড়ে নিয়েও ওঁকে থামানো যাবে না। নিজে তো আর লেখেন না-মুখে বলে যান, অনুলেখিকা লিখে যায়।

বৃদ্ধা ∫∫ অপরাধ তুমি নিজের হাতেই করো, আর অন্যকে দিয়েই করাও-মাত্রা কিছু কমে না।

পল্লব ∫∫ (অস্বস্তি গোপন করতে পারে না) আমি একটু ব্যস্ত আছি। আঁখিকে কিছু বলার থাকলে আমায় বলে যেতে পারেন।

বৃদ্ধা ∫∫ (হাতের চিঠিটা নাড়িয়ে) ওর জন্যে একটা চিঠি আছে।

পল্লব ∫∫ রেখে যান, দিয়ে দেব।

বৃদ্ধা ∫∫ তুমি কে? আঁখির বর?

পল্লব ∫∫ হুঁ। কই, কী চিঠি? দিন।

বৃদ্ধা ∫∫ ও তুমিই সেই পল্লব। কিছু মনে করো না-বয়েসে ছোট দের আপনি আজ্ঞে বলতে পারিনে, আবার এখনকার ছেলেমেয়েদের মতো বড়দেরও তুমি বলতে শিখিনি। তা তুমি নাকি সেই কোন আমলের কী সব পুঁথিটুঁথি পেয়েছ?

পল্লব ∫∫ আপনারা কারা? কোত্থেকে আসছেন?

হর্ষ ∫∫ (বৃদ্ধাকে দেখিয়ে) মিস বনলতা সেন!

পল্লব ∫∫ বনলতা সেন!

হর্ষ ∫∫ জীবনানন্দের কবিতা মনে পড়ছে তো?-পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন...

বৃদ্ধা ∫∫ পাখির নীড়! আর হাসিও না হর্ষ! গেঁটে বাত নীড় বেঁধেছে আমার সর্ব অঙ্গে। আমি শিলচরের বনলতা সেন! একটি সুখবর এনেছি! (মুখআঁটা লম্বা খামটা নাড়ায়) আঁখির অ্যাপয়েনমেন্ট লেটার।

পল্লব ∫∫ চাকরির! কী চাকরি? চেয়ারে বসতে অসুবিধা হলে, খাটে বসুন না। মাইনে কতো?

হর্ষ ∫∫ চাকরিটা এক কথায় লোভনীয়। বৃদ্ধবৃদ্ধাদের আশ্রমে সুপারভাইজারের পোস্ট!

বৃদ্ধা ∫∫ মাইনেও ভালো দেব। এখানে তোমাদের গোয়েন্দাগপ্পের লেখিকা যা দেয় তার তিনগুণ! সঙ্গে ফ্রি কোয়ার্টার! ফ্রি ফুডিং!

পল্লব ∫∫ চা খাবেন আপনারা? বানাবো?

বৃদ্ধা ∫∫ তা বানাও...

হর্ষ ∫∫ না না... প্লিজ, ব্যস্ত হবেন না। পিসিমা, উনি পড়াশোনা নিয়ে আছেন। আমরা ওঁকে ডিসটার্ব করবো না। প্লিজ, যা করেছিলেন করুন পল্লববাবু...

পল্লব ∫∫ পিসিমা, কবে থেকে হচ্ছে চাকরিটা?

বৃদ্ধা ∫∫ কাল থেকেই। কালই ওকে শিলচরে নিয়ে যাবো আমরা।

পল্লব ∫∫ কোথায়? শিলচরে!

হর্ষ ∫∫ শিলচরে পিসিমার বিশাল এস্টেট। অনেকগুলো জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে। তার মধ্যে একটি নগেন্দ্রবালা মাতৃমন্দির। পিসিমার ঠাকুমার নামে। সংসারত্যাগী বৃদ্ধবৃদ্ধাদের আশ্রম!

পল্লব ∫∫ আঁখিকে কি শিলচরে গিয়ে থাকতে হবে নাকি?

বৃদ্ধা ∫∫ তা আশ্রম শিলচরে, সুপারভাইজার কলকাতায় থাকে কি করে হর্ষ?

হর্ষ ∫∫ মনে হচ্ছে এ চাকরির ব্যাপারে আপনি আগে কিছু শোনেননি?

পল্লব ∫∫ নাঃ।

হর্ষ ∫∫ অবাকই লাগছে। সাত তারিখে পার্ক হোটেলে আঁখি ইনটারভিউ দিয়ে এলেন... আমরা ওঁকে একরকম কথাই দিয়েছিলাম...

তারপরেও আপনাকে কিছু বলেননি!

পল্লব ∫∫ ইনটারভিউ-এর কথাই তো জানি না! আর শিলচরে চাকরি! অসম্ভব! না না, আঁখিকে শিলচরে চাকরি নিয়ে যেতে দেব না!

বৃদ্ধা ∫∫ বারে, ও যে আমাকে বলল ঘন্টা কয়েকের নোটিশে কলকাতা ছাড়তে পারে! তোমার দিক দিয়ে কোনো আপত্তি নেই!

হর্ষ ∫∫ ওঁর কথা মতো কাল প্লেনের টিকিট বুক করা হয়েছে। দশটায় ফ্লাইট!

পল্লব ∫∫ টিকিট ক্যান্সেল করুন! না না, শিলচরে যাবো কি করে আমরা? আমার পড়াশুনোর জগৎটাই কলকাতায়। সব কানেকশানস এখানে। ইউনিবার্সিটির মাস্টারমশাইদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকবে নাকি অতদূরে গেলে? কলকাতার মতো লাইব্রেরি-ফেসিলিটি পাবো শিলচরে? আঁখি কি পাগল হয়েছে? না, না, আপনার আসুন। এ চাকরি করবে না ও।

বৃদ্ধা ∫∫ লাইব্রেরি শিলচরেও আছে। কী হর্ষ, আমারই ঠাকুর্দার নামে যে লাইব্রেরি... আর তার যে স্টক... ভারতবর্ষের কোথাও তা আছে?

হর্ষ ∫∫ প্রচুর ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ নথিপত্র... বিশাল আর্কাইভ... তবে পল্লববাবুর তাতে কোনো সুবিধে হচ্ছে না পিসিমা। উনি তো শিলচরে যাবেন না!

পল্লব ∫∫ না, তবে ওরকম একটা লাইব্রেরি যদি পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে... আচ্ছা চৈতন্যদেবের ওপর বইপত্রের সংগ্রহ আছে? মানে আমার গবেষণার বিষয়টা ঐ-

বৃদ্ধা ∫∫ অজস্র আছে বাপু, কে আর সে সব পুঁথিপত্র খুঁটিয়ে দেখছে! তবে একটা পুঁথি নিয়ে এক সময় খুব হইচই হয়েছিল। ন্যায়শাস্ত্রের ওপর লেখা, খুবই প্রাচীন রচনা! সেই ষোড়শ শতাব্দীর!

পল্লব ∫∫ ষোড়শ শতাব্দীর! ন্যায়শাস্ত্র!

বৃদ্ধা ∫∫ রচনাকারীর হদিশ কেউ করতে পারেনি এ পর্যন্ত!

পল্লব ∫∫ আপনি দেখেছেন পুঁথিখানা!

বৃদ্ধা ∫∫ হুঁ...

পল্লব ∫∫ দেখুন তো, এইরকম? (খুব উত্তেজিত ভাবে) দেখুন, এক রকম?

বৃদ্ধা ∫∫ বলতে পারব না বাপু, আমি তো পুঁথিবিশারদ নই!

পল্লব ∫∫ ঠিক আছে। আমরা যখন শিলচরে যাচ্ছি-কালই যাচ্ছি, তাই তো?

হর্ষ ∫∫ আপনি ভুল করছেন পল্লববাবু। চাকরিটা আঁখির, আপনার নয়। গেলে আঁখি যাবেন। আপনি যেতে চাইলেও, আমরা অ্যালাউ করব না।

পল্লব ∫∫ অ্যালাউ করবেন না।

হর্ষ ∫∫ নগেন্দ্রবালা মাতৃমন্দিরের রীতিটাই এইরকম। সংসার-ত্যাগী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চোখের সামনে সুপারভাইজার স্বামী নিয়ে সংসার পাতবে, এটা কর্তৃপক্ষ চান না। অতীতে এই কারণে অনেক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলেই পিসিমা নিয়মটা এই রকম রেখেছেন।

পল্লব ∫∫ আঁখি জানে তাকে একা যেতে হবে!

হর্ষ ∫∫ ডেফিনেটলি! ইন্টারভিউতে ডিটেলস-এ সব কথাই হয়েছে!

পল্লব ∫∫ তবু রাজি হয়েছে আঁখি!

হর্ষ ∫∫ না হলে আমরা এলুম কেন? পিসিমা নিজে এলেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে!...পল্লববাবু এ সব কী বলছেন পিসিমা...

বৃদ্ধা ∫∫ আমি ভাবছি, মেয়েটি কি ডেঞ্জারাস! অ্যাঁ, স্বামীর কাছে সব গোপন করে তলে তলে কলকাতা ছেড়ে ভেগে পড়তে চাইছে!

হর্ষ ∫∫ ওটা আঁখির পার্সোনাল ব্যাপার পিসিমা!... আমরা যদ্দুর দেখিছি, তাতে ডেঞ্জারাস বলা যায় না, বরং বলতে পারি আঁখি সব দিকেই খুব সুন্দর!

বৃদ্ধা ∫∫ তোমাদের ছেলেছোকরাদের নিয়ে ঐ বড় মুশকিল হর্ষ! কারুর চেহারা সুন্দর দেখলে তোমরা আর কিছু দেখতে চাও না। আসলে অতি ধূর্ত মেয়ে। তুমি জোরাজুরি করলে বলেই আমি ওকে চাকরিটা দিলুম। নইলে একশো তিরিশ জন ক্যান্ডিডেটের মধ্যে ওর চেয়ে ঢের বেশি যোগ্য প্রার্থী ছিল।

হর্ষ ∫∫ ঠিক আছে। আঁখি ফিরুন। সামনাসামনি সব কথা হবে।... পল্লববাবু প্লিজ আপনি এখন এ নিয়ে ভাববেন না। খুঁজুন। রিয়েলি, দুর্লভ পুঁথিপত্রের জগৎটাই আপনার বিচরণ। চাকরিবাকরির মতো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ভাবার সময় কোথায় আপনার। কই, দেখি আপনার পুঁথিটা...

পল্লব ∫∫ (বৃদ্ধার সামনে আসে) শুনুন, আঁখি আমায় ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। আঁখি চলে গেলে একা একা কী করবে আমি? কার কাছে থাকব?

বৃদ্ধা ∫∫ কেন, তোমার আর কেউ নেই?

পল্লব ∫∫ কেউ নেই! কে দেখবে আমায়? খেতে দেবে কে? ঘরটা গোছাবে কে? বইপত্রগুলো সামলাবে কে? ও না থাকলে আমার কিছু না। টাকা দেবে কে আমায়! কোথায় যাবে রিসার্চ! আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!

হর্ষ ∫∫ ছেলেমানুষি করবেন না পল্লববাবু... এই বাজারে ভালো মাইনের চাকরি ছেড়ে দেওয়া বোকামি!

পল্লব ∫∫ থামুন তো! আমি যখন রাত জেগে পড়ি, যখন পিঠ ভরতি মশা-গায়ে কে আমার চাদরটা টেনে দেবে... কে আমার...

হর্ষ ∫∫ এসব কথা আমাদের বলে কী লাভ? এসব আপনি আঁখির সঙ্গে বুঝে নেবেন! তাছাড়া মশা মারার জন্যে স্ত্রীর কেরিয়ার আপনি নষ্ট করতে পারেন না!

পল্লব ∫∫ প্লিজ প্লিজ! আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবেন না!

বৃদ্ধা ∫∫ না না, এ মেয়েটিকে আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছিনে হর্ষ। আমার তো মনে হচ্ছে শিলচরে পালিয়ে গিয়ে হয়ত ওকে টাকাও পাঠাবে না! ভুলেও যেতে পারে ছেলেটাকে!

হর্ষ ∫∫ সেটা আমাদের বিবেচ্য নয় পিসিমা! তিনি চাকরি চেয়েছেন, আমাদের তাঁকে ভাল লেগে গেছে-ব্যাস... ব্যাপার ফুরিয়ে গেছে!

বৃদ্ধা ∫∫ তুমি তো তাই বলবে! কেননা তুমি যে ওকে সিলেক্ট করেছ! কেন জানি না, ওকে শিলচরে নিয়ে যাবার জন্যে তুমি যেন বড় বেশি উৎসাহিত হর্ষ!

হর্ষ ∫∫ কারণ আমার মনে হয়েছে ও কাজের মেয়ে! আর স্বভাবটাও চমৎকার! আর... ওর ভেতরে কোথায় যেন একটা গোপন দুঃখ

আছে। তাই আমার মনে হয়, ওকে আমাদের দেখা উচিত-

বৃদ্ধা ∫∫ তোমাকে দেখতে হবে কেন? আমি নেই?

হর্ষ ∫∫ আপনার সময় কোথায় পিসিমা?

পল্লব ∫∫ চুপ করুন। আমাদের গোপন দুঃখের খবর কে দিল আপনাকে? দুঃখটুখ্য নেই আমাদের! ভাল আছি আমরা, সুখে আছি। যান আপনারা, চাকরি লাগবে না-কোনো সাহায্য লাগবে না।

হর্ষ ∫∫ আঁখির সঙ্গে কথা না বলে আমরা যেতে পারিনা পিসিমা।

পল্লব ∫∫ না। আঁখির সঙ্গে দেখা হবে না। দয়া করে এখানে যান আপনারা! আঁখি শিলচরে যাবে না।

বৃদ্ধা ∫∫ কিন্তু প্লেনের টিকিট যে কাটা হয়ে গেছে পল্লব!

পল্লব ∫∫ টিকিট ফেরত দিন।

হর্ষ ∫∫ আপনি বাড়াবাড়ি করছেন। স্বামী বলে আপনি স্ত্রীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। দরকার পড়লে পুলিশ দিয়ে মেয়েটাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে হবে পিসিমা।

বৃদ্ধা ∫∫ তাই করো।

পল্লব ∫∫ (তেড়ে যায়) যান, যান বলছি-এরপর কিন্তু বস্তির লোক ডেকে মেরে তাড়াবো! খুরশিদের মা... খুরশিদের মা...

[নেপথ্যে খুরশিদের মায়ের গর্জন শোনা গেল। বৃদ্ধা অস্ফুট চিৎকার করে পায়ের ব্যথা ভুলে এক রকম ছুটেই পালালো। হর্ষও গেল। পল্লব দেখল টেবিলের ওপর মুখআঁটা লম্বা খামটা-চাকরির চিঠিটা ফেলে গেছে বৃদ্ধা। পল্লব খামটা তুলে নিল। চিঠি বার করে পড়ল। বাইরে মোটরগাড়ি স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল।]

অতীত দৃশ্য শেষ

[পল্লব খাম হাতে টেবল-ল্যাম্পের সামনে। অতীত-দৃশ্য শুরুর পূর্বমুহূর্তে যেমন ছিল। আঁখি ঘরে ঢুকেছে। পল্লব খামটা লুকোলো। আঁখি চান করেছে, কাপড় বদলেছে। হাতে একটি দুধের পাত্র। গম্ভীর মুখে পল্লবের সামনে এসে দাঁড়াল।]

পল্লব ∫∫ (মিষ্টি গলায়) কী গো?

[আঁখি কথা বন্ধ করেছে। তাই উত্তর না দিয়ে পাত্রটা পল্লবের সামনে নাড়ায়।]

হ্যাঁ দুধ! তাই কী!

[আঁখি দুধের পাত্র নিয়ে পল্লবের আরো কাছে আসে।]

খাও না। খাও। আচ্ছা আমি ধরছি, তুমি চুমুক দাও। চু-চু

[পল্লব পাত্রটা আঁখির মুখে ধরে। আঁখি ইশারায় দুধটা দেখাচ্ছে। পল্লবের হঠাৎ মনে পড়ে-]

ও দুধটা তুমি গরম করে রাখতে বলে গিয়েছিলে! সরি! একদম ভুলে গেছি! ইস! (আঁখি আবার দেখায়) তাই তো! হলদে সর পড়ে গেছে! (আঁখি নীরবে মুখ নেড়ে জানাচ্ছে-কী হবে এখন?) অ্যাই তুমি কথা বলছ না কেন? ওহোঃ তুমি তো কোন কথা বলবে না, তাই না!

(আঁখি ঘাড় নেড়ে জানায়, তাই। পল্লব আঁখির গলা জড়িয়ে ধরে) আঁখু... আচ্ছা বেশ আমার অন্যায় হয়ে গেছে। ক্ষমা চাইছি। আচ্ছা তুমি আমাকে মারো... মারো না! দুম দুম করে বেশ খানিকটা মারো তো-বুকের ওপর বসে গলা টিপে ধরো-তাহলেই দেখবে তুমি যা চাও আমি তাই হয়ে গেছি! মারো না! ভীষণ মার খেতে ইচ্ছে করছে! একবারে পিষে মারো। মারতে মারতে শুধু বলো, যাবে না, তুমি আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না!

আঁখি ∫∫ (পল্লবের চুল মুঠি করে টেনে ধরে) দুধ জ্বাল দিয়ে রাখোনি কেন? আমি এখন খাবো কী? আমার মাথা ধরেছে। গরম দুধ খাবো। (থেমে) কথা না বলেও পারা যায় না!

[পল্লব আঁখির মাথায় চড় মেরে হাসতে হাসতে রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভ নিয়ে আসে।]

পল্লব ∫∫ নাও, গরম করে নাও।

আঁখি ∫∫ করে দাও।

পল্লব ∫∫ প্লিজ আঁখি, একটু অ্যাডজাস্ট করো, লক্ষ্মী সোনা বউ! আমি আর ঘন্টাখানেক একটু কাজ করি, অ্যাঁ?

আঁখি ∫∫ অ্যাঁ-ফ্যাঁ না। চাকরি করতে গেছি এক শর্তে। ফিরে এসে আমি যেন রোজ গরম দুধ পাই। লক্ষ্মী সোনা বর, এক বছরে একদিনও তুমি কথা রাখোনি!

পল্লব ∫∫ ঠিক আছে, দুধ গরম করে দিলে আমার আজকের ডিউটি শেষ তো? আমাকে পড়তে দেবে তো? দুষ্টুমি করবে না তো?

আঁখি ∫∫ একটু-একটু।

[পল্লব আঁখির গালে চড় মেরে স্টোভ জ্বালাতে তোড়জোড় করছে।]

চাকরি করে টাকা আনব, এক গেলাস গরম দুধ পাবো না কেন!

পল্লব ∫∫ ও-কে! ও-কে! (থেমে) ঠিকই তো আছে। শালা বুড়িটা ফালতু ভয় দেখিয়ে গেল খানিকটা!

আঁখি ∫∫ বুড়িটা! বুড়িটা কে!

পল্লব ∫∫ (সামলে) না বুড়োটা! ঐ সিগারেটের দোকানের বুড়োটা! বলে ধারে সিগারেট খেলে নাকি ক্যান্সার হয়। বোঝো তো... অ্যাই, তুমি আমার সিগারেট এনেছ তো? কোটার সিগারেট?

আঁখি ∫∫ পাবে! কোটা পাবে।

[পল্লব খুশি মনে স্টোভে পাম্প করছে। আঁখি হাত পা ছড়িয়ে খাটে শুয়ে পড়ে। আড়মোড়া ভাঙে। গানের কলি গুনগুন করে।]

পল্লব ∫∫ সারা বেলা কী বৃষ্টি! একটু করে থামছে, একটু করে হচ্ছে! আগস্টের বর্ষা তো! কাল থেকে সব সময় জানালা টানালা সব বন্ধ করে রাখব। আর বইপত্র সব গুছিয়ে রাখব। আর তোমার কাপড় শুকিয়ে ইস্তিরি করে রাখব। আর তোমার দুধ ফুটিয়ে রাখব। আর ফেরামাত্র দরজা খুলেই চুমু খাবো। তাহলে হবে তো? দুঃখটুখ্য থাকবেনা তো? কী?

আঁখি ∫∫ জানো পল্লব ভাবছি শকুন্তলাদির লেখার কাজটা ছেড়েই দেবো। একটা অন্য চাকরি ধরব এবার!

পল্লব ∫∫ না না! একদিক দিয়ে এটাই তো আরামের চাকরি!

আঁখি ∫∫ উঁ! আরাম না? খুব আরাম! লিখতে লিখতে ঘাড়মাথা টনটন করে। কোমরে ব্যথা ধরে!

পল্লব ∫∫ একটু রেস্ট নিয়ে নিয়ে লেখো না কেন? তোমার শকুন্তলাদিকে বললেই পারো...

আঁখি ∫∫ রেস্ট নেওয়ার সময় আছে নাকি? এই পুজোয় দশখানা ঢাউস উপন্যাসের বায়না নিয়েছে বুড়ি। কাগজের সম্পাদকরা দিনরাত তাড়া দিচ্ছে-

পল্লব ∫∫ দশখানা উপন্যাস! তার চেয়ে গোটা একখানা মহাভারত লেখা সহজ!

আঁখি ∫∫ সেই সঙ্গে ডজন দুচার চ্যাংব্যাং ছোট গল্প!

পল্লব ∫∫ কতগুলো নামালে?

আঁখি ∫∫ একখানাও পুরো কমপ্লিট হয়নি। সব আধা-খ্যাঁচড়া হয়ে আছে!

পল্লব ∫∫ মাইকেল মধুসূদনের মতো অনেকগুলো একসঙ্গে ধরে নাকি তোমার শকুন্তলাদি?

আঁখি ∫∫ ধরে! ধরে হাঁসফাঁস করে মরে! লিখবো কি! যদি বুড়ির ইমোশন এসে গেল, অর্ধেক কথা মুখ দিয়ে বেরুবেই না! হাপুস হুপুস করবে... যেন দুধভাত খাচ্ছে! (পল্লব হাসে) একটা কথাও তখন ফলো করা যায় না।

পল্লব ∫∫ ঐ তো! ঐ ফাঁকটায় তুমি রেস্টনিয়ে নেবে!

আঁখি ∫∫ ইস! উঠতে দিলে তো? সে তো ভাবছে সে ভালই ডিক্টেশান দিচ্ছে! আমিও যা মনে আসে বানিয়ে বানিয়ে লিখে যাচ্ছি!

পল্লব ∫∫ সে কি! শকুন্তলাদেবীর হয়ে তুমি লিখে দিচ্ছ! তাঁর তো বদনাম হয়ে যাবে! কী লিখতে কী লিখছ!

আঁখি ∫∫ হ্যাঃ! পুজোসংখ্যা অত খেয়াল করে কেউ পড়ে নাকি? পাতা ভরাট হ'লেই হলো!

পল্লব ∫∫ যা খুশি লিখছ! শকুন্তলাদি কিছু বলেন না?

আঁখি ∫∫ বুঝতেই পারে না! বলবে কী? জানো, সেদিন আমারই লেখা আমায় শোনাচ্ছে-দ্যাখ আঁখি, এ জায়গাটায় কেমন গা-ছমছমে রহস্য পাকিয়ে তুলেছি! নিজে যে লেখেনি তাও ধরতে পারে না! (পল্লব হাসে) জানো, বুড়িটা খাটিয়েও নেয় খুব! খানিক ডিক্টেশন দেবে আর হাপসাবে, ও আঁখি আর পারছি নে, চা কর। ও আঁখি যা নস্যির ডিবে আন। ও আঁখি, ধর ধর টেলিফোনটা ধর!

পল্লব ∫∫ ও সবও তোমাকে করতে হয়?

আঁখি ∫∫ আর কে যোগাবে! নিজে তো নড়তে পারে না! বাড়িতে কে আছে? আজ আবার দুপুরবেলা একখানা ঢাউস ইংরেজি বই দিয়ে বলে, এরমধ্যে তিনশো রকমের খুনের পদ্ধতি আছে! লাগসই একটা খুঁজে রাখ তো। আমি ততক্ষণ মাথায় হাওয়া লাগিয়ে আসি।

পল্লব ∫∫ এ তো থার্ডক্লাস মহিলা! তোমায় দিয়ে মালমেটিরিয়াল খোঁজাচ্ছে-তোমায় দিয়ে লেখাচ্ছে-নিজে নস্যি টানছে, লেখিকা হিসেবে নাম কিনছে!

আঁখি ∫∫ ব্যাঙ্ক-ব্যালানস্‌ও বাড়াচ্ছে!

[বাইরে ডুগডুগির আওয়াজ!]

ওই যে তোমার খুরশিদ। ডাকো তো...

পল্লব ∫∫ ঝগড়া বাঁধাবে নাকি!

আঁখি ∫∫ আমি কিছুতে দরজার গোড়ায় ওকে ভালুক বাঁধতে দেব না।

পল্লব ∫∫ ঠিক আছে। পরে বুঝিয়ে বলব। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় খেলা দেখিয়ে খেটে খুটে এলো...

আঁখি ∫∫ ওর মা-বোনেরা কীরকম বিচ্ছু দ্যাখো! তখন আমি অতো চেঁচামেচি করলুম, কেউ একবার সাড়া দিল!

পল্লব ∫∫ না, মা-বোনেরা ভালো। বেশ ভালো! আমার দরকারে ভালোই সাড়া দেয়। তুমি যখন থাকো না, বোনেরা আসে!

আঁখি ∫∫ (সর্তক হয়ে) উঁ?

পল্লব ∫∫ হুঁ, মাঝে মাঝে... এক একটা বোন দরজার সামনে দিয়ে ঘুরে যায়... চোখে চোখ পড়তেই সট করে ছুটে পালায়...

[আঁখি কাপড় গুছিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে পল্লবের দিকে তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে।]

দুপুরবেলা... চারদিক চুপচাপ... পড়তে পড়তে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি...

আঁখি ∫∫ কী দ্যাখো-

পল্লব ∫∫ ছোট বোন আয়েষা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে।

আঁখি ∫∫ তোমার দিকে-?

পল্লব ∫∫ হুঁ কাল লোডশেডিং হতে অন্ধকারে বসে আছি... বড় বোন হামিদা লন্ঠন নিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো। বুঝতে পারছি, আলোটা দিতে চায় কিন্তু আমিও কিছু বলছি না, ও-ও নড়ছে না! কতক্ষণ বাদে হতাশ হয়ে চলে গেল! বেচারি!

[পল্লব হাসে।]

আঁখি ∫∫ বাসাটা ছাড়তে হবে!

পল্লব ∫∫ অ্যাঁ!

আঁখি ∫∫ সারাদিন পড়া হচ্ছে না, এই সব হচ্ছে!

পল্লব ∫∫ কী হচ্ছে!

আঁখি ∫∫ বুঝতে পারছ না কী হচ্ছে! আরে, সারাদিন আয়েষা হামিদার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা...আর আমি বাড়ি ফিরলেই পড়ার যতো চাপ বাড়ে!

পল্লব ∫∫ মেয়ে দুজন কিন্তু সত্যি খুব সুইট!

আঁখি ∫∫ দুধ গরম করো!

পল্লব ∫∫ করছি তো...

[পল্লব স্টোভটা পাম্প করছে-তেল উঠছে না। পল্লব গায়ের জোরে পাম্প করছে।]

আঁখি ∫∫ কোনো মেয়েকেই খুশি করতে পারবে না তুমি! হুঁদো কোথাকার!

[দরজার খুটখুট শব্দ। পল্লব উঠে দরজা খুলে দিল। খুরশিদ দাঁড়িয়ে-]

পল্লব ∫∫ আরে খুরশিদ!

খুরশিদ ∫∫ (উত্তেজিতভাবে) আম্মা কইল, ভাবি নাকি খুব রেগে আছে! আম্মা ভয় পেয়ে আর সাড়া দেয়নি! কী হয়েছে ভাবি?

আঁখি ∫∫ দ্যাখো খুরশিদ, তোমার বোনেরা... আয়েষা আর হামিদা...

পল্লব ∫∫ আহ আঁখি!

খুরশিদ ∫∫ দাদারে ডিসটাব করেছে! দুটোরে এমন ঝাড় দেব না আজ! দিনরাত যদি হুটহাট এধারে ঘোরাঘুরি করে, দাদা মন দিয়ে লিখাপড়া করবে কি করে? আমি আম্মারে বলে দিচ্ছি দাদা, কেউ আর এধারে না ভেড়ে! কী করি ভাবি, বহিনদের সাদিও দিতে পারি না-

পল্লব ∫∫ না না তোমাদের বোনদের ব্যাপার না খুরশিদ-ভাল্লুক-

খুরশিদ ∫∫ কালাসাহেব!

পল্লব ∫∫ হ্যাঁ খুরশিদ, তোমার কালাসাহেবকে রাতের বেলায় অন্য কোনোখানে রাখতে পারো না? ভয়ে তোমার ভাবি বারান্দায় বেরুতে পারে না।

খুরশিদ ∫∫ এই কথাটা আগে বলোনি কেন ভাবি, ভালুকটা থোড়াই রাখতাম। ও ভাবি, আমি মনে করলুম কি, দাদা একা রাত জেগে লিখাপড়া করে-একটা বলভরসা পাহারা তো দরকার... তাই ওটারে বারান্দায় বেঁধে রাখি...

আঁখি ∫∫ লেখাপড়ার জন্যে ভাল্লুকের পাহারা!

খুরশিদ ∫∫ (লজ্জিত হয়ে) ওই রকম বুঝেছিলাম আর কি! লিখাপড়া তো করা হয়নি! মনে ভাবলাম...এট্টা জ্যান্ত প্রাণী পাশে জেগে থাকাটা ভালো...! লিখাপড়া নাই তো!... ঠিক আছে, আজ থেকে কালাসাহেব আমাদের সাথে আমাদের ঘরেই থাকবে ভাবি! কালাসাহবের ইন্তেকাল এসে পড়েছে ভাবি!

পল্লব ∫∫ অসুখ বিসুখ করেছে নাকি?

খুরশিদ ∫∫ হ্যাঁ গো দাদা, পাতিপুকুরের মোড়ে আজ খেলা চলছিল। ব্রেকডান্স নাচতে নাচতে কালাসাহেব চক্কর খেয়ে ঘুরে লুটিয়ে পড়ল। লোকজন হাসছে, ভাবছে এও খেলা! আমি তো বুঝেছি কালাসাহেবের খেল খতম!

পল্লব ∫∫ হাসপাতালে দেখাও....

খুরশিদ ∫∫ হাসপাতাল কইলে সিট নাই...

আঁখি ∫∫ মানুষের হাসপাতালে সিট থাকে না, পশুর হাসপাতালেও...

খুরশিদ ∫∫ হাসপাতাল হইলেই সিট থাকে না ভাবি, মানুষের কী...পশুর কী! কইলে একেবারে শেষ সময়ে এনেছ...এ তো দুচার দিনও টিকবে না! কালাসাহেব আমার বাপ ভাবি! জীবনভর আমাদের ভাতভিক্ষে জুটিয়ে গেল। (খুরশিদের চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়) দেখি রাতটা যদি কাটে, কাল সকালে আর একবার ওর চিকিচ্ছের চেষ্টা চালাবো...

আঁখি ∫∫ খুরশিদ ভাই, কালাসাহেবকে রাখো আমাদের বারান্দায়।

খুরশিদ ∫∫ না না, ভাবি। আগে দরকার দাদার লিখাপড়া। আসলে হয়েছে কি দাদা, এ পাড়ায় তো বইকিতাবের পাট নাই! বস্তির এই একখানা ঘরে লিখাপড়ার আলো জ্বলছে...পাড়ার লোক তাই চায়, এমন কিছু না হয় যাতে তোমরা আর কোথাও চলে যাও।

পল্লব ∫∫ যাও তোমার কালাসাহেবকে দেখোগে খুরশিদ। আমাদের কোনো অসুবিধে হয়নি।

খুরশিদ ∫∫ যাবে না তো দাদা? কসম খেয়ে বলো...পাড়ার লোকে আরো ঘাবড়ে আছে বিকেলে ঐ অ্যামবাসাডর ঢুকতে দেখে...ভাবছে, কী জানি তোমরা বুঝি ঐ গাড়িতে চেপে চলে যাবে!

আঁখি ∫∫ অ্যামবাসাডর!

খুরশিদ ∫∫ হ্যাঁ ভাবি, সাদা গাড়ি! কারা সব তোমার খোঁজ করছিল...

আঁখি ∫∫ (পল্লবকে) সাদা অ্যামবাসাডরে কারা?

পল্লব ∫∫ কে জানে...বোধহয় খুঁজে না পেয়ে চলে গেছে...

খুরশিদ ∫∫ না হামিদা তো ঘর চিনিয়ে দিয়েছে বল্লে!

আঁখি ∫∫ (পল্লবকে) কারা? হামিদা তাদের ঘরে ঢুকতেও দেখেছে। তুমি তো কথাও বলেছো...

পল্লব ∫∫ ও হ্যাঁ, বিকেলে...তাই না...

খুরশিদ ∫∫ হ্যাঁ একজন বুড়ি, আরেকজন...

পল্লব ∫∫ যাও না খুরশিদ, তোমার কালাসাহেবের অসুখ...

খুরশিদ ∫∫ ভাবি, তোমরা কিন্তু রাগ করে এ পাড়া ছেড়ে যেও না। এই মুখ্যু বস্তির লিখাপড়ার বাতিটা যেন নিভে না যায় গো!

[খুরশিদ চলে যায়।]

আঁখি ∫∫ কারা এসেছিল?

পল্লব ∫∫ (আবার স্টোভ নিয়ে লাগে) ও, আমার এক পরিচিত...মানে আমার এক বন্ধুর মা...আর সেই বন্ধু

আঁখি ∫∫ ওভাবে কথা বলছ কেন, বন্ধুর মা...আরে সেই বন্ধুর নাম বলো...

পল্লব ∫∫ তুমি চিনবে না! এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল...একটু হ্যালো করে গেল।

আঁখি ∫∫ আমার কাছে একজনের আসার কথা ছিল!

পল্লব ∫∫ (চমকে) কার?

আঁখি ∫∫ (জোরে) তুমি চিনবে না! (একটু থেমে) একটা চাকরি খুঁজছি। পেতেও পারি। খুব আশা দিয়েছে। হলে শিগগিরই হবে!

পল্লব ∫∫ উঁ? কোথায়? কী চাকরি?

আঁখি ∫∫ এমন একটা চাকরি, যেটা মোটেই ক্লান্তিকর বিরক্তিকর একঘেঁয়ে না!...ভদ্রলোক আমায় এতো ভরসা দিলেন...

পল্লব ∫∫ কে ভদ্রলোক?

আঁখি ∫∫ (হেসে) চাকরিটা হলে বলব-না হলে বলবই না!

পল্লব ∫∫ এখন ওসব পাগলামি করো না! দাঁড়াও, আমার কাজটা আগে শেষ হোক।

আঁখি ∫∫ কাজ! তোমার কাজে তোমার আনন্দ আছে, খ্যাতি আছে, আমার কী আছে? ভদ্রলোক, ঠিক বলেছেন এরকম পরস্মৈপদী কাজে নিজেকে খোয়ানোর মানে হয় না! ...চাকরিটার জন্যে আমি হাপিত্যেশ করে আছি-সব ছেড়েছুড়ে দূরেও চলে যেতে পারি পল্লব!

পল্লব ∫∫ দূরে...

আঁখি ∫∫ কলকাতা ছেড়ে অনেকদূরে... আঃ, বেঁচে যাবো...

[হঠাৎ পল্লব স্টোভটা মাটিতে আছড়াতে শুরু করল।]

কী হ'লো কী, ভাঙবে নাকি! এখনো ধরাতেই পারলে না!

পল্লব ∫∫ (স্টোভটা আছড়াচ্ছে) ছাতা, এমন একটা স্টোভ... তেলই উঠছে না। দুধফুদ গরম করতে পারব না, যাও!

আঁখি ∫∫ পল্লব!

পল্লব ∫∫ আমার ঘরে প্রায় পাঁচশো বছর আগের একটা... একটা অমূল্য ঐশ্বর্য রয়েছে-সেটা ফেলে রেখে দুধ গরম করছি! কেন, ঠাণ্ডা দুধ খেলে কী হয়েছে? কোনো সেন্স নেই! সারাটা দিন আমায় সবাই মিলে উত্ত্যক্ত করছে! পারব না!

আঁখি ∫∫ (উঠে বসে) এই, তুমি নিজেকে কী ভাবো বল তো?

পল্লব ∫∫ কিছু ভাবি না! প্লিজ, আমাকে তুমি একটু ছেড়ে দাও।

আঁখি ∫∫ চেঁচাবে না! এমন একটা এয়ার নিয়ে থাকো যেন লেখাপড়ার মর্মটা কেবল তুমিই বোঝ, আর কেউ বোঝে না! তোমার ঐ লেখাপড়ার চালবাজি তুমি খুরশিদদের দেখাবে। ভাবখানা যেন তোমার মতো বিরাট প্রতিভাকে স্টোভ জ্বালাতে বলা, দুধ গরম করতে বলা একটা মস্ত অপরাধ! অথচ লোকে তোমার জন্যে গাধার খাটনি খাটবে!

পল্লব ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ! এইবার তো বলবে, তুমি আমাকে খাওয়াচ্ছ! পড়াচ্ছ! আমাকে পুষছ! আমি তো তোমার ঘরের দারোয়ান! তোমার চাকর! একটা কলেপড়া ইঁদুর, ইচ্ছে করলেই তুমি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বাধীনভাবে দূর দেশে পাড়ি জমাতে পারো! তাই যদি করবে, সেদিন হুটপাট করে বিয়ে করেছিলে কেন?

আঁখি ∫∫ অন্যায় করেছিলাম?

পল্লব ∫∫ বোকামি করেছিলে!

আঁখি ∫∫ বোকামি!

পল্লব ∫∫ ইয়েস...বোকামি! তুমি ভাল করেই জানতে, বিয়ে করেই আমি চাকরি করতে যাবো না। সংসার করতে যাবো না। আমি এম.এ কমপ্লিট করব, রিসার্চ করব। সব জেনেও গোঁয়াতুর্মি করতে গেলে কেন?

আঁখি ∫∫ গোঁয়ার্তুমি করে সেদিন আমি তোমার পাশে না দাঁড়ালে, তোমার দাদারা তাদের আদরের ছোট ভাইকে যে গাঁয়ে সার্ভে অফিসে জমি মাপার কাজ করতে পাঠাতো! অ্যাদ্দূর লেখাপড়া হতো?

পল্লব ∫∫ হতো না-হতো আমি বুঝতাম! তোমাকে আমি বার বার বলেছিলাম, আঁখি যা করছ ভেবেচিন্তে করো। বলিনি, বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে তুমি যে আমার সঙ্গে নিজেকে জড়াচ্ছ, এতে তোমার লাইফ ডুমড হয়ে যাবে! ডিনাই করতে পারো?... আমি কোথায় থাকব, কী খাবো কিছু ঠিক নেই!... সব জেনেও তুমি জোর করতে লাগলে! মায়ের গয়না চুরি করে এনে আমায় টেনে নিয়ে গেলে রেজিস্ট্রি অফিসে! যা করেছ নিজের বুদ্ধিতে করেছ-বা বোকামিতে করেছ! আমি তার জন্যে কোনো ভাবেই দায়ী না!

[পল্লব পড়ার টেবিলে বসল। মন বসাতে পারছে না। আঁখি জানালাটা খুলে দিল। বাইরে টিপটিপ বর্ষা। আঁখি হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ধরল। অন্যমনস্কভাবে ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে সেই জল ছড়াতে লাগল।]

আঁখি ∫∫ (অভিমানে) থাকব না তোমার এখানে! ফিরে যাবো কাল মার কাছে! আমার গয়না ফিরিয়ে দাও! মা গয়না চেয়েছে!...কই কী হলো... দেবে না? ...কেন দেবে না? নিজেই তো খেয়েছ, বই কিনেছ, ঘরভাড়া দিয়েছ!...এঁ:! আমি ওনাকে জোর করে রেজিস্ট্রি অপিসে নিয়ে গেছি! নিজে যে আমায় পাগল করে দিয়েছে তা বলছে না। কলেজে রাস্তায় দেখা হলেই এক প্যানপ্যানানি... আঁখি, আমার আর পড়াশুনো হবে না... দাদারা পড়ার পেছনে আর খরচ করবে না... ওঁ আঁখি, আমি সুইসাইড করব! (পল্লব ঘরে কী যেন খুঁজছে) একদিন আবার ঘুমের বড়ি খেয়ে এক কীর্তি বাঁধালে! আরে আমি ভাবলুম, ছেলেটা মরবে! তার চেয়ে যা হয় হোক আমার... লাগে লাগুক আমার মা-বাবার প্রাণে ব্যথা... আমি ওকে নিয়ে বাসা করে থাকি... আমি খাটি, ও পড়ুক! এখন লম্বা লম্বা বাৎ ঝাড়ছে, আমার বোকামি হয়েছে! থাকব না, কিছুতে আর থাকব না আমি! একটা কোনো পথ পেলেই চলে যাবো। তোমাকে কাঁদিয়ে ছাড়ব!

পল্লব ∫∫ আমি জানি তুমি চলে যাবে। কোথায় যাবে তাও জানি! সব জানি!

আঁখি ∫∫ কি জানো?

পল্লব ∫∫ তুমি... তুমি একটা বিশ্বাসঘাতক!

[কান্না চেপে পল্লব ভেতরে চলে গেল। ধীর পায়ে আঁখি পড়ার টেবিলের কাছে এলো। আলো এখন কেবল আঁখির মুখটাকে ধরেছে।]

আঁখি ∫∫ আমিও জানি, আমাকে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে। দিনে দিনে ফুরিয়ে যাবে। ঐ পুঁথিটা পাওয়ার পর থেকেই দুরন্ত বেগে তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছ। (টেবিলের ওপর থেকে পুঁথিটা তুলে নিল) আর কিছুদিন পরে যখন তুমি এই আশ্চর্য পুঁথিটার রহস্যভেদ করবে, যখন তুমি এই বিপুল সম্পদ আবিষ্কার করবে, তখন যে একেবারেই কোনো দাম থাকবে না আমার। সারা দেশ তোমায় নিয়ে হইচই বাঁধাবে, আমি হারিয়ে যাবো। (ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানে) তুমি যতক্ষণ নিজেকে গড়ছিলে আমার দরকার লাগছিল... যখন গড়ার কাজটা শেষ, তখন আঁখি কে? (একটু পরে) সেদিনটা আসছে। পল্লব, তুমি যা ভেবেছ তাই সত্যি হতে চলেছে! এ পুঁথি সেই পুঁথি-প্রায় পাঁচশো বছর আগে যা গঙ্গায় ভেসে গিয়েছিল-তারই প্রতিলিপি। হ্যাঁ, তোমায় মাস্টারমশাই এর অসুখের সময় আমি তাঁর ঘরে ক'রাত জেগেছিলাম। উনি আমাকে বলেছিলেন ওঁর বিশ্বাসের কথা। কিন্তু আমি তোমাকে বলিনি। বলিনি ভয়ে। তুমি বিরাট কিছু হয়ে যাবে সেই ভয়ে... পল্লব আজ সেই ভয়টাই সত্যি হবে!

[ঘরে শব্দ হ'লো। দৃশ্যের আলো স্বাভাবিক হ'লো। দেখা গেল পল্লব ঢুকেছে। সে এখন খানিকটা শান্ত। আঁখির ব্যাগে হাত ঢোকাচ্ছে।]

ও কি হচ্ছে?

পল্লব ∫∫ সিগারেট!

আঁখি ∫∫ (তীক্ষ্ণ স্বরে) সিগারেট-ফিগারেট নেই।

পল্লব ∫∫ বললে যে এনেছ!

আঁখি ∫∫ আনিনি।

পল্লব ∫∫ রোজই তো আনো!

আঁখি ∫∫ আর আনব না, ব্যস!

পল্লব ∫∫ ও-কে! খেতে দাও, খিদে পেয়েছে। রুটি ফুটি কী আছে বার করো!

আঁখি ∫∫ রুটি কি আমার আনবার কথা।

পল্লব ∫∫ বাঃ, সকালে বেরুবার সময় তাই তো বলে গেলে!

আঁখি ∫∫ বলিনি।

পল্লব ∫∫ সেই কখন দুপুরবেলা খেয়েছি! পেট চুঁই চুঁই করছে, দাও...

আঁখি ∫∫ আমার কোন দায় নেই!

পল্লব ∫∫ (একটু পরে) এনেছো!

[পল্লব আবার ব্যাগটা খুলতে যায়। আঁখি ছুটে এসে ব্যাগটা কেড়ে নেয়।]

আঁখি ∫∫ বলছি ব্যাগে হাত দেবে না!

পল্লব ∫∫ কেন, হাত দিলে কী হয়েছে?

আঁখি ∫∫ আমি পছন্দ করি না।

পল্লব ∫∫ তুমি সিরিয়াসলি বলছ!

আঁখি ∫∫ ব্যাগের মধ্যে আমার গোপন কাগজপত্র থাকে, যখন তখন ঘাঁটবে না!

পল্লব ∫∫ মরুকগে কাগজপত্তর! আমাকে রাত জাগতে হবে।খেতে দাও।

আঁখি ∫∫ বলছি তো আমায় কিছু বলবে না!

[আঁখি ব্যাগটা খুলে একটা মোটা মোড়ক বার করে। পল্লবকে আড়াল করে মোড়কটা খাটে নিচে রাখা স্যুটকেসের মধ্যে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দেয়।]

পল্লব ∫∫ ঐ তো! কী রাখলে, দাও... খিদে পেয়েছ!

আঁখি ∫∫ (হাতব্যাগটা ছুঁড়ে দেয় পল্লবের দিকে-) নাও, ব্যাগটা খাও!

পল্লব ∫∫ আঁখি!

আঁখি ∫∫ (ডুকরে কেঁদে ওঠে) নিষ্কৃতি দেবে আমায়!

পল্লব ∫∫ আমাকে দিতে হবে কেন? তার ব্যবস্থা তো নিজেই করেছ। (চিঠিটা বার করে ছুঁড়ে দেয়) শিলচরে তোমার চাকরি হয়েছে! অ্যাপায়েন্টমেন্ট লেটার! (আঁখি চিঠিটা নেয়) শিলচরের বনলতা সেন!

আঁখি ∫∫ বনলতা সেন! এসেছিলেন!

পল্লব ∫∫ সাদা অ্যামবাসাড রে। কাল সকাল দশটায় ফ্লাইট! আমায় না জানিয়ে তুমি পার্ক হোটেলে ইন্টারভিউ দিয়েছ!... বলেছ ঘন্টা কয়েকের নোটিশে কলকাতা ছাড়বে, আমায় ছাড়বে!... পেলে তো নিষ্কৃতি! (চিঠিটা হাতে নিয়ে অদ্ভুত চোখে পল্লবের দিকে তাকিয়ে থাকে আঁখি) দাও, এবার এক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দাও। যাওয়ার আগে দিয়ে দাও।

[বাইরে দরজা ঠেলে হর্ষ ঢুকল।]

ঐ যে! হর্ষবাবু তোমায় নিতে এসেছেন! আর কি, তৈরি হয়ে নাও!

[আঁখি সলাজ হাসিতে ছুটে ভেতরে গেল।]

হর্ষ ∫∫ ওকে নয় পল্লববাবু, নিতে এলাম আপনাকে।

পল্লব ∫∫ আমাকে?

হর্ষ ∫∫ হুঁ, পিসিমার ইচ্ছে, কাজটা আপনি নিন। বুড়ি আপনার কষ্টের কথা ভেবে মুষড়ে পড়েছেন। আমি অবশ্য তাঁর প্রস্তাবটা এখনো মেনে নিতে পারছি না-তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছেটাই তো থাকবে।

পল্লব ∫∫ আমায় শিলচরে যেতে হবে!

হর্ষ ∫∫ উনি মনে করছেন, চাকরিটা পেলে আপনি স্বনির্ভরতা পাবেন। তাছাড়া...

পল্লব ∫∫ তাছাড়া লাইব্রেরি পাচ্ছি... পিসিমার লাইব্রেরি!

হর্ষ ∫∫ পাচ্ছেন। একটি বিশাল লাইব্রেরি আর অফুরন্ত সময়। নগেন্দ্রবালা মাতৃমন্দিরে পরিবেশ শান্ত নির্জন। যদি রাজি থাকেন-কাল সকাল দশটায় ফ্লাইট। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রেও ঐ এক কন্ডিশন। শিলচর যাবেন আপনি, আঁখি নয়।

পল্লব ∫∫ রাজি... আমি রাজি!

হর্ষ ∫∫ জানতাম রাজি আপনি হবেনই।

পল্লব ∫∫ হর্ষবাবু, ষোড়শ শতাব্দীর সেই পুঁথিখানা-

হর্ষ ∫∫ পাচ্ছেন। ষোড়ষ শতাব্দীর সেই পুঁথিখানা...

[হর্ষ একটা লম্বা মুখ আঁটা খাম পল্লবের হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল। পল্লব চিঠি হাতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আলো নিভল...কয়েক ঘণ্টা পরে। মধ্যরাতে বৃষ্টি থামেনি। আলো জ্বলছে পড়ার টেবিলে। পল্লব টেবিলে মাথা রেখে চেয়ারে বসে আছে। আঁখি খাটে ঘুমোচ্ছে। একটু পরে পল্লব বাচ্চা ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।]

পল্লব ∫∫ শিলচরে চলে যাবো-আঁখিকে ফেলে শিলচরে! সেলফিস! আমি একটা সেলফিস! ...আমি শুধু আমারটা ছাড়া কিছু বুঝি না! আঁখির জীবনটা আমি নষ্ট করেছি, করছি! আমি তাকে এক্সপ্লয়েট করছি! (পল্লব আঁখির খাটের পাশে এলো) আঁখি, যখন তুমি ঘরে থাকো না... যখন দুপুরবেলা রাস্তাঘাটে একটা লোক থাকে না... যখন বৃষ্টি নামে-যখন আমি ঘরের মধ্যে একা... শুধু বই আর আমি... চারদিক ফাঁকা তখন মনে হয়, হয়ত সারাজীবনই আমি তোমায় এক্সপ্লয়েট করে যাবো!... আঁখি কেউ যখন বুঝতে পারে, পরকে নিঃশেষ করে বাঁচা ছাড়া তার ভবিষ্যৎ নেই-উফ, তার চেয়ে হতভাগা কে! ...ইচ্ছে হচ্ছে ঘুমের বড়ি খেয়ে মরে থাকি ঘরের মধ্যে! ভীষণ... ভীষণ ইচ্ছে করছে মরতে! (টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ছোট্ট কৌটা বার করে) আঁখি তোমায় ফেলে আমি... শিলচরে চলে যাবো? স্বনির্ভর হবো? গবেষণা শেষ করব? কেন এমন সাংঘাতিক ইচ্ছেটা হ'লো? ওঃ, কী এক পুঁথি দিয়ে গেলেন মাস্টারমশাই, আমি তোমাকে ছাড়ার কথাও ভাবছি! (কৌটো খুলে অনেকগুলো বড়ি করতলে রাখে) কাল তোমার কাছ থেকে কী বলে বিদায় নেব! তুমি

তো হাসবে! আমায় ঘেন্না করবে! তার চেয়ে মরে যাই। তোমাকে ছেড়ে যাবার আগে মরব আঁখি। (নেপথ্যে মেয়েদের গলায় কান্না) কাঁদছে কারা? খুরশিদের বোনেরা? কালাসাহেব মরল? ... ঐ দ্যাখো, আর একটা প্রাণী মারলাম আমি! আমার অসুবিধে হবে বলে খুরশিদ ওকে ঘরে পুরল! হয়ত বারান্দার হাওয়ায় আর কটা দিন বাঁচত! আমার ধারে কাছে যে আসছে সেই ডুবছে, মরছে! না, আর না। আমি মরব! (হাতের বড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে) একবার এই বড়ি আমি খেয়েছিলুম। দাদারা আমার পড়া বন্ধ করে দিয়েছিল। আজও সেই ঘুমের বড়ির সে স্বাদ আমার জিবে জড়িয়ে আছে। সেই ঝিমঝিমানি এখনো মাথার মধ্যে আটকে রয়েছে আমার... ঠিক এই টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার মত ঝিমঝিম... আমি মরব আঁখি... জানব, শেষ পর্যন্ত আঁখি আমার কাছে ছিল সে আমাকে ছাড়েনি, আমিও তাকে ছাড়িনি।

[পল্লব বড়িগুলো মুখে দেয়। ঘর ছেড়ে ভেতরে যায়। আঁখি ঘুমুচ্ছে। টেবিলল্যাম্পটা জ্বলছে।-দৃশ্য শেষে অন্ধকার হলো।... কয়েক ঘণ্টা পরে। ভোরের আলো ঢুকছে ঘরে। বাইরের দরজায় টোকা পড়ে। আঁখি জেগে উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খোলে। শিলচরের বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে।]

আঁখি ∫∫ ওমা, শকুন্তলাদি! ভোরেই এসে গেছ!

শকুন্তলা ∫∫ (ফিসফিস গলায়) সারারাত ছটফট করেছি। তোদের কী হ'লো ভাবতে ভাবতে রাত পোহালো! কাল বড় ভয়ঙ্কর খেলাটা খেলে গেছি তো! সে কোথায়? হ্যাঁরে, রাতে কী হলো? হ্যাঁরে, ধরতে পারেনি তো আমার খেলাটা?

আঁখি ∫∫ শকুন্তলাদি, এতোদিন তোমার রহস্যকাহিনি লিখে চলেছি! নিজেও মাঝে মধ্যে রহস্যের জাল বুনেছি! ধরা কি অতোই সোজা?

শকুন্তলা ∫∫ কই... হ্যাঁরে সে কোথায়? বাড়াবাড়ি করিসনি তো?

আঁখি ∫∫ বলেছিলাম কাঁদিয়ে ছাড়বো! (শকুন্তলার গলা জড়িয়ে) জানো দিদি... কাল সারারাত ও কেঁদেছে। শুধু একটাই কথা, মরে যাবো সেও ভাল-তবু আঁখিকে ফেলে শিলচর যাবো না!

শকুন্তলা ∫∫ কী দেখলি, গবেষণা বড় না তুই বড় ওর কাছে?

আঁখি ∫∫ আমি গো আমি!

শকুন্তলা ∫∫ (আঁখির থুতনি নেড়ে) মেয়ে ভয়েই মরে-ঐ পুঁথি যদি পাঁচশো বছর আগের গঙ্গার সেই পুঁথি হয়, তবে তো বর আমাকে আর তোয়াক্কা করবে না!-দুভাবে টেস্ট করেছি। একবার তোকে চাকরি দিয়ে শিলচরে নিয়ে যেতে চেয়েছি-আর একবার ওকে চাকরি দিয়ে-দেখা গেল, কোনোবারই ও তোকে ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত পারল না ছাড়তে।

[আঁখি রাঙা মুখখানা নিচু করে ঘাড় নাড়ল।]

আজ থেকে মন দিয়ে আমার লেখা লিখবি তো? (আঁখি ঘাড় নাড়ল) চল, অনেক লেখা বাকি!... কই বরকে ডাক!

আঁখি ∫∫ সে তো কাল সুইসাইড করেছে!

শকুন্তলা ∫∫ অ্যাঁ?

আঁখি ∫∫ এখন অবশ্য রান্নাঘরের সামনে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে! এমন নক্সা করছে যেন কাল রাতে সত্যি সত্যি ঘুমের বড়ি খেয়েছে! তোমার যে একটু ও বাতিক আছে, সেটা বুঝে ঘুমের বড়ি সরিয়ে সব সময় যে আমি দিদির কথামতো চিনির দলা পুরে রাখি, তা কি জানো স্যার?

শকুন্তলা ∫∫ (ভেতরে তাকিয়ে) আরে ওঠ ওঠ! গবেষকরা এতো বেলা অবধি ঘুমোয় কী করে রে বাবা!

আঁখি ∫∫ শুনছ, শকুন্তলাদি আজ নতুন উপন্যাস ধরবেন। দুধটা দিয়ে গেলে জ্বাল দিয়ে রেখো। আর ঐ ইস্তিরিবুড়োর কাছে তোমার একটা প্যান্ট আর পাঞ্জাবি রয়েছে ক'দিন ধরে। ওগুলো এক ফাঁকে এনে নিয়ো বুঝলে? ওরে বাবা, এসো না এদিকে!

[আঁখি বাইরে গিয়ে পল্লবকে টেনে আনে।]

এই যে শিলচরের বনলতা সেন! (খিলখিল করে হেসে ওঠে) তুমি কী গো, একবারো মনে হ'লো না, ওটা সাজানো নাম! লেখক-লেখিকার ছদ্মনাম ওইরকম হয়, যেমন বনফুল...

পল্লব ∫∫ আপনি... পিসিমা... আপনি কে...

আঁখি ∫∫ ঐ তো আমার শকুন্তলাদি!

পল্লব ∫∫ শকুন্তলাদি!

শকুন্তলা ∫∫ (পল্লবের চুলের মুঠি ধরে) এই ছেলেটা ভেলভেলেটা শিলচরে যাবি... একটা রাঙা পয়সা দেব, মিঠাই কিনে খাবি! কেউ কোথাও যাবে না, যেমন দুজনে পাখির নীড় বেঁধে রয়েছে, তেমনি থাকবে। হ্যাঁরে আঁখি, কাল তোদের যে ইংলিশ কেক আর ইটালিয়ান পিৎজা খেতে দিয়েছিলুম, ওকে দিয়েছিলি তো!

আঁখি ∫∫ উঁহু! সব বাক্সে তুলে রেখেছি।

শকুন্তলা ∫∫ সে কি! সারারাত না খাইয়ে রাখলি!

আঁখি ∫∫ বেশ করেছি। আমায় ছেড়ে একাই শিলচরে যেতে চাইল কেন? থাকুক না খেয়ে।

শকুন্তলা ∫∫ না না... দে দে, মুখটা শুকিয়ে আছে! বেচারাকে আর ভোগাস না! (পল্লবকে) তুমি কেমন ছেলে হে, আমাকে বসতে বলছ না কেন?

পল্লব ∫∫ বাবা, আপনি তো পুরো একটাই উপন্যাস লিখে গেলেন আমাদের ঘরে এসে! রেগুলার মিস্ট্রি থ্রিলার!

শকুন্তলা ∫∫ তোমার ঐ পুঁথিখানা মোর মিস্টেরিয়াস! আমরা সবাই চেয়ে আছি-শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত শোনার জন্যে!

পল্লব ∫∫ (চেয়ার এগিয়ে দেয়) বসুন... বসুন...

শকুন্তলা ∫∫ নো থ্যাঙ্কস! নতুন উপন্যাস ধরতে হবে। সময় নেই। (বাইরের দরজায় হর্ষ) ঐ যে সম্পাদক মশাই, সাতসকালেই তাড়া লাগাতে হাজির! মহালয়ার পুজো সংখ্যা বার করবে! বেচারির ঘুম নেই!

হর্ষ ∫∫ পুজো সংখ্যার আগে সম্পাদকরা লেখকদের ফাইফরমাশ খাটে ভালো লেখা পাওয়ার জন্যে। কাল রাতে আমাকে খাটতে হয়েছে। মনে রাখবেন, যা করেছি-এই লেখিকার আদেশে আর ঐ অনুলেখিকার মুখ চেয়ে। (সকলে হাসে) আশা করি এবার একটা ভাল লেখাই পাচ্ছি শকুন্তলাদির কাছ থেকে, আর মহালয়ার আগেই পাবো?

শকুন্তলা ∫∫ পাচ্ছ-পাবে। ও আঁখি, আয় আয়-আমি গাড়ি এনেছি!

আঁখি ∫∫ আসছি। তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো না বাপু...

শকুন্তলা ∫∫ আয় আর দেরি করিসনে। চলো হে সম্পাদক।

[শকুন্তলা ও হর্ষ হাসতে হাসতে চলে যায়। আঁখি বাক্স খুলে সেই মোড়কটা বার করে। খোলে। খাবারগুলো পল্লবের সামনে রাখে।]

আঁখি ∫∫ খাও!

[আঁখি চলে যাচ্ছে।]

পল্লব ∫∫ আঁখি...

[পল্লব আঁখির হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে আসে। বাইরে ডুগডুগি বাজে।]

আঁখি ∫∫ (দরজায় ছুটে গিয়ে) খুরশিদ! চল্লে কোথায় সাতসকালে?

[খুরশিদ আসে।]

খুরশিদ ∫∫ কালাসাহেবকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিগো ভাবি। আজ পাড়ার বাচ্চাদের নিয়ে দল বেঁধে চলেছি। সিট নাই বললে আজ ফিরব না। হাসপাতালে কালাসাহেবের ব্রেকডান্স লাগিয়ে দেব।

পল্লব ∫∫ কাল রাতে তোমার ঘরে কান্না শুনছিলুম খুরশিদ!

আঁখি ∫∫ হ্যাঁ, আমিও শুনেছি।

পল্লব ∫∫ আমি তো ভাবলাম কালাসাহেবের কিছু হলো...

খুরশিদ ∫∫ হয়েছে কি ভাবি, আম্মাজান কাল বহিনদের ওপর একটু হাত চালিয়েছে। আমি গিয়ে আম্মাকে বলেছি তোমরা চলে যাচ্ছো! আম্মা ভেবেছ বহিনরা দাদার ঘরের সামনে ঘোরাঘুরি করে, তাই দাদা পাড়া ছাড়ছে-খুব পেটানি দিয়েছে ওদের...

[আঁখি-পল্লব চোখ চাওয়াচাওয়ি করে।]

কিন্তু বহিনরা কেন আসে ভাবি, জানো? দাদার কিতাব গুনতে আসে। কতো কিতাব একটা লোকে পড়তে পারে! তাই ওদের মধ্যে বাজি ধরাধরি হয়েছে। দরজা ফাঁক দেখলেই ওরা গুনে যায়...

[আঁখি ও পল্লব হাসে।]

আমরা সবাই মুখ্যু, তাই তোমাকে দেখি দাদা...হাঁ করে দেখি... আর কিছু না! তোমরা কিন্তু ছেড়ে যেয়ো না ভাবি।

আঁখি ∫∫ কোনো ভয় নেই। আমরা যাচ্ছি না-যাবো না-আমরা বেশ দিব্যি আছি-তোমাদের কাছে ভালো আছি-শোনো, বোনদের বলো, আমি যখন বাড়ি না থাকি, দাদাকে একটু দেখাশোনা করতে, কেমন?

[খুরশিদ খুশি হয়ে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে চলে গেল। নেপথ্যে মোটরের হর্ন। আঁখি চিৎকার করে বলে-]

যাই...

[আঁখি বেরিয়ে যাচ্ছে। মুরগিছানারা কঁক কঁক করতে করতে দরজার দিকে ছুটে আসছে।]

দেখেছ, দেখেছ, কমপিউটার লাগানো কিনা দেখেছ! ঢুকতে দেখলেও আসবে, বেরুতে দেখলেও আসবে!

[পল্লব আঁখির হাত ধরে কাছে টেনে আনে।]

উঁহু, সময় নষ্ট করবে না। খেয়েদেয়ে টেনে 'লিখাপড়া' করো...

[নেপথ্যে মোটরের হর্ন।]

যবনিকা

মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্কঃ তিন

সত্যিভূতের গপ্পো

চরিত্র

বিধাতা ∫∫ যমরাজ ∫∫ চিত্রগুপ্ত ∫∫ গুগলু ∫∫ ঘটোৎকচ চনচনিয়া ∫∫ মামা ∫∫ দাড়িবাবা ∫∫ রঘুবীর চোংদার ∫∫ কদমদাস

সত্যিভূতের গপ্পো একাঙ্কটি আমারই পূর্ণাঙ্গ নাটক নরক গুলজারের ছায়া অবলম্বনে লেখা। বলা প্রয়োজন, রচনাটি বাহুল্য নয়। প্রায়শ দেখতে পাই, শহরে গ্রামে কিছু কিছু নাট্যদল নরক গুলজারকে ছেঁটেকেটে ছোট করে নিয়ে অভিনয় করে চলেছেন। বন্ধুদের শ্রম ও সময় বাঁচাতে নিজেই কাজটা সেরে দিলুম।

রচনাঃ ১৯৮১

সত্যিভূতের গপ্পো

[মঞ্চের একদিকে সুশোভিত স্বর্গের তোরণ-অন্যদিকে ডাকিনী যোগিনী ভূতপ্রেতের মূর্তি-আঁকা ভীষণ ভয়ঙ্কর নরকের ফটক। পর্দা উঠতে উঠতে শোনা গেল-নেপথ্যে নরকের অন্দরে প্রচণ্ড কোলাহল। অনন্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে সেখানে। হো-হো হি-হি ভূত-প্রেতের উৎকট হাসি দপদপিয়ে ফুটছে। অবস্থা চরমে পৌঁছুলে বিপর্যস্ত নরকেশ্বর যমরাজকে দেখা গেল, পড়িমরি ছুটতে ছুটতে নরকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। সামান্য খোঁড়াচ্ছে এবং অসামান্য তারস্বরে চিৎকার করছে-স্বর্গের দিকে মুখ করে।]

যমরাজ ∫∫ প্রভু... প্রভু বিধাতা... শিগগির আসুন! বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে... ভূতপিশাচ জোট বেঁধেছে! পৈশাচিক কাণ্ড! নরকরাজ্যের ল অ্যান্ড অর্ডার ভেঙে পড়েছে প্রভু!। অবস্থা আমার কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছে! প্রভু... প্রভু ভগবান...

[স্বর্গদ্বারে ঝোলানো বিরাট ঘণ্টা পেটাতে থাকে যমরাজ। দ্বারপথে হন্তদন্ত চিত্রগুপ্তকে দেখা গেল। বগলে খাতা, কানে কলম। ওদিকে নরকের ভেতরে কোলাহল থেমে গেছে।]

চিত্রগুপ্ত ∫∫ আরে আরে কী পাগলামি করছেন যমরাজ? বিধাতা প্রভু ঘুমোচ্ছেন।

যমরাজ ∫∫ (ঘণ্টা না থামিয়ে) জাগাও... জাগাও ভাই চিত্রগুপ্ত...

চিত্রগুপ্ত ∫∫ কাকে? বারো টিন খাঁটি গণেশমার্কা নাসিকায় ঢেলে (বাকিটা নাক ডাকিয়ে শোনায়)... এদিকে আসুন... কান পাতুন... শুনতে পাচ্ছেন?

যমরাজ ∫∫ বাঃ বাঃ! শালা আমরা মরছি নাকের জলে চোখের জলে... হাত পা ভেঙে... ল্যাজে-গোবরে... আর ত্রিভুবনের কর্তা-শালা তেল ঢুকিয়ে নাক ডাকাচ্ছে! বলিহারি! বলিহারি! ই রি রি রি-

[যমরাজ কোমরের যন্ত্রণায় কাতরে উঠল।]

চিত্রগুপ্ত ∫∫ (একগাল হেসে) আরে আরে ও যমরাজ ল্যাংচাচ্ছেন নাকি?

যমরাজ ∫∫ ই রি রি রি-

চিত্রগুপ্ত ∫∫ (মজা করে ছড়া কাটে) কার গোয়ালে গিয়েছিলেন, কে ভাঙল ঠ্যাঙ? হ্যা হ্যা হ্যা-

যমরাজ ∫∫ চিত্রগুপ্ত, একটা লোক ব্যথায় টাটাচ্ছে... তুমি দাঁত বার করছ! তোমার মতো পেছন-পাকা তো দুটি দেখিনি!

চিত্রগুপ্ত ∫∫ নরকেশ্বর যমরাজ কি একটু ভদ্রভাবে কথা বলতে পারেন না?

যমরাজ ∫∫ ভদ্রতা! আমি মরছি আমার জ্বালায়, পঞ্চা আবার গোঁপ রেখেছে! পড়তিস আমার মতো ভূতপ্রেতের পাল্লায়... ঐ নেয়াপতি ভুঁড়ি ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো না! (ডুকরে ওঠে) উরিরিরি...

চিত্রগুপ্ত ∫∫ (কৃত্রিম সহানুভূতিতে) আহাহা! কি করে ভাঙলেন যমরাজ? খুব ব্যথা বুঝি?

যমরাজ ∫∫ থাক, তোমায় আর মলম ঘষতে হবে না। যেমন প্রভু তেমন তার পার্শ্চর! বলে দিয়ো...তোমার ঐ প্রভুটিকে বলে দেয়ো, আর বেশিদিন ভগবানগিরি করতে হবে না! কোথায় কি হচ্ছে কোন খবর রাখবে না, বিধাতা হয়েছে! গুষ্টির পিণ্ডি হয়েছে! অকর্মণ্য জরদ্গব...যতো জুটেছে শালা ঘাটের মড়া...

[হাই তুলতে তুলতে বৃদ্ধ বিধাতা স্বর্গের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। বিধাতাকে দেখে যমরাজ সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে-]

অপার করুণাময়... দীনবন্ধু.. বিপত্তারণ... ত্রিলোকের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক... প্রভু বিধাতা... পরম পূজনীয়েষু... শ্রীচ রণকরলেষু...

বিধাতা ∫∫ জরদ্গব.... ঘাটের মড়া! গালাগালগু লোও তো তুমিই দিচ্ছিলে!

চিত্রগু প্ত ∫∫ আপনাকে শালা বলেছে প্রভু, শালা!

বিধাতা ∫∫ এই চান্সে তুমিও একবার বলে নিলে, তাই না?

[চিত্রগু প্ত মাথা নিচু করে।]

বলো, গায়ে মাখিনা। এক ডাকেই সাড়া না দিলে সব শালাই ভগবানকে শালা বলে।

[যমরাজের দিকে কট কটি য়ে তাকিয়ে।]

দাঁড়িয়ে পেন্নাম করছ যে! সাষ্টাঙ্গ হও।

যমরাজ ∫∫ পারছি না প্রভু.... আমার হিপবোন ভাঙা।

বিধাতা ∫∫ ভেঙে রেখেছ-তবে তো কাজ কমিয়ে রেখেছ! তা ব্যাপারটা কি, অ্যাঁ? গাধার মতো গর্জন করছিলে কেন? আমাকে কি তোমার হিপবোনে সেঁক চাপাতে হবে! সবে নিদ্রাটু কু দানা পেকে আসছিল-

যম ∫∫ প্রভু, আমার বউ-

বিধাতা ∫∫ বউ? কোন বউ? তো তোমার একটি নয়...

চিত্রগু প্ত ∫∫ আজ্ঞে বারো নম্বরটি ...

বিধাতা ∫∫ এগারোটি পাতে দেওয়া যায় না! অবশ্য ছোট টি ...

চিত্রগু প্ত ∫∫ আদুরে বেড়ালটি!

বিধাতা ∫∫ পাগলিটি! পাগলিটি কে দেখলেই মনটি কেমন পাগল হয়ে যায়! সন্ধেবেলা একটি বার পাঠি য়ে দিয়োতো!

যমরাজ ∫∫ (ডু করে কেঁদে) সে আর নেই প্রভু-

বিধাতা ∫∫ নেই!

যমরাজ ∫∫ আপনার ছোট বউমা ছেনতাই হয়ে গেছে প্রভু!

বিধাতা ∫∫ সে কি!

চিত্রগু প্ত ∫∫ ছেনতাই!

বিধাতা ∫∫ ছোট বউমা! আমার পাগলি ছেনতাই! ছেনতাইকারির নাম বলো-

যমরাজ ∫∫ (নরকের দিকে দেখিয়ে)ঐ নরকবাসী ভূতপিশাচ -

বিধাতা ∫∫ ভূতপিশাচ -

যমরাজ ∫∫ কাল রাত্রে আপনার বউমাকে নিয়ে বিমানে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম-দুষ্টু ভূতগুলো দল বেঁধে বিমানখানি লোপাট করে প্রাণেশ্বরীকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথায় আটকে রেখেছে প্রভু...

বিধাতা ∫∫ সেকী! এখানেও হাইজ্যাকিং!...রক্ষীরা কি করছিল?

যমরাজ ∫∫ রক্ষীরা আগেই ওদের হাতে বন্দী হয়েছে!

বিধাতা ∫∫ সেকী!

যমরাজ ∫∫ (খিঁচিয়ে) কোন খবরই রাখবে না, চব্বিশঘন্টা নাক ডাকাবে...জেগে উঠে যা শুনবে সেকী সেকী! জানেন কদ্দিন ধরে চলবে এসব? রক্ষীদের ধরে ধরে ওরা পেটাচ্ছে...। গরম তেলের কড়াইতে চুবোচ্ছে! কাকে বলছি, এখনো ঢুলছে।

[বিধাতা রক্তবর্ণ চোখ মেলে তাকায়, যমরাজ সামলে নেয়।]

আমার মাথার ঠিক নেই প্রভু...

বিধাতা ∫∫ আমারো নেই! রক্ষীদের দায়িত্ব নরকের ভূত পিশাচদের গরম তেলের পিপেতে চোবানোর... এখন ভূতেরাই রক্ষীদের চুবোচ্ছে! এসব কী হচ্ছে চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত ∫∫ হবেই তো!

বিধাতা ∫∫ হবেই তো?

চিত্রগুপ্ত ∫∫ আজ্ঞে নরকে এখন রক্ষীদের চেয়ে পাপীর সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে প্রভু।

বিধাতা ∫∫ সে কী!

যমরাজ ∫∫ আরে আজকাল যাকেই মেরে আসছি, তাকেই নরকে পাঠাচ্ছে... বলছে সেকী! কার কাছে এলাম?

বিধাতা ∫∫ যম!

যমরাজ ∫∫ (সামলে, কেঁদে ওঠে) ক্ষমা করুন প্রভু, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই হাইজ্যাকাররা প্রাণেশ্বরীকে টারচার করছে। ব্যাটাদের বললুম, অন্তত গোটাকয় কমলালেবু খেতে দিস, খুব ভালোবাসে... বলে দাবী না মেটালে নো কমলালেবু, নট কিচ্ছু-

বিধাতা ∫∫ দাবী!

যমরাজ ∫∫ দাবী একটাই, পুনর্জন্ম দিতে হবে।

বিধাতা ∫∫ পুনর্জন্ম!

যমরাজ ∫∫ রিবার্থ! ওরা আবার ওদের মাতৃভূমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে জন্মাতে চায়।

চিত্রগুপ্ত ∫∫ যথার্থ প্রভু, ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভূতপ্রেত দীর্ঘদিন ধরে ঐ দাবী জানিয়ে আসছে!

বিধাতা ∫∫ দাবী! কিসের দাবী? মানুষ মরার পর আর কোনো দাবী থাকে না।

চিত্রগুপ্ত ∫∫ আজ্ঞে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মানুষ বেঁচে থেকেও দাবী জানায়, মরেও দাবী জানায়, দাবী ছাড়া ওদের ভাতই হজম হয় না।

আমার কাছে ন'শো স্মারকলিপি পেশ করেছে, পুনর্জন্ম চাই!

যমরাজ ∫∫ (বিধাতার পা ধরে) দিয়ে দিন প্রভু। দাবী না মিটলে ওরা কিছুতে প্রিয়তমাকে ছাড়বে না। মাত্র চব্বিশ ঘন্টা সময় দিয়েছে!

চিত্রগুপ্ত ∫∫ থামুন তো। পুনর্জন্ম হাতের মোয়া, না? চাইল আর দিয়এ দিলুম! প্রভু নিজে বিচার করে ওদের নরকবাসের রায় দিয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল গড়াপড়তা ত্রিশ হাজার বছর! মেয়াদ পুর্ণ হবার আগে কাউকে ছাড়া যাবে না।

বিধাতা ∫∫ যাবে!

চিত্রগুপ্ত ∫∫ আজ্ঞে?

বিধাতা ∫∫ দাও, কাগজ কলম দাও, অর্ডার করে দিচ্ছি!

যমরাজ ∫∫ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? চোতাখানা খুলে ধরো না।

চিত্রগুপ্ত ∫∫ বিধাতার বিচার নড়চড় হবে?

বিধাতা ∫∫ ওরে বিধাতাই নড়বড় করছে... তার বিচার! যদি পুনর্জন্ম পেলে পাগলিটাকে ওরা ছেড়ে দেয়... চুলোয় যাক, আমার বিচার!

চিত্রগুপ্ত ∫∫ এতো শয়তানকে ছেড়ে দেবেন!.... সমস্যাটা তলিয়ে দেখছেন না প্রভু।

বিধাতা ∫∫ হাইজ্যাকিং-এ দেখাদেখি চলে না। বাঁধা সময়.... চব্বিশ ঘন্টা... তার মধ্যে কী দেখবো! যাও যম, স্বর্গে গিয়ে হিপবোনে হটবাথ নাওগে-আমি এক্ষুনি বউমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসছি।

[নরকের ভেতর হল্লা শোনা গেল।]

যমরাজ ∫∫ ঐ-ঐ শালা ভূতের দল...হাইজ্যাকাররা... ফুর্তিতে হল্লা করছে... মেরে লাশ বানাবো...

[যামরাজ খোঁড়াতে খোঁড়াতে তেড়ে যায়।]

বিধাতা ∫∫ বসো। ভূতের যে লাশ হয় না সেটাও ভুলে গেছে! চিত্রগুপ্ত, টুক করে ঢুকে পড়তে পারো!

চিত্রগুপ্ত ∫∫ (আঁতকে) নরকে!

বিধাতা ∫∫ পুট করে ঢুকে পড়ে, সুট করে পাগলিটাকে নিয়ে বেরিয়ে এলে।

চিত্রগুপ্ত ∫∫ আর মুট করে ঘাড়টা যে মুটকে দেবে প্রভু!

বিধাতা ∫∫ ভয়ের কী আছে? উঁ? আরে আমি তো পেছনেই থাকছি... যাক গে, যম-

যমরাজ ∫∫ আজ্ঞে...

বিধাতা ∫∫ উঁচু করে তুলে ধরো...

[যমরাজ বিধাতার কাপড় তুলতে যায়।]

কাপড় না, আমাকে। ওঃ এতো উতলা হবার কি আছে। তোলো... তুলে ধরো...

[যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত দু'পাশ থেকে বিধাতাকে তুলে ধরে উঁচু করে তোলে। বিধাতা নরকের দিকে তাকায়।]

হে নরকবাসী, ভূত ও পিশাচগণ....

[নরকের হল্লা থেমে গেল।]

পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বজ্জাত পাপীগণ, এটা হাইজ্যাকিং-এর জায়গা না। (যমরাজকে) পেটে চাপ দিয়ো না... (নরকের উদ্দেশ্যে) অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছো তোমরা... ভগবান বুড়ো হয়েছে বলে কি মামাবাড়ি পেয়েছো! যামরাজার রক্ষীদের পেটাচ্ছো... বউ ছেনতাই করছো, জঘন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করছো... কলকাতা পেয়েছো! অ্যাই দাও বলছি। আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়ে দিলুম... (যমরাজ ও চিত্রগুপ্তকে) তোলো... আরো তোলো... এই দ্যাখো আমি ভগবান... আমি সবার উর্ধ্বে... আমার কথা না শুনেছে কি, না শুনেনেছ কি... কি যে করব ছাই আমিই জানি না-

[নরকে থেকে গুগলু মাস্তান বেরিয়ে আসে। হাতে একখানা ঝকমকে চাকু।]

গুগলু ∫∫ কে বে? বোতেলা ঝাড়ছে কে?

[যমরাজ ও চিত্রগুপ্তের হাত কাঁপছে।]

বিধাতা ∫∫ ঢিবে দিসনি... ঢিলে দিসনি... পড়ে যাবো রে-

গুগলু ∫∫ (সিটি দিয়ে) মামা, আবে মামা, দেখে যা... সে স্বগগো থেকে লাগরদোলায় জেনারেল লেমেছে বে!

[গুগলু জোরে সিটি দেয়-যমরাজ বিধাতেকে ছেড়ে স্বর্গের মধ্যে পালায়। বিধাতা হেলে পড়ে।]

বিধাতা ∫∫ অ্যাই অ্যাই-(গুগলুকে) কস্তং?

গুগলু ∫∫ আবে চাইনিজ ঝাড়ছে বে! কস্তং!

বিধাতা ∫∫ চাইনিজ না... দেবভাষা! কা তব কান্তা, কস্তে বাপজ্যাঠা... তুই কে!

গুগলু ∫∫ সেকি গুরু! চিনতে পারছো না! তুমিই তো আমাকে নরকে ফিট্ করেছ গুরু...

বিধাতা ∫∫ দিনের মধ্যে হাজারটাকে ফিট করছি। এত খেয়াল থাকে না! চিত্রগুপ্ত...

চিত্রগুপ্ত ∫∫ গুগলু... গুগলু ওস্তাদ! নাম করা রেলডাকাত! জনতা মেল... লালগোলা প্যাসেঞ্জার... কামরূপ এক্সপ্রেস ছিল ওর কর্মস্থল! মাত্তর বাইশ বছর বয়েসে তিনশো তেরো বার রেলডাকাতি করেছে প্রভু...

বিধাতা ∫∫ খুবই কর্মময় জীবন।

চিত্রগুপ্ত ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ! নরকভোগ ত্রিশ হাজার বছর...

গুগলু ∫∫ মাইরি! খোমাখানা দেখি!

চিত্রগুপ্ত ∫∫ ছোটরানি কোথায়?

[গুগলু শিস দেয়।]

কোথায় রেখেছিস? বার করে দে!

গুগলু ∫∫ চোখ রাঙিয়ে না কাকু... গুগলু... গ্রেট ওস্তাদ... শালা কারও রোয়াবি সহ্য করে না!

চিত্রগুপ্ত ∫∫ মুখ সামলে কথা বলবি গুগলু!

গুগলু ∫∫ চোপ শ্লা, কেরানির ডিম!

চিত্রগুপ্ত ∫∫ মারবি নাকি?

গুগলু থোবনা ছিঁড়ে নেব। শ্লা ত্রিশ হাজার দেখাচ্ছে! ত্রিশ হাজার বছর নরকে বসে থাকবো.... আর ওদিকে দমদম দিয়ে ঝমঝম করে লালগোলা বেরিয়ে যাবে! শালা কদ্দিন হয়ে গেল... একটা প্যাসেঞ্জারের সুটকেশ ঝাড়তে পারিনি! হিসেব ফর্সা করে দেব শ্লা...

[গুগলু চিত্রগুপ্তকে তাড়া করে যায়।]

চিত্রগুপ্ত ∫∫ (সেভয়ে)প্রভু...

বিধাতা ∫∫ (হেসে) না না আমার সামনে গায়ে হাত দেবে না।

গুগলু ∫∫ (বিধাতাকে) ফোট শ্লা...

বিধাতা ∫∫ চলো ঘরে যাই...

গুগলো ∫∫ (উন্মুক্ত চাকু হাতে বিধাতার পথ আগলে দাঁড়ায়) ও সব ধান্দা ছাড়ো... পুনর্জন্ম ছাড়ো, কাটো... নইলে চুল্লিতে ঢুকিয়ে... দেব যমের বউকে তন্দুরি বানিয়ে, বোসো... বোসো... (চিত্রগুপ্তকে)আবে বোস...

[চিত্রগুপ্ত বসে। তার হাঁটু কাঁপছে।]

বিধাতা ∫∫ বাবা গুগলু... তুমি আবার রেলগাড়িতেই খেল দেখাতে চাও?

গুগলু ∫∫ আলবাৎ! ডেলি সেখানে প্যাসেঞ্জার ঝেঁপে আমার কতো আমদানি ছিল জানো?

[গুগলু চাকু খুলে একটি লাফ দিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল-যেন রেলের কামরাতেই।]

খেল... গুগলু ওস্তাদের খেল... খোল শ্লা হাতের ঘড়ি, গলার হার খুলে দে-নইলে খেল দেখাবো... পেটের লিভার হাতে এনে দেব।

বিধাতা ∫∫ রিবার্থ চাই বাবা গুগলু?

গুগলু ∫∫ (হাঁটু ভেঙে বসে) দাও গুরু দাও... রেলগাড়ির কামরা ফিরিয়ে দাও! গুরু তোমার নামে প্যাসেঞ্জারের মাথা গুনে পার হেড সোয়া পাঁচ আনার ভোগ লাগিয়ে যাবো... ছেড়ে দাও গুরু... আর পারছি না-

চিত্রগুপ্ত ∫∫ খবরদার না প্যাসেঞ্জাররা ওদের জন্যে তিষ্ঠোতে পারে না... ছেলে বুড়ো মানে না... তীর্থযাত্রীদেরও পথে বসিয়ে ছাড়ে! ছাড়া পেলে আবার সর্বনাশ করবে প্রভু...

গুগলু ∫∫ আবে শ্লা, তোর...

বিধাতা ∫∫ চিত্রগুপ্ত কি চাও, যমের বউ নরকের অন্ধকারে পচুক?

চিত্রগুপ্ত ∫∫ সেও ভালো প্রভু। তবু পৃথিবীর এতোবড়ো ক্ষতি করবেন না।

গুগলু ∫∫ (চাকু বাগিয়ে) দেব তোকে লাশ নামিয়ে...

বিধাতা ∫∫ না না-(গুগলুর হাত চেপে) চিত্রগুপ্ত, চুপ! একদম চুপ! চাকু বন্ধ করো বাবা গ্রেট ওস্তাদ্ ও বোঝে না, জগতে তোমার কত কাজ পড়ে রয়েছে! আমি কি তোমায় আটকাতে পারি? ছিঃ! তা বাবা গুগলু...মর্ত্যে যদি এতোই মধু... অকালে মরতে গেলে কেন?

গুগলু ∫∫ সাধ করে মরেছি বে? এক কামরা ঝেঁপে, আরেক কামরায় পা দিয়েছি... হঠাৎ শ্লা এক ব্যাটা চাষা... ধাঁই করে এক ঘুঁষি চালাল এই রাগের ওপর! চাকুটা ছিটকে গেল গুরু! গুগলু ওস্তাদের সাথে কেউ কোনদিন মাজাকি মারেনা... এ শালা চাষা! চাকুটা তুলতে যাবো... শালা মারলে ল্যাং! ঠ্যাং হড়কে গেল গুরু... কাৎ হয়ে পড়লাম... চেন ধরে ঝুলছি... ঝুলছি... আর মনে নেই গুরু... লালগোলা ঝমাঝম বুকের পর দিয়ে হুস হুস করে পাস করে গেল! হুস... হুস... হুস...

বিধাতা ∫∫ ইস্ ইস্ ইস্ বউমাকে কোথায় রেখেছো! ইস্ ইস্ ইস্...

গুগলু ∫∫ সে গোপন ডেরা... চোরাকুঠুরি...

বিধাতা ∫∫ মুক্ত করে দাও, তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি।

[নরকের আর এক ভূত ঘটোৎকচ ঢনঢনিয়া ঢুকেছে। গোপনে কথাবার্তা শুনছে।]

চিত্রগুপ্ত ∫∫ প্রভু...

বিধাতা ∫∫ দাও, খাতাখানা দাও! (খাতায় সই করে) ব্যস এই সই করে দিলুম। (গুগলু আনন্দে নেচে ওঠে) এখন শোনো, এই যে তোমার পুনর্জন্মের অর্ডার দিলুম, কানাঘুষো না হয় যেন! তোমাকে ছাড়ছি, তা বলে আর কোনো পিশাচ ছাড়ছি না-

গুগলু ∫∫ ঠিক আছে! ছুপে ছুপে বউ খালাস করতে হবে। এসো, তোমরা একজন সঙ্গে এসো-

বিধাতা ∫∫ যাও চিত্রগুপ্ত, পাগলিটাকে নিয়ে এসো-

চিত্রগুপ্ত ∫∫ আমি!

বিধাতা ∫∫ আহা আমি তো পেছনেই থাকছি-

চিত্রগুপ্ত ∫∫ ছি ছি, আমি আপনার পেছনে থাকছি-

গুগলু ∫∫ (চিত্রগুপ্তের গলা জড়িয়ে) কোনো ভয় নেই কাকু! তুমি এখন আমার দোস্ত, জিগরি দোস্ত। এসো কমলালেবু খাওয়াবো কাকু-

[চিত্রগুপ্তকে টেনে নিয়ে গুগলু ভেতরে ঢুকে গেল।]

বিধাতা ∫∫ যাক বাবা বাঁচলাম! কিন্তু পাজিটাকে ছাড়ব না! সইটা কেটে রাখি।

[বিধাতা খাতায় সই কাটে।]

ঘোটৎকচ ∫∫ হি হি হি-

বিধাতা ∫∫ কে রে!

ঘটোৎকচ ∫∫ (এগিয়ে আসে) রাম রাম! জয় রাম! জয় হনুমানজি!

বিধাতা ∫∫ হনুমান বললি!... আমায় বললি!

ঘটোৎকচ ∫∫ জি, হামি তো আপনাকে হনুমানজি বলেই ডাকে, হি হি হি, হনুমানজির স্বরুপেই বুকে আঁকিয়ে রেখেছি ভগোয়ান।

বিধাতা ∫∫ মাথা কিনিয়ে রেখেছ! এখানে কী চাই?

ঘটোৎকচ ∫∫ ওহি সহিটা চাই! গুগলুর নামের পাশে যে সহি দিয়ে ফিন কাটিয়ে দিলেন, ওহি সহিটা ঘটোৎকচ ঢনঢনিয়ার নামের পাশে বসিয়ে দিন!

বিধাতা ∫∫ তুইও রিবার্থ চাস?

ঘটোৎকচ ∫∫ হি হি হি হি-

বিধাতা ∫∫ গুগলুর তো রেলের কামরা, তোর কী?

ঘটোৎকচ ∫∫ হামার কঙ্কাল!

বিধাতা ∫∫ কঙ্কাল!

ঘটোৎকচ ∫∫ জি হাঁ কঙ্কাল-হামার কঙ্কালের বেওসা!

বিধাতা ∫∫ কঙ্কালের ব্যবসা! হয় নাকি?

ঘটোৎকচ ∫∫ কোনো হোবে না হনুমানজি? দেশ বিদেশে হামি মানুষের কঙ্কাল পাচার করি! হসপিটাল কঙ্কাল কিনে, ফার্টিলাইজার বেওসায়িরা কিনে, চিনির বেওসায়ি কিনে, হাড্ডি কিনে, হাড্ডি চুরিয়ে চিনিতে পাইল করে! লাখ লাখ রুপেয়ার কারবার-

বিধাতা ∫∫ এতো কঙ্কাল পাস কোথায়?

ঘটোৎকচ ∫∫ হি হি হি... গোরস্থানে!

বিধাতা ∫∫ কবরখানায়!

ঘটোৎকচ ∫∫ জি হাঁ! কবর টুঁড়ে টুঁড়ে কঙ্কাল বার করি, হামার লোকে সেইসব কঙ্কাল পাচার করে...

বিধাতা ∫∫ হতভাগা পিশাচ! তোদের জন্যে মানুষ মরেও শান্তি পাবে না! কবরের নীচ থেকে তার হাড়গোড় টেনে বার করিস! ভাগ!

ঘটোৎকচ ∫∫ কি ভাগবে রে! সব হাড্ডি গুদামে আটক রাখিয়ে এসেছি... লেড়কাটারে চাবিও দিয়ে আসতে পারলাম না! লাখ লাখ রুপেয়া আটক হোয়ে রহিয়াছে! বলে ভাগ! (পকেট থেকে একতাড়া টাকা বার করে এগিয়ে ধরে) আসেন-

বিধাতা ∫∫ একী!

ঘটোৎকচ ∫∫ পানচ্ হাজার অ্যাডভানস.... রিবার্থের অর্ডার মিলবে কি, আরো পানচ্ হাজার দেব, পুষিয়ে দেব। হি হি হি... কেনো বাগড়া দিচ্ছেন হনুমানজি...

বিধাতা ∫∫ ঘুষ! ওরে বেটা ঘটোৎকচ-ভগবানকেও উৎকোচ!

ঘটোৎকচ ∫∫ ঘুষ কেনো হনুমানজি, এতো হামি খুশ হয়ে আপনাকে পূজা দিচ্ছি! সেখানে বহত রুপেয়া কামাবো-ভগোয়ানের গোড়ে কুছু তো হামাকে ইনভেস্ কোরতেই হবে। তুমভি খাবে হামভি খাবে! হি হি হি-ঠিক আছে, আরও পান্শো বাড়িয়ে দিচ্ছি... ধোরেন...

বিধাতা ∫∫ আমিও আরো ত্রিশ হাজার বছর বাড়িয়ে দিলাম, মোট ষাট হাজার বছর নরকের ঘানি টানবি তুই পিশাচ ঘটোৎকচ চনচ নিয়া...

ঘটোৎকচ ∫∫ কেনোরে, হামার সঙ্গে ফয়সালা করতে প্রেসটিজে লাগছে? কি ভাবিয়েছেন, গুগলু তোমার সুন্দরী জেনেনাটাকে রিলিজ করিয়ে দেবে! সে গুড়ে বালি আছে! হি হি হি!... এই যো!

[ঘটোৎকচ এক তাড়া চাবি দেখায়।]

বিধাতা ∫∫ চাবি? কিসের চাবি?

ঘটোৎকচ ∫∫ কিসের চাবি? হি হি হি... সুন্দরী চিড়িয়াটাকে গুগলু যে কোঠিমে আটক রাখিয়েছে...হামি সে ঘরের কোলাপসিবল

গেইট -এ বড়া-বড়া নবতাল ঝুলিয়ে দিয়েছি। হি হি হি! চিড়িয়া আভি হামার... ঘটোৎকচ ঢনঢ নিয়ার মঠ্ঠি মে...

বিধাতা ∫∫ বাবা ঘটু!

ঘটোৎকচ ∫∫ এখন বাবা ঘটু -

বিধাতা ∫∫ তোকেই ছাড়বো! তুই মর্ত্যে গিয়ে কঙ্কালের ব্যবসা করবি...

ঘটোৎকচ ∫∫ হাড্ডি চুরিয়ে চিনির মধ্যে ভেজাল দিব...

বিধাতা ∫∫ আমার আপত্তির কি আছে বল... আমি তো সে চিনি খাবো না। চল বাবা তালা খুলে দিবি চল...

ঘটোৎকচ ∫∫ হাঁ হাঁ, ওতো হামি খুব জানে! মাল খালাস করে দেবো কি, তুমি ফিন সহি কাটিয়ে দিবে-হি হি হি-

বিধাতা ∫∫ বাবা ঘটু, ভগবান দু'বার সই কাটে না! ভগবান দু'বার দুর্নীতির আশ্রয় নেয় না! কভি নেহি!

ঘটোৎকচ ∫∫ সাচ?

বিধাতা ∫∫ সাচ সাচ সাচ! তিন সাচ!

ঘটোৎকচ ∫∫ তবে হামার সাথ এসো-

[ঘটোৎকচ ও বিধাতা নরকে ঢুকছে। সহসা নরক থেকে কনস্টেবল মামা বেরিয়ে এসো। ঘটোৎকচের সঙ্গে ধাক্কা খেল।]

আরে কেয়ারে, এ মামা! অন্ধ হো গিয়া?

মামা ∫∫ পেন্নাম শ্রীভগবান... শতকোটি পেন্নাম যাই-

বিধাতা ∫∫ এটা কে রে?

ঘটোৎকচ ∫∫ মামা! এ শালা পুলিশ মামা! দেখেন হনুমানজি এ পুলিশের সাথে একসঙ্গে নরকে থাকতে হচ্ছে। ভালো লাগে!

বিধাতা ∫∫ ঘেন্না হয়! থুঃ! থুঃ!

[ঘটোৎকচ ও বিধাতার প্রস্থান।]

মামা ∫∫ দাও, থুথু দাও, ওই থুথু তোমারই মুখে আইসা পড়ব ভগবান! দেরি নাই। ভাবছ, ওই হালা ঘটোৎকচ ঢনঢ নিয়া তালা খুইল্যা দিবে? তালার চাবি কই, চাবি? (চাবি দেখিয়ে) এই যে চাবি! ধাক্কা কি তোরে সাধে মারছিরে ঘটোৎকচ? পকেট যে ফাঁকা কইমাইরা দিলাম... হালা ট্যারও পাইলি না! (হেসে) ওস্তাদ যারে ছিনতাই করলো... ব্যবসায়ী তারে তালা লাগাইল... আর কাঁইচি চালাইয়া চাবিটা ঝাঁইপ্যা নিল কনস্টেবল মামা! (চাবির ছড়া নাচাতে নাচাতে) এবার কও বিধাতা... তুমি কারে ছাড়বা...

[গুগলু পাগলের মতো ঢোকে। মামা পায়ের মোজার মধ্যে চাবিটা ঢুকিয়ে দেয়।]

গুগলু ∫∫ মামা, আবে এ মামা, কোন শ্লা আমার মালঘরে নবতাল খাটালো বে!

মামা ∫∫ কইতে পারি না! সিগারেট খাইবা!

গুগলু ∫∫ ফোট শ্লা সিগারেট! ওস্তাদের ওপর ওস্তাদি! শ্লা সব ভূতের টেংরি খুলে লেব আজ!

[গুগলু মামার পেছনে লাথি মারে।]

মামা ∫∫ খাইছে! কোন হালার পো তালা মারছে-ও মারছে আমারে! পাছার লাথি মারলে দরজা খুলবে না। খাইবা সিগারেট?

গুগলু ∫∫ তুই শ্লা মহা হারামি মামা-বল কোন শ্লা তালা খাটালো! কাকুকে বসিয়ে রেখে এসেছি! বল-

[ঘটোৎকচ ঢোকে।]

ঘটোৎকাচ ∫∫ চাবি... হামার চাবি...

গুগলু ∫∫ চাবি!

ঘটোৎকচ ∫∫ (কাটা পকেটে হাত গলিয়ে) চাক্কু দিয়ে পাকিট ফাঁক্কু করে দিল! এ মামা-

[ঘটোৎকচ মামাকে লাথি মারে।]

মামা এই হালা! হগগলে মিলে আমারে লাথাস ক্যান! আমি কি পকেটমার!

ঘটোৎকচ ∫∫ তুমি পুলিশ! পাকিট তো তুমি মারবে, জরুর মারবে! নিকালো চাবি-

গুগলু ∫∫ (ঘটোৎকচকে) তবে শালা তুই খাটালি তালা... শালা ঢনঢনিয়ার বাচ্চা-

ঘটোৎকচ ∫∫ ছোড় দে... হামকো ছোড় দে ভাইয়া-

[ঘটোৎকচকে তাড়া করে গুগলু ভেতরে গেল।]

মামা ∫∫ খানকতক লাখি খাইছি! কিছু না! (একটা সিগারেট ধরিয়ে) যদি ফের জনম পাই এ লাথি তো আশীবাদ! ∫∫ধোঁয়া ছেড়ে) জনম পাইলে চন্দ্রাণীর মা-ডারে দেইখ্যা লমু। তোর জলজ্যান্ত ভাতার অকালে পটোল তুলছে, তুই কিনা একাদশী করিস না! ভাতার মরে নরক খ্যাইট্যা, ও ইলশা মাছ চিবায়... লটপটি খায়... সর্ষেবাটা দিয়া ইলশার ভাপা সাপটায়... হালা এমন বিধবা তো তুই আমি বাঁইচ্যা থাকতেও হইতে পারতিস...

[স্বর্গ থেকে দাড়িবাবা বেরিয়ে এলো, ভক্তিপ্রেমে নেচে নেচে গান গাইতে গাইতে। দাড়িবাবার দাড়ি অসম্ভব লম্বা।]

দাড়িবাবা ∫∫ (গান) হরি হরি হরি হরি

মরি মরি মরি মরি....

হরি প্রেমে চিত্ত ভরি

দু হাত তুলে নেত্য করি...

হরি হরি হরি হরি

মরি মরি মরি মরি...

মামা ∫∫ জয় দাড়িবাবা!

দাড়িবাবা ∫∫ হরি হরি হরি হরি...

মামা ∫∫ মরি মরি মরি মরি.... কী সুবিশাল দাড়ি... সাত সাগর দিতাছে পাড়ি। সাধে কি আর দাড়িবাবা স্বগগো পাইছেন... এই দাড়ির জোরে।

দাড়িবাবা ∫∫ আয়, দাড়ি চুষবি আয়-মামা...

মামা ∫∫ আইজ্ঞা হ, চোষার মতো দাড়ি বটে সত্য! ভুবনবিখ্যাত দাড়ি... মহিমাই আলাদা! টাইফয়েড... নিউমোনিয়া... বাত.... কুষ্ঠ... ম্যানেনজাইটিস... ফ্যারেনজাইটিস, গা টিস-টিস... বুক টিস-টিস... সব লাইন দিয়া দাঁড়াইত দাড়িবাবার আশ্রমের দরজার... খালি একবার এই ডগাটা মুখে পুইমাইরা চোষবার তরে! চোষালেই মধু! মধুতেই আরোগ্য! অমূল্য দাড়ি!

দাড়িবাবা ∫∫ হরি হরি হরি হরি-

[দাড়িবাবার দাড়ি ঘন ঘন শিহরিত হয়।]

মামা ∫∫ জয় দাড়িবাবা-আমারে যে দয়া কইমাইরা দাড়ির গোছা চোষতে দিতাছন বাবা-

দাড়িবাবা ∫∫ কেন না দিব? এ দাড়ি তো আমার নয় রে মামা, ভক্তের সেবায় উৎসর্গীকৃত! ভক্তের রোগ শোক হরণই এর ধর্ম কর্ম!

মামা তবে দ্যান দাড়িটা চুইষ্যা যদি এ শোক কাটাইতে পারি! পশ্চিমবঙ্গের তরে দিবারাত্র কী যে শোকে জ্বলতাছি বাবা-

দাড়িবাবা ∫∫ ছুঃ ছুঃ! দেড়শো টাকার মাইনের কনস্টেবল ছিলিস তুই, পশ্চিমবঙ্গের ওপর তোর কেনএত মায়া?

মামা আইজ্ঞা কয়েন কি? মাইনা আছিল দেড়শো... উপরি কয়শো আছিল সেটা ভাবেন

দাড়িবাবা ∫∫ মরি মরি মির... প্রচুর উপরি!

মামা ∫∫ তা ধরেন আপনাগো আশীবাদে পাঁচ বছর সার্ভিস কইমাইরা লেকটাউনে তিনতলা বাড়ি... সোনাই করছিলাম পঁচাত্তর ভরি... আপনার মাইয়ার হাতে পায়ে নাকে কোমরে ভরি ভরি ভরি...

দাড়িবাবা ∫∫ মরি মরি মরি...

মামা ∫∫ সব ফেইল্যা রাইখ্যা অকালে চইল্যা আইলাম... কিচ্ছুটি ভোগ কইরতে পারলাম না! কবে পুলিশ সার্ভিসে যাইতে পারুম... কবে কনেস্টেবল হমু! হরি হরি হির...

দাড়িবাবা ∫∫ মরি মরি মরি (দাড়িগোছা ধরে) দাড়ি চুষিয়া দিতে চাস পাড়ি!

মামা ∫∫ যত তাড়াতাড়ি পারি...

[দাড়িবাবা তার লম্বা দাড়ির গোছা মামার মুখে গুঁজে দেয়। মামা মানবশিশুর স্তন্যপানের মতো চুষতে থাকে।]

দাড়িবাবা ∫∫ হরি হরি হরি! পুলিশে ঢুকিবি সরাসরি!

মামা ∫∫ মধু! মধু! হ সত্য মধু! এতোকাল শুনছি, আজ স্বজিহ্বায় চাখতাছি, মধু! মধু!

দাড়িবাবা ∫∫ মরি মরি মরি...

মামা ∫∫ কী কইমাইরা হইল বাবা, দাড়ি দিয়া মধু পড়ে কোন পুণ্যে-

[মামা দাড়ি চুষতে যায়। দাড়িবাবা দাড়ি সরিয়ে নেয়।]

দাড়িবাবা ∫∫ ছাড় ছাড়। বিনামূল্যে আর না। দাড়ি টানিবি প্রণামী দিবি!

মামা ∫∫ নিঃস্ব হইয়া নরক খাট তাছি বাবা, মালকড়ি তো সঙ্গে নাই!

দাড়িবাবা ∫∫ (রহস্যময় হাসিতে) মালকড়ি না থাক, চাবি তো রয়েছে!

মামা ∫∫ আইজ্ঞা?

দাড়িবাবা ∫∫ চাবিকাঠিটি দে, অনেকক্ষণ টানিতে দিব!

মামা ∫∫ চাবি? কী যে কয়েন! কীসের চাবি?

দাড়িবাবা ∫∫ চালাকি না করিবি! ঢনঢনিয়ার পকেট কেটে ঝাড়িলি? ঐ মোজার ভেতর পুরিলি!

মামা ∫∫ দেইখ্যা ফ্যালছে! কাম সারছে! ...ওইটা চাইবেন না! ওইটা দিয়া আমি ভগবানের সহিত রফা করুম।

দাড়িবাবা ∫∫ না দিবি তো, ফাঁস করে দিব। গুগলু তোকে ভোগলু দেখাবে!

মামা ∫∫ ক্যান! ও চাবি লইয়া আপনের কি কাম?

দাড়িবাবা ∫∫ তোর যে কাম, আমারো সেই কাম!

মামা ∫∫ সে কি! আপনেও পুনর্জন্ম চান?

দাড়িবাবা ∫∫ কেন না চাহিব? তোরা মর্ত্যে যাইবি, আমি কেন না যাইব? অনাথ রোগীরা দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে হতাশ হইয়া বাবা বাবা বলিয়া ডাকিছে, তাদের না বাঁচাইব?

মামা ∫∫ কী দরকার! স্বর্গে বাস করতাছেন, সুখেই আছেন! ক্যান সাধ কইমাইরা মরতের দুঃখে জড়াইবেন?

দাড়িবাবা ∫∫ তুই কি করিয়া জানিবি মূর্খ কনেস্টেবল! জানিস... জানিস মর্ত্যে কতো ব্ল্যাকমানি ছিল আমার! মালদার রোগী ছাড়া, আমি গরিব রোগীকে ধারে কাছে ঘেঁসিতে না দিতাম! এতো ব্ল্যাকমানি আমার পায়ে জমা পড়িত। মিষ্টি খাইতাম, দুধ খাইতাম, গায়ে মাখন মাখিতাম-রাতে চিকেন-রোস্ট খাইতাম সঙ্গে রাবড়ি!

মামা ∫∫ হরি হরি! মুর্গি খাইতেন?

দাড়িবাবা ∫∫ তোকে বলে ফেললুম! ফাঁস না করিবি...

মামা ∫∫ না করিব!

দাড়িবাবা ∫∫ একখানা সিল্কের ধুতি আমি দুবার না পরিলাম-এক আংটি পরপর দুদিন না পরিলাম! কতো না সেবাদাসী... কতো না সেবাদাসী... কতো না প্রাণসখী ছিল রে আমার!

মামা ∫∫ সখী!

দাড়িবাবা ∫∫ ফাঁস না করিবি!

মামা ∫∫ দাড়িতে কি কইমাইরা মধু ঝরে সেটা বলেন...

[যমরাজ ঢুকে অলক্ষ্যে ওদের কথা শুনছে।]

দাড়িবাবা ∫∫ তবে শোন তোকে বলি, গালে আমার দুই ধরনের দাড়ি! ওরিজিন্যাল দাড়ি, আর স্পঞ্জের দাড়ি। দেখছিস, এই স্পঞ্জের দাড়ি সুমিষ্ট মধুতে চোবানো... যেই গালে দিয়া চুষিবি... অমনি স্পঞ্জের ফাইবার দিয়া হুড়হুড় করে সুমিষ্ট মধু ঝরিবে...

মামা ∫∫ ওরে বাবা... (দাড়িটায় হাত বুলিয়ে) তাইতো! ম্যাজিক দাড়ি! আর আমরা ভাইব্যা মরতাম কি-

দাড়িবাবা ∫∫ পুণ্যির জোরে দাড়িতে অমৃত বহন করে বেড়াচ্ছি? হ্যা হ্যা হ্যা-হরি হরি হরি-দে, এবার চাবি দে-না করিবি দেরি...

[যমরাজ পিছন থেকে দাড়িবাবার কাঁধে হাত দেয়।]

কে রে!

যমরাজ ∫∫ তোর যম।

দাড়িবাবা ∫∫ হাত নামিয়ে কথা বলিবি!

যমরাজ ∫∫ চল্, নরকে চল্....আজ থেকে তুই নরকবাস করবি!

দাড়িবাবা ∫∫ কী! দাড়িবাবাকে পাঠাস নরকে! হ্যা হ্যা হ্যা...জানিস না কি ওরে মূর্খ, আমার জন্যে রয়েছে অক্ষয় স্বর্গ!

যমরাজ ∫∫ চোপ্! স্পঞ্জের দাড়িতে মধু লাগিয়েছিস, আবার কথা বলছিস? ঢোক নরকে...

দাড়িবাবা ∫∫ (দাড়ি দেখিয়ে) চুষিবি?

যম ∫∫ চুষিব-দাড়ি না, তোর হাড়মাস চুষিব!-রোগগ্রস্ত মানুষের সাথে চালাকি! শালা ভেলকিবাজ!

[যমরাজ দাড়িবাবাকে তাড়া করে।]

দাড়িবাবা ∫∫ মারিবি!

যমরাজ ∫∫ যমের বাড়ি পাঠাবো! পেটে রুল ঢোকাবো শালা, নাভি-কুণ্ডুলিতে শিঙিমাছ বেঁধে দেব...

দাড়িবাবা ∫∫ দে তো মামা চাবিকাঠি -

[মামা চাবি দেয়। দাড়িবাবা চাবি তুলে বলে-]

তোমার বউয়ের চাবিকাঠি আসিল আমার হাতে... মরি মরি মরি... না করিবি হেরিতেরি...

[নরকের পথে বিধাতা ও চিত্রগুপ্ত ঢোকে।]

বিধাতা ∫∫ ওই তো! ওইতো চাবি!

দাড়িবাবা ∫∫ মাস্তান যাকে হাইজ্যাক করে... ব্যবসায়ী তাকে তালা লাগায়। পুলিশ মারে ব্যবসায়ীর পকেট ... চাবি আসে গুরুর হাতে! মরি মরি মরি-(বিধাতার দিকে ঘুরে) বলো, পুনর্জন্ম দিবে কিনা শ্রীহরি-?

বিধাতা ∫∫ বাবা,দাড়িবাবা, তুমি কেন এই পৈশাচিক কাণ্ড কারখানায় নিজেকে জড়াচ্ছো! দাও বাবা, এটা দাও। তোমার কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখব না। যাই চাইবে, তাই পাবে!

যমরাজ ∫∫ (লাফিয়ে ওঠে) না। কখনো না!

বিধাতা ∫∫ আঃ যম! তোমার বউ-

যমরাজ ∫∫ নিকুচি করেছে বউ-এর! ধাপ্পাবাজ শয়তানটাকে ছেড়ে দেব! যা, নরকে যা!

[যমরাজ দাড়িবাবাকে ধাক্কা দেয়।]

দাড়িবাবু ∫∫ কী! ঘাড় ধাক্কা! খুব যে ফাঁট! চল মামা, নরকে চল! না দিব চাবি! না ছাড়িব বউ! (যমরাজকে) এই দাড়ি তুই চুষিবি-তোরা চুষিবি! তবে ছাড়িব! মরি মরি মরি...

[মামা ও দাড়িবাবা নরকে প্রবেশ করে।]

বিধাতা ∫∫ (যমরাজকে) কি করলি! আমরা মরছি কিভাবে ওদের শান্ত করা যায়... আরো ক্ষেপিয়ে দিলি? একেই নরকের এই অবস্থা, তার মধ্যে দিলো ওই দাড়িবাবাটাকে ঢুকিয়ে!

এখন কাকে ছেড়ে কাকে ধরি! মাথামোটা! হামদো! খেজুর! আতা! বউটা কার গেছে, তোর না আমার!

[বিধাতা যমরাজকে চড় মারে।]

যমরাজ ∫∫ আমার! আমার!

চিত্রগুপ্ত ∫∫ তবে যে বললেন, নিকুচি করেছে বউ-এর!

যমরাজ ∫∫ বুঝতে পারিনি! হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠে গেল! যেই দেখলুম ব্যাটার স্পঞ্জের দাড়ি...

বিধাতা ∫∫ তুমি আজ দেখলে, আমি বহুকাল আগে দেখেছি! ওর বারো আনা দাড়ি স্পঞ্জ!

যমরাজ ∫∫ তবু ঐ খচ্চরটাকে স্বর্গে রেখেছিলেন?

বিধাতা ∫∫ জনমতের চাপে।

যমরাজ ∫∫ জনমত!

বিধাতা ∫∫ আজ্ঞে জনমত! প্রকাশ্যে যে দাড়িবাবা আর্ত রোগীর উদ্ধারে আত্মসর্মপণ করেছে, তাকে নকরে ঢোকালে... জনগণ মেনে নিত কি? কাজেই স্বর্গে রেখেছিলাম, রাখতে বাধ্য আমি।

চিত্রগুপ্ত ∫∫ (যমরাজকে) হাঁ করে বসে রইলেন কেন? যান, মর্ত্য থেকে গোটাকতক পালোয়ান মেরে আনুন-

বিধাতা ∫∫ পালোয়ান!

চিত্রগুপ্ত ∫∫ তাছাড়া এ নরক ঠাণ্ডা করবে কে প্রভু? মর্ত্যে কিছু পালোয়ান দিনরাত যুদ্ধং দেহি হাঁক পাড়ছে, বেশ তাগড়াই দেখে গোটা কতক মেরে আনবেন। এছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না-

বিধাতা ∫∫ (যমরাজকে) যা পালোয়ান মেরে আন-যাবি আর আসবি-

[বিধাতা ও চিত্রগুপ্ত স্বর্গে ঢুকে গেল।]

যমরাজ ∫∫ পালোয়ান! হ্যাঁ, পালোয়ান চাই! হাঃ হাঃ হাঃ! শোন শোনরে পিশাচ, আনিতে চলিলাম পালোয়ান-তুলিয়া মারিবে আছাড়-হইবি ছত্রখান! হাঃ হাঃ হাঃ-প্রাণেশ্বরী মোর আসিবে ফিরি-(হঠাৎ কোমরের যন্ত্রণায়) ইরি ইরি ইরি (সামলে) হাঃ হাঃ হাঃ (যন্ত্রণায়) আঃ আঃ আঃ-(সামলে) হো হো হো (যন্ত্রণায়) ওঃ ওঃ ওঃ-

[যমরাজ হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে মর্ত্যমুখে ছুটে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নরকে শ্লোগান উঠল-]

শ্লোগান ∫∫ (নেপথ্যে) জয়! পিশাচ নেতা রঘুবীর চোংদারের জয়।

[নরকের ভেতর থেকে রঘুবীরকে কাঁধে বয়ে গুগলু, মামা, দাড়িবাবা, ঘটোৎকচ প্রভৃতি পিশাচেরা শ্লোগান দিতে দিতে ঢুকল।]

রঘুবীর ∫∫ বিধাতার কালো হাত-ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও-

সকলে ∫∫ ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও-

রঘুবীর ∫∫ বিধাতা, যম, চিত্রগুপ্তের স্বৈরতন্ত্র-

সকলে ∫∫ নিপাত যাক, নিপাত যাক!

রঘুবীর ∫∫ বন্ধুগণ, আজ আপনারা আমায় নেতার আসনে বসিয়েছেন, আমি ধন্য! কিন্তু নেতা আমি নতুন না... রঘুবীর চোংদার সহজাত নেতা! আপনারা জানেন, যখন বেঁচে ছিলাম, কতো যে নেতৃত্ব দিয়েছি-মরণের পরেও দিয়ে চলেছি! নেতৃত্বই আমার নেশা এবং পেশা! বন্ধুগণ, নেতাদের পার্টি থাকে। কিন্তু আমার কোনো পার্টি ছিল না। যখন যে পার্টির নেতৃত্বে টান পড়েছে, আমি এগিয়ে গেছি-ঘনঘন দলবদল করেছি! দলে দলে নেতৃত্ব বিলিয়ে বেড়িয়েছি!

গুগলু ∫∫ তোমার নেতা, আমার নেতা-রঘুবীর চোংদার নরকের মাথা!

[সকলে হইহই করে ওঠে।]

রঘুবীর ∫∫ বন্ধুগণ, বিধাতা ফ্যাসিজিম চালু করেছে! আমার মতো একজন জননেতাকেও নরকে পাঠাতে এতটুকু দ্বিধা করেনি!

সকলে ∫∫ শেম! শেম!

রঘুবীর ∫∫ বন্ধুগণ, আপনারা জানেন, জীবিতকালে আমি মানুষের জন্যে সারাক্ষণ লড়ে গেছি। মেদনীপুরে বন্যা কিংবা খরা হলে আমি... আমিই সবার আগে গান গেয়ে স্ট্রিট কালেকশন করেছি-

গুগলু ∫∫ সবাই স্বীকার করবে গুরু!

রঘুবীর ∫∫ যে বছর বন্যা বা খরা না হয়েছে, সে বছর বহু শ্রম করে খরা বন্যা সৃষ্টি করে আমি সিংহের মতো গর্জন করেছি। বন্যার্ত তহবিল গড়তে ওয়েস্ট বেঙ্গল তোলপাড় করেছি।

মামা ∫∫ তবে? বন্যা হইলেও করছেন, না হইলেও করছেন-আপনার তুলনা আপনে।

রঘুবীর ∫∫ বিনিময়ে কী পেয়েছি, কতোটুকু করতে পেরেছিলাম, আপনারাই বলুন? মাত্র বিশখানা গাড়ি, পাঁচিশটা গাড়ি, তেষট্টিটা চালকল, আর একাশিটা মাছের ভেড়ি-

সকলে ∫∫ শেম! শেম!

রঘুবীর ∫∫ আমাকে শেম দিচ্ছেন!

ঘটোৎকচ ∫∫ আরে নেহি নেহি! এতনা কম কেন তাই শেম চোংদারজি! শেম! শেম!

রঘুবীর ∫∫ কামাতে আরো পারতাম, নেহাৎ চক্ষুলজ্জায় পারিনি! তবে এবার যদি যেতে পারি আপনাদের দেখাবো-নেতাগিরি করে কতো গোছানো যায়!

ঘটোৎকচ ∫∫ হামভি দেখাবে, হামার কঙ্কাল বেচিয়ে...

মামা ∫∫ আমিও দেখামু! তোমাগোর হক্কলের পকেট ঝাইড়া!

গুগলু ∫∫ আমিও... প্যাসেঞ্জার ঝেড়ে...

দাড়িবাবা ∫∫ কেবল নিজেদেরটাই ভাবিলি, আমারটা না দেখিলি!

রঘুবীর ∫∫ দেখছি, দেখছি, দাড়িবাবা, আপনাদের সকলের প্রতিনিধি হয়ে আমি এখনি বিধাতার গলা টিপে ধরব... জিব টেনে বার করব-(খিঁচিয়ে) আমাদের দাবী মানতে হবে... নইলে স্বর্গ ছাড়তবে হবে!

সকলে ∫∫ ছাড়তে হবে! ছাড়তে হবে!

রঘুবীর ∫∫ দিন, চাটিটা ছাড়ুন দাড়িবাবা...

মামা ∫∫ দ্যান, চাবিটা দ্যান! আমাগো ন্যাতার হাত শক্ত করেন-

[দাড়িবাবা রঘুবীর চাবি দিল।]

রঘুবীর ∫∫ শুরু হলো আন্দোলন। পৈশাচিক আন্দোলন। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাপঁবে! রঘুবীর চোংদারের সংগ্রাম... দেবাসুরের সংগ্রামকেও লজ্জা দেবে!

গুগলু ∫∫ রঘুবীর চোংদার... যুগ যুগ জিয়ো...

সকলে ∫∫ জিয়ো! জিয়ো!

রঘুবীর ∫∫ এবার আপনারা ফিরে যান। যমরাজার রক্ষী বাহিনীর ওপর পীড়ন-উৎপীড়ন শুরু করুন। আমি একাই চললুম, বিধাতার মোকাবিলায়-

ঘটোৎকচ ∫∫ হনুমানজি গদ্দি ছাড়ো... আভি ছাড়ো... জলদি ছাড়ো।

[সকালে হই হই করে ওঠে। মামা সিগারেট ধরাচ্ছে।]

গুগলু ∫∫ চলো বাবা, স্বর্গে তো ঢুকবে দেবে না... আমাদের সঙ্গে নরকে চলো...

দাড়িবাবা ∫∫ মামা, একটা সিগারেট দিবি-

মামা ∫∫ নাই!

দাড়িবাবা ∫∫ দাড়ি চুষিতে দিব-

মামা ∫∫ (হেসে) কী দরকার সিগারেট টাইন্যা? থ্রম্বসিস হইব! তার চাইয়া নিজের দাড়ি নিজে চোষেন... নেশাও হইব... মধুপান হইব!

[রঘুবীর বাদে সবাই নরকে ঢুকে গেলো।]

রঘুবীর ∫∫ (স্বর্গের সিঁড়ির কাছে গিয়ে চাপা গলায়) প্রভু! প্রভু বিধাতা!

[চিত্রগুপ্ত ও বিধাতা বেরিয়ে আসে।]

বিধাতা ∫∫ কে বাবা, রঘুবীর?

রঘুবীর ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু...

বিধাতা ∫∫ কদ্দুর কী করলে?

রঘুবীর ∫∫ আজ্ঞে আমার হাতে যখন ছেড়ে দিয়েছেন, নিশ্চিন্ত থাকুন... সব ঠাণ্ডা করে দেবো!

বিধাতা ∫∫ সেই ভরসাতেই তো একজন নেতাকে গোড়া থেকে নরকে বসিয়ে রেখেছি! সময়কালে ভূতপিশাচ ঠাণ্ডা করতে! কিন্তু তুমি তো ওদের নিয়েই গর্জন করছিলে বাবা চোংদার?

রঘুবীর ∫∫ আজ্ঞে জননেতার ভাবমূর্তি বজায় রাখতে গর্জন তো করতেই হবে প্রভু।

বিধাতা ∫∫ তুমি বলেছো আমার জিব ছিঁড়ে নেবে!

রঘুবীর ∫∫ (জিব কেটে) প্রভু, ওসব না বললে ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে কেন?

চিত্রগুপ্ত ∫∫ কিন্তু ওদের যে ক্ষেপিয়ে তুললে... উত্তাল সমুদ্র তুমি শান্ত করবে কি করে রঘুবীর চোংদার?

রঘুবীর ∫∫ হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করে-

বিধাতা ও চিত্রগুপ্ত ∫∫ হোমিওপ্যাথি!

রঘুবীর ∫∫ প্রভু সর্বজ্ঞ। কিন্তু এটা জানেন না, নেতাদের কাজই হচ্ছে হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টের মতো! হোমিওপ্যাথি আগে রোগ বাড়িয়ে পরে কমায়, আমরা নেতারাও তেমনি আগে চড়িয়ে দিয়ে পরে নামাই! গাছে তুলে মই কেড়ে নিই!

বিধাতা ∫∫ নাও তবে! বন্দিনীকে খালাস করে দাও। তোমার সাথে আমার যা চুক্তি হয়েছে তাই হবে। তোমাকেই ছাড়বো!

রঘুবীর ∫∫ শুধু ছাড়লেই হবে না প্রভু, আর একটু দয়া করতে হবে...

বিধাতা ∫∫ আবার কি?

রঘুবীর ∫∫ অমর করে দিন প্রভু। যেন আমি চিরদিন বেঁচে থেকে মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে যুগে যুগে তেলকল, ধানকল, ডালকল

গোছাতে পারি!

বিধাতা ∫∫ বেশ বেশ তাই হবে! আমার বরে গ্যাঁড়াকলে তুমি সকলকে ছাড়িয়ে যাবে বাবা জননেতা চোংদার।

[রঘুবীর বিধাতার পায় প্রণাম করে।]

কিন্তু বাবা রঘুবীর, একটা কথা-যখন তোমায় ছাড়ব, ওরা যে হল্লা শুরু করবে!

রঘুবীর ∫∫ ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন প্রভু! এমন একখানা চুকলি ছাড়বো, এক চুকলিতেই সব কাৎ!

বিধাতা ∫∫ চুকলি!

রঘুবীর ∫∫ হ্যাঁ প্রভু চুকলি! (নরকের কাছে গিয়ে) বন্ধুগণ, আমাদের কার্যোদ্ধার হয়েছে... বৃদ্ধ বিধাতা ভয়ে কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে গিয়েছে! (বিধাতাকে চোখ টিপে) আমাদের আন্দোলন সফল।

বিধাতা ∫∫ (অবাক হয়ে শুনছিল) চুকলি?

[রঘুবীর হেসে ঘাড় নাড়ল।]

কি বুঝলে চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত ∫∫ আজ্ঞে, সত্যিকার জননেতা! সাপ হয়ে কামড়ায়, ওঝা হয়ে ঝাড়ায়।

[নরকের ভেতর থেকে গুগলু, মামা, ঘটোৎকচ ঢোকে।]

রঘুবীর ∫∫ ঐ দেখুন বন্ধুগণ, বুড়ো বিধাতা ঠকঠক করে কাঁপছে। নীতিগতভাবে সব দাবী মেনে নিয়েছে। মেনে নিতে বাধ্য করেছই!

[সকলে হই হই করে।]

তবে বাস্তবক্ষেত্রে এই দাবীপূরণ যে এই মুহূর্তে সম্ভব নয় তাও আমাদের বুঝতে হবে বন্ধুগণ। নব্বুই লাখ ভূতের জন্ম এই মুহূর্তে কি করে হতে পারে ভেবে দেখুন। মায়েদের পেট খালি নেই... প্র্যাকটিক্যালি ইমপসিবল! তাই ঠিতক হয়েছে, একে একে জন্ম পাবে-প্রথম পাবে-

মামা ∫∫ (লাফিয়ে) আমি যামু-আমি যামু-

ঘটোৎকচ ∫∫ নেহি! নেহি! ম্যায় যাউঙ্গা...হামার কঙ্কাল!

গুগলু ∫∫ ফোট শ্লা! আমায় রেলগাড়ি ধরতে হবে।

রঘুবীর ∫∫ শুনুন, শুনুন বন্ধুগণ, একটু চুপ করুন। আমার মনে হয়, আপনারা একমত হয়ে আমাকেই পাঠান। কারণ নেতাই সর্বক্ষেত্রে অগ্রগণ্য! নেতৃত্ব দিয়ে আমি পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের ফিল্ড তৈরি করে রাখছি। পরে আপনারা একে একে আসুন-

[বিধাতা ও চিত্রগুপ্ত অবাক হয়ে স্বর্গদ্বারে বসে এই দৃশ্য দেখছে, শুনছে। দাড়িবাবা প্রবেশ করে।]

দাড়িবাবা ∫∫ মরি মরি মরি-নিজের আখেরটা বেশ তো গোছালি!

রঘুবীর ∫∫ শুনুন দাড়িবাবা-

দাড়িবাবা ∫∫ জানিতাম তুমি হারামি, তুমি যে রামহারামি... সেটা না জানিতাম! তবে তোমার চেয়েও হারামি আছে।

[বিধাতাকে দেখিয়ে।]

ঐ যে! বিধাতা লোকটা দেখিতে ন্যালাখ্যাপা, বাস্তবে অতি ঘুঘু! কেন তোমাকে একা ছাড়িতে চাহিল, না বুঝিলে? জানে-তুমি একা গিয়ে কিছুই করিতে না পারিবে! একা না বোকা!

[বিধাতা, চিত্রগুপ্ত মুখ চাওয়াচায়ি করে।]

তুমি নেতা-একা পৃথিবীতে গিয়ে কী করিবে ছাতা? যদি তোমার পশ্চাতে ছুরি বাগিয়ে ওস্তাদ গুগলু না দাঁড়ায়-আর গুগুলুই কি একা গিয়ে একটাও প্যাসেঞ্জার ঝাড়িতে পারিবে-যদি পশ্চাতে পুলিশমামার ব্যাকিং না থাকে-

মামা ∫∫ হক কথা! বিশুদ্ধ সত্য কথা!

দাড়িবাবা ∫∫ বা ধরো, গেলো ঘটোৎকচ। একা একা কি করিবে, যদি না পায় এক অলৌকিক গুরুর আশীবাদ!

ঘটোৎকচ ∫∫ জয়গুরু! হামাদের ভাগ্য এক রশিতে বাঁধা-

দাড়িবাবা ∫∫ ইয়েস! মাস্তান, পুলিশ ব্যবসায়ী, নেতা, গুরু-চেন... এ লং চেন... (বিধাতার দিকে ঘুরে) মরি মরি মরি-তোমার চালাকি, ধরে ফেলেছি শ্রীহরি-

রঘুবীর ∫∫ (বিধাতার দিকে ঘুরে ভীষণ গর্জনে) একা একা যাবো না...

সকলে ∫∫ যাবো না... যাবো না...

রঘুবীর ∫∫ গেলে যাবো দল বেঁধে, দলছুট হব না...

সকলে ∫∫ হব না, হব না-

রঘুবীর ∫∫ বিধাতার বিভেদনীতি-

সকলে ∫∫ নিপাত যাক্... নিপাত যাক্-

[রঘুবীরের সঙ্গে ভূতের দলকে নরকে ঢুকল। নরক উত্তাল হ'লো। বিধাতার মুখ চুন।]

বিধাতা ∫∫ গেল, নেতাটাও হাতছাড়া হয়ে গেল গো!

[যমরাজ ঢুকল। কাঁধে কদমদাসের মৃতদেহ।]

যমরাজ ∫∫ হাঃ হাঃ হাঃ-

বিধাতা ∫∫ এনেছ...যম পালোয়ান এনেছ?

যমরাজ ∫∫ হাঃ হাঃ হাঃ-

বিধাতা ∫∫ নামাও...নামাও...পালোয়ান ছাড়া নান্য পন্থা!

যমরাজ ∫∫ হাঃ হাঃ হাঃ-

[যমরাজ কাঁধ থেকে মৃতদেহ নামায়।]

বিধাতা ∫∫ এ কে?

যমরাজ ∫∫ (একটা নোট বুক বার করে) কদমদাস ভুঁইমালি, বাড়ি ক্যানিং, ডিস্ট্রিক্ট সাউথ টোয়েন্টি ফোর পরগনাস। মরা গরিব...মানিকতলায় ঠেলা চালাত!

বিধাতা ∫∫ (চিত্রগুপ্তকে) দ্যাখো-বললুম পালোয়ান আনতে, জাম্বুবানটা একটা রোগ পটকা গরিব মানুষ মেরে আনলো!

যমরাজ ∫∫ হিপবোন ভাঙা! পালোয়ান যে বইতে পারবো না, সেটা আপনার আগেই বোঝা উচিত ছিল। হাঃ হাঃ হাঃ...

চিত্রগুপ্ত ∫∫ তা বলে গরিব লোকটাকে মারলেন কেন?

যমরাজ ∫∫ আমি মারিনি, ও নিজেই মরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। এক মালা ফলিডল খেয়ে পেট ফুলে মানিকতলার খাল ধারে পড়ে ছিল। হাঃ হাঃ হাঃ-

বিধাতা ∫∫ একে নিয়ে আমি কি করি বলোতে চিতু? কোথাকার কদমদাস! এখুনি তো ব্যাটা পুনর্জন্মের জন্য ত্যাঁদড়ামি শুরু করবে।

চিত্রগুপ্ত ∫∫ একেই নরকে ঠাঁই নেই!

বিধাতা ∫∫ দ্যাখো মাথামোটা যমের কাণ্ড দ্যাখো।

যমরাজ ∫∫ একে স্বর্গে রাখা হোক!

চিত্রগুপ্ত ∫∫ লোকটা পাপী!

যমরাজ ∫∫ পাপী?

চিত্রগুপ্ত ∫∫ (খাতা খুলে) আজ্ঞে হ্যাঁ। তিন পোয়া পাপ, নিজের বউ, ছেলেমেয়েদের খাওয়া পরার দায়িত্ব গ্রহণ করেনি! পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে ও বেঁচে থাকেনি, পলায়ন করেছে! আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা মহাপাপ, নরক!

যমরাজ ∫∫ ঘোড়ার ডিমের বিচার! ঐ রুগ্ন মানুষটা সংগ্রাম করবে কি-লড়াই করার ক্ষমতা আছে! খেতে পায়না, সংগ্রাম করবে! হাঃ হাঃহাঃ!

বিধাতা ∫∫ থেকে থেকে দোদমার মতো গলা ফাটাবে না যম। এটা যাত্রার আসর না! না খেতে পেলেই যে লড়তে পারবো না, এও যেমন কথা না-আর খেতে পেলেই যে পারবে, তাও না। এই তো তুমি-খেয়ে কুমড়োর মতো ফুলেছ-তুমি কি লড়াইটা দেখালে? ঠ্যাঙ ভেঙে পালিয়ে এসে ল্যাংড়াচ্ছো! আসলে লড়াই যে করবে-সে করবেই। যে করবে না-সে করবে না! ওটা ভেতরের ইচ্ছে! বুঝেছ? (থেমে) ওকে ডেকে তোলো-

চিত্রগুপ্ত ∫∫ কদমদাস...কদমদাস ভুঁইমালি...জাগো...

[কদমদাস চোখ মেলে দেখে।]

...জগতপতি জীবকুলের ভাগ্যবিধাতাকে প্রণাম করো কদমদাস।

কদমদাস ∫∫ ভ-গ-বা-ন!

বিধাতা ∫∫ শোনো কদমদাস...আমি ঠিক করলাম তোমায় বাঁচিয়ে দেব।

কদমদাস ∫∫ না-না-

চিত্রগুপ্ত ∫∫ সে কি! বাঁচতে চাও না!

কদমদাস ∫∫ না গো-না ভগবান।

বিধাতা ∫∫ আশ্চর্য! সবাই পুনর্জীবনের জন্যে পাগল...শুধু তুমি...

কদমদাস ∫∫ জীবনের বড় জ্বালাগো। মরে বেঁচে গেছি ভগবান...আর জীবন চাইনে।

চিত্রগুপ্ত ∫∫ কিন্তু এখানে থাকলে তোমার নরকবাস!

কদমদাস ∫∫ সেও ভালো, ভগবান-তোমার নরক মর্ত্যের নরকের চেয়ে ঢের ঢের ভালো। আর মর্ত্যে যাবো না গো-

বিধাতা ∫∫ কেন কেন, সবাইতো মর্ত্যে অনেক কিছু রেখে এসেছে-অনেক মধু-তুমি কি কিছুই রেখেআসোনি?

কদমদাস ∫∫ আমিও রেখে এয়েছি...জ্বালা...খালি জ্বালা! মধু নয়গো ভগবান, মৌমাছির হুল! ও জ্বালায় আর জ্বলতে পাঠিয়ো না ভগবান...দোহাই...দোহাই তোমার...

বিধাতা ∫∫ আশ্চর্য! সবার সব ছিলো। শুধু তোমারই কিছু ছিলো না?

কদমদাস ∫∫ না-কিছু না, ভাত না, ভিটে না। শীতে বর্ষায় ফুটপাত ভরসা। দু'বেলা ঠেলা চালিয়ে একবেলা আধপেটা জুটতো-ছেলেমেয়েগুলো সন্ধেবেলায় খাবারের জন্যে হাত পাততো-সইতে না পেরে একমালা ফলিডল চুরি করে আনলাম-ঝাড়ে বংশে নাশ করব!

বিধাতা ∫∫ তার মানে তুমি পুত্রকন্যাদের হত্যা করতেই ফলিডল এনেছিলে?

কদমদাস ∫∫ হ্যাঁ-ওদের মারতে! হ্যাঁ! চাদরের নীচে মালাটা ঢেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি-ছেলেমেয়েগুলো বাপগো বাগগো বলতে বলতে ছুটে আসে...কী এনেছোবাপ-বড্ড খিদে পেয়েছে! দ্যাখলাম, এই সুযোগ! বউটা ভিক্ষে করে ফেরেনি। এই সুযোগ! দিই, ফলিডলটা গিলিয়ে। খাক্...ঢক ঢক করে খাক....জন্মের মতো খাক...সব শেষ হয়ে যাক।...মালাটা বার করলাম...দিই...এবার দিই-

বিধাতা ∫∫ দিলে...

কদমদাস ∫∫ না, পারলাম না। ওদের মুকে দিতে গিয়ে...ও ভগবান তুমি যে বুকের মধ্যে বসে মানা করলে...বাপ হয়ে বাচ্চাদের মুখে বিষ দিসনে কদম! বিষ ওদের মুখে ঢালতে গিয়ে নিজের মুখে ঢাললাম গো...

[হঠাৎ গুগলু ঢোকে এবং কদমদাসকে দেখে চমকে যায়।]

গুগুলু ∫∫ কে বে!

[কদমদাস গুগলুকে দেখে শিহরিত হয়।]

কদমদাস ∫∫ বাবাগো!

[কদমদাস ছুটে পালাতে যায়।]

গুগলু ∫∫ (ছুরি খুলে কদমদাসকে তাড়া করে) আবে অ্যাই শালা!

কদমদাস ∫∫ ও ভগবান, এ তুমি আমায় কোথায় আনলে?

গুগলু ∫∫ তুই শ্লা চাষা আমাকে ল্যাং মেরে রেলগাড়ি থেকে ফেলেছিলি! গুগলু ওস্তাদের খেল খতম করলি তুই!

কদমদাস ∫∫ ও ভগবান, বাঁচাও-

গুগলু ∫∫ আর কোনো শ্লা ঠেকাতে পারবে না।

[ঘটোৎকচ ঢোকে।]

ঘটোৎকচ ∫∫ কৌন রে! কদমা! হাঁ হাঁ, হামার কঙ্কালের গুদামে ঠেলা চালাত, হিসাব গড়বড় করত-মার হারামিটাকে-

[মামা ঢোকে।]

মামা ∫∫ মাইমাইরা ফ্যাল....মাইরা ফ্যাল...আমারে উপরি দিত না-এই হালার পো হালা!

[সকলে মিলে কদমদাসকে ঘিরে ধরে।]

কদমদাস ∫∫ তোমরা আছো জানলে, বিষ খেতাম না গো...মরেও শান্তি নেই গো!

[রঘুবীর ঢোকে।]

কদমদাস ∫∫ না-

ঘটোৎকচ ∫∫ আলবাৎ লিবি! তুই না গেলে, হামার ঠেলা চালাবে কৌন-

মামা ∫∫ আমার পকেট ভরাইব কোন হালায়-

গুগলু ∫∫ চল শ্লো, যেখানে গিয়ে ফয়সালা হবে-

[সকলে মিলে কদমদাসকে টেনে নিয়ে নরকে ঢুকছে। কদমদাস পরিত্রাহি চিৎকার করছে-ও ভগবান, বাঁচাও...]

চিত্রগুপ্ত ∫∫ প্রভু...প্রভু...কদম যে যায় প্রভু! ওকে ঠেকান প্রভু....

বিধাতা ∫∫ কী করি, নব্বুই লক্ষ ভুতের মোকাবিলা আমি কি দিয়ে করি-উঃ ভগবান!

যমরাজ ∫∫ হাঃ হাঃ হাঃ-

বিধাতা ∫∫ হাসছ কেন?

যমরাজ ∫∫ কাকে ডাকছেন? নিজেই তো ভগবান!

বিধাতা ∫∫ ভুলে গেছি!

[নেপথ্যে কদমদাসের চিৎকার।]

চিত্রগুপ্ত ∫∫ প্রভু-

বিধাতা ∫∫ কী করি চিত্রগুপ্ত, মেনে নেব ওদের দাবী?

চিত্রগুপ্ত ∫∫ না, না প্রভু না! এতো শয়তান পৃথিবীতে গেলে কদমের মতো মানুষেরা দলে দলে মরবে যে!

বিধাতা ∫∫ তবে কী উপায়?

[কদমদাস ছুটে এসে বিধাতার পায়ের ওপর পড়ে।]

কদমদাস ∫∫ ভগবান! ভগবান!

বিধাতা ∫∫ আমি তো তোকে বলেছিলাম কদম, নরকে তুই টিকতে পারবি না বাবা। তুই পুনর্জন্ম নে।

কদমদাস ∫∫ বুঝতে পারিনি গো! পৃথিবী ছেড়ে পালালাম যাদের জন্যে...তারা যে আমার আগেই এখানে এসে বসে রয়েছে....কি করে বুঝবো গো!

বিধাতা ∫∫ কি করি, এই পশুগুলোকে আমি কোথায় পাঠাই!

কদমদাস ∫∫ ও ভগবান, ওরা তেড়ে আসছে, আমারে ছিঁড়ে খাবে। ওদের সরাও-জঙ্গলে পাঠাও!

বিধাতা ∫∫ অ্যাঁ?

কদমদাস ∫∫ পশুদের পশু বানিয়ে জঙ্গলে পাঠাও-

বিধাতা ∫∫ (চমকে) চিত্রপুপ্ত!

চিত্রগুপ্ত ∫∫ খারাপ বলেনি! দাবী পুনর্জন্মের, তাবলে নরজন্ম দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। পশুজন্ম দিন না!

বিধাতা ∫∫ বাঘ!

কদমদাস ∫∫ না না, থাবা মেরে মানুষেরে খেয়ে ফেলবে!

বিধাতা ∫∫ তাও তো বটে!

কদমদাস ∫∫ বরং গোরু করে দাও-

বিধাতা ∫∫ গোরু!

কদমদাস ∫∫ হ্যাঁ গোরু-ওরা ঘাস খাবে। আর ওদের দুয়ে মানুষে দুধ খাবে। দাও, সব গোরু বানিয়ে ছেড়ে দাও।

বিধাতা ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ, এতকাল যারা শোষণ করেছে-তাদের এখন দোহন ক'রে গরিবে দুধ খাবে। ভালো বলেছিস, ভালো বলেছিস কদম। গোরু...গাই গোরু করব সবাইকে, দাও দাও খাতাটা দাও-লিখে দিচ্ছি গোজন্ম!

যমরাজ ∫∫ হাঃ হাঃ হাঃ-

বিধাতা ∫∫ এখানে গোজন্ম লিখবো-আর ভেতরে সব কটা গোরু হয়ে যাবে...তৎক্ষণাৎ! হো হো হো-সামান্য বুদ্ধিটা তুই দিলি কদমদাস!-তাহলে লিখি-রঘুবীর চোংদার-ঘঠোৎকচ ঢনঢনিয়া...দাড়িবাবা...গুগলু....মামা...নরকের যাবতীয় শয়তান, যা-সব গোরু হয়ে যা! গো-জন্ম!

[কলম ঘুরিয়ে খুব নাটকীয় ভঙ্গিতে খাতার ওপরে মস্তবড় অক্ষরে লেখা হচ্ছে গোজন্ম। লেখা শেষ হতেই নরকের ভেতরে হাম্বা হাম্বা রব উঠল।

আর কোন কথা নয়, এবার মর্ত্য থেকে যে বজ্জাতটা আসরে...সঙ্গে সঙ্গে গোরু...না, সব গোরু না-কিছু কিছু শেয়াল আর শকুন বানাবো! শ্মশানের নোংরা ঘাঁটবে!

[যমরাজ, চিত্রগুপ্ত হেসে উঠল।]

কদমদাস ∫∫ এতোই যখন হ'লো তখন আমায় ছেড়ে দাও প্রভু! আর গোরু কটাকে আমার হাতে সঁপে দাও...আমি নিয়ে যাই...কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে চাষবাস করি গে।

বিধাতা ∫∫ সেকি! আমি যে তোকে স্বর্গে রাখবো ঠিক করেছি।

কদমদাস ∫∫ না বিধাতা না। স্বর্গে শুয়ে বসে ঘুমিয়ে সুখ আমি চাইনে। আমি মানুষ! খেটেখুটে বেঁচে থাকব। সে বড় শান্তি-সে বড় শান্তি-সে বড় সুখ প্রভু। আর একবার বাঁচতে বড় সাধ জাগে গো-

বিধাতা ∫∫ তথাস্তু। যাও কদমদাস, জীবনের আনন্দ ভোগ করো-আর ঐ দুগ্ধবতী গাভীগুলোকে নিয়ে যাও-

[নরকের ভেতর থেকে গোরুর মুখোশ পরা রঘুবীর, গুগলু, ঘটোৎকচ, মামা, দাড়িবাবা হাম্বা হাম্বা করতে করতে বেরিয়ে এলো।]

কাঁধে হাল চাপিয়ে চাষ করো....চামড়া দিয়ে জুতো বানিয়ো...শিং দিয়ে অস্ত্র বানিয়ো। যাও বৎস, নিয়ে যাও-

[কদমদাস গোরুরূপী চোংদারের গলায় ঝোলানো চাবির তাড়া খুলে নিয়ে বিধাতার পায়ে রেখে প্রণাম করল-তারপর গোরুগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে।]

কদমদাস ∫∫ অ্যাই অ্যাই হ্যাট হ্যাট-হ্যাট-

[কদমদাস গোরুর দল তাড়িয়ে মর্ত্যের পথে যাত্রা করে। বিধাতা যমরাজ চিত্রগুপ্ত সেই অদ্ভুত যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

যবনিকা

মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্কঃ চার

কাকচরিত্র

চরিত্র

ব্যোমকেশ ∫∫ ডাক্তার দাশ ∫∫ সাধুবাবা ∫∫ চেলা ∫∫ কাক

অভিনয়

অভিনয়: **১৭ মে, ১৯৮২**

ম্যাক্সমুলার ভবনের প্রযোজনায় ভবন-প্রাঙ্গনে, প্রবীর গুহের নির্দেশনায় অঙ্গন-নাট্যরূপে উপস্থাপিত হয়। অভিনয় করেছিলেন-শংকরপ্রসাদ সরকার, জয়ন্ত দত্ত, সুদেষ্ণা রায়।

প্রথম মঞ্চ-উপস্থাপনা: **৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮২**

সুন্দরম্-এর প্রযোজনায়, নৈহাটি নরেন্দ্র বিদ্যানিকেতনে, দুলাল লাহিড়ির নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। প্রথণ রাত্রি এবং পরবর্তীকালে এই নাটকে অভিনয় করেছেন-দুলাল লাহিড়ি, মানব চন্দ্র, অসিত মুখোপাধ্যায়, স্বপ্না ভড়, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীর বসু, দীপক ভট্টাচার্য, জয়ন্ত দত্ত, শিবেন মিত্র, মায়া রায়।

রচনা: **১৯৮২**

প্রথম প্রকাশ: **মহানগর, ১৯৮২**

কাকচরিত্র

[বাইরে একটা কাক ডাকছে। ব্যোমকেশের অবশ্য সেদিকে খেয়াল নেই-নাটক লেখায় এমনি সে ডুবে রয়েছে। রীতিমত অ্যাকটিং করতে করতে লিখছে ব্যোমকেশ...নিঃশব্দে এক একটি সংলাপ ভেঁজে নেবার সঙ্গে হাত ছুঁড়ছে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, চিবুক নাচাচ্ছে। কখনো মুখখানা কাঁদো-কাঁদো, এই আবার হাসি-হাসি। আপাতত ঠেকে গেছে ব্যোমকেশ ঐ হাসি নিয়ে। নায়কের মুখে হাসি বসাতে হবে...কিন্তু হাসিটা হো-হো না হি-হি হবে কিছুতে স্থির করে উঠতে পারছে না। পালা করে হো-হো, হা,-হা, হি-হি চেখে চেখে দেখছে...বাইরে কাকটা থেকে থেকে ডেকে উঠছে কা-কা। এবং শেষ পর্যন্ত সেই অরসিক কাক তার একনিষ্ঠ সাধনায় ব্যোমকেশের কলম কাঁপিয়ে ছাড়ল।]

ব্যোমকেশ ∫∫ হুস! হুস! যা! হাট হাট! হুসস...হুসস...

[কাকটা থেমেছে। ব্যোমকেশ কাজে মন দিতে আবার আচমকা ডেকে উঠল। ব্যোমকেশ জানালার দিকে ঘুরে বসে। কপালে ওপর চশমা তুলে পরিশ্রান্ত ঘোলাটে চোখে বাইরে তাকিয়ে বলে-]

এই যে, আমার এই গাছটি ছাড়া কি তোমার আর জায়গা নেই? (কাকটা ডাকল) রোজ আমার পেছনে লাগা তোমার চাই-ই চাই? (কাকটা ডাকল) কেন-এই দুপুবেলাটা কি বন্ধ রাখা যায় না, তোমার গলাসাধা? (কাক সাড়া দিল কা-কা) বাঃ কী একাগ্র সাধনা! শোনো, ঐ নিমগাছটি শিগ্‌গিরই আমি কেটে ফেলব। তোমার বাসাটি ভাঙব। হুঁ! বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে রেফিউজি হয়ে ফর্সা আকাশে তখন লাট খেয়ে বেড়াতে হবে। (নেপথ্যে কাকটা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করল। ব্যোমকেশের ধৈর্য লুপ্ত হ'ল) খুন করে ফেলব শালা! মার শালাকে...মার...মার...

[ক্ষিপ্ত ব্যোমকেশ ছেঁড়া কাগজের পিণ্ড পাকিয়ে সজোরে জানালার বাইরে ছুঁড়তে লাগল। কাকের ডাক চতুর্গুণ বাড়ল। ব্যোমকেশ দুহাতে কান চেপে বসে পড়ল।]

থাম থাম ওরে বাবা...(দু'হাত জোড় করে) থাক যদ্দিন খুশি...থাক বাবা...গাছ কাটাবো না...ছেলেপুলে নাতিপুতি গুষ্টি নিয়ে সংসার কর বাবা...কিছু বলব না...শুধু আমায় একটু লিখতে দে!...দে না মাইরি...এই, এই নাটকটা আজ আমায় শেষ করতেই হবে! হ্যাঁরে, ডিরেকটার ছোকরা তাগাদার পর তাগাদা মারছে...আমি মাসের পর মাস ঘোরাচ্ছি!...আলটিমেটাম দিয়ে গেছে আজ স্ক্রিপ্ট না পেলে, দলের ছেলেদের দিয়ে আমার কুশপুত্তলি দাহ করবে! (কাক ডাকল) বিশ্বাস হচ্ছে না? তা হবে কি করে! তুমি তো শালা জানো না, বাংলা থিয়েটারে নাটকের কী ক্যানট্যাংকারাস্ অবস্থা!...মৌলিক নাকট..অরিজিন্যাল প্লে...বছরে দেড়খানাও পয়দা হয় না!...পুরো ফ্যামিলি প্ল্যানিং! আর তুমি শালা বায়সপুঙ্গব...আমায় লিখতে দিচ্ছ না...একটা সৎ প্রচেষ্টায় বাগড়া মারছ! হাজার হাজার থিয়েটার গোষ্ঠীর অভিশাপ খাবি রে শালা...

[টেলিফোন বেজে উঠল। ব্যোমকেশ ফোন তোলে।]

কে?...বলছি। হ্যাঁ ভাই দেবো...এই দিচ্ছি...আজই দিচ্ছি! না-না...এক্ষুনি এসো না...এখনো ডেলিভারি দেবার মতো হয়নি! কেন? নাও শোনো...(রিসিভারটা শূন্যে ধরল, বাইরে কাকটাও ডেকে উঠল) বুঝতে পারছ, কেন? হ্যাঁ ভাই কাক! লেম্ একস্‌কিউজ? কী বলছ! এই রকম হারামজাদা কাক যদি ডজন দুচ্চার এককাট্টা হয়, গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসও থামিয়ে দিতে পারে!...আরো ঘণ্টা কয়েক লাগবে!..এখন যতো তাড়াতাড়ি তুমি ছাড়বে! ....রোখো...রোখো...হো-হো...হা-হা...হি-হি...কোন্‌টা পছন্দ? আরে হাসি হাসি। হো-হো...হা-হা...হি-হি...কোন্ হাসিটা পেলে তোমাদের অভিনয় করতে সুবিধে হবে! হ্যা-হ্যা-হ্যা! ও.কে. ...ও. কে...ছাড়ো...(ফোন নামাতে গিয়ে, আবার কানে তুলে) কটা হ্যা? হ্যা-হ্যায় কটা হ্যা চাই...হ্যা-হ্যা না হ্যা-হ্যা-হ্যা...নাকি হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা...

[ব্যোমকেশের দৃষ্টিপথ আটকে জানালায় একটা ঘন কালো ছায়া এসে দাঁড়াল। ছায়া নয়, মূর্তিমান কাক। কানে চাপা রিসিভারটা মুঠির মধ্যে শিথিল হ'ল। স্থির চোখে নিঃশব্দে ব্যোমকেশ ও কাক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কাকটাই নীরবতা ভাঙল। শুকনো ফ্যাসেফেসে গলায় ডেকে উঠল...কা-কা-]

কী...হচ্ছে কী?

কাক ∫∫ ভুখা! ভুখা!

ব্যোমকেশ ∫∫ ভুখা!

কাক ∫∫ ভুখা লেগেছে গা...ভুখা! ভুখা!

ব্যোমকেশ ∫∫ কী করে মনে হ'ল, তোমার জন্যে ধর্মশালা খুলে বসে আছি...

কাক ∫∫ ভুখা! ভুখা!

ব্যোমকেশ ∫∫ যা ওদিকে যা...ঐ মাংসের দোকানের দিকে দ্যাখ। তিনটে বাজলেই পিয়ার আলি পাঁঠা কাটবে...

কাক ∫∫ কাটবে না গা...কাটবে না...পাঁঠা আজ কাটবে না...

ব্যোমকেশ ∫∫ কাটবে...কাটবে...রোববার...বাবুরা মাংস খাবে, প্রচুর নাড়িভুঁড়ি খেতে পাবি...

কাক ∫∫ না গা....না গা...দোকান খুলবে না! ডাকাত পড়েছে গা...ডাকাত! ডাকাত...

ব্যোমকেশ ∫∫ ডাকাত! কোথায়...কখন...

কাক ∫∫ গয়নার দোকানে। মস্ত ডাকাতি হয়ে গেছে। এত্তো গয়না নিয়ে ডাকাত ভাগলবা...ভাগলবা...

ব্যোমকেশ ∫∫ যাব্বাবা, কখন কী হচ্ছে...কিছুই তো জানতে পারিনি...

কাক ∫∫ কী করে জানবে? আছা তেতলায় বসে। নিচে নেমে দ্যাখো। গাদা গাদা লোক ছুটোছুটি করছে। দোকান বাজারে ঝাঁপ বন্ধ। ডাকাতটা পাড়ার মধ্যে সিঁধিয়েছে গা...সিঁধিয়েছে গা...

ব্যোমকেশ ∫∫ যা, তুইও যা, দেখগে কোথায় সিঁধোলো ডাকাত...যা....

কাক ∫∫ ভুখা...ভুখা...

ব্যোমকেশ ∫∫ মহা মুশকিলে পড়লুম গা! ওরে আমার এখানে গলা ফাটালে কী হবে! যা নিচে যা! তোর বউদি আছে। বউদির কাছে যা...

কাক ∫∫ বউদির ঘরের দরজা জানালা বন্ধ গা...

ব্যোমকেশ ∫∫ ওরে জানালার পাশে গিয়ে জোরসে হাঁক পাড়...

কাক ∫∫ দূর! কতোক্ষণ ডাকলাম...বউদি সাড়াই দিচ্ছে না...

ব্যোমকেশ ∫∫ তাহলে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। আছে বেশ। আমি এদিকে লেখা নিয়ে নাজেহাল...

কাক ∫∫ তুমি চলো না...বউদিকে ডেকে দেবে...

ব্যোমকেশ ∫∫ মাইরি! লেখা ফেলে আমি এখন ওনার লাঞ্চের যোগাড় করব! যম এলেও এখান থেকে নড়াতে পারবে না...

কাক ∫∫ (খিঁচিয়ে) কী ছাইপাঁশ লিখছ গা...

ব্যোমকেশ ∫∫ ছাইপাঁশ! ব্যাটা বলে কী! আরে এই, আমি কে তুই জানিস?

কাক ∫∫ কে আবার! কাজ নেই কম্মো নেই...সারাদিন বসে বসে লেখো আর ছেঁড়ো...

ব্যোমকেশ ∫∫ ওরে ওই লিখতে লিখতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে...ঐ যে...ঐ দ্যাখ...রাষ্ট্রপতির পুরস্কারটি পেয়েছি...

কাক ∫∫ সত্যি! ওটা রাষ্ট্রপতির পুরস্কার!

ব্যোমকেশ ∫∫ ব্যোমকেশ ভৌমিক...ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নাটককার!

কাক ∫∫ তোমায় পুরস্কার না দিয়ে রাষ্ট্রপতি আমায় যদি একখানা রুটি দিত গা!

ব্যোমকেশ ∫∫ চুপ! রাষ্ট্রপতির কাজের ভুল ধরতে নেই!

কাক ∫∫ (ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে) কই দেখি, কী লিখেছ! পড়ো তো শুনি, রাষ্ট্রপতি কী দেখে তোমায় পুরস্কার দিলো...পড়ো....

ব্যোমকেশ ∫∫ তুই নাটক শুনবি!

কাক ∫∫ তা তুমি কষ্ট করে লিখতে পারলে, আমি একটু দয়া করে শুনতে পারব না! শুরু করো...শুরু করো....খেতে যখন দিলে না...শালা নাটকই শুনি...

[কাক গম্ভীর মুখে গালে হাত দিয়ে বসে।]

ব্যোমকেশ ∫∫ ব্যাটা বসেছে দ্যাখো! ন্যায়রত্ন তর্কবাগীশ! ভাগ্...

কাক ∫∫ (ধমকের গলায়) কা-কা!

ব্যোমকেশ ∫∫ একটু শুনেই কাটবি! (পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে) দূর শালা, কার কাছে পড়ছি!

কাক ∫∫ (গম্ভীর গলায়) কা-কা-

ব্যোমকেশ ∫∫ কিছুই বুঝবি না...কেন মিছিমিছি আমায় খাটাচ্ছি!

কাক ∫∫ (লম্বা টানে) কা-আ-আ-

ব্যোমকেশ ∫∫ আচ্ছা দাঁড়া...কাকে বলে নাটক, আগে তোকে তাই বোঝাই...! শোন্, নাটকে একটা গল্প থাকে...কতগুলো চরিত্র থাকে....তাদের মুখে কথা থাকে...হাতে পায়ে অ্যাকশান থাকে। কোনো কোনো নাটককার কল্পনায় এ সব বানিয়ে লেখে...কিন্তু আমি ব্যোমকেশ ভৌমিক বাস্তব জীবন থেকে পরিস্থিতি তুলে এনে বসাই! যাকে বলে বাস্তববাদী...জীবনবাদী লেখা...

কাক ∫∫ আরেকটু কঠিন করে বলো না...বড্ড জলভাত হয়ে যাচ্ছে...

ব্যোমকেশ ∫∫ কাক না আঁতেল! (জানালায় গিয়ে) ঐ যে...ঐ যে ভদ্রলোক যাচ্ছেন...দ্যাখ দ্যাখ...ছোটখাট্টো মানুষটি ....কাঁধে ঝোলা...মাথায় টাক...উঠে দ্যাখ না...

কাক ∫∫ উঠতে হবে না। বর্ননা যা দিলে, দ্বিজুবাবু ছাড়া কেউ না!...হলদে বাড়িতে থাকে...সকালে মুরগির ডিম খায়...

ব্যোমকেশ ∫∫ চিনিস তুই!

কাক ∫∫ কেন চিনব না! ডেইলি ওর আস্তাকুঁড়ে ডিমের খোলা পাই...

ব্যোমকেশ ∫∫ ঐ দ্বিজুবাবুই আমার এই নতুন নাটকের হিরো...

কাক ∫∫ সে কি গা! তোমার হিরো অতো বেঁটে!

ব্যোমকেশ ∫∫ ওরে বাইরে বেঁটে, ভেতরে যে লোকটা এতোখানি লম্বারে...এমনি চওড়া ওর বুক...

কাক ∫∫ মেপে দেখেছ!

ব্যোমকেশ ∫∫ দেখেছি....দেখেছি বলেই বলছি অমন মানুষ একটিও দেখিনি। অমন পরোপকারী নিঃস্বার্থ মানুষ...কটা আছে এ পাড়ায়? বল্, কটা লোক ওর মতো হাজার হাজার ইঁদুর মেরেছে!

কাক ∫∫ ইঁদুর অবিশ্যি ও অনেক মেরেছে!

ব্যোমকেশ ∫∫ শুধু ইঁদুর! আরশোলা ছারপোকা টিকটিকি কী না? বাড়ি বাড়ি ঢুকে খাটের নিচেয় হামাগুড়ি দিয়ে...ভাঁড়ার ঘরে কালিঝুলি মেখে....লোকটা পোকামাকড় সাফ করে দেয়! বিনে পয়সায়...নিজে থেকে...ডাকতে হয় না...খবর পেলেই ছুটে আসে! কাক, মহামানবকে হিরো বানিয়ে সবাই লেখে, কে খবর রাখে এদের...এইসব ছোটোখাটো মানুষের ছোটো ছোটো মহত্ত্বের! এরা ভীরের মধ্যে মিশে থাকে। ধরা দেয় না, তাই এদের চেনা যায় না। এইতো আমার বুক-মাইরাকে উঁই ধরল, কিছুতে ছাড়ায় না...কতো পয়সা ব্যয় করি, শালা উঁই এখানে ডুব মেরে ওখানে ভেসে ওঠে...শেষে দ্বিজুবাবু এলেন...সারাদিন উটকে পাটকে উঁই এর বাসা বার করলেন...একটি একটি করে টিপে টিপে উঁই মারলেন...

[শুনতে শুনতে কাক হঠাৎ কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।]

কী হ'ল?

কাক ∫∫ (কাঁদতে কাঁদতে) আমার কী হবে গা...আমার কী হবে গো...

ব্যোমকেশ ∫∫ আরে কী হয়েছে বলবি তো...

কাক ∫∫ ক্ষতি করেছি গা....অতো বড় মানুষটার কেন এমন সর্বনাশ করলুম গা...

ব্যোমকেশ ∫∫ দ্বিজুবাবুর! কী করেছিস তুই?

কাক ∫∫ মানিব্যাগটা ঝেড়ে দিয়েছি গা...

ব্যোমকেশ ∫∫ ম্যানিব্যাগ!

কাক ∫∫ পরশুদিন ওর পাঁচিলে ঠেক নিয়েছিলাম। দেখি ঘরের জানালা খোলা...টেবিলে মানিব্যাগটা পড়ে রয়েছে! (ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে ওঠে) আমার মাথায় কী শয়তান চাপল গা...সাঁ করে ঢুকে পড়ে ছোঁ মেরে ব্যাগটা তুলে...

ব্যোমকেশ ∫∫ ছি ছি ছি...তুই...তুই দ্বিজুবাবুর মানিব্যাগ মারলি...

কাক ∫∫ চিনতে পারিনি গা...মানুষটাকে চিনতে পারিনি গা...

ব্যোমকেশ ∫∫ তোকে গুলি করে মারা উচিত!

কাক ∫∫ আমার কী হবে গা...কী হবে গা...কা-কা...

[কাক ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বেরিয়ে গেল।]

ব্যোমকেশ ∫∫ সাতটা খচ্চর মরে একটা কাক হয়! উফ্ এই রকম একটা হারামি কিনা আমার নিমগাছে শেলটার নিয়েছে! দ্বিজুবাবুর কাছে আমি মুখ দেখাবো কী করে....(চিৎকার করে) গাছ কাটতে হবে....ও গাছ আমাকে কাটতেই হবে...

[কাক ঢোকে।]

কাক ∫∫ না গা...না গা...গাছ কাটলে আমার বাচ্চাগুলো মরবে গা...ওদের মেরো না গা...ওদের কী দোষ...ধরো ব্যাগ ধরো ব্যাগ ধরো...দ্বিজুবাবুকে ফেরত দিয়ে দিয়ো...

[কাক ব্যোমকেশকে একটা মানিব্যাগ দেয়।]

ব্যোমকেশ ∫∫ একী! এ কার ব্যাগ!

কাক ∫∫ ঐ তো দ্বিজুবাবুর...তুলে এনে বাসায় রেখিছিলা....(কান মুলতে মুলতে) আর কোনোদিন হলদে বাড়ির ধারে কাছে যাবো না গা...যাবা না গা....

ব্যোমকেশ ∫∫ এতো আমার ব্যাগ!

কাক ∫∫ তোমার!

ব্যোমকেশ ∫∫ (ব্যাগ খুলে ঝাড়তে ঝাড়তে) কই, টাকা কই?

কাকা ∫∫ টাকা!

ব্যোমকেশ ∫∫ তিনশো...তিনখানা একশোর পাত্তি....সত্যি বল কোত্থেকে তুলেছিস!

কাক ∫∫ দ্বিজুবাবুর ঘর থেকে! মা শেতলার দিব্যি!

ব্যোমকেশ ∫∫ মার খেয়ে মরে যাবি কাক। দ্বিজুবাবুর ঘরে আমার ব্যাগ যাবে কেমন করে?

কাক ∫∫ তাইতো? ব্যাগের তো কাগের মতো ডানানেই যে উড়ে যাবে!

ব্যোমকেশ ∫∫ কাক!

কাক ∫∫ কী ভাবছ, বলতো, আমি তোমার টাকা মারতে ব্যাগ সরিয়েছি! আমার কিছু বলার নেই, বুঝলে! হ্যাঁ, রুটি মুটি, চুরিটুরি করি...পেটের জ্বালায় করতে হয়...কিন্তু পাত্তি নিয়ে আমার কী গুষ্টির পিণ্ডি হবে! আমার কাছে টাকা মাটি, মাটি-টাকা...মাটি কলম...

[কাক একটা কলম বার করে।]

ব্যোমকেশ ∫∫ কলম!

কাক ∫∫ কাল তুলে এনেছি...

ব্যোমকেশ ∫∫ (খপ করে কলমটা নিয়ে) আরে!

কাক ∫∫ বলো ওটাও তোমার!

ব্যোমকেশ ∫∫ আমার...গোল্ড ক্যাপ পার্কার...

কাক ∫∫ কী আশ্চর্য্যি! যেটাই দেখাচ্ছি সেটাই তোমার! এটাও তোমার?

[কাক একটা হাতঘড়ি ছুঁড়ে দেয়।]

ব্যোমকেশ ∫∫ ঐ তো...ঐ তো সেই রিস্টওয়াচ!...এসব দ্বিজুবাবুর ঘরে ছিল!

কাক ∫∫ ছইল মানে কি, দ্বিজুবাবুর ঘরে তো কতোই থাকে...

ব্যোমকেশ ∫∫ কতোই থাকে...

কাক ∫∫ কতো! গাদা গাদা কলম মানিব্যাগ রিস্টওয়াচ...এটা ওটা সেটা...টেবিলে ডাঁই করা থাকে! রোজ দ্বিজুবাবু ঐ ঝুলিটা ভরতি করে নিয়ে আসে। পরের দিন দ্বিজুর বউ বেচে দেয়! ...দ্বিজু আবার এনে দেয়....আমার বেচে দেয়। ঐ তো আজও ঝুলি নিয়ে বেরুল...কতোকি নিয়ে আসবে...কানের দুল...নাকের ফুল...গলার হার...

ব্যোমকেশ ∫∫ লোকটা চোর!

কাক ∫∫ না না উঁই মেরে দেয়...

ব্যোমকেশ ∫∫ চুপ! শালা উঁই মারতে বাড়ি ঢুকে, ঘর ফাঁক করে বেরিয়ে যায়!

কাক ∫∫ না না, মহৎ লোক!

ব্যোমকেশ ∫∫ শালা এই রকম একটা পাকা জোচ্চোরকে আমি মহান বানিয়েছি! হিরো বানিয়েছি!

[ব্যোমকেশ লেখা পাতা ছিঁড়ছে।]

কাক ∫∫ ছিঁড়ো না...ওকি, না না...কতো গা ঘামিয়ে লিখেছে...রেখে দাও, রাষ্ট্রপতি আবার পুরস্কার দেবে...

ব্যোমকেশ ∫∫ ছাড় ছেড়ে দে! কিচ্ছু হয়নি! অল ফল্স! ব্যাটা বাইরে বেঁটে ভেতরে বামন!

কাক ∫∫ কেন মরতে মানিব্যাগটা দেখালাম গা!

ব্যোমকেশ ∫∫ তুই না দেখালে একটা মিথ্যে...ডাঁহা মিথ্যে...ফাঁকতালে চিরকালের মতো সত্যি হয়ে বাজারে চলত রে...

কাক ∫∫ সেও তো তবু চলত গা...এ যে তোমাদের থ্যাটার অচল হয়ে যাবে গা...থ্যাটারের লোকে আমায় অভিশাপ দেবে গা...পরজন্মেও কাক হয়ে আমি যে নোংরা ঘেঁটে মরব গা!...আমার কী হবে গা....কী হবে গা...

[কাক ছটফট করতে করতে বেরিয়ে যায়। ব্যোমকেশ তখনো লেখা কাগজ ছিঁড়ছে। ছেঁড়া পাতার দিকে তাকিয়ে দুঃখে হাসছে। বাইরের দরজায় ডাক্তার দাশ এসে দাঁড়ায়।]

দাশ ∫∫ মে আই ডিস্টার্ব ইউ?

ব্যোমকেশ ∫∫ কে?

দাশ∫∫ একটু বিরক্ত করতে পারি স্যার?

ব্যোমকেশ ∫∫ আরে ডাক্তার দাশ...

দাশ ∫∫ বার কয়েক ঘুরে গেছি...তা এইবারে আপনার চাকর এনট্রি দিলো...দাদাবাবুর লেখা এতেক্ষণে নিশ্চয় খতম হয়ে গেছে!

ব্যোমকেশ ∫∫ খতম...পুরা খতম...ওই যে...

[ব্যোমকেশ মেঝেতে ছড়ানো ছেঁড়া কাগজ দেখায়।]

দাশ ∫∫ ও মশাই, রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্র লিখেছিলেন, আপনি যে লিখে লিখে পত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেছেন! হ্যা-হ্যা-হ্যা...করেছেন কি ও ব্যোমকেশবাবু, চতুর্ধারে যে মা সরস্বতী গড়াগড়ি যাচ্ছে...কোথায় পা ফেলি....

ব্যোমকেশ ∫∫ ফেলুন...ওপরেই ফেলুন...

দাশ ∫∫ না না....

ব্যোমকেশ ∫∫ বলছি ফেলুন...জোরসে ফেলুন....ভূষিমাল!

[ব্যোমকেশ কাগজের ওপর নিঃসঙ্কোচে পায়চারি করছে।]

দাশ ∫∫ কারো ওপর ক্ষেপে গেছেন মনে হচ্ছে!

ব্যোমকেশ ∫∫ কারও ওপর না-নিজের ওপর...নিজের এই চোখদুটোর ওপর...বসুন....যতোক্ষণ খুশি বসতে পারেন ডাক্তার দাশ, এই মুহূর্তে হাতে আমার কোনো লেখা নেই। কলম বনধ! নতুন বিষয়বস্তুর সন্ধান না মেলা পর্যন্ত...

দাশ ∫∫ লক আউট! বাঁচা গেছে! (সামলে) মানে হাত যখন ফাঁকা...সন্ধেবেলা আজ আমার গৃহে একটু পদধূলি দিন না ব্যোমকেশবাবু...বড় ইচ্ছে আপনাকে দিয়েই স্মৃতিস্তম্ভটি উদ্বোধন করাই...

ব্যোমকেশ ∫∫ স্মৃতিস্তম্ভ!

দাশ ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ...শ্বেতপাথরেরই করলুম। খরচ হল, তা প্রায় সাড়ে চার হাজার।...হ্যা-হ্যা-হ্যা...দাঁড়িয়ে দেখবার মত হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভটি...

ব্যোমকেশ ∫∫ কিন্তু কার স্মৃতিস্তম্ভ!

দাশ ∫∫ আপনি জানেন না?

ব্যোমকেশ ∫∫ না তো!

দাশ ∫∫ শোনেন নি!

ব্যোমকেশ ∫∫ না!

দাশ ∫∫ আমাদের ছেদিলালের...

ব্যোমকেশ ∫∫ ছেদিলাল...

দাশ ∫∫ রাজমিস্ত্রি! ঐ যে অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল...আমার বাড়ির কার্নিশে থেকে পড়ে গিয়ে...

ব্যোমকেশ ∫∫ ও হ্যাঁ হ্যাঁ...মই উল্টে....

দাশ ∫∫ নিয়তি মশাই নিয়তি! নইলে চোদ্দোতলা বাড়ির মাথায় যে ছেদিলাল অবলীলায় লাফিয়ে বেড়াতো...সে কি না মাত্তর দু'তলার ওপর থেকে মই ফসকে ...বিশ্বাস করা যায়! আপনি বিশ্বাস করেন?

ব্যোমকেশ ∫∫ ছেদিলালের স্মৃতিস্তম্ভ গড়েছেন আপনি!

দাশ ∫∫ গড়ব না? (চোখ মুছে) তার হাতের এক একটি ইঁট যে আমার বাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখেছে ব্যোমকেশবাবু...জীবন দিয়ে যে আমায় আশ্রয় গড়ে দিয়ে গেল...

ব্যোমকেশ ∫∫ সত্যি ডাক্তার দাশ, গরিব মিস্ত্রিকে আপনি যে সম্মান দেখাচ্ছেন...

দাশ ∫∫ কিছু না...কিছু না মশাই...ছেদি যে দরের রাজমিস্ত্রি ছিল...শিল্পী ছিল...সে তুলনায় কিছুই পেল না! এই হচ্ছে আমাদের সমাজব্যবস্থা!

ব্যোমকেশ ∫∫ আপনি মহান ব্যক্তি ডাক্তার দাশ...

দাশ ∫∫ না-না একী বলছেন, না না মশাই...

ব্যোমকেশ ∫∫ লজ্জার কিছু নেই ডাক্তার দাশ...লজ্জা পাক তারা, যারা ছেদিলালদের ভুলে যায়। ছেদিলালেরা ঘাম ঝরিয়ে ইঁট বয়ে আমাদের ইমারত গড়ে দিয়ে যায়...আমরা তার টপ-ফ্লোরে বসে ভুলে যাই, কার ঘাড়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ প্রাসাদ!

দাশ ∫∫ বিপ্লব চাই...খেটে খাওয়া মানুষকে মর্যাদা দিতে চাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব! এই ঘুনধরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কঙ্কালের ওপর বসে সেই সাধনা করতে হবে ব্যোমকেশবাবু! কায়েমি স্বার্থ নিপাত যাক্!

ব্যোমকেশ ∫∫ লিখতে হবে...আমাকে লিখতে হবে। স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে ছেদিলালকে অমর করে রাখছেন আপনি, নাটক লিখে ছেদিলালকে অমর করে রাখব আমি!

দাশ ∫∫ লিখুন, লিখুন...শ্রমিক কৃষক মজদুরের সংগ্রামী মূর্তি ফুটিয়ে তুলুন...তবেই আসবে বিপ্লব! আপনারা লেখক, আপনাদের দিকেই তাকিয়ে আছে দেশ। আমরা ত বক্তৃতা দিয়ে যা পারবো না..কলমের খোঁচায় আপনারা তাই পারেন। সাবজেক্ট ম্যাটারের কী অভাব মশাই? কতো ছেদিলালরা রয়েছে।

ব্যোমকেশ ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার নতুন নাটকের বিষয়বস্তু ঐ স্মৃতিস্তম্ভ...আপনিই তার হিরো!

দাশ ∫∫ বলেন কী, মশাই, আমি...আমি আপনার নাটকে আসছি!

ব্যোমকেশ ∫∫ প্লিজ উঠে পড়ুন, আমার লিখতে দিন! (ব্যোমকেশ উত্তেজিত। কাগজ কলম গুছিয়ে বসে পড়ে) আর হ্যাঁ, লেখা শেষ না করে উঠব না। স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধনে বোধহয় যেতে পারছি না।

দাশ ∫∫ না, না, আগে লেখা, পরে ফিতে কাটা! ফিতে না হয় আমিই কেটে দেবখন। জমিয়ে লিখুন দেখি! তাহলে আমিই হিরো! আমি!...অ্যাঁ, হুবহু আমি!...আমি নাটকে কথা বলব!

[ব্যোমকেশ লিখতে শুরু করে।]

...শিহরিত হচ্ছি মশাই...হি হি হি...রোমাঞ্চিত হচ্ছি! আমি মডেল...সাহিত্যের মডেল!...আমি জীবনে...আমি নাটকে...ভাবা যায় না...এই আমি, সেই আমি...ব্যোমকেশবাবু...(ব্যোমকেশ নীরবে লিখছে) আরে, লোকটা যে কথা বলতে বলতে বাহ্যজ্ঞানরহিত!...ব্যোমকেশবাবু...ডুবে গেছে...আমারই মধ্যে তলিয়ে গেছে...হারিয়ে গেছে...(হেসে) জীবন বাড়ি পেয়েছি...গাড়ি পেয়েছি...লিটারেচারেও ঠাঁই পেলুম...(ব্যোমকেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে) চালিয়ে যান...এ জিনিস আমি পাবলিশ করব...সাড়ে চার হাজারে স্মৃতিস্তম্ভ গড়েছি...দশ বিশ যা লাগে আমি পাবলিশ করব...মঞ্চ ভাড়া করে এ জিনিস লোককে দেখাতে হবে! খরচ আমার! আমি স্পনসর! লিখুন...লিখে যান...(বাইরে কাক ডাকে) চুপ! চেঁচাবি না! ডোন্ট ডিসটারব! ক্রিয়েশান হচ্ছে! (কাক ডাকে) দাঁড়া শালা, হুলো বেড়াল দিয়ে খাওয়াব তোকে...

[পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডাক্তার দাশ। অখণ্ড নীরবতার মধ্যে লিখছে ব্যোমকেশ। সহসা কাক ঝড়ের বেগে ঢুকল।]

কাক ∫∫ ডাকাত! ডাকাত!

ব্যোমকেশ ∫∫ (প্রচণ্ড বিরক্তিতে) আঃ!

কাক ∫∫ (থতমত খেয়ে) শিগগির চলো না...বউদির ঘরে ডাকাত ঢুকেছে গা...

ব্যোমকেশ ∫∫ অ্যাঁ! ডাকাত!

কাক ∫∫ (চাপা গলায়) নির্ঘাত সেই গয়নার ডাকাত! লোকজনের তাড়া খেয়ে আর জায়গা না পেয়ে বউদির ঘরে ঘুষেছে...আমি ডাকাতের গলা পেলাম গা...

ব্যোমকেশ ∫∫ কী...কী বলছে...

কাক ∫∫ বলছে...(মোটা গলায়) তোমায় ছেড়ে আমি বাঁচব না গা..বাঁচব না গা..

ব্যোমকেশ ∫∫ বাঁচব না গা...তোমায় ছেড়ে আমি বাঁচব না গা...ডাকাত বউদিকে বলছে...!

কাক ∫∫ আর বউদি বলছে, (মেয়েলি গলায়) আঃ কী করছ...ছাড়ো...ছেড়ে দাও...অসভ্য! (নিজের গলায়) এতোক্ষণ ডাকাতটা ঠিক বউদির গলা টিপে ধরেছে গা...

[ব্যোমকেশ হো হো করে হেসে ওঠে।]

ব্যোমকেশ ∫∫ গাধা...তুই একটা গাধা।

কাক ∫∫ আমি কাক...

ব্যোমকেশ ∫∫ ওরে কাক তুই যা শুনেছিস, সেটা একটা নাটক রে গাধা...

কাক ∫∫ ঘরের মধ্যে নাটক!

ব্যোমকেশ ∫∫ রেডিয়োর নাটক! রোববার আড়াইটের প্রোগ্রাম! আজ আমারই লেখা নাটক হচ্ছে...তোর বউদি শুনছে...

কাক ∫∫ বলছ ডাকাত না?

ব্যোমকেশ ∫∫ দূর পাঁঠা, ডাকাত কখনো বলে তোমায় ছেড়ে বাঁচব না...? ও ডায়ালগ প্রেমের ডায়লগ, বুঝলি তো? আমারই হাতের...(থেমে) আমাকে তো কাছে পায় না...তাই আমার লেখা নিয়ে ভুলে আছে তোর বউদি...বড় একা....থাক্, চেঁচাসনে...

কাক ∫∫ তাহলে বউদি এখন দরজা খুলবে না!

ব্যোমকেশ ∫∫ নাটক শেষ না হলে খুলবে না...

কাক ∫∫ আমিও খেতে পাবো না?

ব্যোমকেশ ∫∫ এখনো খাসনি?

কাক ∫∫ দিচ্ছে কে!...বাচ্চাগুলোও না খেয়ে রয়েছে! ওঃ পোড়া পেটের জ্বালায় সারাদিন যে কী ভাবে কাটে! ভোর হতে না হতে শুরু হয় মাথা কোটাকুটি ...একদলা ভাত...তোমাদের পাতের উচ্ছিষ্ট...

ব্যোমকেশ ∫∫ দ্যাখ না, আর কারো বাড়ি...

কাক ∫∫ কার বাড়ি যাবো! সকলেরই আমি টুকটাক ক্ষেতি করে রেখেছি! যে দ্যাখে সেই দূর দূর করে! এই ভালোবাসতো ছেদিলালের বউ...তা সেও কি রকম হয়ে গেছে, বরটা খুন হবার পর...

ব্যোমকেশ ∫∫ (চমকে) খুন! কে খুন!

কাক ∫∫ কেন, ছেদিলাল মিস্ত্রি!

ব্যোমকেশ ∫∫ অ্যাকসিডেন্ট!

কাক ∫∫ খুন!

ব্যোমকেশ ∫∫ (জোরে) অ্যাকসিডেন্ট!

কাক ∫∫ খুন!

ব্যোমকেশ ∫∫ অ্যাকসিডেন্ট! ডাক্তারবাবুর দোতলা থেকে মই উল্টে পড়ে...

কাক ∫∫ উল্টে না! ডাক্তার মই ঠেলে ফেলে দিয়েছে!

ব্যোমকেশ ∫∫ ঠেলে ফেলে দিয়েছে! ডাক্তার দাশ!

কাক ∫∫ স্বচক্ষে দেখেছি! আমি তখন পাশের বাড়ির অ্যানটেনায় বসে। সব দেখলাম...

ব্যোমকেশ ∫∫ কী...কী দেখলি?

কাক ∫∫ দেখলাম মিস্ত্রি আর ডাক্তারে খুব বচসা হচ্ছে! মিস্ত্রি বলছে, আপনার কালো টাকা নুকোবার চেম্বার গড়ে দিলাম...দশহাজার টাকা দেবার কথা....দিচ্ছেন মাত্তর পাঁচশো...? ডাক্তার বলছে, ওর বেশি হবে না!..মিস্ত্রি বলছে, তাহলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে। ডাক্তার হেসে উঠল-দেবরে দেব, যা বলেছি দেব.....না এখন কার্নিশটা গেঁথে দে। ছেদিলাল খুশি হয়ে তরতর করে মই বেয়ে উঠেছে, ডাক্তারও টুক করে মইটা ঠেলে দিল...আর ছেদিলাল হুড়মুড় করে...

ব্যোমকেশ ∫∫ (বিমূঢ় গলায়) ডাক্তার দাশ...ছেদিলালের স্মৃতিস্তম্ভ গড়ছেন-

কাক ∫∫ অপকম্মো ঢাকা দেবার জন্যে গড়ছেন গা!

ব্যোমকেশ ∫∫ (পূর্ববৎ) শ্রমিক মজদুরের বন্ধু..বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন...

কাক ∫∫ (হেসে) ওসব তো বুকনি! খচ্চর! কালো টাকার চেম্বার গড়ে নিয়ে খুন করলো মিস্ত্রিকে...

ব্যোমকেশ ∫∫ খুন করব তোকে...

কাক ∫∫ কেন গা!

ব্যোমকেশ ∫∫ লিখতে দিবি না...তুমি কি আমাকে লিখতে দিবি না ঠিক করেছিস...

কাক ∫∫ বারে তুমি যা লিখছ, লেখো না...

ব্যোমকেশ ∫∫ কী লিখব! যেটা ধরতে যাচ্ছি সেটা ভেঙে দিচ্ছিস! জগতের যতো মন্দ যতো নোংরা যতো কুৎসিত কি তোরই চোখে পড়ে, তোরই চোখে পড়ে...

[ব্যোমকেশ পেপারওয়েট নিয়ে কাকের দিতে তেড়ে যায়।]

কাক ∫∫ (নিজের মাথা বাঁচিয়ে) যা সত্যি তাই পড়ে...যা পড়ে তাই তো সত্যি...

ব্যোমকেশ ∫∫ কী সত্যি! শয়তান, তোর একটা কথাও সত্যি না! মিথ্যে! তুই ডাহা নিন্দুক। লোকের ভালো সহ্য হয় না...বেরো...বেরো তুই...

[ব্যোমকেশ হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে কাকটাকে আক্রমণ করে।]

কাক ∫∫ (ছুটোছুটি করে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে) মেরো না গা...মেরো না গা...আমার কী হবে গা...

ব্যোমকেশ ∫∫ এইজন্যে তোদেরও ভালো হয় না...খেতে পাস না...তবু তোদের শিক্ষা হয় না...

কাক ∫∫ কেন মরতে আমার চোখেই সব পড়ে গা...এ চোখ নিয়ে আমি কী করব গা...

[কাক ঝটপট করতে করতে বেরিয়ে যায়। বাজখাঁই গলার হাঁক শোনা যায়-জয় নন্দিকেশ্বর...জয় জটিলেশ্বর।...দরজায় এসে দাঁড়ায় এক দশাসই সাধু, সঙ্গে এক চেলা।]

সাধু ∫∫ জয় বিষাণধারী ত্রিশূলপাণি গিরিজাপতি শিবশঙ্কর...

চেলা ∫∫ শঙ্কররর...

সাধু ∫∫ (থেমে, কটমট চোখে তাকিয়ে) তুই তো ব্যোমকেশ...?

ব্যোমকেশ ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ...

সাধু ∫∫ ড্রামার বই লিখিস?

ব্যোমকেশ ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ...

সাধু ∫∫ (ব্যোমকেশের আংটি দেখিয়ে) গোমেদ ধারণ করেছিস!

ব্যোমকেশ ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ, গোমেদ!

সাধু ∫∫ নীচস্থ রাহু?

ব্যোমকেশ ∫∫ (বিষণ্ণ গলায়) আজ্ঞে হ্যাঁ-অ্যা...

সাধু ∫∫ হারাধন করে মারা গেল!

ব্যোমকেশ ∫∫ আজ্ঞে?

সাধু ∫∫ কবে মারা গেল হারাধন?...সিক্সটি ফাইভে?

ব্যোমকেশ ∫∫ আপনি কি বাবাকে চিনতেন?

চেলা ∫∫ শিবশঙ্কররর...

সাধু ∫∫ নীলমণির তো একটি মেয়ে দুটি কুকুর...একটি নেড়ি একটি অ্যালসেসিয়ান!

ব্যোমকেশ ∫∫ আমার শ্বশুর মশায়কেও চেনেন!

চেলা ∫∫ শিবশঙ্কররর...

সাধু ∫∫ লাঞ্চে হেলেঞ্চা খেয়েছিস?

ব্যোমকেশ ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ...

সাধু ∫∫ রাষ্ট্রপতির হাত থেকে অ্যাওয়ার্ড নিয়েছিস?

ব্যোমকেশ ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ...

চেলা ∫∫ আমাশা আছে?

ব্যোমকেশ ∫∫ হুঁ...

সাধু ∫∫ আজ থেকে সাতবছর তেরোদিন পাঁচঘণ্টা গতে...তুই ওয়ার্লড ড্রামাটিসট কনফারেন্সের চেয়ারম্যান হবি...

ব্যোমকেশ ∫∫ (বিস্ময়ে উত্তেজনায় সাধুর পা জড়িয়ে ধরে) কে আপনি বাবা, আমার ভূত ভবিষ্যৎ সবই অবগত?

চেলা ∫∫ শিবশঙ্কররর...

সাধু ∫∫ জয় নন্দিকেশ্বর, জয় জটিলেশ্বর...মামাবাড়ি কেষ্টনগর?

ব্যোমকেশ ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ...

সাধু ∫∫ চার মামা?

ব্যোমকেশ ∫∫ আজ্ঞে না...তিন মামা!

সাধু ∫∫ চার...

ব্যোমকেশ ∫∫ তিন...

সাধু ∫∫(প্রচণ্ড গর্জনে) চার!

ব্যোমকেশ ∫∫ (ঘাবড়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ চার!

চেলা ∫∫ শিবশঙ্কররর...

ব্যোমকেশ ∫∫ মানে ছিল চার...আছে তিন। বিশ বছর আগে মেজোমামা বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। বোধহয় বেঁচে নেই!

সাধু ∫∫ কে বললে!

ব্যোমকেশ ∫∫ অনেক খোঁজা হয়েছে!

সাধু ∫∫ হিমালয় খুঁজেছিস!

ব্যোমকেশ ∫∫ সম্ভব না।

সাধু ∫∫ গৃহত্যাগ করে মেজোমামা গেছে হিমালয়ে...দুর্গম গিরিকোটরে বসেছে দুরূহ তপস্যায়! ...বিশ বছরের সাধনায় সিদ্ধি ক্যাপচার করে...জয় জটিলেশ্বর...মেজোমামা এখন (নিজেকে দেখিয়ে) মহারাজ পর্বতানন্দ সিদ্ধিবাবা-

ব্যোমকেশ ∫∫ মামা...আপনি...তুমি মেজোমামা!

সাধু ∫∫ বাবা বল্‌! গৃহাশ্রমে মেজোমামা-সন্ন্যাসাশ্রমে সিদ্ধিবাবা-

চেলা ∫∫ শিবশঙ্কররর...

ব্যোমকেশ ∫∫ ওঃ! কদ্দিন বাদে তুমি ফিরলে সিদ্ধিমামা...সিদ্ধিবাবা...

সাধু ∫∫ ফিরতুম না। গিরিকোটর ছেড়ে কোনোদিন প্লেনল্যান্ডে দর্শন দিতুম নারে...নেহাত ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ার অ্যাটাকে...

ব্যোমকেশ ∫∫ ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া!

সাধু ∫∫ ওধারে এবার বেজায় শীত...হু হু হিমপ্রবাহ...তুষারঝঞ্ঝা...হু হু হু হু...বাইশজন সাধক নিউমোনিয়ায় স্বর্গগত।

ব্যোমকেশ ∫∫ বলো কি? সাধুদের নিউমোনিয়া! হিমালয়ে তপস্যা...সে তো আবহমানকাল চলে আসছে মেজোমামা...মেজোবাবা...কোনোদিন শুনিনিতো তপস্বীদের ব্রঙ্কিয়াল ট্রাবলস...

সাধু ∫∫ হয়। মেন্টাল ডিজিজও হয়...

ব্যোমকেশ ∫∫ অ্যাঁ? মানসিক রোগ...মানে পাগলামি...

সাধু ∫∫ পাগল...উন্মাদ...ঘোর উন্মাদ...বদ্ধ উন্মাদ...ক্ষ্যাপা...টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি!

চেলা ∫∫ শিবশঙ্কররর...

ব্যোমকেশ ∫∫ কী করে বোঝা যায়...মামা...বাবা...সাধুদের কোনটা ক্ষ্যাপামি...কোনটা নরম্যাল?

সাধু ∫∫ (ভয়ংকর গলায়) বুঝতে চাস? (চেলাকে) বুঝিয়ে দে।

চেলা ∫∫ (বিকট লাফঝাঁপের সঙ্গে) হাঃ হাঃ হাঃ...হোঃ হোঃ হোঃ...হিঃ হিঃ হিঃ...

ব্যোমকেশ ∫∫ (সভয়ে) থাক্...কী দরকার আমার বুঝে...চুপ করতে বলো মেজোমামা...মেজোবাবা...(সাধুর নির্দেশে চেলা থামে) তোমার এই শিষ্য বোধ হয় পূর্বাশ্রমে যাত্রাদলে ছিলেন? হা-হা হো-হো হি-হি সবরকম হাসি পারে...

সাধু ∫∫ আজকের রাতটা তোর ঘরে শেলটার নেব!

ব্যোমকেশ ∫∫ বলার কি আছে...এতো তোমারই বাড়ি। আমি মিনুকে খবর দিই...(জোরে) মিনু, আমার মেজোমামা মানে বাবা সিদ্ধি...

[ব্যোমকেশ প্রস্থানোদ্যত।]

সাধু ∫∫ বোস বোস!-মামাবাবা গুলিয়ে ফেলছিস! বোস! (চিৎকার করে) কাউকে ডাকবি না। নারী এবং সংসারীর সংস্পর্শ করি না আমি...!

চেলা ∫∫ শিবশঙ্কররর...

সাধু ∫∫ তোর কথা স্বতন্ত্র! তুই সাধক! তুই যোগী!

ব্যোমকেশ ∫∫ ঠিক আছে...? ঘরে কাউকে ঢুকতে দেব না।

সাধু ∫∫ ব্যোমকেশ...আমাকে নিয়ে একটা ড্রামা লেখ না...

ব্যোমকেশ ∫∫ তা লেখা যায়। তোমার লাইফ যেরকম ড্রামাটিক! তাছাড়া সারাদিন ছটফট করছি একটা বিষয়বস্তুর সন্ধানে...

সাধু ∫∫ জানি...জানি...ওরে তোর জ্বালা কি জানি না? সেই জন্যেই তো অ্যাপিয়ার করলুম। তোকে ভক্তিরসের ড্রামা লিখতে হবে...ব্যোমকেশ...

ব্যোমকেশ ∫∫ ভক্তিরস!

সাধু ∫∫ শুকিয়ে গেছে।গিরিশচন্দ্রের পরে হেজেমজে গেছে। তোকে আবার মজিয়ে দিতে হবে...ভক্তিরস স্রোতে সুদূর লাদাখ থেকে ভাইজাগ পর্যন্ত ভারতের মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে ব্যোমকেশ...

ব্যোমকেশ ∫∫ ...কিন্তু ভক্তিরস আমার যে আসে না মামা...

সাধু ∫∫ (ঝুলি থেকে প্যাঁড়া বার করে) খা! হৃষীকেশের প্যাঁড়া খা। খেলেই আসবে! তরতরিয়ে আসবে...তোর কলম হরিপ্রেমে মেতে উঠে কাগজের ওপর নেচে নেচে বেড়াবে...

চেলা ∫∫ শিবশঙ্কররর...

[ব্যোমকেশ ভক্তিভরে প্যাঁড়া গালে দিতে যাবে, ক্ষুধার্ত কাক জানালায় এসে দাঁড়াল। লোভাতুর গলায় ডাকছে।]

কাক ∫∫ কা কা...

ব্যোমকেশ ∫∫ আর একটা হবে সিদ্ধিবাবা-

সাধু ∫∫ প্যাঁড়া?

ব্যোমকেশ ∫∫ দাও না, কাকটাকে দিই...

সাধু ∫∫ হৃষীকেশের প্রসাদী প্যাঁড়া খাবে কাক!

চেলা ∫∫ (চোখ রাঙিয়ে) শিবশঙ্কররর-

ব্যোমকেশ ∫∫ বেচারি সারাদিন খায়নি...বাচ্চারাও না...শোনো কিরকম কাঁদছে-

কাক ∫∫ কা কা...

চেলা ∫∫ (ত্রিশূল উঁচিয়ে কাকের দিকে তেড়ে যায়) শিবশঙ্কররর...

ব্যোমকেশ ∫∫ (চেলাকে বাধা দেয়) না না...

সাধু ∫∫ বায়স কুক্কুট শিবা সারমেয়...অপাংক্তেয় অপাংক্তেয়! তুই খা...কতো খাবি খা...হাঁ কর...

[ব্যোমকেশ উর্দ্ধমুখে হাঁ করে। সাধু ব্যোমকেশের গালে প্যাঁড়া ফেলছে...কাক সব ধৈর্য হারিয়ে ভেতরে ঢুকে সাধুর ঝুলিতে ছোঁ মারে। সাধু চিৎকার করে...]

হেই...হেই...

চেলা ∫∫ হালায় কাউয়া দেহি বড্ড বাড় বাড়াইছে। যাঃ পালা! শিবশঙ্কররর...

[কাকও ঝুলি ছাড়বে না, সাধুও না। সারা ঘরে ছুটোছুটি চলছে।]

সাধু ∫∫ মার...মার শালাকে মার...

ব্যোমকেশ ∫∫ দাও না, একটা প্যাঁড়া দাও না...দেখি ঝুলিটা...

সাধু ∫∫ না! হারামজাদা কাকের গুষ্টির তুষ্টি করব আজ!

[ব্যোমকেশের ঘর রণক্ষেত্র। সাধুর অবস্থা সঙ্কটজনক। কাক একটানা চিৎকারে এবং নানা আক্রমণে সাধুকে অস্থির করে তুলেছে। চেলা ক্রমাগত ত্রিশূল নাচিয়েও তাকে থামাতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত কাক ঝুলি কেড়ে নিয়ে উপুড় করে ফেলল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল গয়না। কাক পালিয়ে গেল।]

ব্যোমকেশ ∫∫ গয়না! এসব কার গয়না মামা...

[ব্যোমকেশ মুখ তুলতে দেখে-সাধুর মাথা খালি। পরচুলাটা খসে পড়ে গেছে। চেলার হাতে পিস্তল।]

কে! কে!

চেলা ∫∫ (পায়ে পায়ে পিছু হটতে হটতে) চিল্লাবি না...হালায় বুক সিলাই কইমাইরা দিমু...চুপ! চুপ কইমাইরা দাঁড়া...

ব্যোমকেশ ∫∫ মামা!

সাধু ∫∫ দূর শালা!

চেলা ∫∫ পিস্তল উঁচিয়ে) টিস্যুম! টিস্যুম!

[দরজার কাছাকাছি গিয়ে সাধু ও চেলা বোঁ করে ঘুরে বেরিয়ে গেল।]

ব্যোমকেশ ∫∫ ডাকাত!

[কাক ঢুকল।]

কাক ∫∫ গয়নার ডাকাত! বললাম না, তাড়া খেয়ে এ পাড়ায় ঢুকেছে...

ব্যোমকেশ ∫∫ হ্যাঁরে আমার মামাই কি ডাকাত হয়েছে, না ডাকাতটা সব খোঁজ নিয়ে মামা সেজেছে রে!

কাক ∫∫ মামাই ডাকাত...না ডাকাতই মামা...তুমি তাই নিয়ে ভাবো...আমি এখন যার জিনিস তাকে দিয়ে আসি...

[কাক ঝুলিতে গয়না ঢুকিয়ে নিচ্ছে।]

ব্যোমকেশ ∫∫ কাক, একটা কথা বলবি...?

কাক ∫∫ কী কথা?

ব্যোমকেশ ∫∫ সত্যি করে বলতো, তুই প্যাঁড়া খুজতে গিয়ে ডাকাত ধরলি...নাকি ডাকাত জেনেই ডাকত ধরেছিস!

কাক ∫∫ ডাকাত জেনেই ডাকাত ধরেছি, তবে ধরেছি ঐ প্যাঁড়া দেখেই...

ব্যোমকেশ ∫∫ প্যাঁড়া দেখে?

কাক ∫∫ তাইতো। কাশীর প্যাঁড়া হলদে চাপাফুল...হৃষীকেশের প্যাঁড়া লালচে গোলাপজাম...এ তো সাদা ফকফকে...(থেমে) নির্ঘাৎ হ্যারিসন রোড়..! তক্ষুণি বুঝেছি, ঝুলিতে মাল আছে...

ব্যোমকেশ ∫∫ তুই...তুই এতো জানিস কাক...

কাক ∫∫ বেশি জানিনে, তবে খাবারে আমায় ঠকানো যাবে না। দিনভর পেটের তাড়ার ঘুরি, লোকের আঁস্তাকুড় ঘাঁটি...আঁস্তাকুড়ের মাল দেখলেই গেরস্ত চেনা যায় গা। যদি রোজ চাইনিজ প্যাকেট পাওয়া যায়, বোঝাই যায় মাল বাঁ হাতে আমদানি করেন...

[কাক চলে যাচ্ছে।]

ব্যোমকেশ ∫∫ কাক, তুই আমাকে খবর দিবি...?

কাক ∫∫ কী খবর!

ব্যোমকেশ ∫∫ মানুষের খবর! তুই যাদের দেখিস তাদের খবর...

কাক ∫∫ এই খেয়েছে! তুমি কি আমার কথা শুনে লিখবে নাকি গা...

ব্যোমকেশ ∫∫ লিখবরে লিখব। সত্যি কথা লিখব। এই তেতলার ওপর থেকে ঐ দূরের মানুষ ঠিকমত দেখা যায় না...চেনা যায় না...কিন্তু তোর ঐ চোখদুটোর কাছে কারো কিছু গোপন থাকে না...

[ব্যোমকেশের ফোন বেজে ওঠে।]

(ফোনে) কে?...না ভাই, এখনো হয়নি। তবে হবে, শিগগির হবে। এমন নাটক যা আগে কোনোদিন লিখিনি। হ্যাঁ হ্যাঁ...আমি ব্যোমকেশ ভৌমিক...বহু পুরস্কার পাওয়ার পরওবলছি...ট্র্যাশ...অল বোগাস! মিনারের চুড়োয় বসে আমি এতোকাল বাস্তববাদী লেখক হবার গর্ব করছিলাম। ভেঙে গেছে! এবার নতুন করে শুরু করব!...আমার এক বন্ধু আমাকে মেটিরিয়ালস যোগান দেবে। তার মেটিরিয়ালস-এর কোনো অভাব নেই।...সে কে? ...রঙটা তার কালো...চোখদুটো তার আরো কালো...দুটো বড় বড় ডানা আছে তার...সেই বেজায় কালো ডানায় ভর দিয়ে সে আমার ঘরে ভেসে আসে...আলতো করে তার ডানা দুটো ঝাড়ে...আর ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে ঝকঝকে সব রত্ন...সত্য...নির্ভেজাল সত্য...রত্নের মতো উজ্জ্বল...উজ্জ্বল ধ্রুব সত্য! আর কিছু বলব না...এখন তোমরা অপেক্ষা করো...

[ফোন নামিয়ে ব্যোমকেশ কাকের দিকে ঘোরে।]

অ্যাদ্দিন যা লিখেছি...নাটক নারে...নাটক না...

কাক ∫∫ (ঠাণ্ডা গম্ভীর গলায়) না...নাটক না।

ব্যোমকেশ ∫∫ সত্যি নাটক না!

কাক ∫∫ না, নাটক না। এটাও না...নিচেরটাও না...

ব্যোমকেশ ∫∫ নিচেরটা...!

কাক ∫∫ বউদির ঘরেরটা...নাটক না...

ব্যোমকেশ ∫∫ (অবুঝের মতো) কী নাটক না?

কাক ∫∫ রেডিয়োর নাটক না। ঘরে একটা লোক রয়েছে...

ব্যোমকেশ ∫∫ কী! কে?

কাক ∫∫ রোজ দুপুরে তুমি যখন এখানে বসে লেখ, ও তখন নিচের তলায় বউদির ঘরে ঢোকে। তখন ঐ চলে, তোমার ছেড়ে বাঁচবো না গা, বাঁচবো না। এখনো আছে, চলো দেখবে...

[ব্যোমকেশ রক্তশূন্য মুখে চেয়ারে বসে পড়ে।]

কী হ'ল? বসে পড়লে কেন গা? এই না বললে সত্যি খবর চাই? বুকে বল না থাকলে সত্য কথা জেনে কী করবে গা! সত্যি কথা লিখতে সাহস লাগে যে!

[ব্যোমকেশের মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে।]

আরে কাঁদছ নাকি? এতেই এরকম করছ? আর আমার দ্যাখো...কতো কষ্টে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চাদের জন্ম দিই...কতো যত্নে খাবার খুঁটে নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়াই...তারপর গলায় জোর পেতেই তারা একদিন ডেকে ওঠে, কুহু কুহু! ডাকতে ডাকতে কোথায় উড়ে চলে যায়। ...হ্যাঁগা হ্যাঁ, কোকিল এসে আমার বাসায় ডিম পেড়ে রেখে যায়। নিজের ভেবে পরের ডিমে তা দিই...ফোটাই...আদর করি...তারপর একদিন কুহু কুহু! দুখানা ডানা নাড়তে নাড়তে তারা চলে যায়...পিছু ফিরেও চায় না...কোন আকাশে হারিয়ে যায়...(থেমে গলায় বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলে) তা বলে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? যা সত্যি তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে...

[কাক ডানা দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল।]

যবনিকা

মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্কঃ পাঁচ

কোথায় যাবো

চরিত্র

মন্দিরা ∫∫ গজমাধব ∫∫ করালী দত্ত ∫∫ পরাগ ∫∫
ভুতু ∫∫ দাদু ∫∫ নিমাই ∫∫ পেয়াদা ∫∫ রতন

রচনা: ১৯৬৯

কোথায় যাবো পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ 'পরবাস'-এ রূপান্তরিত।

কোথায় যাবো

[ছাতের ওপর ঘর। দুটি দরজা। একটি বাইরের, নিচে নামার। অপরটি অন্দরে যাবার। একটি মাত্র জানালা। এই ঘরের ভাড়াটে গজমাধব মুকুটমণি বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ঘরের একপাশে বাঁধাছাঁদা মালপত্তর স্তূপীকৃত। কয়েকটা নানা আকারের পুঁটলি, রংচটা বাক্স, ছেঁড়া লুটকেস, কুঁজো, আঁশবটি, ঝাঁটা, শিশি বোতল বোয়ম, ছেঁড়া ছাতা-কী না, সংসারের কতো প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। এ ঘরে আসবার বলতে একটা পুরনো পালঙ্ক। এখন ছেঁড়া গদি ছাড়া তার ওপর কিছু নেই। গজমাধবের দুই প্রতিবেশী, ভুতু ও পরাগ এখন বেডিংটা বেঁধে দিচ্ছে। পরাগের মুখে একটা নিম-দাঁতন। ঢ্যাপসা মোটা বেডিংটা বাঁধতে গিয়ে দুজন হিমসিম খাচ্ছে। বেডিং-এর পেটে পা চাপিয়ে দড়ি টানছে, পচা দড়ি কেটে যেতে দুজনে পাশে ছিটকে পড়ছে। দুজনে গলদঘর্ম। নেপথ্যে ঢোল বাজিয়ে কী একটা ঢ্যাঁড়া পেটানো হচ্ছে। গজমাধব মুকুটমণি ভেতর থেকে যাত্রার জন্যে সেজেগুজে ঢুকল। পরণে ধুতি-পাঞ্জাবি, গলায় পাকানো চাদর, মাথায় সাজানো টেরি, গজমাধব একটি প্রাচীন মানুষ, চলনে কথনে। গজমাধব চলে দুলেদুলে-গোঁফের শাখায় সারাক্ষণ একটি মনোহর হাসি তুরতুর করে নাচে। গজমাধব খাটে বসে পা নাচাতে নাচাতে ভুতু ও পরাগকে একনজর দেখল, গোপনে হাসল এবং তারপর ভাঙা আয়না ও কাঁচি নিয়ে গোঁফ সংস্কারে মনোনিবেশ করল। সযত্নে গোঁফের এপাশ ওপাশ ছাঁটতে লাগল। দ্রুতপায়ে পেয়াদা ঢুকল। কাঁধে চামড়ার ব্যাগ। হাতে সমন।]

পেয়াদা ∫∫ (হাঁক পাড়ে) বিবাদী গজমাধব মুকুটমণি-

ভুতু ∫∫ (বেডিং বাঁধতে বাঁধতে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে) অ্যাই, অ্যাই, রোয়াবি ঘুচিয়ে দেবো বলছি।

পেয়াদা ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ জানা আছে...

ভুতু ∫∫ দেখাবো, মজা দেখাবো...

পেয়াদা ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা আছে...

ভুতু ∫∫ তবে রে-(ভুতু লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখে বিছানার সঙ্গে তার পা বাঁধা)-পা! পা!

পরাগ ∫∫ এঃ, পা বেঁধে ফেলেছি!

[পরাগ ভুতুর পা খুলে দিচ্ছে।]

পেয়াদা ∫∫ (অল্প হেসে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে) বিবাদী গজমাধব মুকুটমণি...

পরাগ ∫∫ না, না, ব্যাপারটা কি! ওটা পড়তে মানা করা হচ্ছে, কানে যাচ্ছে না! ভালো চান তো কেটে পড়ুন।

ভুতু ∫∫ ঘড়িটা ধরুন তো পরাগদা...

[কব্জি-ঘড়িটা পরাগের হাতে দিয়ে ভুতু পেয়াদার দিকে অগ্রসর হয়।]

পেয়াদা ∫∫ (দূরে দাঁড়িয়ে সমন পড়ছে) এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, তেষট্টির ভাড়াটিয়া-উচ্ছেদ সংক্রান্ত অর্ডিনান্সের উপরিবর্ণিত ধারায়... এই আদেশ জারি করা যাইতেছে যে...

পরাগ ∫∫ আচ্ছা খোচো পার্টি তো হে...

ভুতু ∫∫ (পেয়াদার পেছনে আচমকা) অ্যাই!

পেয়াদা ∫∫ (চমকে) অ্যাই!

ভুতু ∫∫ পেয়াদার জামা ধরে) শালা! শালা তোমার বেঁড়েমি কি করে ফোটাতে হয়...

[ভুতু পেয়াদাকে ধরে বাইরে নিয়ে যাবার জন্যে টানা-টানি করে।]

পেয়াদা ∫∫ (কিছুতে বেরুবে না) ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন বলছি... (কঁকিয়ে ওঠে) ও করালীবাবু...

পরাগ ∫∫ দাও, দাও, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে দাও...

পেয়াদা ∫∫ ও করালীবাবু দেখে যান... পড়তে দিচ্ছে না!

[একটা মুখঢাকা মস্ত পাথরবাটি হাতে নিমাই ঢোকে।]

নিমাই ∫∫ বাবু! দই!

ভুতু ∫∫ (পেয়াদাকে ছেড়ে) দই? তো ঢাল... শালার মাথায় ঢাল...

নিমাই ∫∫ মাথায়! ঢালবো!

[নিমাই হেসে পাথরবাটিটা পেয়াদার মাথায় উপুড় করতে যায়।]

পেয়াদা ∫∫ কী হচ্ছে কী, আমি কোর্টের লোক!

[পেয়াদা কোনোরকমে হাত ছাড়িয়ে পালাতে গিয়ে ঘুরে আচমকা ভুতুর কানের কাছে এসে বলে-]

পেয়াদা ∫∫ বাঁশ দেবো।

[পেয়াদা পালায়। ভুতুও ক্ষেপে তাকে তাড়া করে বেরিয়ে যায়।]

নিমাই ∫∫ জেঠিমা দই পাঠালেন বাবু...

গরাগ ∫∫ জে...ঠি! ও? (গজমাধবকে) ওই যে, নিন দাদা, ত্রিনয়নী জেঠিমা আপনাকে দই পাঠিয়েছেন!

গজমাধব ∫∫ (মিষ্টি হেসে) আপনার নিজের জেঠিমা?

পরাগ ∫∫ আরে দূর, না না... ওই যে নিচে গ্যারেজ-ঘরে যে ভদ্রমহিলা গেল বছর ভাড়া এলেন...

নিমাই ∫∫ তিনি তো বাড়িসুদ্ধ সক্কলের জেঠিমা বাবু। আমি এখন তাঁর কাছে কাজ করি-

পরাগ ∫∫ (দাঁতন চিবুতে চিবুতে) ভারি ভালো মানুষ! ওই দেখুন আপনি চলে যাচ্ছেন শুনেই দই পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর না দেবেন কেন? আমরা কদ্দিন এ-বাড়িতে আছি, অ্যাঁ?... (গজমাধবকে) আপনি হলেন গিয়ে আদ্যিকালের ভাড়াটে। প্রতিবেশী ভাড়াটে হিসেবে আমাদেব প্রত্যেকেরই একটা কর্তব্য আছে! কই রে নিমাই, দে... নিন দাদা খেয়ে ফেলুন...

নিমাই ∫∫ ও বাবু, নাগো, খাওয়া যাবে না...

পরাগ ∫∫ খাওয়া যাবে না? খুব টক?

নিমাই ∫∫ ফুটুসখানি দই, এর আর ট্যাঙা-মিঠে কি বুঝবেন বাবু?

[নিমাই দইয়ের বাটির ঢাকা খুলে দেখায়।]

পরাগ ∫∫ এতোবড় বাটিতে এইটুকুন মাল আনলি ইয়ার্কি করতে?

নিমাই ∫∫ না বাবু, টিপ দিতে!

পরাগ ∫∫ কী দিতে?

নিমাই ∫∫ বাবুর কপালে টি' দিতে। যাত্রা মঙ্গলের ফোঁটা কাটতে...

[নিমাই গজমাধবের কপালে দই-এর ফোঁটা পরাবার তোড়জোড় করছে। দ্রুতপায়ে দাদু ঢোকে। হাতে মাটির ভাঁড়ে রসগোল্লা।]

দাদু ∫∫ কাট! কাট! ফোঁটা কাট! পোজ নিয়ে বসে আছিস কেন রে ছাগল?... (গজমাধবকে) একটু হাঁ করুন তো ভাই!

গজমাধব ∫∫ হ্যাঁ?

দাদু ∫∫ করুন তো ভাই, ছেড়ে দিই...

গজমাধব ∫∫ কী ছাড়বেন?

দাদু ∫∫ দুটি রসগোল্লা ভাই-

গজমাধব ∫∫ (সলজ্জ ভঙ্গিতে) রস... ছি ছি... আবার গোল্লা কেন?

দাদু ∫∫ (রেগে) বলছি হাঁ করতে?...পরাগ। ধরো তো, চোয়াল দুটো একটু ফাঁক করে ধরো তো-

পরাগ ∫∫ দাদার আমার কিন্তু-কিন্তু ভাবটা আর গেল না! আমাদের একটা কর্তব্য নেই...

[পরাগ গজমাধবের চোয়াল দুটো ফাঁক করে ধরতেই দাদু টুপ করে রসগোল্লা গালের মধ্যে ছেড়ে দিল। গজমাধব লজ্জায় মিটি মিটি হাসতে হাসতে রসগোল্লা খাচ্ছে।]

দাদু ∫∫ (চোখের কোণে জল) খান... চলে যাচ্ছেন... একটু মিষ্টিমুখ করে যান ভাই! বটগাছের ডালে ডালে যেমন নানা পাখি বাসা বেঁধে থাকে, আমরাও সব তেমনি ছিলুম!...আজ দল ছেড়ে একটা পাখি ফুড়ুৎ... (চোখ মুছে) আর সক্কলকেই তো যেতে হবে, দু'দিন আগে আর পরে...

[ভুতু রাগে গরগর করতে করতে ঢোকে।]

ভুতু ∫∫ আর এই হয়েছে আর এক শালা করালী দত্ত! বেটাচ্ছেলে চামরস্য চামার!

পরাগ ∫∫ (দাঁতন করতে করতে) বাড়িঅলা মাত্তরই কি এই রকম চক্ষুপর্দাহীন হতে হয়, বলুন তো দাদু...

ভুতু ∫∫ তুই রাস্কেল মামলায় জিতেছিস, ডিক্রি বাগিয়েছিস, ভাড়াটে উচ্ছেদ করেছিস, কই বাত নেই... যাকে উচ্ছেদ করেছিসতিনি তো চলেই যাচ্ছেন...

পরাগ ∫∫ তবু রাস্কেল পেয়াদা পাঠিয়ে দিস কানের কাছে ওই চোতাখানা পাঠ করে শোনাতে...?

ভুতু ∫∫ রাস্কেল চলেযাচ্ছেন... তবু ওটা না শুনিয়ে ছাড়বিনে?

[কানে একটি রঙিন পালক ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি খেতে খেতে আর চাপা উল্লাসে ডগমগ করতে করতে করালী দত্ত দরজায় এসে দাঁড়ায়। পেছনে পেয়াদা।]

করালী ∫∫ না, তবু ছাড়বো না!

[সবাই ঘুরে তাকায়। করালী ও পেয়াদা ঢোকে। করালী প্রতিহিংসার হাসি হেসে আবার বলে...]

না, তবু ছাড়বো না!

দাদু ∫∫ করালী!

করালী ∫∫ মশাই! এই চোতাখানা কোর্ট থেকে বার করে আনতে লং থারটি ইয়ারস আমাকে স্ট্রাগল করতে হয়েছে! ত্রিশ বছর সময় স্বাস্থ্য টাকা কড়ি মনের আনন্দ ফুর্তি-সব ঐ আলিপুরে নিবেদন করে তবে আজ এটা পেয়েছি!... টুডে ইজ মাই রেড লেটার ডে। (গজমাধবকে দেখে) কী খাচ্ছেন, রসগোল্লা! (গজমাধব লজ্জিত হয়ে ভাঁড় সরাতে যায়) আরে খান... খান... খেতে খেতে শুনে যান... করালী দত্ত জিতেছে! জিতেছে! জিতেছে!

[করালী আনন্দে হাত তুলে নেচে ওঠে।]

পেয়াদা ∫∫ (সাহস পেয়ে সবাইকে দেখিয়ে নাচে) জিতেছে... জিতেছে! জিতেছে... জিতেছে?

করালী ∫∫ পড়ো হে, শুনিয়ে দাও...

পেয়াদা ∫∫ (সমন পড়ে) বিবাদী পাঁচের বারো গুলু ওস্তাগর লেনের তিনতলার ভাড়াটিয়া শ্রীগজমাধব মুকুটমণি... পিতা ঈশ্বর অমুক... পেশা ঢ্যাঁড়া... বিবাদী বারংবার মহামান্য আদালতের হুকুম অমান্য করায়...

করালী ∫∫ (ঘরময় পায়চারি করে আর কানে সুড়সুড়ি খায়) করায়...?

পেয়াদা ∫∫ আরো আদেশ রহিলো যে...

করালী ∫∫ রহিলো যে?

পেয়াদা ∫∫ ভাড়াটিয়া উচ্ছেদকালে কোর্টের বেলিফ...

[পেয়াদা বুক ফুলিয়ে দুটো লাফ দেয়।]

করালী ∫∫ পেয়াদার থুতনি ধরে ব্যঙ্গে ধুম হয়) সশরীরে সবান্ধবে মদীয় বাসভবনে আগমনকরতঃ... লুচি আর পাঁঠার মাংস! গজমাধববাবু স্যার, আজ আপনার অনারে একটা ভোজের আয়োজন করেছি স্যার! (দাদু ভুতু পরাগকে) ডিনার কিন্তু সব আমার ঘরে... লুচি আর...

পেয়াদা ∫∫ পাঁঠা তো! ঠিক আছে। খাসি হলেও আপত্তি ছিল না। লুচি-মাংস...মাসি-মেসো... বহুকাল দুজনকে একসাথে দেখা হয়নি করালীবাবু...

[করালী ঘর কাঁপিয়ে হাসে।]

ভুতু ∫∫ (রাগে ফেটে পড়ে) নিমাই! হাঁ করে কি শুনছিস? টিপটা বড় করে লাগা।

[নিমাই এতক্ষণ হাঁ করে মজা দেখছিস। চমকে টিপ পরানোয় মন দেয়।]

গজমাধব ∫∫ আহা, আহা, ভুতুবাবু, উত্তেজিত হবেন না-

নিমাই ∫∫ (গজমাধবকে) বাবু বাবু, মোটে নড়াচড়া করবেন না। ঘুরে বসুন...

ভুতু ∫∫ (করালীকে) এইরকম একজন নিরীহ মানুষকে তাড়াবার জন্যে পেয়াদা ডেকে পুলিশ ডেকে আদাজল খেয়ে লেগেছেন!

করালী ∫∫ দ্যাট ইজ ডিউ টু মাই প্রিন্সিপাল্! বাড়িতে ব্যাচেলার আমি রাখবো না।

দাদু ∫∫ (গর্জে ওঠে) ব্যাচেলার!

গজমাধব ∫∫ (দাদুকে) আহা আহা...

দাদু ∫∫ (গজমাধবকে) চুপ! (করালীকে) বুড়োমানুষ...তার আবার ব্যাচেলার স্যাচেলার কি হে করালী?

করালী ∫∫ কেনব, বুড়ো বলে কি কেউ ব্যাচেলার হয় না, না কি ব্যাচেলার কখনো বুড়ো হয় না?

দাদু ∫∫ তুমি বৃদ্ধদের অপমান করছো করালী!

পেয়াদা ∫∫ আপনি কেন খামোকা গায়ে মাখছেন?

দাদু ∫∫ চোপ! মাখবে না? এখানে সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধদের পেছনে খোঁচা মারা হচ্ছে?

করালী ∫∫ যাব্বাবা, এতে, খোঁচার কি আছে...আমি শুধু বলেছি উনি ব্যাচেলার...

দাদু ∫∫ ওটা কোন পরিচয়ই নয়! অ্যান ওল্ড ম্যান ইজ অ্যান ওল্ড ম্যান...রেসপেকটে বল্ ম্যান (নিমাইকে) এই হারামজাদা!

নিমাই ∫∫ এই মরেছে, আমায় বকেন কেন? আমি কী করলাম?

দাদু ∫∫ কী করলি? লাগাতে বলা হয়েছে ফোঁটা....অমন কায়দা করে কপালে ঝুনো নারকেল আঁকতে কে বলেছে? (নিমাই জিভ কেটে মুছতে যায়) মুছতে হবে না, থাক্!

নিমাই ∫∫ (গজমাধবকে) বাবু, জেঠিমা বলে দিয়েছেন, যাত্রাকালে ডান পা আগে ফেলে রেরুতে-! (বেরুতে গিয়ে ঘুরে দাদুকে) তা উনি নড়ে গেলে আমি কি পরবো!

[নিমাই দাদুকে ভেংচি কেটে বেরিয়ে গেল।]

করালী ∫∫ যাক্গে, যুবক বয়সেও যে উনি ব্যাচেলার ছিলেন এটা মানবেন কি?

দাদু ∫∫ যৌবনে ব্যাচেলার না থাকলে বৃদ্ধ বয়সে ব্যাচেলার কি তুমি গাছ থেকে পেড়ে আনবে! হু! পরাগ ভুতু এসো, দেখি কিছু ফেলেটেলে যাচ্ছেন কি না!

[ভুতু ও পরাগ ভেতরে যায়।]

মুকুটমণি ভাই...নেমে আসুন ভাই....রান্নাঘর-টরগুলো দেখে নেবেন।

[দাদু গজমাধবকে ধরে নামায়।]

গজমাধব ∫∫ (মিষ্টি হেসে আড়ে-আড়ে করালীর দিকে চাইতে চাইতে) প্রস্তুতির শেষ নেই! বিদায়-লগ্ন আসন্ন! যাওয়া-আসা নিয়েই তো বিশ্বমায়ের নিত্য লীলাখেলা...

[শেষ রসগোল্লাটি গালে ফেলে গজমাধব দুলতে দুলতে দাদুর সঙ্গে ভেতরে যায়।]

করালী ∫∫ কী বলে গেল?

পেয়াদা ∫∫ (অন্যমনস্ক) রসগোল্লা...

করালী ∫∫ অ্যাঁ!

পেয়াদা ∫∫ (সচেতন হয়ে) আজ্ঞে লীলাখেলা!

করালী ∫∫ কতো লীলা জানো তুমি, ওগো লীলাধর! তোমার লীলা বুঝতে আমার বাবা পর্যন্ত ঘোল খেয়ে গিয়েছিল! (একটু থেমে পেয়াদার সামনে) নাইনটিন থারটি সিক্স...বগলে একটা টিনের বাক্স-ওই যে ওটা যে ওটা...ওটা নিয়ে বাছাধন এলেন? (পেয়াদাকে সামনে দাঁড় করিয়ে নিজের গলায় প্রশ্ন) নিবাস? (গজমাধবের গলায় উত্তর) কাঁকড়াপোতা! নিজের গলায় প্রশ্ন) কর্ম? (গজমাধবেরগলায় উত্তর) ধাপার মাঠে সারাদিনে কতো ময়লা-গাড়ি যায় তাই বসে বসে গোনা! (প্রশ্ন) ম্যারেড না আনম্যারে? (উত্তর) ম্যারেড! (ক্ষিপ্ত হয়ে) ম্যারেড বলে পরিচয় দিয়েছিল লোকটা প্রথম দিন! আমার স্পষ্ট মনে আছে, বাবাকে বলেছে, ফাল্গুনে বউ নিয়ে আসবো! ফাল্গুন যায়, কার্তিক আসে, কাঁকড়পোতার ঠাকরুণের আর পাত্তা নেই! (গম্ভীর গলায়) ব্যাপার কি, ও মশাই, গিন্নি কই? (গজমাধবের গলায় উত্তর) আছে! বাড়ি আছে! আনলেই হয়! (গম্ভীর গলায়) তা আনুন! (গজমাধবের গলায়) আনাবো...আনছি...(ধমকে ওঠে) ঢের আনবো-আনছি হয়েছে! ব্যাপারখানা কি খুলে বলুন তো? বিয়ে হয়নি? (গজমাধবের লগায় বোকার মত হেসে) হেঁ-হেঁ-হে...(ধমকে ওঠে) হেঁ হেঁ নয়! ম্যারেড ছাড়া এ বাড়িতে থাকা চলবে না! যদি থাকতে চান, ম্যারি করুন! (গজমাধবের গলায়) করবো...করছি....সব ঠিক হয়ে গেছে। (নিজের গলায়) কতবড় ধড়িবাজ! একবার একটা টোপরও কিনে এনে দেখালো!

[ধুলোপড়া একটা টোপর হাতে নিয়ে দুলতে দুলতে গজমাধব ঢোকে। আর সেই সঙ্গে বেজে ওঠে সানাই। করালী ও পেয়াদার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে টোপরটা রেখে গজমাধব সানাই-এর তালে দুলতে দুলতে আর আপন মনে হাসতে হাসতে ভেতরে যায়। সানাই বন্ধ হয়। পেয়াদা এতক্ষণ করালীর প্রশ্নোত্তরে বোকা হয়ে চুপসে ছিল। এবার গিয়ে টোপরটা দেখছে, ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝাড়ছে।]

বললেই বলে...ব্যস্ত কি, হবে! গেল হপ্তায়ও বলেছে হবে!

পেয়াদা ∫∫ গেল হপ্তায়!

করালী ∫∫ বোঝো! আর কি হবার বয়েস আছে, যখন ছিল তখনি বলে হলো না!

পেয়াদা ∫∫ (রসিকতা বুঝে, হেসে হেসে) দেখতে অমনি ভিজে বেড়াল। আচ্ছা, এমন একটা ত্যাঁদোড়ের বাদশাকে ওরা এত্তো বড় বড় রসগোল্লা খাওয়ালো করালীবাবু!

করালী ∫∫ আমড়াগাছি ভাই, আমড়াগাছি! রোববারে কাজকম্মো নেই,নেবার চলে যাচ্ছে, যাই, একটু আমড়াগাছি করিগে? জানে না তো, খানিক পরে ওই রসগোল্লা ওদেরই পেটে ত্রত্তো বড় বড় আমড়া হয়ে নাচানাচি করবে! এই বলে গেলাম, দেখে নিয়ো।

[করালী পেয়াদেকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পেয়াদা টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে-]

পেয়াদা ∫∫ কিচ্ছু ভাববেন না করালীবাবু, সব ঝামেলা চুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। (টাকার গরমে গলা তুলে) এই যে শুনছেন,তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন...বেলা দশটার মধ্যে...কোর্টের হুকুম!

[পেয়াদার কথা শেষ হবার আগেই দাদু, পরাগ, ভুতু, গজমাধবকে ঢুকতে দেখা যায়। দু-একটা টুকরো টাকরা জিনিস তারা ভেতর থেকে খুঁজে এনেছে। পেয়াদা ঘাবড়ে পিছনে চেয়ে দেখে করালী নেই।]

পেয়াদা ∫∫ ও করালীবাবু!

[পেয়াদা ছুটে বেরিয়ে যায়।]

দাদু ∫∫ (পেয়াদার উদ্দেশে তড়পায়) দশটা! দশটা বলতে কী বোঝায় হে! এটা কি মহাকাশ অভিযান...কাঁটায় কাঁটায় যাত্রা করতে হবে!

পরাগ ∫∫ নিন দাদা, গুনে নিন, সবসুদ্ধ মাল হয়েছে সাতটা!

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ, সাতটা।

ভুতু ∫∫ খুব সাবধানে সামলে সুমলে যাবেন দাদা!

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ।

দাদু ∫∫ গাড়িঘোড়ায় চড়ার সময় আগে মাল চড়াবেন...পরে নিজে চড়বেন, বুঝেছেন?

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ...না'লে তো খোয়া যাবে!

পরাগ ∫∫ যখন নামবেন, আগে মাল না নামিয়েনামবেন না!

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে নানানা! ছেড়ে নামি?

ভুতু ∫∫ সর্বদা লাগেজের কাছে কাছে থাকবেন....

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ...

দাদু ∫∫ মরে গেলেও এদিক-ওদিক করবেন না...

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে না...

পরাগ ∫∫ মনে রাখবেন সাতটা!

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ সাতটা!

ভুতু ∫∫ বাঙ্কের ওপর সবগুলো পরপর সাজিয়ে....

পরাগ ∫∫ আপনি তার ওপরে বসে থাকবেন....

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ...

দাদু ∫∫ ঘুম পেলে ওখানেই ঘুমোবেন, নামবেন না!

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ....

পরাগ ∫∫ কুলি নিতে হলে আগে তার নাম্বারটা টুকে নেবেন....

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ...

ভুতু ∫∫ যদি দেখেন পথের মধ্যে রাত হয়ে যাচ্ছে...

দাদু ∫∫ হল্ট! রাতের মতো ইস্তাফা! (সবাই মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে যায়) পরদিন আবার যাত্রা...

[সবাই নড়ে ওঠে।]

পরাগ ∫∫ ভুলবেন না সাতটা...

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে না সাতটা।

ভুতু ∫∫ ছাতা নিয়ে সাতটা...

গজমাধব ∫∫ বঁটি দিয়েও সাতটা!

দাদু ∫∫ কুঁজো ধরেও কিন্তু সাতটা!

গজমাধব ∫∫ আমাকে ধরেও...বোধহয় আটটা!

সকলে ∫∫ গুডবাই! গুডবাই!

দাদু ∫∫ (কেঁদে কেঁদে) শুনুন, আর কিছু জানার থাকলে বলুন...

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে না না, সবই তো বলে দিয়েছেন! একটা লোকের যেতে গেলে যা যা জানতে হয়, বাকি তো রাখেননি কিছু! তবে একটুখানি আর বাদ রাখছেন কেন শুধু?

সকলে ∫∫ শুধু...?...শুধু কী! বলুন, বলুন, লজ্জা করবেন না....

গজমাধব ∫∫ (লজ্জায় নুয়ে পড়ে) শুধু কোথায় যাবো সেটা বলুন!

সকলে ∫∫ কী বললেন!

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে কোথায় যাবো সেটা বলুন!

পরাগ ∫∫ কোথায় যাবেন মানে!

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ, যে সব নির্দেশ দিলেন...ওসব মেনেশুনে কোথায় যাবো আমি?

ভুতু ∫∫ (ঘাবড়ে) কেন? যেখানে যাচ্ছিলেন....

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে কোথায় যাচ্ছিলাম আমি?

পরাগ ∫∫ আ-আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন তা আমরা কি করে জানবো!

গজমাধব ∫∫ (বিষণ্ণ গলায়) এ ঘর ছেড়ে আমার তো যাওয়ার কোন জায়গা নেই ভাইটি!

দাদু ∫∫ (ছানাবড়া চোখে) আপনি যাবেন কখন?

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে, বেরুলেই তো হয়....আমার তো গোছগাছ হয়েই গেছে....

দাদু ∫∫ অথচ এখনো জানেন না, ঘর ছেড়ে কোথায় গিয়ে উঠবেন! ওফ্!

[দাদু ধপ্ করে বসে পড়ে।]

ভুতু ও পরাগ ∫∫ দাদু...দাদু...কী হলো...

দাদু ∫∫ মাথার মধ্যে টিপটিপ করছে! কথা বোলো না! চোপ!

[দাদু গুম হয়ে বসেই থাকে।]

গজমাধব ∫∫ হে হে...আমার জন্য ভাবছেন কেন....(দাদুর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে) কেন ভাবছেন আমার জন্যে! আর কোনো উপয়া না হলে, আপনাদের ঘর তো আছেই....

পরাগ ∫∫ (ঘাবড়ে) তা-তার মানে....

গজমাধব ∫∫ হাতকয় জায়গা ছেড়ে দেবেন ভাইটি...এগুলো সব আপনার ঘরে রেখে, আমি নিজে না হয় ভুতুভাইটির ঘরে থাকবো!

ভুতু ∫∫ ইয়ার্কি!

পরাগ ∫∫ এখনো কোনো বাসাটাসা ঠিক করেননি!

গজমাধব ∫∫ সিক্সটি সেভেনে একটা দালালকে টাকা দিয়েছিলুম...সে তো আর ফিরে আসেনি রে ভাইটি!

পরাগ ∫∫ দালাল না হোক নিজেও তো দেখেশুনে নিতে পারতেন!

গজমাধব ∫∫ কি করে নোবরে ভাইটি? ঘর ঠিক করতে ঘোরাঘুরি করতে হয়, ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে হয়! কখন বেরুবো! একা মানুষ....বেরুলেই তো গাপ! করালীবাবু গাপ করে পজেশান নিয়ে নেবে....হে....হে....হে....

পরাগ ∫∫ কাঁকড়াপোতা! কাঁকড়াপোতায় যান না! আপনার দেশ...

গজমাধব ∫∫ ঘুঘু ফণিমনসার জঙ্গল...তার ভেতর ঘুঘু চরছে রে ভাইটি!

পরাগ ∫∫ (আতংকে) মশাই! আপনার কোন কিছুর ঠিক নেই....অথচ বেরুনোর জন্য পা বাড়িয়ে! আপনি তো আচ্ছা নিশ্চিন্ত লোক!

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে না না না। ভেতরে ভেতরে চিন্তা তো ছিলই। তবে আপনাদের সহৃদয় আন্তরিক ব্যবহার দেখে ভাবছি, কেন এতো ভাবছি আমি! এমন করে যারা আমার বিছানা বেঁধে দিতে পারে, তারা কি আর একটু স্থান না দিতে পারে! হে হে হে...

ভুতু ∫∫ বিছানা বেঁধে দিলাম বলে পেতে দিতে হেবে!

পরাগ ∫∫ ওটা ভদ্রতা

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে না না না। আমি ধরে ফেলেছি, আন্তরিকতা! সহৃদয়তা! (দাদুকে) কি করবেন এখন আমায় নিয়ে? কোথায় রাখবেন আমায়? কি হলো...বসে থাকলে চলবে না ভাইটি!

ভুত ও পরাগ ∫∫ অ্যাঁ!

গজমাধব ∫∫ হ্যাঁ, দশটা বাজে....আর তো করালীবাবু আমায় দেরি করতে দেবে না! ভুতুবাবু...পাগবাবু...যা হোক একটা ঠাঁহ-ঠুঁই ভজিয়ে দিন ভাই...আমার যে আর সময় নেইকো...

দাদু ∫∫ (চটকা ভেঙে হঠাৎ লাফিয়ে) হাঁ করে দাঁড়িয়ে ভাবছো কি? করালী দত্ত এসে আমাদের বক দেখাবে, সেটা ভালো হবে! পালাও...

[দাদু ছুটে বেরিয়েগেল। পরাগও যাচ্ছে। গজমাধব তার পথ আটকে দাঁড়াল।]

গজমাধব ∫∫ পরাগবাবু!

পরাগ ∫∫ দূর মশাই! এতটুকু ঘর নিয়ে থাকি, তার মধ্যে আপনাকে কোথায় রাখবো...অ্যাঁ!

[পরাগ গজমাধবকে কাটিয়ে চলে গেল। বিষণ্ণ গজমাধব ঘুরে দেখল ভুতু দাঁড়িয়ে। গজমাধব দুলে দুলে তার দিকে এগোচ্ছে। সে-ই শেষ ভরসা! ভুত পিছুচ্ছে।]

গজমাধব ∫∫ ভুতুবাবু....ভাইটি, আমায় ছেড়ে যাবেন না...লক্ষ্মী দাদা আমার....একটা কিছু ঠিক করে দিন ভাইটি....

[গজমাধব ভুতুকে ধরে।]

ভুতু ∫∫ জামা ছাড়ুন....! লাস্ট মোমেন্টে এখন আমরা কি ঠিক করবো, অ্যাঁ?

গজমাধব ∫∫ ঠিক আছে, ভাবুন...ভেবে খবর দিন...আমি ততক্ষণে নানাভাবে খানিকটা সময় কিল করি...

ভুতু ∫∫ করুন! করুন!

গজমাধব ∫∫ আমি কিন্তু ভরসায় রইলাম ভুতুবাবু...ভু...

[ভুতু ছুটে বেরিয়ে গেল! গজমাধব পিছু পিছু দরজা অবধি গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কে যেন আসছে! গজমাধবের চোখে বিস্ময় ঘনিয়ে এলো। দরজা ছেড়ে সরে এলো। মন্দিরা দরজায় এসে দাঁড়াল। মন্দিরার অলক্ষ্যে গজমাধব রান্নাঘরে ঢুকে গেল। মন্দিরার বয়েস বছর পঁচিশ। দেখতে শুনতে চমৎকার।]

মন্দিরা ∫∫ (ঘরটা দেখতে দেখতে) আমার ঘর...আমার ছোট্ট ঘর...আমার নিজের...আমার একা...দারুণ করে সাজাবো...

[জানালায় পরাগ ভুতু ও দাদু উঁকি দিচ্ছে। পরাগ হাঁচতেই মন্দিরা চমকে ঘুরে...]

আপনারা? ওখানে কি করছেন? কথা বলছেন না কেন?

দাদু ∫∫ তুমি কে দিদি...?

মন্দিরা ∫∫ পরিচয়টা আগে আপনারাই দেবেন...আমার ঘরে আপনারা উঁকি দিচ্ছেন কেন...

দাদু ∫∫ তোমার ঘর?

মন্দিরা ∫∫ হুঁ, আজ থেকে এটা আমারই ঘর! আমি এ ঘর ভাড়া নিয়েছি...

দাদু ∫∫ ও, তাই বলো! তুমি তবে করালী দত্তের নতুন ভাড়াটে! চলো চলো পরাগ....

[জানালা ছেড়ে দরজা দিয়ে পরাগ ভুতু ও দাদু ঢুকল।]

আমরা সব তোমার প্রতিবেশী গো...এই বাড়ির ভাড়াটে। বসো বসো...(দাদু গায়ে পড়া হয়ে মন্দিরাকে খাটে বসিয়ে নিজে পাশটিতে বসে) এই হলো আমাদের পরাগ! আর ভুতু...

ভুতু ∫∫ (দাদুকে খিঁচিয়ে) ভুতু! (মন্দিরার সামনে গিয়ে হাত জোড় করে) অমিতাভ মৈত্র! দোতলায় আছি। আবহাওয়া আপিসে কাজ করি....

মন্দিরা ∫∫ হাওয়া অফিস! আপনি সেখানে কাজ করেন! আমি জীবনে কখনো হাওয়া অফিসের কর্মী দেখিনি।

[মন্দিরা হাসে। ভুতু অপ্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে যায়।]

পরাগ ∫∫ (মন্দিরার কাছে এগিয়ে) আমি সিনিয়র রেফারি! ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান...রোভার্স ডুরান্ড...বড় বড় ম্যাচ খেলাই....

মন্দিরা ∫∫ রেফারি! তা কালো প্যান্ট সার্ট বুট কই? বাঁশি কই আপনার?

পরাগ ∫∫ (অপ্রস্তুত হয়ে) ঘরের মধ্যে বাঁশি বাজাবো নাকি?

দাদু ∫∫ আর আমি সক্কলের দাদু....(মন্দিরার গা ঘেঁষে বসে, মন্দিরা সরে) বহুকাল আগে...তোমার দিদিমাকে হারিয়েছি! (আরো গা ঘেঁষে বসে) দিদি, তোমার পরিচয়....

মন্দিরা ∫∫ (সরে বসে) মন্দিরা বসু...ছোট্ট একটা মার্চেন্ট অফিসের টেলিফোন অপারেটর।

পরাগ ∫∫ ম্যারেড?

মন্দিরা ∫∫ (অল্প বিরক্তিতে) হ্যাঁ, কেন? তা জেনে আপনার কি দরকার?

দাদু ∫∫ আহা, ম্যারেড ছাড়া তো করালী দত্ত কাউকে ঘর ভাড়া দেয় না!

মন্দিরা ∫∫ (সরে বসে) শুনেছি।সেইজন্য ভাড়া নেবার আগে আমারা বিয়েটা সেরে নিয়েছি। (হেসে) দশদিন আগে।

দাদু ∫∫ দশদিন আগে! তাই বলো! (মন্দিরার দিকে সরে বসে) তাই এখনও গা দিয়ে বিয়ে-বিয়ে গন্ধ বেরোচ্ছে...

[দাদু মন্দিরার দিকে আরো সরে। মন্দিরাও সরতে সরতে প্রায় খাট থেকে পড়ে যায়-যায় অবস্থা। দরজায় রতন এসে দাঁড়িয়েছে।]

রতন ∫∫ (ব্যাপারটা দেখে ঘাবড়ে) এই মন্টি!

দাদু ∫∫ (রতনকে দেখে নিয়ে) নাতজামাই না কি?

রতন ∫∫ অ্যাঁ!

দাদু ∫∫ ধরে ফেলেছি...ধরে ফেলেছি...আমাদের নাতজামাই গো!...বসো বসো...আমাদের কনে'র পাশে বসো জামাই...

[দাদু রতনের হাতধরে মন্দিরার পাশে টেনে এনে বসাচ্ছে।]

রতন ∫∫ আরে...আরে...কি ব্যাপার....

মন্দিরা ∫∫ (লাজুক স্বরে) দাদু, আপনি না....আপনি না...ভারি দুষ্টু....

দাদু ∫∫ বা, বা, দুটি যেন দুটি চড়ুই পাখি! ফুড়ৎ করে গুলু ওস্তাগারে উড়ে এসে বসেছে! ওয়ান ফাইন মর্নিং!

রতন ∫∫ কিন্তু এদিকের কি ব্যাপার! করালীবাবু যে বলেছিলেন দশটার আগেই ঘরদোর পরিষ্কার করে রাখবেন। ভাড়াটে ভদ্রলোক তো এখনো আছেন দেখছি! টেম্পোআলা তাড়া দিচ্ছে, তাকে ছেড়ে দিতে হবে...

দাদু ∫∫ তুমি কিছু ভেবো না...কিছু ভেবো না জামাই....সব ম্যানেজ করে দিচ্ছি....

দাদু ও পরাগ ∫∫ (ভেতরের দরজার দিকে চেয়ে) গজমাধববাবু...ও গজমাধববাবু...ও মশাই শুনছেন...ও গজুবাবু...

[রান্নাঘরের দিকে চেয়ে দাদু ও পরাগ ক্রমাগত ডাকছে। গজমাধব কিন্তু নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে উল্টোদিকের বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকে ওদেরই পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে একটা মগ। কোনদিকেই তার ভ্রূক্ষেপ নেই।]

গজমাধব ∫∫ (হঠাৎ মগটা তুলে) কী সর্বনাশ!....এটা ফেলে যাচ্ছিলাম!....দেখি কী, রান্নাঘরের তাকের ওপর ঘাপটি মেরে পড়ে আছে! আমার মগ....

[সবাই চমকে ঘোরে। দাদুর একটা হাত মন্দিরার কাধে।]

রতন ∫∫ মন্টি!

[মন্দিরা দাদুর হাতে সরিয়ে দিল।]

দাদু ∫∫ (গজমাধবকে) তাতে কি হয়েছে! একটা মগ রান্নাঘরের তাকে থাকা কিছু বিচিত্র নয়! একটা স্বাভাবিক ঘটনাকে চেহারায় হাবেভাবে পোজেপশ্চারে এমন অলৌকিক করেও তুলতে পারেন!...বেরোলেন এদিক দিয়ে...ঢুকছেন ওদিক দিয়ে....কেন কেন, এমন উল্টোপাল্টা কাণ্ড ঘটিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন কেন?

গজমাধব ∫∫ টাইম কিল করছি!

দাদু ∫∫ কী হয়েছে!

গজমাধব ∫∫ (সামলে) আজ্ঞে তিনদিকেই ছাত, তাই একটু ঘুরে এলাম!

মন্দিরা ∫∫ (হেসে ফেলে) আপনিই গজমাধববাবু...

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ...

মন্দিরা ∫∫ (হাসি চেপে গোটা গোটা করে) গজমাধববাবু, আমাদের টেম্পোআলা তাড়া দিচ্ছে....জিনিসপত্তরগুলো যদি ঘরে তুলতে শুরু করি...আপনার কি কোনো অসুবিধে হবে....

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে না না....অসুবিধে কেন হবে? তুলুন না! আমার গুলো ওধারে থাক, আপনার গুলো এধারে থাক....বিপদে পড়ে গেছেন....একটু তো মানিয়ে নিতেই হবে!

[গজমাধব মগটা পরাগের হাতে ধরিয়ে বেরিয়ে গেল।]

দাদু ∫∫ কে বিপদে পড়েছে? তুমি না ও?....পরাগ, চলো হাতে-হাতে আমরা এদের জিনিসপত্তরগুলো উঠিয়ে দিই....এসো....(রতনও ওদের সঙ্গে যাচ্ছে) না না তোমায় আসতে হবে না। তোমরা দু'টিতে এখানে বসে খুনসুটি কর। কতদিন এ ঘরে খুনসুটি হয় না-পরাগ! মগটা ফেলে দাওনা।

[মগ ফেলে পরাগ দাদুর সঙ্গে বেরিয়ে যায়।]

রতন ∫∫ (চারদিকে চেয়ে) মন্টি, কাজটা কি ভালো হলো?

মন্দিরা ∫∫ কোন্ কাজটা?

রতন ∫∫ এই যে তুমি-আমি ম্যারেড!....ফল্স দিয়ে ঢুকলে!

[গজমাধবকে উঁকি দিয়ে শুনতে দেখা গেল, মুহূর্তের জন্যে।]

মন্দিরা ∫∫ না ঢুকে কি করবো? ম্যারেড ছাড়া বাড়ি ভাড়া দেবে না! এ কী রে বাবা! যত সব উদ্ভট শর্ত!

রতন ∫∫ ধরা পড়ে যাবে মন্টি, দুচার দিন একলা থাকলেই তোমাকে ধরে ফেলবে!

মন্দিরা ∫∫ কেন একলা থাকবো? মাত্র তো দুদিন....তারপরেই তো আমরা সত্যিই রেজিস্ট্রি করে নেবো।

রতন ∫∫ (সক্ষোভে) হ্যাঁ, রেজিস্ট্রি আর হয়েছে! এ পর্যন্ত পঁচিশবার তুমি বিয়ে ডেফার করেছ মন্টি!

মন্দিরা ∫∫ আহা, সে তো আমার ঘর পছন্দ হচ্ছিল না বলে....

রতন ∫∫ এবার পছন্দ হয়েছে!

মন্দিরা ∫∫ দারুণ!

রতন ∫∫ (গম্ভীর গলায়) কোন্টা আগে মন্টি, আমি না ঘর?

মন্দিরা ∫∫ ঘর!....যে মেয়েটা ছোটবেলায় ঘর ছেড়ে অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছে...চাকরি করে দশজনের সাথে একখানা ঘর শেয়ার করে থেকেছে....তার কাছে কোন্টা আগে তুমিই বলো না?

[মন্দিরার মুখে বিষাদের ছায়া।]

রতন ∫∫ মন্টি...মন্দিরা...

মন্দিরা ∫∫ আজ প্রথম....এই প্রথম....আমি নিজের ঘরে এলাম! আমার ঘর, ছোট্ট ঘর, আমার একার! কোন শেয়ার নেই! দারুণ করে সাজাবো রতন....দারুণ করে সাজাবো....

রতন ∫∫ চলো....

[রতন ও মন্দিরা বেরিয়ে গেল। ভেতরে থেকে গজমাধব ঢুকে তাদের পথের দিকে তাকিয়ে আছে। দাদু মুনিয়া পাখির খাঁচা নিয়ে ঢুকল।]

দাদু ∫∫ (আদুরে গলায় খাঁচার পাখিদের) এই পাখিটা....ভেলভেলেটা...কোথায় এসেছো...তোমরা কোথায় এসেছো! আচ্ছ, আচ্ছা, তোমরা কোথায় থাকবে!...এই...এইখানটায় থাকো...। এইখানে এতোকাল গজমাধব শুতো.....এখন তোমরা শোবে....

[দাদু খাঁচাটা খাটে রাখতেই গজমাধবকে দেখতে পায় এবং দেখেই সত্রাসে দরজার দিকে ছোটে। গজমাধব ছুটে গিয়ে দাদুর কাছা ধরে ঘরের মাজখানে টেনে আনে।]

গজমাধব ∫∫ মাল তুলে বেড়াচ্ছেন, আমার কি ব্যবস্থা করলেন?

দাদু ∫∫ ছাড়ুন!

গজমাধব ∫∫ কী ছাড়বো?

দাদু ∫∫ আমার কাছা!

গজমাধব ∫∫ আগে আমার একটা ব্যবস্থা করে তারপর ওদের মালপত্তর তোলা উচিত ছিল!

দাদু ∫∫ (আপ্রাণ চেষ্টা করছে গজমাধবের হাত থেকে কাছা ছাড়িয়ে নিতে) আমাকে জ্ঞান দেবেন না!

গজমাধব ∫∫ আপনি যে অজ্ঞানের কাজ করছেন! ওঁরা ঘরে উঠে দরজা বন্ধকরে দেবেন! তখন আমি কোথায় যাবো!

দাদু ∫∫ তার আমি কি জানি? অ্যাদ্দিন অন্য বাসা ঠিক করতে পারেননি!

গজমাধব ∫∫ না, আমি তো ভাবতেই পারিনি ছত্রিশ বছরের এমন ভালো বাসা আমায় ছেড়ে দিতে হেব। এই বাড়ি...এই ঘর ছাড়া জীবনে কোনো দিকে তাকাইনি।কতোবার ভেবেছি, অঘ্রাণে না শ্রাবণে...এখান থেকে বেরুবো!....আমি এ ঘরে ফিক্স হয়ে গেছি!

দাদু ∫∫ কী হয়েছো!

গজমাধব ∫∫ সেঁটে গেছি! আপনিও সেঁটে যেতে পারেন!

দাদু ∫∫ নাগাড়ে ধমকাচ্ছো কেন? আত্মীয় স্বজন কে কোথায় থাকে?

গজমাধব ∫∫ কি করে বলবো, কে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে আছে?

দাদু ∫∫ কেন, হঠাৎ গা ঢাকা দিতে গেল কেন? তারা সব খুনি?

গজমাধব ∫∫ আমার ভয়ে।

দাদু ∫∫ কেন, তুমি কি সুন্দরবনের বাঘ?

গজমাধব ∫∫ আমাকে বহন করার ভয়ে। মাত্তর কটা টাকা পেনসন পাই, তার জন্যে কে আমায় ঘাড়ে নেবে....কে আমায় টানবে....

দাদু ∫∫ ও পরাগ...আমায় ধরেছে...

গজমাধব ∫∫ আমার যে কী অবস্থা....বুঝতে পারছেন না!

দাদু ∫∫ (জোরে) ও ভুতু...ছাড়ছে না...ওরে ছেড়ে দে....

গজমাধব ∫∫ এই দুর্দিনে আত্মীয় স্বজনরা কে কোথায় বেঁচে বর্তে আছে...ও দাদা, কে কার খোঁজ রাখে....সকলেরই বিপদ...ও দাদা, একটা বদ্যবস্থা করে দিন দাদা...কোথায় যাবো ও দাদা...ব্যাচেলার মানুষ কী রকম বোঝা, বোঝেন তো...ও দাদা....

[দাদু কাছা ছাড়াবার চেষ্টা করছে-গজমাধবও ছাড়বে না। করালী ঢুকতে গিয়ে থমকে।]

করালী ∫∫ এই! এই! ওকি হচ্ছে?

গজমাধব ∫∫ (দাদুর কাছাটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে) বিদায় নিচ্ছি করালীবাবু...

করালী ∫∫ একি বিদায় নেবার ছিরি মশাই? আর এক বিদায়ই বা মানুষ ক'দফা নেয়? সেই যে সকাল থেকে লেবু কচলাতে শুরু করেছেন! (দাদুর কাছা ছাড়িয়ে) আপনিই বা কী? চাইছে গুডবাই জানাতে, থির হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না?

দাদু ∫∫ (কাছা লাগাতে লাগাতে) গুডবাই-গুডবাই-অসভ্য!

[দাদু বেরিয়ে যায়।]

করালী ∫∫ ও মশাই শুনছেন, খালি খালি আর দেরি করছেন কেন? আমার নতুন ভাড়াটে এসে গেছে...হাজব্যান্ড ওয়াইফ...ওয়াইফটি লাভলি-প্যারাগন অব্ বিউটি!-এবার আপনি...

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও তৈরি...এবার জয়দুর্গা বলে....(সহসা ভীষণ জোরে) নি-মা-ই...

করালী ∫∫ নিমাই। নিমাই কে?

গজমাধব ∫∫ জেঠিমার চাকর!

করালী ∫∫ সে কি করবে?

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে ফোঁটাটা...

করালী ∫∫ ফোঁটা! (কপাল দেখিয়ে) ঐ তো ফোঁটা....

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে শুকিয়ে গেছে....কিরকম পড়ে পড়ে যাচ্ছে...আর একবার যদি....

করালী ∫∫ দই-এর ফোঁটা! আর একবার লাগাবেন! (গজমাধব ঘাড় নাড়ে) অ্যানাদার ফাইভ মিনিট্‌স! (গজমাধব ঘাড় নাড়ে) না না আর ফোঁটা না-বেশ সলিড ফোটা রয়েছে বেরিয়ে পড়ুন-যতো ভ্যানতারা! বেশ বড়সড় দেখে গাড়ি ডেকেছেন তো?

গজমাধব ∫∫ গাড়ি! কিসের গাড়ি!

করালী ∫∫ কিসের গাড়ি মানে? যাবেন কিসে?

গজমাধব ∫∫ তা তো জানিনে...

করালী ∫∫ জানেন না মানে? গাড়ি ছাড়া এসব যাবে কিসে?

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ, গাড়ি ছাড়া আর যাবে কিসে...গাড়ি ছাড়া আর আছে কি!

করালী ∫∫ সেই গাড়ি ডেকেছেন?

গজমাধব ∫∫ কোনো গাড়িই ডাকিনি!

করালী ∫∫ মশাই আমি বুঝতে পারছি না, কী চান আপনি?

গজমাধব ∫∫ যেতে চাই!

করালী ∫∫ কীসে?

গজমাধব ∫∫ গাড়িতে!

করালী ∫∫ ডেকেছেন?

গজমাধব ∫∫ না ডাকলে কি গাড়ি আসে না?

করালী ∫∫ (ফেটে পড়ে) মশাই, আপনার কি যাওয়ার ইচ্ছে আছে?

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে না! একদম নেই...বিশ্বাস করুন, আপনাদের ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে আমার একদম নেই!

করালী ∫∫ (চিৎকার করে) গজমাধববাবু!

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে আপনি ঠিক ধরেছেন! আমার যাওয়ার ইচ্ছে নেইকো মোটে!

[করালী ও গজমাধব পরস্পরের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে স্থির। মন্দিরার তানপুরা ঘাড়ে নিয়ে পরাগ ঢোকে।]

পরাগ ∫∫ (বাইরে থেকে) সরে যান...সামনে থেকে সব সরে যান। দারুণ জিনিস...একটা ঘা-ফা লাগলেই ফটাংফট..কী ব্যাপার.স্ট্যাচু হয়ে আছেন কেন সব.

করালী ∫∫ (গর্জে ওঠে) গাড়িখানাও কি আমায় যোগাড় করে দিতে হবে!

পরাগ ∫∫ অ, বুঝেছি! আচ্ছা দাঁড়ান, মন্দিরা দেবীদের গাড়িটা তো ফিরবে, আমি দাঁড় করিয়ে রাখছি।

[পরাগ দরজার দিকে ঘুরতেই দ্যাখে গজমাধব তার পথ জুড়ে করুণ মুখে দাঁড়িয়ে।]

পরাগ ∫∫ নো নো নো...অবস্ট্রাকশান করবেন না-অবস্ট্রাকশান ফাউল করবেন না...ইউ আর প্লেয়িং এ ডেঞ্জারাস গেম ক্যাপটেন!

করালী ∫∫ (ধমকে) যান যান, গাড়িটা আটকান তো! পাঁঠা খাওয়াবো.

পরাগ ∫∫ দ্যাটস লাইক এ টু স্পোর্টসম্যান!

[পরাগ চলে গেল।]

গজমাধব ∫∫ (করুণ হাসিতে) তাহলে গাড়িও হয়ে গেল...বাঁচা গেল...এবার তাহলে দুর্গা বলে ডান পা আগে বাড়িয়ে....বলছেন ফোঁটাটা ঠিক আছে, অ্যাঁ? (করালীকে বুকে জড়িয়ে) মন সরছে না যে করালীবাবু....

করালী ∫∫ মন পড়ে থাক না আমার ঘরে, দেহখানা সরান! দোহাই আপনার গজমাধববাবু, একটুখানির জন্যে আর ভদ্রমহিলার কাছে আমার কথা খেলাপ করাবে না....

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে না, যাচ্ছি।

[গজমাধব একটা পোঁটলা বগলে তুলে চিৎকার করে ওঠে।]

বোতল!

করালী ∫∫ বোতল!

গজমাধব ∫∫ আমার বোতল!

[গজমাধব মালপত্রের ভেতর তার বোতল খোঁজে।]

করালী ∫∫ বোতল ধরলেন কবে?

গজমাধব ∫∫ আমার হরলিকসের বোতল!

করালী ∫∫ আবার হরলিকস খাওয়া ধরলেন কবে?

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে না...ওর মধ্যে নারকেল তেল থাকে। দাঁড়ান তো, ওঘরটা ভালো করে খুঁজে আসি....

[গজমাধব ভেতরে ছুটতে করালী জাপটে ধরে।]

করালী ∫∫ গজমাধববাবু, গজমাধববাবু, আর দেরি করবেন না!

গজমাধব ∫∫ বোতল....আমার বোতল!

করালী ∫∫ একটুখানি নারকেল তেল...একটা বোতল...থাক্ না ওদের জন্যে। সব একেবারে ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবেন?

গজমাধব ∫∫ (নিরুপায় হয়ে) থাক্....তবে থাক্....একটি জিনিস থাক্। কিন্তু...আ-আচ্ছা করালীবাবু, এবার তবে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিই? চলি....

[গজমাধব করালীর হাত জড়িয়ে ধরে।]

করালী ∫∫ (সহসা দুঃখু হয়) চল্লেন? এই তবে শেষ দেখা? বাবার আমলের লোক আপনি...ছেড়ে চলে যাচ্ছেন শেষ পর্যন্ত...

[করালীর চোখের কোণে জল। সে ফোঁপাচ্ছে।]

গজমাধব ∫∫ তবে থাক্, গিয়ে কাজ নেই।....সত্যি আপনি কাঁদবেন, আমি চলে যাবো...না না, সে হয় না...(হতবাক করালীর চোখ মুছিয়ে) দ্যাখো, পাগল কাঁদে....যাচ্ছি না...

[গজমাধব তার বেডিং খুলতে শুরু করে। দাদু, মন্দিরা, পরাগ ও ভুতুর প্রবেশ। মন্দিরার হাতে ব্যাগ, দাদুর হাতে মানিপ্ল্যান্টের টব।]

দাদু ∫∫ (নেপথ্যে থেকে) সরে যাও...সামনে থেকে সব সরে যাও...স্পেস দাও...স্পেস দাও...

মন্দিরা ∫∫ (হেসে) দাদু না..দাদু না..এমন কাণ্ড করছেন...যেন তিনতলায় একটা আলমারি তোলা হচ্ছে!

দাদু ∫∫ আলমারি! আলমারির চেয়ে কম কি গো? (মানিপ্ল্যান্ট দুলিয়ে) এই ঢলঢল লতানো যৌবন...তিনতলা পর্যন্ত একে বাঁচিয়ে তুলে নিয়ে আসার চেয়ে অলিম্পিকের টর্চ বয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা!

পরাগ ও ভুতু ∫∫ হাঃ হাঃ!

মন্দিরা ∫∫ শুনছেন, শুনছেন সব!...ওকি, উনি আবারি প্যাকিং খুলছেন যে?

করালী ∫∫ ভদ্রতার কেঁচো খুঁড়তে চক্রান্তের ক্যাঙারু লাফিয়ে উঠেছে! গ-জ-মাধববাবু...

[মন্দিরা খাটে বসেছিল...হঠাৎ ধড়ফড় করে লাফিয়ে উঠে।]

মন্দিরা ∫∫ উঃ...আঃ....ইঃ....

সকলে ∫∫ কি হলো? কি হলো....

মন্দিরা ∫∫ কামড়ালো!

পরাগ ও ভুতু ∫∫ কে? কি....

মন্দিরা ∫∫ ছারপোকা...ছারপোকা....

পরাগ ও ভুতু ∫∫ কোথায়....কোথায়....

মন্দিরা ∫∫ কাপড়ে! কাপড়ে!

[মন্দিরা কাপড় ঝাড়ছে। ভুতু ও পরাগ এগিয়ে গিয়েছিল-কাপড়ের কথায় তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে পিছিয়ে গেল। এ ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই।]

দাদু ∫∫ (সোৎসাহে) কাপড়ে? দেখি...দেখি...

[দাদু মন্দিরার কাপড় ধরতে যেতে মন্দিরা অস্ফুট আর্তনাদ করে ভেতরে ছুটে যায়। দাদুও তাকে ধাওয়া করে বেরিয়ে যায়।]

ভুতু ∫∫ বুড়ো হয়ে মরতে গেল তবু লেডিস-সিটি খালি দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্বভাবটা আর গেল না! (গজমাধবকে) ছারপোকায় ছারপোকায় কি করে রেখেছেন ঘরটাকে?

গজমাধব ∫∫ ছারপোকা! কবে হলো? কোনদিন টের পাইনি তো! কই, বসে দেখি...

[গজমাধব খাটে বসতে যায়।]

করালী ∫∫ খবর্দার! আর ছারপোকা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে না!

ভুতু ∫∫ কি করছেন কি সেই থেকে, অ্যাঁ? সন্ধের দিকে অবস্থা খুব খারাপ হবে। গাঙ্গেয় উপকূলে জলীয় বাষ্পের নিম্নচাপ দেখা দিয়েছে....প্রবল বারিপাত আর ঘূর্ণিঝড়ের...সম্ভাবনা...বিদেশগামী জাহাজের যাত্রা স্থগিত। খবর রাখেন...

গজমাধব ∫∫ না...

ভুতু ∫∫ (ভেংচি দিয়ে) ন্যা! যেতে হয় তো যান!

[ভুত রেগে বেরিয়ে গেল। ইত্যবসরে পরাগ ঝপাঝপ গজমাধবর কাঁধে বগলে গুটিকয় পুঁটলি ধরিয়ে দিয়েছে।]

পরাগ ∫∫ আসুন।

করালী ∫∫ (দরজা দেখিয়ে) যান!

গজমাধব ∫∫ (অভিমানে ফুঁসতে ফুঁসতে) যাই....কেউ যখন বুঝলো না....কেউ যখন আমার দিকটা একবার দেখলো না...যাই...

[গজমাধব বেরিয়ে গেল।]

করালী ∫∫ (পুনরায় বিচ্ছেদব্যথায় ভেঙে পড়ে) গজমাধবাবু চলে গেলেন....ইয়ে মানে, আমায় ক্ষমা করে যান গজমাধবাবু...আপনিও চল্লেন, আমারও মামলা লড়ার ইতি....! বড্ডো ফাঁকা লাগবে-এ ঘরে ঢুকলে বুকখানা হু-হু করবে....

[এই ফাঁকে ভেতরের দরজা দিয়ে গজমাধব ঢুকেছে-অর্থাৎ ছাত ঘুরে ভেতরে এসেছে-এবং চুপি চুপি তার খাটের ওপর শুয়ে পড়েছে। করালী কাঁদতে কাঁদতে খাটে বসতে গিয়ে গজমাধবের গায়ে বসে।]

আঁ-আঁ-!

[গজমাধব হাত-পা ছড়িয়ে খাটটা আঁকড়ে ধরে মড়ার মতো শুয়ে আছে।]

পেয়াদা! পেয়াদা।

[নিমাই ঢোকে। করালী পেয়াদাকে ডাকতে ডাকতে বাইরে যায় এবং বাইরেও তার হাঁক শোনা যায়-পেয়াদা....]

নিমাই ∫∫ বাবু...বাবু কই...(গজমাধবকে দেখে) এই বেলপাতাটা রাখুন। জেঠিমা বলেছেন বিপদে পড়লে মাথায় ঠেকাবেন. দেখি টিপটা! হুঁ ঠিক আছে। আঃ জ্বলজ্বল করছে!

গজমাধব ∫∫ নিমাই, আমার যাওযার কোন জায়গা নেই রে!

নিমাই ∫∫ সে তো বুঝেছি বাবু! আমার যদি উপায় থাকতো, আমি আপনারে রেখে দিতাম.

[করালী ঢুকছে।]

দেখুন বাবু...দেখুন...কপালে যেন বিয়ে চাঁদ উঠেছে!

[করালী নিমাই-এর গালে চড় মারে. নিমাই বেরিয়ে যায়।]

গজমাধব ∫∫ বা-বা করালীবাবু,. দেখুন না কী সুন্দর গাছ! কী স-বু-জ!

করালী ∫∫ গাছ সবুজ হয় আমি জানিনে? পোলাপান পেয়েছেন নাকি?

গজমাধব ∫∫ আচ্ছা, ওটা কী যন্তর করালীবাবু! ওই কি সেই তানপুরো! সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি হয়!

করালী ∫∫ সা রে গা মা...প্যাঁদানি হয়! তাই খাবেন? সোজা আঙুলে যে কানের ময়লা বেরোয় না তা আমার জানা আছে. যান-

[করালী গজমাধবকে ধাক্কা মারে।]

গজমাধব ∫∫ (ধমকে ওঠে) দূর মশাই, যাবো কীসে! শুনলেন না জাহাজ বন্ধ!

[গজমাধব সটান খাটে শুয়ে পড়ে। মন্দিরা ঢোকে।]

মন্দিরা ∫∫ কী ব্যাপার করালীবাবু...কী হলো...

করালী ∫∫ না কিছু না। সব মাল উঠলো? (স্বগত) প্রথম দিনই ভদ্রমহিলা যদি দ্যাখেন আমি ভাড়াটে উচ্ছেদ করছি, আমার সম্পর্কে একটা ব্যাড্ ইম্প্রেশান হবে। যার জন্যে পেয়াদা পুলিশকেও এদিকে ঘেঁষতে দিচ্ছি না। লোকটা সেই সুযোগই নিচ্ছে-

মন্দিরা ∫∫ বাই দি বাই করালীবাবু! আমাদের গাড়িটা কিন্তু চলে গেল!

করালী ∫∫ চলে গেল!

মন্দিরা ∫∫ আর দাঁড়াতে চাইলো না. কিন্তু উনি অমন শুয়ে কেন? অসুখ করেছে?

করালী ∫∫ ওঁর না, আমার একটা অসুখ আছে. কাউকে যেতে দেখলেই... শত্রু-মিত্র যেই হোক...হার্টের কাছটা মুচড়ে মুচড়ে আসে...চোখ ফেটে জল বেরুবার মতো...! ঠিক আছে, ঠিক আছে...আমি আপনার ঘর পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

[করালী গজমাধবের বেডিংটা ঝপ্ করে নিজের মাথায় তোলে, তারপরেই আর্তনাদ করে বসে পড়ে।]

বালতি! বালতি!

মন্দিরা ∫∫ বালতি!

করালী ∫∫ বালতি! বালতি! ওরে বাবারে...বিছানায় মধ্যে লোহার বালতি ঢুকিয়ে রেখেছে।

[মন্দিরা খিলখিল করে হাসে। করালী চাপা গলায় বলে-]

আমায় না মেরে এখান থেকে নড়বে না! আপনি হাসছেন মন্দিরাদেবী! দেখুন, মাথায় এর মধ্যে আলু গজিয়ে উঠেছে!

গজমাধব ∫∫ পানের দোকানে বরফ আছে। লাগান গিয়ে-

করালী ∫∫ দূর মশাই! উঃ উঃ-দূর মশাই!

[করালী মাথা চেপে বেরিয়ে গেল. মন্দিরা হাসছে।]

গজমাধব ∫∫ (মন্দিরাকে) ভাড়া যে নিলেন, সব দেখেশুনে নিয়েছেন-

মন্দিরা ∫∫ (দুষ্টুমি ভরা গলায়) কী দেখে নেবো? করালীবাবুর মাথার আলু।

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে না না। বাড়িটা!! (পাকা বদমাসের মতো) নিয়ে কিন্তু ভাল করেননি!

মন্দিরা ∫∫ (চমকে) ভাল করিনি?

গজমাধব ∫∫ খুব ঠকে গেছেন!

মন্দিরা ∫∫ ঠকে গেছি!

গজমাধব ∫∫ যাননি! এ বাড়ি কেউ ভাড়া নেয়!

মন্দিরা ∫∫ নেয় না!

গজমাধব ∫∫ কতো খুঁত আছে না!

মন্দিরা ∫∫ খুঁত আছে!

গজমাধব ∫∫ আসুন দেখাচ্ছি!

[মন্দিরা ও গজমাধব ভেতরের দিকে যাচ্ছিল. যেতে গিয়েও ঘরে দাঁড়িয়ে গজমাধব বলে-]

ছত্রিশ বছর একনাগাড়ে এঘরে থাকার পর...আজ যে আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাচ্ছি...কেন যাচ্ছি?

মন্দিরা ∫∫ (সভয়ে) কেন যাচ্ছেন?

গজমাধব ∫∫ আসুন দেখাচ্ছি! (আবার দু'পা গিয়ে ঘুরে) কতো লোক তো নিত্যি দুবেলা এবাড়ি ভাড়া নিতে আসে-কেউ কেন পছন্দ করে না...?

মন্দিরা ∫∫ কেন করে না?

গজমাধব ∫∫ আসুন দেখাচ্ছি!

[গজমাধব ও মন্দিরা ভেতরে চলে যায়. রতন কাঁধে কিট ব্যাগ ও হাতে সুটকেশ নিয়ে বাইরে থেকে ঢুকল, সঙ্গে করালী।]

করালী ∫∫ গজমাধববাবু! কোথায় গেল! (চারিদিকে চেয়ে) দূর শালা, আমি বাড়ি বেচে দেবো!

রতন ∫∫ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলছি...আর ভাড়াটে রাখব না-একটাও না!

রতন ∫∫ কী বাজে বকছেন! বাড়ি বেচবেন, তবে ভাড়া আনলেন কেন? মশাই ওসব কথা মুখেও আনবেন না। আমি ঝুলে যাবো দাদা! বলুন তো চুনকাম করে দিচ্ছেন কবে!

করালী ∫∫ চুনকাম! লাইমওয়াস!

রতন ∫∫ এ আবার কি শোনাচ্ছেন মশাই! আপনি বললেন, সব ব্যবস্থা করে দেবেন-আর আসতে না আসতে হোয়াইট ওয়াস-কে লাইম ওয়াস বলতে শুরু করেছেন।

করালী ∫∫ মাপ করবেন, আমার এখন টেম্পারের ঠিক নেই!

রতন ∫∫ ঝামেলা করবেন না তো...ডিসটেম্পার করে দিচ্ছেন কিনা বলুন! আপনি মন্দিরাকে জানেন না...এ পর্যন্ত পঁচিশখানা বাড়ি ও ক্যান্সেল করেছে! ডিসটেম্পার হবে না শুনলে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে চাইবে...

করালী ∫∫ আর চাইবে কি মশাই, যে যাবার সে চলে গেছে...

রতন ∫∫ তার মানে...

করালী ∫∫ মানে আপনার মন্দিরা তো! মনে হচ্ছে গজমাধববাবুকে নিয়ে কেটে পড়েছে...

রতন ∫∫ (চমকে) সে কী! মন্টি...

[রতন বাইরের দরজায় ছোটে। ভেতর থেকে দ্রুতপায়ে মন্দিরা ঢোকে।]

মন্দিরা ∫∫ চেঁচাচ্ছো কেন?

রতন ∫∫ না মানে-আমি যে শুনলাম তুমি...

মন্দিরা ∫∫ পাগলামি করো না তো!...করালীবাবু, এসব কী শুনছি, আপনার রান্নাঘরের নাকি ধোঁয়া বেরুনোর পথ নেই!

করালী ∫∫ (চমকে) কার কাছে শুনলেন?

মন্দিরা ∫∫ কথাটা সত্যি?

করালী ∫∫ শুভ সংবাদটা কে দিলে আপনাকে?

মন্দিরা ∫∫ যেই দিক! (রতনকে) বেছে বেছে এ তুমি কি বাড়ি ঠিক করলে গো-যেখানে ধোঁয়া বেরুনোর পথই নেই...

রতন ∫∫ তা তুমি তো ধোঁয়ার পথ আছে কিনা দেখে নিতে বলোনি...

মন্দিরা ∫∫ কী? এতোবড় একটা ছেলেকে সে কথাটাও বলে দিতে হবে...

রতন ∫∫ (করুণ গলায়) ও দাদা, এসব কি! আপনি যে বললেন দেখে নেওয়ার কিছু নেই, সবই ঠিক আছে...

মন্দিরা ∫∫ হ্যাঁ, উনিও বললেন আর তুমিও তাই বিশ্বাস করলে! দু'বেলা ঘরে ধোঁয়া বেণী পাকিয়ে থাকবে...আমার মুনিয়ারা বাঁচবে, না গাছটা বাঁচবে আমার? আউটলেট যদি না থাকে, বাড়ি কিন্তু এখুনি ছাড়তে হবে. বলে দিচ্ছি হ্যাঁ!

[মন্দিরা কোমরে কাপড় জড়িয়ে গজমাধবের মালপত্রের ভেতর থেকে ঝাঁটা তুলে জানালা ঝাড়তে থাকে।]

রতন ∫∫ (করুণ গলায়) করালীদা...

করালী ∫∫ আমার জানা দরকার, কথাটা আপনার কানে কে দিলে?

রতন ∫∫ (প্রচণ্ড জোরে ধমকে ওঠে) দূর মশাই! তা জেনে কি হবে আপনার? তাড়াতাড়ি দেখান ধোঁয়া তাড়াবার কি ব্যবস্থা রেখেছেন! চলুন! দাঁড়ান! একটা সিগারেট ধরিয়ে নিই...নইলে তো টেস্ট করা যাবে না! সেই থেকে বলছি ঝুলে যাবো! এ বাড়ি ক্যান্সেল মানে বিয়ে পিছিয়ে যাওয়া...আপনি কানই দিচ্ছেন না!

করালী ∫∫ (চমকে) বিয়ে! বিয়ে না বউভাত!

রতন ∫∫ (ক্ষিপ্ত গলায়) বিয়ে! বিয়ে!

করালী ∫∫ বিয়ে মানে...কার বিয়ে?

রতন ∫∫ আমাদের! আমাদের!

করালী ∫∫ আমাদের মানে! আপনাদের তো বিয়ে হয়ে গেছে! আবার বিয়ে করবেন?

মন্দিরা ∫∫ (বিপদ বুঝে মাথায় তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে) মানে, আমাদের মেয়ের....

রতন ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ-মেয়ের বিয়ে....

করালী ∫∫ মেয়ের বিয়ে! তাই বলুন...(হঠাৎ চমকে) মেয়ে! কার মেয়ে!

রতন ও মন্দিরা ∫∫ আমাদের....আমাদের...

করালী ∫∫ আপনাদের!

রতন ও মন্দিরা ∫∫ এতবড়...এই এত্তোবড় মেয়ে!

করালী ∫∫ আপনাদের!

মন্দিরা ∫∫ বিয়ে দিতে পারছি না...

করালী ∫∫ এত্তোবড় মেয়ে, তার বিয়ে হচ্ছে না...!

মন্দিরা ∫∫ না! খুব সুন্দর দেখতে!

রতন ∫∫ না! একেবারে ওর মতো...

করালী ∫∫ (পাগলের মতো) আপনাদের মেয়ে...এই এত্তোবড় মেয়ে...বিয়ে হচ্ছে না...সুন্দর দেখতে...কী যে হচ্ছে আমি তো কিছুই বুঝছি না.

[করালী পাগলের মতো চিৎকার করে বেরিয়ে গেল।]

রতন ∫∫ শুনুন....শুনুন করালীদা...ও করালীদা...

[রতন ও মন্দিরা রান্নাঘরে ঢুকে গেল. বাইরের দরজা দিয়ে কপালে বেলপাতা ঠেকাতে ঠেকাতে গজমাধব ঢুকল. পেছন পেছন এলো পেয়াদা।]

পেয়াদা ∫∫ বা বা, ভারি ভালো কাজ করেছেন, ভারি জ্ঞানের কাজ হয়েছে এটা! (গজমাধব সত্রাসে উঠে বেলপাতাটা মাথায় ঠেকাচ্ছে) এই যে আপনি শেষ মুহূর্তে বাড়িঅলার সঙ্গে ভাড়াটের একটা কেলো বাঁধিয়ে দিলেন...এতে করে আর কারুর না হোক, আদালতের খুবই সুবিধে। দু'পক্ষই তো আবার আদালতে যাবে...(বেলপাতা সমেত গজমাধবের হাতটা নিজের মাথায় ঠেকিয়ে) আমাদেরও টু-পাইস হবে! দেখি, একটা কয়েন দিন তো...একটা পাঁচটাকার কয়েন...একটা ম্যাজিক দেখাবো! (গজমাধব একটা কয়েন দেয়) হোকাস্ ফোকাস্ গিলি গিলি...যাঃ ফুস্! (হাতের করাসাজিতে কয়েনটা দু-আঙুলের ফাঁকে ঢেকে) এই যে এটা আমি হাওয়া করে দিলুম...এরপর আর আমার দিক থেকে আপনার কোনো ভয় রইল না। যতক্ষণ খুশি থাকুন...থাকুন দাদা...(গজমাধবকে ধরে খাটে বসিয়ে) আমি কিচ্ছু বলবো না! আরে মশাই, আদালত বাড়ি ছেড়ে দিতে বললেই দিতে হবে!আদালত যদি বলে পৃথিবীর তিনভাগ জল সেঁচে ফেলে দাও...পারবেন দিতে? আরে মশাই, তিনভাগ জল সেঁচে ফেলবেনটা কোথায়, ডাঙা তো মাত্তর একভাগ....তিনভাগ একভাগে ধরবে কেন?

[পেয়াদা আঙুলের ফাঁক থেকে টাকাটা শুন্যে ছুঁড়ে লুফে নেয়।]

হোকাস্...ফোকাস্...গিলি...গিলি....

[পেয়াদা গজমাধবকে চোখ মটকে বেরিয়ে গেল। মন্দিরা ঢুকল।]

মন্দিরা ∫∫ এই যে গজমাধববাবু...

গজমাধব ∫∫ ধোঁয়াটা দেখলেন?

মন্দিরা ∫∫ হ্যাঁ দেখা হচ্ছে। বাব্বা, ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, তাই না সব জানতে পেলুম...

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ....জলের কথা শুনেছেন?

মন্দিরা ∫∫ সেকি! ওপরতলায় কল নেই!

গজমাধব ∫∫ কল আছে, জল পড়ে না!

মন্দিরা ∫∫ কেন?

গজমাধব ∫∫ পাইপ কাটা!

মন্দিরা ∫∫ পাইপ কাটা!

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ....আমার নাম করবেন না!

মন্দিরা ∫∫ ওগো শুনছো....

[করালী ঢোকে]

এই যে করালীবাবু, আপনার জল নাকি একতলায়?

করালী ∫∫ (ধনুকের মতো টান হয়ে) কে বললে?

মন্দিরা ∫∫ আপনার পাইপ কাটা?

করালী ∫∫ (নিজের পিঠে হাত দিয়ে) আমার পাইপ কাটা!

[সিগারেট টানতে টানতে রতন ঢোকে।]

মন্দিরা ∫∫ তুমি কি কিছুই দেখে নাওনি?

রতন ∫∫ কেন, ঠিকই তো আছে। সিগারেটের ধোঁয়া দিব্যি বেরিয়ে যাচ্ছে....

মন্দিরা ∫∫ থামো! জলের বিষয়ে কি জানো?

রতন ∫∫ কিছু জানি না। কেন?

মন্দিরা ∫∫ (চোখ বড় বড় করে) কিছুই জানো না....

রতন ∫∫ না মানে, স্পেশালি আলাদা করে জলের কথা আর কি জানবার আছে!

মন্দিরা ∫∫ (তাড়াতাড়ি শুধরে দেয়) বিয়ে দেবার জন্যে....

মন্দিরা ∫∫ (ভুলটা বুঝে মাথায় ঘোমটা টেনে কেঁদে ওঠে) যাচ্ছেতাই বাড়িতে এনে তুলেছে!

রতন ∫∫ কী মুশকিল, উনি তো আমায় বললেন, শুধু ঘরের লাইটটা নেই...তাও দু'চারদিনের মধ্যে কানেকশান পাওয়া যাবে. আর সব ঠিক....(করালীকে) বলেননি?

করালী ∫∫ (একচোখে গজমাধবকে দেখতে দেখতে) এইভাবে খুচ্‌খাচ্ ভাংচিগুলো কে দিচ্ছে? আড়ালে বসে আমাকে আকুপাংচার করছে কে?

রতন ∫∫ আরে দূর মশাই, আপনি সেই থেকে ওই এক কথা ধরে বসে আছেন...আচ্ছা ঝোলালেন তো!

করালী ∫∫ হ্যাঁ, আড়াই বছর আগে পাইপটা আমিই কেটে দিয়েছিলাম....ওপরের সাপ্লাই বন্ধ করে একজনকে এখান থেকে তোলার

জন্যে। কিন্তু আপনারা আজ আসছেন বলে, কাল রাত জেগে আমি সব মেরামত করে রেখেছি। বিশ্বাস না হয় দেখে যান! (রতনের হাত ধরে ভেতরে যেতে গিয়ে ঘুরে গজমাধবকে) আপনি রেডি থাকুন, পাইপটা দেখিয়ে এসেই আপনাকে নিয়ে যাবো.....

গজমাধব ∫∫ একটু তাড়াতাড়ি আসবেন...আমার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে!

করালী ∫∫ আস্ত ঘুঘু!

[রতনকে নিয়ে করালী কল দেখাতে ভেতরে চলে গেল।]

মন্দিরা ∫∫ (ঘোমটা খুলে) কোনো যদি জ্ঞান থাকে...একেবারে কি বলবো...সংসারের ফার্স্টবুকখানাও পড়েনি....কার হাতে যে পড়তে চলেছি-

গজমাধব ∫∫ হ্যাঁ.....

[কথাটা বলে গজমাধব নিজেই ঘাবড়ে যায়।]

মন্দিরা ∫∫ (সেদিকে কান না দিয়ে) অথচ বিয়ের সাধ! আশ্চর্য!

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ! (শয়তানের মতো) দরজাগুলো কী রকম ছোট..না? রতনবাবু মাথার পক্ষে-

মন্দিরা ∫∫ (সচকিত হয়ে দরজাটা ভালো করে দেখে নিয়ে) হোক্! এরপরে দরজা ছোটো বললে বেচারা হয়তো....আসলে কি জানেন, আমাদের বিয়েটা না.....হয়নি!

গজমাধব ∫∫ জানি তো! একদিন আমিও তো ওই বলেই ঢুকেছিলাম।

মন্দিরা ∫∫ আসলে আমরা দুজনেই যাকে বলে নভিস! ওতো ওইরকম মানুষ দেখছেন, আর আমি তো কোনদিন সংসারেই মানুষ হইনি। ভাগ্যিস আপনাকে পেয়েছিলাম! নইলে করালীবাবু আমাদের যা বোঝাতেন....তাই বুঝতাম!...গজমাধববাবু, একটু উঠুন তো....ঘরটা একটু সাজিয়ে ফেলবো...

[গজমাধব পা ঝুলিয়ে খাটে বসেছিল। এবার পা দু'খানা খাটের ওপর তুলে নিয়ে।!]

গজমাধব ∫∫ আঃ নামুন না একটু....গুছিয়ে নিই....

গজমাধব ∫∫ (নেমে) হ্যাঁ, হ্যাঁ। (বিষণ্ণ গলায়) আপনারই তো ঘর!

মন্দিরা ∫∫ উঁহু, এখনো অর্ধেক আপনার. বলছিলাম আপনার মালপত্তরগুলো...

গজমাধব ∫∫ (নিজের জিনিসপত্রের দিকে চেয়ে বিষণ্ণ গলায়) বড্ড নোংরা, না? এসব কি ছাতে বার করে দেবো?

মন্দিরা ∫∫ এই তো মাইন্ড করলেন! আমি কিন্তু ওভাবে কথাটা বলিনি...

গজমাধব ∫∫ না না, সত্যি কথাই তো! আচ্ছা দাঁড়ান, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি....

[গজমাধবের মনে হয় মন্দিরার মালপত্রের তুলনায় তার সবকিছু বড় কুৎসিত। সঘৃণায় সেগুলো আরো কোণে ঠেলে দিচ্ছে। মন্দিরা গানের কলি গুন্‌গুন্ করতে করতে জানালার আধখোলা পর্দাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।]

পেরেক চাই বুঝি?

মন্দিরা ∫∫ হ্যাঁ....কিন্তু সে কি আর ও এনেছে!

গজমাধব ∫∫ দেবো?

মন্দিরা ∫∫ আছে? আছে আপনার কাছে?

গজমাধব ∫∫ (তাড়াতাড়ি ছোটো একটা বাক্স খুলে কয়েকটা পেরেক বার করে মন্দিরাকে দেয়) একটু ময়লা...আর দু-একটা একটু বাঁকা....

মন্দিরা ∫∫ তা হোক্, তবু তো দিতে পারলেন! কিন্তু....

গজমাধব ∫∫ হাতুড়ি তো? এই যো!

[গজমাধব বাক্স থেকে হাতুড়ি বার করে দিচ্ছে।]

মন্দিরা ∫∫ ওঃ, আপনাকে যে কী বলে...শেষ পর্যন্ত আপনিই আমাদের সংসার গু ছিয়ে দিলেন দেখছি!

গজমাধব ∫∫ (সোৎসাহে) দিন, আমাকে দিন! আপনি পারবেন না! এঘরে পেরেক পোঁতার একটা বিশেষ প্রসেস আছে! আমি ছত্রিশ বছর ধরে আছি তো!-এইসব দেয়ালের চরিত্র সব আমার জানা! আমি পুঁতছি...আপনি ভাল করে দেখে বুঝে নিন....

[গজমাধব জানালায় যায়। জানালার যে পাশে পর্দাটা এখনো লাগানো হয়নি, সেখানটা দেখিয়ে।]

এই দেখুন, এইখানে আমার একটা পেরেক ছিল! যাবো বলে পেরেকটা আমি তুলে নিয়েছিলাম! কিন্তু গর্তটা ঠিক রয়ে গেছে! (বিষণ্ণ গলায়) গর্তটা তো আর তুলে নেওয়া যায় না! (ছিদ্রটিতে পেরেকটা বসিয়ে) আমি আপনাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে যাবো! আচ্ছা, আপনি তোপসে মাছ রান্না জানেন?

মন্দিরা ∫∫ (সকৌতুক) উঁহু!

গজমাধব ∫∫ সত্যি! সত্যি বলুন, না শিখিয়ে যাবেন না.....

গজমাধব ∫∫ না না না...আপনি শিখতে চাইছেন, না শিখিয়ে চলে যাবো! যতো সময় লাগে...না শিখিয়ে আমি যাবোই না!

মন্দিরা ∫∫ আমায় আর আপনি বলবেন না। মন্দিরা বলুন! তুমি বলুন।

গজমাধব ∫∫ আচ্ছা! আচ্ছা! তাই বলা যাবেখন। তাড়াহুড়োর কি আছে! আছি তো!

[মন্দিরা পর্দার বাকি কোণটা লাগাচ্ছে।]

গজমাধব ∫∫ (দৃষ্টি জানালার সুন্দর পর্দার ওপর পড়ে) বাঃ, কী সুন্দর! ফুল-ফুলকাটা....নরম....

[গজমাধব পর্দায় হাত বোলায়।]

মন্দিরা ∫∫ অনেক ঘুরে ঘুরে তবে এই প্রিন্টটা জোগাড় করেছি! (পর্দার গায়ে হাত বোলায়) খুব মিষ্টি না?

[গজমাধবের হাত মন্দিরার হাতে ঠেকে, গজমাধব চমকে ত্বরিতে সরে যায়।]

গজমাধব ∫∫ হুঁ! মিষ্টি!

মন্দিরা ∫∫ নেবেন এক পিস!

গজমাধব ∫∫ না না না....

মন্দিরা ∫∫ নিন না, তাতে কি! আমার বেশি আছে। আর আমি আপনার এতো জিনিস নিলাম, আপনি অন্তত একটা নিন....

গজমাধব ∫∫ না না না....ও নিয়ে আমি কি করবো!

মন্দিরা ∫∫ তবু মনে পড়বে, মন্দিরা দিয়েছিল। বাড়ি পৌঁছে কোনো ভদ্রমহিলাকে দিয়ে দেবেন....তিনি আপনার একটা বালিশ-ঢাকা কি কিছু-একটা তৈরি করে দেবেন! (গজমাধবের মুখে নীরব বিষণ্ণ হাসি ছেয়ে আসে) হারাবেন না কিন্তু-

[মন্দিরা গজমাধবের হাতে রঙিন কাপড়ের টুকরো দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে সানাই বাজতে থাকে। গজমাধব পরম আবেশে আচ্ছন্ন হয়। মন্দিরা খাটে সুন্দর চাদর বিছোচ্ছে। আপাদমস্তক ভিজে হাঁচতে হাঁচতে রতন এলো।]

রতন ∫∫ মন্টি...(হাঁচি) মন্...(হাঁচি) ইয়ে মানে পাইপ ঠিক আছে, জল পড়ছে!

মন্দিরা ∫∫ জল পড়ছে?

রতন ∫∫ এই দ্যাখো....

মন্দিরা ∫∫ আশ্চর্য, জল পড়ছে সেটা তোমায় চান করে বোঝাতে হলো?

গজমাধব ∫∫ আগুন জ্বলছে সেটা কি ঠ্যাং পুড়িয়ে জানাবেন?

রতন ∫∫ (গজমাধবের দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে মন্দিরাকে) কি করবো, করালীবাবু ভিজিয়ে দিলেন...এক ড্রাম জল ঢেলে দিয়েছে মন্টি....

মন্দিরা ∫∫ তোমার পা ছিল না, ছুটে পালাতে পারলে না? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজলে! মোছো....মোছো.....

[মন্দিরা রতনের হাতে তোয়ালে দেয়। কিট ব্যাগ থেকে জামা বার করে দেয়। রতন মাথা মুছে জামা পাল্টাচ্ছে।]

একটা কঠিন অসুখ বাঁধিয়ে বসবে!...

[করালী ঢোকে।]

এই যে করালীবাবু, আপনার দরজাটা কি একটু ছোটো?

করালী ∫∫ দরজা ছোটো?

মন্দিরা ∫∫ মানে আমাদের দরজাটা কি একটু ছোটো হয়ে গেলো!

করালী ∫∫ দরজা কি আকাশের চাঁদ, পুর্ণিমেয় বড় হবে, অমাবস্যায় ছোট হবে? (গজমাধবকে) আর এখানে বসে আমার পেছনে কাঠি করতে দেবো না! চলুন ফ্রেস গাড়ি ডাকতে পাঠাচ্ছি...ততক্ষণ নিচেয় বসে থাকবেন। চলুন-

[করালী গজমাধবের হাত ধরে টানে।]

মন্দিরা ∫∫ আরে, আরে, ওকি করছেন...

করালী ∫∫ আপনারা এসব দেখবেন না...

মন্দিরা ∫∫ টানাটানি করছেন কেন ওভাবে?

করালী ∫∫ আঃ আপনারা কেন এর মধ্যে! চলুন...অনেক ফিকির হয়েছে, এবার আর ছাড়ছিনে....

[বিমূঢ় করালী দেখে, তাকে টানতে হচ্ছে না-গজমাধব কোন্ ফাঁকে নিজের হাত ছাড়িয়ে করালীর হাত ধরে বাইরে টানছে. টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল।]

মন্দিরা ∫∫ আরো ছিঃ....ভদ্রলোককে ওইভাবে টেনে নিয়ে গেল.....

রতন ∫∫ ও ওকে টেনে নিয়ে গেল, না ওকে ও টেনে নিয়ে গেল....

মন্দিরা ∫∫ বলার কি আছে, ওরই তো দোষ!

মন্দিরা ∫∫ বাজে বোকো না-দোষগুণ জেনে বসে আছো! তুমি পুরুষ!

রতন ∫∫ দ্যাখো, তোমার এই শুভানুধ্যায়ী ভদ্রলোকটি একটি পয়লা নম্বরের লায়ার! এ পর্যন্ত যতগুলো ইনফরমেশন দিয়েছেন সবগুলো ফল্স। প্রমাণ হয়ে গেছে!

মন্দিরা ∫∫ কিন্তু উনি ভালোর জন্যেই দিয়েছিলেন।

রতন ∫∫ উঁঃ ভালোর জন্যে! ভালোর জন্যে ওইরকম আর কয়েকটা খবর দিলে আমার ডবল নিউমোনিয়া হতে দেরি লাগবে না। (হেঁচে) লোকটা আমায় মারার তাল করেছে!

মন্দিরা ∫∫ ধ্যাৎ!

রতন ∫∫ আসলে ও চায় না আমরা এখানে থাকি....ওই আমাদের বিয়ে ডেফার ক'রে দেবে....দেখো....

মন্দিরা ∫∫ হিংসুটে কোথাকার!

রতন ∫∫ তিন বছর ধরে তোমার মনের মতো ভালো বাসা খুঁজে খুঁজে...বিয়ের দিন ঝুলিয়ে...যদি বা একটা পেলুম...তা সঙ্গে পেলুম গজমাধব! আমরা আসার পরেই ওর ঘর ভেকেট করে দেওয়া উচিত ছিল।

মন্দিরা ∫∫ (মিষ্টি হাসির সঙ্গে গুন্‌গুন্ করে) আমার মনে বলে চাই চাই গো....যারে নাহি পাই গো....

[মন্দিরা রতনের কাছে আসতেই সে দুহাতে মন্দিরাকে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নেয়।]

এই...এই...কী হচ্ছে....

রতন ∫∫ বেশ করবো! সেই কখন থেকে ওয়েট করছি! লোকটা মাইরি যায় না। একটু যে আদর-টাদর করবো-

মন্দিরা ∫∫ ছাড়ো ছাড়ো....আঃ...সারা গায়ে জল লাগিয়ে দিলে!

[রতন দুহাতে মন্দিরার মুখটা কাছে টেনে নেয়।]

কী হচ্ছে, এই....কেউ যদি এসে পড়ে...!

রতন ∫∫ ট্রেসপাসারস উইল বি প্রোসিকিউটেড!

[রতনের মুখটা মন্দিরার মুখের খুব কাছে।]

মন্দিরা ∫∫ (দুষ্টুমি করে) এরকম তো কথা ছিল না! মনে রেখো এ ঘরে এখনো আর একজনের শেয়ার আছে। আমি কিন্তু ডাকবো বলে দিচ্ছি! (দুষ্টুমির গলায়) গজমাধববাবু-উ-উ-

[সহসা ওদের চমকে দিয়ে গজমাধব বাইরের দরজার পর্দা ঠেলে ঢোকে।]

গজমাধব ∫∫ এই যে!

[রতন ও মন্দিরা চমকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।]

মন্দিরা ∫∫ আ-আপনি!

গজমাধব ∫∫ এই ঢুকবো কি ঢুকবো না ভাবছি....তখনি আপনি ডাকলেন....আচ্ছা যাই....

মন্দিরা ∫∫ কেন এসেছিলেন বল্লেন না....

গজমাধব ∫∫ (ঘরের মাঝে আসে) না...ঐ করালীবাবু ট্যাক্সি ডাকতে গেলেন....তাই আমি সুট্ করে পালিয়ে এলাম....অন্য ঘরে থাকতে মন চায় না! একটু বসি ভাইটি?

মন্দিরা ∫∫ ও কি বলবে? বসুন না-

গজমাধব ∫∫ (খাটে বসে) আচ্ছা, আপনারা যা করছিলেন করুন, আমি এখানটায় একটু বসি-

মন্দিরা ∫∫ (লজ্জায় কি বলবে বুঝতে না পেরে) মোয়া খাবেন?

গজমাধব ∫∫ মোয়া!

মন্দিরা ∫∫ কাল সারারাত জেগে তৈরি করেছি। দেখুন তো কেমন হয়েছে! (ব্যাগ তুলে মধুরতম গলায় রতনকে) মোয়ার ব্যাগটা খোলো না গো....

রতন ∫∫ (ভীষণ জোরে) ফরগিভ মি!

[মন্দিরা ব্যাগ নিয়ে ছুটে ভেতরে চলে যায়।]

গজমাধব ∫∫ (গলা খাঁকারি দিয়ে) একটা উপকার করবেন ভাইটি?

গজমাধব ∫∫ (গম্ভীর) আমায় বলছেন?

গজমাধব ∫∫ আমার হয়ে খিদিরপুর ডকে শিবতোষকে একটা ফোন করে দেবেন ভাইটি?

রতন ∫∫ কে শিবতোষ?

গজমাধব ∫∫ আমার সেজোমামার মেজোশালা। আপনি ফোন করে সন্তোষকে বলবেন....

রতন ∫∫ সন্তোষ! এই না বললেন শিবতোষ?

গজমাধব ∫∫ বলেছি বুঝি। আজ্ঞে ওটা মহীতোষ হবে।

রতন ∫∫ কোন্‌টা মহীতোষ হবে? ঠিক করে বলুন...সন্তোষ, না মহীতোষ....

গজমাধব ∫∫ (একটু ভেবে) আজ্ঞে না, তার নাম ভোলা!

রতন ∫∫ ভোলা! সন্তোষ মহীতোষ কোনটাই না...তোষই না, শুধু ভোলা!

গজমাধব ∫∫ শুধু-ভোলা কিংবা শুধু প্রাণকেষ্ট!

রতন ∫∫ আমার সময় হবে না!

গজমাধব ∫∫ লক্ষ্মী দাদা আমার, ওকে ফোন করে আমার কথা বল্লে ও নিশ্চয়ই আমায় একটা জায়গা ঠিক করে দেবে-

রতন ∫∫ (ক্ষিপ্ত স্বরে) বল্লাম তো...(সামলে) ওকে কি কাজ করেন ভদ্রলোক?

গজমাধব ∫∫ নানারকম কাজকম্মো করে...

রতন ∫∫ আহা, বিশেষ কোন্ কাজটা...

গজমাধব ∫∫ বিশেষ বিশেষ কাজই করে থাকে...

রতন ∫∫ কোন্ ডিপার্টমেন্ট্...

গজমাধব ∫∫ বহুকাল কাজ করছে, সব ডিপার্টমেন্টেই এক আধবার ঘুরে এলো...

রতন ∫∫ (অধৈর্য হয়ে) আহা কোন্ পোস্টে আছে...

গজমাধব ∫∫ (যেন জরুরি কথা মনে পড়েছে) ফোনে আপনি তার পোস্টের কথাটাও একটু জেনে নেবেন তো ভাইটি...

রতন ∫∫ আরে মশাই, ফোনে তাকে ধরবো কি করে? ...দেখতে কেমন?

গজমাধব ∫∫ (একটু ভেবে) কাকে দেখতে ভাইটি? ভোলাকে না, পরিতোষকে?

রতন ∫∫ (চেঁচিয়ে) মন্টি....

গজমাধব ∫∫ লক্ষ্মী দাদা আমার....

রতন ∫∫ রোগা না ফর্সা, বেঁটে না কালো, মাথায় টাক না-

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন! অ্যাদ্দিনে টাক কি আর না পড়েছে!

রতন ∫∫ না পড়েছে আবার কি কথা! পড়েছে কিনা বলুন...

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে সে রইল খিদিরপুরে আমি রইলাম গুলু ওস্তাগারে! তার মাথার কী অবস্থা হয়ে আমি কি করে বলবো রে ভাইটি...?

রতন ∫∫ মানে! আপনি তাকে অনেকদিন দেখেননি!

গজমাধব ∫∫ অনেকদিন কেন বলছেন, কোনদিনই দেখিনি। শুনেছিলাম সে ডকে কাজ করে, দেখবো ভেবেছিলাম, কিন্তু তার পরেই তো যুদ্ধ বেঁধে গেল....সেকেন্ড ওয়ার্লড ওয়ার!...এই যে ফোনের পয়সাটা-

রতন ∫∫ মশাই, আমি কি গাছকে ফোন করব?

গজমাধব ∫∫ না না না....আমার সেজোমামার মেজোশালাকে...

রতন ∫∫ দূর মশাই, লোকটি কে?

গজমাধবা ∫∫ আমার মামার শালা!

রতন ∫∫ দূর শালা! শালাটি কে?

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে ভালো শালা....

রতন ∫∫ দূর শালা....

গজমাধব ∫∫ খুব ভালো শালা...

রতন ∫∫ দূর শালা!

গজমাধব ∫∫ মামার শালা....ভালো শালা......

রতন ∫∫ দূর শালা! দূর শালা!

[মন্দিরা দুটো ডিসে মোয়া সাজিয়ে ঢুকল।]

মন্দিরা ∫∫ কি? কি হলো....অ্যাঁ?

রতন ∫∫ (প্রায় কেঁদে) আমায় মেরে ফেললো-

মন্দিরা ∫∫ ওমা, কে!

রতন ∫∫ আমার মাথায় আইসক্রিম দাও! মেরে ফেলল...শা-লা!

মন্দিরা ∫∫ ওমা সত্যিই তো, ও গজমাধববাবু, ও অমন করছে কেন? ভালোমানুষ রেখে গেলাম, কি করেলেন আপনি...ও তো কখনো শালা বলে না, শালা-শালা করছে কেন....

গজমাধব ∫∫ তাই তো! এই তো কেমন গপ্পোগাছা করছিলেন!

রতন ∫∫ শালা!

মন্দিরা ∫∫ আঃ রতন! কী হচ্ছে...ও কী কথা! চুপ করে বসো....বসো....ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বসলে যে! ছিঃ উনি কি মনে করছেন! এদিকে তাকাও! (গজমাধবকে) আপনিও তাকান।

(রতন ও গজমাধব মুখোমুখি হয়, রতনের চোখে আগুন) ধরো...

[মন্দিরা দুজনের হাতে দুটি ডিস দেয়।]

গজমাধব ∫∫ ওনার এ অবস্থা মোয়াটা খাওয়া ভালো না! নাক্সভমিকা থারটি!

মন্দিরা ∫∫ তাই বুঝি! তবে দাও! নিন, এ দুটোও আপনি নিন-

[মন্দিরা রতনের মোয়াদুটি গজমাধবের প্লেটে দিল।]

গজমাধব ∫∫ (মোয়াতে কামড় দিয়ে) এবার আমি রান্নাটা বলি?

মন্দিরা ∫∫ তোপসে?

গজমাধব ∫∫ আগে ওল রান্নাটা বলব!...ওলগুলো ডুমো-ডুমো করে কেটে নিয়ে....আচ্ছা করে লঙ্কাবাটা মাখিয়ে...গরম তেলের কড়াইতে ছাড়লেই....যেই ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্....

রতন ∫∫ (পাগলের মতো) দূর শালা!

গজমাধব ∫∫ ভালো শালা!

রতন ∫∫ দূর শালা! দূর শালা!

মন্দিরা ∫∫ রতন!

রতন ∫∫ (মন্দিরার মুখের ওপর) দূর শালা! দূর শালা!

[অনর্গল শালা-শালা চেঁচাতে চেঁচাতে রতন বেরিয়ে গেল। গজমাধব মোয়ার ডিস হাতে অপমানিতের মতো বসে আছে।]

মন্দিরা ∫∫ ও ওইরকম। কিছু মনে করবেন না! খান আপনি....মোয়া খান।....আচ্ছা গজমাধববাবু, রাত্তিরে আপনি খাবেন কোথায়?

গজমাধব ∫∫ (বিষণ্ণ মুখে) রাত্তিরে....কেন? যেখানে যাচ্ছি সেখানেই....

মন্দিরা ∫∫ ও আগে থেকে খবর টবর দেওয়া আছে....

গজমাধব ∫∫ (বিষণ্ণ মুখে) আজ্ঞে হ্যাঁ, খবর টবর সবই দেওয়া আছে। তারা আমার জন্যে রান্নাবান্না করে....ঘরটর সাজিয়ে গুছিয়ে অপেক্ষা করবে....এইরকম কথাই আছে...

[কথার শেষে গজমাধবের মুখে নীরব হাসি ফুটে ওঠে।]

মন্দিরা ∫∫ কোথায় যাচ্ছেন, নিজের বাড়ি?

গজমাধব ∫∫ (বিষণ্ণ মুখে) আজ্ঞে হ্যাঁ!

মন্দিরা ∫∫ সত্যি নিজের বাড়ির টানই আলাদা, না?

গজমাধব ∫∫ (ছলছল চোখে) আজ্ঞে হ্যাঁ। এই যে পরের বাড়িতে...এ মোটেও ভালো লাগে না। সব সময় আইঢাই করে...ইচ্ছে করে...

মন্দিরা ∫∫ ছুটে যাই....উড়ে যাই....

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ....যাই....

[গোপন ব্যথা নীরব হাসি হয়ে গজমাধবের মুখে ছেয়ে আসে।]

মন্দিরা ∫∫ আপনি কতো সুখী। আপনজনদের কাছে ফিরছেন! আমার জানেন....কেউ নেই! মা, বাবা, ভাই, বোন...কেউ না। জ্ঞান হতে অনাথ-আশ্রমে।...সেই কবে একটা দাঙ্গা হয়েছিল...সেই দাঙ্গায় আমার ভাই-বোন, মা-বাবা...বাবা...মনেও পড়ে না, তাদের দেখেছি কিনা! বড় হয়ে অনাথ আশ্রমে শুনেছি তাদের কথা! (থেমে) আচ্ছা, সকলকে ছেড়ে একা একা এখানে থাকতে কষ্ট হতো না?

গজমাধব ∫∫ (ব্যাথাভরা গলায়) আজ্ঞে হ্যাঁ। কষ্ট...খুব কষ্ট...

[কথার শেষে গজমাধবের সেই নীরব হাসি ব্যথার মতো ঝরে পড়ে।]

মন্দিরা ∫∫ বাড়িতে কে কে আছেন?

গজমাধব ∫∫ (দুঃখে নীরবে হাসে) কে কে...ইয়ে মানে...সব...সবাই...

মন্দিরা ∫∫ বুঝেছি! আর বলতে হবে না। তিনি...মানে আপনার উনি আছেন...কেমন? (গজমাধব চুপ) দেখতে কেমন? নিশ্চয়ই আমার থেকেও সুন্দরী...

গজমাধব ∫∫ (নীরবে ঘাড় নাড়ে) না না, শুধু এই কপালটায় যখন সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে....লালপেড়ে শাড়ি পরে...প্রদীপ হাতে....যখন সামনে এসে দাঁড়ায়...

[গজমাধবের অশ্রু হাসি হয়ে যায়।]

মন্দিরা ∫∫ (একটু পরে) কী ভাবছেন? তিনি ওদিকে রেগে টং হচ্ছেন আমার ওপর? আমি আপনাকে আটকে রেখেছি বলে? বেশ করবো...আরো আটকে রাখবো!...তিনি যত খুশি রাগুন...অভিশাপ দিন....

গজমাধব ∫∫ না না না....আশীর্বাদ করবে....আশীর্বাদ করবে...

[সহস্র ইঙ্গিতে গজমাধবের হাসি বিকীর্ণ হয়ে-মন্দিরার চোখের কোল টলটল করছে। মন্দিরা গান গায়।]

মন্দিরা ∫∫ (রবীন্দ্রসংগীত) আমার জ্বলেনি আলো অন্ধকারে...

দাও না সাড়া কি তাই বারে।।

তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে কঠিন দুখে গভীর সুখে

যে জানে না পথ কাঁদাও তারে।।

চেয়ে রই রাতের আকাশ পানে

মন যে কী চায় তা মনই জানে।।

আশা জাগে কেন অকারণে আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে,

ব্যথার টানে তোমায় আনবে দ্বারে।।

[গানের সেতু বেয়ে দুটি নিঃস্ব প্রাণ মুখোমুখি হয়।]

রতনকে বিয়ে করলে কি আমি সুখী হবো...ওকে বিশ্বাস করা যায়? আমায় ঠকাবে না তো!...(গজমাধব হাসে) বলুন না!...আপনি সুখী লোক...সুখের কথা আপনিই বলতে পারবেন!...

[দাদু, পরাগ ও ভুতু ঢুকেছে।]

গজমাধব ∫∫ (ওদের দেখে) জল!

মন্দিরা ∫∫ (ঘুরে দেখে) বসুন দাদু! (গজমাধবকে) হ্যাঁ, জল নিয়ে আসছি....

[মন্দিরা ভেতরে যায়।]

গজমাধব ∫∫ (সভয়ে কঁকিয়ে ওঠে) নিমাই, আমার ফোঁটাটা....

পরাগ ∫∫ ফোঁটা! আপনার ফোঁটা এবার দই-এর পেছনে গঁদ সেঁটে মারতে হবে, বুঝলেন? জেঠিমা বঁটি নিয়ে আসছে!

দাদু ∫∫ (জোরে) মশাই!

গজমাধব ∫∫ আজ্ঞে আফিমটা খেয়েই যাই....

দাদু ∫∫ সুন্দরী মেয়ের হাতে মোয়া আফিম...এটা সেটা...বড্ড মিষ্টি লাগছে, না? মন্দালোকের রসগোল্লার চেয়েও?

ভুতু ∫∫ এই মরেছে! এ যে পুরো জেলাসির কেস্ মনে হচ্ছে!

দাদু ∫∫ আফিম খেয়েই যদি যাবেন, সক্কালবেলা আমার একজোড়া রসগোল্লা ওড়ালেন কেন? পেয়াদা!

ভুতু ∫∫ পেয়াদা!

[পেয়াদা ঢুকছে মৌজ করে পান ও বিড়ি খেতে।]

এই যে মশাই, কোর্ট থেকে এসেছেন কি ঘোড়ার ঘাস কাটতে! টেনে বাড়ির বাইরে বার করুন...

সকলে ∫∫ বার করুন...বার করুন...সব টেনে বার করে দাও...

পেয়াদা ∫∫ আমার পক্ষে কিছু করাটা কি উচিত হবে?

[দ্রুতপায়ে করালী ঢোকে।]

করালী ∫∫ তার মানে? তুমি সেই থেকে বসে বসে আমার টাকা খাচ্ছো! এখন বলছ উচিত হবে না...

পেয়াদা ∫∫ আজ্ঞে, এ কী কথা বলেন করালীবাবু...খেলে দু'পক্ষের খাই...না খেলে খাই না!

করালী ∫∫ তার মানে! তুমি দু'পক্ষেরই খেয়ে বসে আছো?

পেয়াদা ∫∫ খেয়েছি বলেই তো বলছি, আইন আদালত নিরপেক্ষ! আপনারা নিজেদের মধ্যে যা ফয়সালা করে নেবেন...আমার তাতেই

মত আছে। আমি নিউট্র্যাল...

[পেয়াদা দু'হাত তুলে বেরিয়ে যায়।]

করালী ∫∫ ওরে শালা! দু'পক্ষের ঘুষ লড়িয়ে তুমি শালা নিউট্র্যাল!

দাদু, ভুতু ও পরাগ ∫∫ (পেয়াদার উদ্দেশ্যে) আরে ও মশাই...শুনুন...এই যো....

[ভুতু ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে উত্তেজিত রতন ঢোকে, চিৎকার করতে করতে।]

রতন ∫∫ (দরজা থেকেই) নেই!...নেই!...নেই! (গজমাধবের সামনে এসে) শিবতোষ বলে ওখানে বলে ওখানে বলে কেউ নেই বা ছিল না....সন্তোষ একজন আছে, আর প্রেমতোষ দু'জন...তারা স্পষ্ট করে জানালে আপনার নামের কাউকে তারা কোনদিন চেনে না। (দাদু, পরাগ ও করালীকে) উনি ভাঁওতা দেবার জায়গা পাননি, ভেবেছিলেন খোঁজ না করেই ছেড়ে দেবো!...হ্যাঁ, ছিল! ছিল!...ভোলা বলে একটা লোক ছিল...কিন্তু সে মারা গেছে বহুদিন....সেই যুদ্ধের সময়!

গজমাধব ∫∫ অ্যাঁ! ভোলা মারা গেছে! (মড়িকান্না কেঁদে ওঠে) ওরে ভোলারে....

রতন ∫∫ (ঘাবড়ে) হ্যাঁ, মারা গেছে...তাতে কান্নার কি হলো...মরেছে তো ভোলা...!

গজমাধব ∫∫ (কাঁদতে কাঁদতে) ঐ ভোলাই যে আমার সেজোমামার মেজোশালা! ওরে ভোলা! কোথায় গেলি তুই? গেলি যদি আমায় নিয়ে গেলি না কেনরে...

[চাদরের খুঁটে মুখ ঢেকে গজমাধব ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। সহসা এমন কান্নাকাটিতে কিছু বুঝতে না পেরে দাদু ও পরাগ কাঁদো কাঁদো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। করালী বোধবুদ্ধি হারিয়ে নির্বিকার। মন্দিরা জল নিয়ে ঢোকে।]

মন্দিরা ∫∫ (রতনকে) ছিঃ! এমনভাবে কেউ কাউকে মৃত্যুসংবাদ দেয়?

রতন ∫∫ যাব্বাবা, মৃত্যুসংবাদের কি আছে...লোকটা কে তার ঠিক নেই....! কুড়ি পঁচিশটা নাম বলেছে, এখন বলছে ভোলা! উনি কারেক্টলি বলতেও পারেন না, মৃত লোকটি সত্যিই ওঁর আত্মীয়!

মন্দিরা ∫∫ কারেক্টলি নাই বা হলো! সে যে ওঁর আত্মীয় নয়, তুমিই কি তা জোর করে বলতে পারো...

গজমাধব ∫∫ (মুখ ঢেকে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে) ও ভোলা...ভোলারে....

রতন ∫∫ তাই বলে সন্দেহবশে কাঁদবেন!

মন্দিরা ∫∫ ও, তুমি বুঝি নিশ্চিত না হয়ে কখনো কাঁদো না? নিন গজমাধববাবু, জলটুকু খান...

[চাদরে মুখঢাকা গজমাধব গেলাসের জন্যে অন্যদিকে হাত বাড়ায়...মন্দিরা হাতটা টেনে জলের গেলাস ধরিয়ে দেয়।]

রতন ∫∫ বেশ বেশ! তা বলে মামার শালা মারা গেলে কেউ এমন করে কাঁদে না! (দাদু ও পরাগকে) কাঁদে?

[বিমূঢ় রতন দেখে দাদু পরাগও চোখের কোল মুছছে সমবেদনায়-]

ধ্যাৎ-

মন্দিরা ∫∫ হ্যাঁ, অনেক লোক আছে....যারা অত্যন্ত কাছের লোক চলে গেলেও দু'ফোঁটা জল ফেলে না...ফেলবে না!

রতন ∫∫ ওঃ মন্দিরা! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে লোক মারা গেছে, আজকে কেউ তার জন্যে শোক করে!

মন্দিরা ∫∫ যবেই মারা যাক্...সংবাদটা যখন উনি পেলেন তখনি তো শোক করবেন, নাকি! (গজমাধবকে) উঠুন...ভেতরে চলুন...ওভাবে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে নেই...কেঁদে আর কি করবেন...মানুষ তো কেউ চিরকাল থাকে না....

[শোকাভিভূত গজমাধবের হাত ধরে মন্দিরা তাকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে।]

রতন ∫∫ ভেতরে যাবেন মানে।...আমি ওনার জন্যে গাড়ি ডেকে এনেছি-ওঁকে যেতে হবে। এই মন্টি -

[গজমাধব মন্দিরার সঙ্গে ভেতরে যাচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে ঘুরে রতনের মুখের ওপর ভ্যাঁক করে কেঁদে দেয়।]

ধ্যাৎ!

[মন্দিরা ও গজমাধব ভেতরে যায়। রতন দাদু ও পরাগকে বলে-]

আচ্ছা উনি যাবেন না কী!

[দেখা যায় মৃত্যুশোকে দাদু ও পরাগ অভিভূত। চোখ মুছছে।]

-ধ্যাৎ!

[রতন সবেগে বাইরে চলে যায়। করালী এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে সুড়সুড়ির পালকটা চিবুচ্ছিল। এবার সে অস্বাভাবিকভাবে হাসতে শুরু করে।]

দাদু ∫∫ করালী!

পরাগ ∫∫ করালীদা!

করালী ∫∫ ভোলা! ভোলা! হাঃ হাঃ হাঃ কে ভোলা...ভোলা কেন...ভোলা কোথায়...ভোলা খায় না মাথায় দেয়....! শালার ভোলা মরেও গেছে...আমাকে মেরেও গেছে...

[করালী কেঁদে ফেলে।]

দাদু ∫∫ এই মরেছে! ও করালী, তুমিও যে দেখছি ভোলার জন্যেই শোক করছো!

[ভুতু ঢোকে।]

ভুতু ∫∫ কী হলো!

পরাগ ∫∫ সব গুছিয়ে এনেও লোকটাকে তোলা যাচ্ছে না!

ভুতু ∫∫ ভাবছেন কেন করালীদা? আপনার হাত তো কোর্টের ডিক্রি রয়েছে।

করালী ∫∫ (ক্ষেপে) বুদ্ধু! বুদ্ধু কাঁহাকা! আমি তো মন্দিরাদেবীকে ভাড়া দিয়েছি...লিগালি ভ্যালিড টেনানসি! এখন মন্দিরাদেবী যদি গজমাধববাবুকে তাঁর ঘরে জায়গা দেন...আমি কী করবো? আইন বুঝি স!

[করালীর মাথার ঠিক নেই। কথার শেষে পরাগের গালেই ঠাঁই করে চড় মারল।]

পরাগ ∫∫ একি! চড় মারলেন কেন?

করালী ∫∫ (কেঁদে) কিছু মনে করিস না রে ভাই-আমার মাথার ঠিক নাই। ঢোকালুম হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ ...একজনের বয়েস বাইশ আর একজনের পঁচিশ...আর এখন আমাকে ত্রিশ বছের মেয়ে দেখাচ্ছে!

ভুতু ∫∫ সে কী!

করালী ∫∫ ফিক্‌টিশাস মেয়েরে ভাই....ফিক্‌টিশাস ভোলা! ...ওরাও ব্যাচেলার! বিয়ে হয়নি!

দাদু ও পরাগ ∫∫ অ্যাঁ?

ভুতু ∫∫ (মুখে আশার হাসি নিয়ে) বিয়ে হয়নি!

দাদু ∫∫ বকখালি যায় শুনেছিলাম...আজকাল পাড়ার মধ্যে ঘরভাড়াও নিচ্ছে...

করালী ∫∫ রাখতে দেবে না....কেউ আমায় প্রিন্সিপল্ মেনটেইন করতে দেবে না...

পরাগ ∫∫ (আশান্বিত ভুতুর থুতনিতে টোকা দিয়ে) তার মানে তিনতলার তিনজনই অবিবাহিত...লড়ে যাও ভুতু....

করালী ∫∫ বাবার আমল থেকে দেখে আসছি, গোটা দুচ্চার ব্যাচেলার এক জায়গায় জুটলেই, নিশ্চিত ব্যাপারও কেঁচে যায়! কে যে কার সঙ্গে ঝুলে পড়ে কিছু ঠিক থাকে না! আমি খুব আশ্চর্য হব না যদি দেখি ঐ বুড়োভাম....প্যারাগন অব বিউটির সঙ্গে মালা এক্‌সচেনজ করছে।

ভুতু ∫∫ না না, সে হয় না.... এ হতে দেওয়া যায় না...

দাদু ∫∫ (জোরে) না না! আমি থাকতে সে কিছুতেই হতে দেবো না! দেখে নিয়ো! বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে আমার একটা কর্তব্য আছে-

করালী ∫∫ সাট আপ! ডবকা মেয়েছেলে দেখলে কর্তব্য চাগিয়ে ওঠে! বেরো আমার বাড়ি থেকে-

ভুতু ∫∫ বাড়িঅলা পাগল হয়ে গেছে...

করালী ∫∫ ইয়েস! পাগল! করে দিয়েছিস তোরা! ভাড়াটেরা! আমি বাড়ি বেচে দেবো! হ্যাঁ, আজই বাড়ি বেচবো... আজই পাগলা গারদে ভর্তি হবে!

[নিমাই কলাপাতার বান্ডিল নিয়ে ঢোকে।]

নিমাই ∫∫ সে কী! আজ কোথায় যাবেন? আজ যে আমাদের নেমতন্ন করলেন... লুচি আর...

পরাগ ∫∫ পাঁঠা! ইয়েস পাঁঠা!

নিমাই ∫∫ এই তো, নেমতন্নর পাত যোগাড় করে আনলুম-

ভুতু ∫∫ ঐ যে পাতা... পাতা এসে গেছে...

নিমাই ∫∫ (হঠাৎ একটা কলাপাতা মাথায় নিয়ে নাচতে নাচতে) করালী দত্ত জিতেছে! জিতেছে... জিতেছে! জিতেছে..... জিতেছে!

[করালী বেরিয়ে গেল। ভুতু ও নিমাই তার পিছু পিছু ডাকতে ডাকতে ছুটে বেরিয়ে গেল। মন্দিরা ভেতর থেকে এলো। চেঁচামেচিতে

সে রেগে গেছে! মন্দিরা দাদু ও পরাগকে বলে-]

মন্দিরা ∫∫ শুনুন, আপনারা এখন যান। যান বলছি! আর হ্যাঁ, ভদ্রলোক একেবারে ভেঙে পড়েছেন! উনি আজ আর যাবেন না।

[রতন বাইরে থেকে ঢোকে।]

রতন ∫∫ কি পাগলামো করছো মন্দিরা, যাবেন না তো উনি থাকবেন কোথায়?

মন্দিরা ∫∫ এখানেই থাকবেন!

রতন ∫∫ আমি ওঁর জন্যে গাড়ি ডেকে এনেছি।

মন্দিরা ∫∫ ছেড়ে দাও! এই অবস্থায় একজন শোকাতর মানুষকে আমরা পথে ছেড়ে দিতে পারি না।...

রনত ∫∫ তুমি বোধহয় জানো না, আইনত উনি আর এ বাড়িতে থাকতে পারেন না। করালীবাবু উচ্ছেদ করেছেন।

মন্দিরা ∫∫ জানি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে যাকে খুশি রাখার অধিকারও আমাদের আছে।

দাদু ∫∫ এটা ভদ্রলোকের বাড়ি... এখানে ওসব বোম্বে-মার্কা মহববতি চলে না!

মন্দিরা ∫∫ সাট আপ! কি চলবে না চলবে... সেটা আমরা বুঝবো... আপনাদের কে গার্জেনি করতে ডেকেছে!

দাদু ∫∫ হ্যাঁ, গার্জেনি শুনবে কেন? সব স্বাধীনচেতা বেটো মেয়ে!

মন্দিরা ∫∫ রতন!

পরাগ ∫∫ (চেঁচিয়ে) থাকতে দেবো না... কাউকে এখানে থাকতে দেবো না! ঐ সব ভুয়ো স্বামী-স্ত্রী সেজে...

মন্দিরা ∫∫ রতন!

পরাগ ∫∫ (রতনকে) শুনুন... ও মশাই... শুনছেন, আমরা এখানে ফ্যামিলি নিয়ে থাকি না! আপনাদের এসব কাণ্ড দেখে তারাও এ ব্যাপারে উৎসাহ পাবে না! ছ্যাঃ ছ্যাঃ...

দাদু ∫∫ করালী দত্তের বাড়িতে এসব 'আমি সে ও সখা' চলবে না...

মন্দিরা ∫∫ রতন!

রতন ∫∫ ওঁরা তো ঠিকই বলেছেন...

মন্দিরা ∫∫ লজ্জা করছে না তোমার!

রতন ∫∫ ছেলেমানুষি করো না! কোনো বাড়িতেই কোনো ভদ্রলোক এইরকম কাণ্ড অ্যালাউ করবে না! বাড়িঘরে তো থাকোনি কোনোদিন...

মন্দিরা ∫∫ না থাকিনি! থাকিনি বলে এইসব প্রতিবেশীদের আমি চিনি না! এরা সাপ হয়ে কামড়ায়... ওঝা হয়ে ঝাড়তে আসে! এরা বহুরূপী! আমি রাখবো ওকে! দেখি কে আমার কি করে?

রতন ∫∫ (জোরে) কেন? কে উনি? চেনা নেই... জানা নেই... কোথাকার একটা উটকো লোক...

মন্দিরা ∫∫ উটকো আমরা সবাই! আর চেনার কথা বলছ! তুমি আমায় চেনো? তুমি জানো আমার দুঃখ ব্যথা...

রতন ∫∫ তুমি... তুমি একটা ব্রেনলেস! মানুষ হয়েছ অনাথ আশ্রমে...

মন্দিরা ∫∫ (আর্তনাদের মতো) রতন!

রতন ∫∫ ওঁকে যেতে হবে! আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে দেবো না!

[রতন ভেতরের দিকে পা বাড়ায়।]

মন্দিরা ∫∫ (তীব্রস্বরে) তুমি কে!

রতন ∫∫ (জোরে) যেই হই! তুমি এখানে ওকে নিয়ে রঙ্গ করবে, ভাবতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে!

মন্দিরা ∫∫ ইতর! অভদ্র! এত ছোটো তুমি!

রতন ∫∫ মন্টি!

দাদু ∫∫ দেখলে, দেখলে... ওই এক হারামজাদা ক'টা জীবন একসঙ্গে নষ্ট করলো! (মন্দিরাকে) তা আর কেন, এবার ঘুরে যাও... টোপর তো রয়েছে, পরে ফেল! মিলবে ভালো! তোমারও সাতকুলে কেউ নেই... ওরও কোনকুলে কেউ নেই...

মন্দিরা ∫∫ কার?

দাদু ∫∫ কার আবার? তোমার ওই পিরিতের গজুকান্তর...

মন্দিরা ∫∫ (চমকে) ওঁর কেই নেই?

পরাগ ∫∫ শুনছেন কি, এই বয়েস পর্যন্ত যার বিয়েই হয়নি... তার আবার থাকে কে...

মন্দিরা ∫∫ বিয়ে হয়নি? তাহলে ওঁর বাড়িতে কারা!

পরাগ ∫∫ বাড়ি! কার! গজমাধবের!

মন্দিরা ∫∫ বাড়ি নেই!

পরাগ ∫∫ কোনোকালে ঐ কাঁকড়াপোতা.... কাঁকড়াপোতায় না কোথায় যেন ছিল বলে শুনেছি! ...কেন, ও কি বলেছে, আছে?

মন্দিরা ∫∫ বাড়ি নেই! তবে যে বলেছিলেন.... সবাই ওঁর জন্যে পথ চেয়ে...

পরাগ ∫∫ গুল! গুল!... সব মিথ্যে কথা! (হেসে গানের সুরে) বসে আছি পথ চেয়ে... ফাগুনের গান গেছে...

রতন ∫∫ ঐ লোকটা! ডু ইউ নো হিম.. চালচুলোহীন একটা বেগার।... তোমাকে ব্রেনলেস পেয়ে বশ করেছে! দ্যাট স্কাউন্ড্রেল!

মন্দিরা ∫∫ থামো... থামো তুমি!

[মন্দিরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। সন্ধে হয়ে আসছে। ঘরের আলো কমে আসছে।]

দাদু ∫∫ (ভেতরে তাকিয়ে) ঐ যে আসছেন! বলিহারি!

পরাগ ∫∫ বলিহারি মশাই! ছ্যা ছ্যা ছ্যা...

[একটা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে গজমাধব আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে।]

গজমাধব ∫∫ চুপ করুন... দোহাই আপনাদের, চুপ করুন!

দাদু ∫∫ কেন চুপ করবো? কোথায় তোমার হোয়াইট হাউস তৈরি হয়ে আছে চাঁদু! যতো সব নকশা!

মন্দিরা ∫∫ যাও, চলে যাও... সব চলে যাও! যাও...

[দাদু ও পরাগ ছ্যা-ছ্যা করতে করতে বেরিয়ে গেল। আলো একেবারে কমে এসেছে। গজমাধব বাতি হাতে স্থির। দূরে শাঁখ বাজল। রতন একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল-তারপর নিজের কিটব্যাগটা আনতে ভেতরে চলে গেল। তার ব্যবহার দেখে মনে হবে ছাড়াছাড়ি খুব নিকটে। মন্দিরা নতমুখে বসে আছে। শোনা যাচ্ছে দূরে কোথায় সারেগামা সাধা হচ্ছে।]

গজমাধব ∫∫ আমি চলে যাচ্ছি... শুনছ... আমি চলে যাচ্ছি... (পকেট থেকে কৌটা বার করে) এই কৌটায় একটু ছাতু আছে... তোমরা বোধহয় আনতে ভুলে গেছো... (পাখির খাঁচার সামনে গিয়ে) কিন্তু এরা খাবে কি! যখন ওদের খিদে পাবে... জল মেখে খেতে দিয়ো... তোমার ঐ গাছটা... জানালায় বসিয়ে রেখো... রোদ পাবে, জল পাবে... পাতা বেরুবে... নতুন পাতা... (বাতিটা দেখিয়ে) এটা আমি দু'দিন জ্বালিয়েছিলাম... একটা রাত বোধহয় এতে কেটে যাবে তোমার... আমার এই মালপত্রগুলো... এগুলো তুমি বাইরে ফেলে দিয়ো। (গজমাধব পুঁটলি থেকে মন্দিরার দেওয়া কাপড় বার করে) এটা রাখো! এটা দিয়ে তুমি রতনবাবুকেই একটা কিছু বানিয়ো দিয়ো...

মন্দিরা ∫∫ (হিসহিসে গলায়) সব মিথ্যে কথা বলেছেন!

গজমাধব ∫∫ অস্বীকার করি না! (বাতি হাতে অন্ধকার ঘরে ঘুরছে) কেউ নেই। কিচ্ছু নেই আমার! বাড়িঘর আত্মীয় স্বজন... কেউ না! একটা জীবন... সাজানো জীবন... এ জীবনে তার মুখ দেখিনি মন্দিরা-

মন্দিরা ∫∫ মিথ্যেবাদী! চিট! আমাকে ঠকালেন কেন?

গজমাধব ∫∫ হ্যাঁ আমি মিথ্যেবাদী! আমি তোমাদের ঠকিয়েছি!

মন্দিরা ∫∫ কিন্তু কেন?

গজমাধব ∫∫ (মোমবাতিটা নিয়ে গজমাধব ধীর পায়ে মন্দিরার সামনে আসে... মুখের ওপর বাতিটা তুলে ধরে) একটু ভোগ করবো বলে!

[মন্দিরা চমকে ওঠে। বসে। গজমাধব তার পাশে বসে।]

যা আমি পাইনি... সাজানো ঘরের চেহারাটা একবার দেখব বলে! লোভীর মতো... চোরের মতো... বার বার যেতে গিয়েও ফিরে এসেছি!... ছত্রিশটা বছর... জীবনের অমূল্য সময়টা বয়ে গেছে আমার এই ঘরে!... কাঁকড়াপোতায় তোমার মতো... ঠিক তোমার মতো একজন বসে বসে অপেক্ষা করে, কী যে হলো তার... (মন্দিরার দুটো হাত করতলে তুলে নিয়ে) সংসার কাউকে দুহাত ভরে দেয়, কাউকে দেয় না! কেউ পায়, কেউ পায় না! নিতেও জানে না! আমি ঐ দলে!

[মন্দিরার হাত ছেড়ে গজমাধব বাহির-মুখো হয়।]

মন্দিরা ∫∫ কোথায় যাচ্ছেন?

গজমাধব ∫∫ তা কি জানি! তবে যেতে হবে! তোমাদের যে ক্ষতি করতে পারি না!

মন্দিরা ∫∫ কেউ যখন নেই আপনার আপনি আমার কাছে থাকুন।

[এই প্রথম কেউ গজমাধব থাকতে বলল। সে অদ্ভুত চোখে মন্দিরার দিকে ঘুরল।]

গজমাধব ∫∫ অ্যাঁ!

মন্দিরা ∫∫ (গজমাধবের হাত ধরে) কোথায় যাবেন! এ জগতে কেউ কারো না! কতো কষ্ট পাবেন... আমার কাছে থাকুন!

[চলে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে রতন কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছে। আধা-অন্ধকারে সে একপাশে থমকে দাঁড়িয়ে আছে।]

গজমাধব ∫∫ কী অধিকারে... অ্যাঁ! কী অধিকারে...

মন্দিরা ∫∫ (গজমাধবের হাত ধরে) আপনিও যা... আমিও তাই! আপনার যেমন কেউ নেই... আমারও কেউ নেই...! মা বাবা... কেউ না...কেউ না... আমি আপনাকে যেতে দেবো না...

[মন্দিরা কাঁদছে। রতন কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রাখল।]

গজমাধব ∫∫ আমি একটা নিঃস্ব লোক! বাতিল লোক! আমার জন্যে কেউ কাঁদেনি... তুমিও কেঁদোনা! (মন্দিরার হাত ছাড়িয়ে গজমাধব উঠে দাঁড়ায়) হাসো... হাসো... কিসের দুঃখু তোমার... কীসের অভাব! কেমন সুন্দর ঘর তোমার... তোমার পাখি... তোমার গাছ... তোমার তানপুরা... তানপুরাটা তোমাদের যে কোনো মুহূর্তে বেজে উঠবে। কতো সুখ তোমার... কতো সুখ! আমি কি পারি তা ভাঙতে!... হাসো... হাসো...

[গজমাধব দেখল মন্দিরা ওদিকে ফিরে কাঁদছে। এই সুযোগ। সারা ঘরে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে নীরব পায়ে দুলতে দুলতে গজমাধব বেরিয়ে গেল মন্দিরার অলক্ষ্যে। মন্দিরা ঘুরে দ্যাখে গজমাধব এবার সত্যিই চলে গেছে। বাতিটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে ছুটে যায়। আঁচল লুটোচ্ছে।]

মন্দিরা ∫∫ না-না-যাবেন না-না-

[রতন এগিয়ে গিয়ে মন্দিরার পিঠে হাত দেয়। প্রদীপ হাতে দরজার দিকে চেয়ে মন্দিরা কাঁদছে।]

যবনিকা

মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্কঃ ছয়

নিউ রয়্যাল কিসসা

চরিত্র

রাজা দ্বিতীয় হবুচন্দ্র ∫∫ মন্ত্রী দ্বিতীয় গোবুচন্দ্র ∫∫ চন্দ্রপুলি ∫∫ লোকটি বাঁকাশশী ∫∫ প্রেমশশী ∫∫ দস্যু ∫∫ চোর ∫∫ পকেটমার

নেপথ্যে: ঘোষক ও প্রথম হবুচন্দ্রের কন্ঠ।

রচনা: ১৯৯২

নিউ রয়্যাল কিসসা

পর্দা ওঠার আগে

নেপথ্যে ঘোষক কণ্ঠ ∫∫ শোনো এক রাজার কাহিনি... মজার কাহিনি... জবর মজা... নয়া তরতাজা হাতে-গরম কুড়মুড় ভাজা!...চিনি চিনি সবাই সে রাজা... যে না চেনে সে নিরেট গবেট মহাখাজা...

[চোর দস্যু ও পকেট মারের চরিত্রাভিনেতারা খোল কর্তাল বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে পর্দার সামনে দেখা দেয়।]

অভিনেতৃবৃন্দ ∫∫ (গান) ছেলে চেনে, বাপে চেনে, চেনে ঠাকুরদাদা

মুখে মুখে নিয়ে তাকে চলে কিস্‌সা ফাঁদা

গপ্পে চিনি গানে চিনি ছড়ায় কবিতায়

থিয়েটারে বারে বারে সে ঘুরে ফিরে যায়...

বলো তার নাম বলো, সে কোন্‌ রাজতন্ত্র?

দু অক্ষরে নাম তার পিঠে বহে চন্দ্র।

[অভিনেতৃবৃন্দ প্রস্থান করে।]

নেপথ্যে ঘোষক কণ্ঠ ∫∫ হবুচন্দ্র! হবুচন্দ্র! কিংবদন্তীর রাজা হবুচন্দ্র ও তস্য মন্ত্রী গোবুচন্দ্র অকালে পাগলাগারদে ভরতি হইলে পর, তাহাদের উপযুক্ত পুত্রদ্বয় যথাক্রমে দ্বিতীয় হবুচন্দ্র ও দ্বিতীয় গোবুচন্দ্র নাম ধারণ করতঃ দেশের শাসনভার অধিগ্রহণ করিল। অতঃপর...

[মহারাজ দ্বিতীয় হবুচন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি ও কনসার্ট বাজানার মধ্যে পর্দা সরে যায়। রাজসভা। চুপচাপ। টিকটিকি ডাকলেও যেন বোমা ফাটবে। সিংহাসনে মহারাজ দ্বিতীয় হবুচন্দ্র। আতসকাঁচে স্বহস্তরেখা নিরীক্ষণ করতে করতে রাজা থেকে থেকে রোমাঞ্চিত শিহরিত হচ্ছে। রাজছত্র ধরে আছে যে, সেই চন্দ্রপুলি নির্জন রাস্তার ট্র্যাফিক পুলিশের মতো ভাবলেশহীন চোখে সব দেখছে, কিন্তু কোনো ভাবান্তরে জড়িয়ে পড়ছে না। হবুচন্দ্র হাতখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উল্টিয়ে চিতিয়ে কতোভাবেই না দেখছে। করতলে চুমু খাচ্ছে। খেতে খেতে ক্রমশ আধশোয়া হ'লো, খেয়ালশূন্য হয়ে হেলে পড়ল, আরেকটু হ'লে বিশ্রীভাবে পড়েই যেত সিংহাসন থেকে, ভাগ্যিস সেই মুহূর্তে মহামন্ত্রী দ্বিতীয় গোবুচন্দ্র রাজসভায় ঢুকল।]

গোবুচন্দ্র ∫∫ (আঁতকে উঠে) গেল গেল গেল... এরেরেরে ধর ধর...

[গোবুচন্দ্র ছুটে গিয়ে ঝুলন্ত হবুচন্দ্রের পিঠে কাঁধের ঠেকা দেয়।]

হবুচন্দ্র ∫∫ (উঠে বসে) কে? গোবু নাকি? কী ব্যাপার? গোবু, তুমি ও-রকম সোফা-কাম-বেডের মতো দাঁড়িয়ে কেন?

গোবুচন্দ্র ∫∫ এক্ষুনি মারাত্মক অ্যাকসেডেন্ট হয়ে যাচ্ছিল মহারাজ! হাত-পা মাথা... একটা অঙ্গ তো যেতই!

হবুচন্দ্র ∫∫ কী সর্বনাশ! কার অ্যাকসিডেন্ট? তোমার না আমার?

গোবুচন্দ্র ∫∫ মহারাজ...

হবুচন্দ্র ∫∫ দূর! আমার হাতে পতনট তন নেই।

[হবুচন্দ্র আবার হাত দেখায় মন দেয়।]

গোবুচন্দ্র ∫∫ চন্দ্রপুলি কি ঘুমুচ্ছো?

চন্দ্রপুলি ∫∫ জেগে আছি মন্ত্রীমশাই...

গোবুচন্দ্র ∫∫ দেখতে পাচ্ছ না মহারাজ পড়ে যাচ্ছিলেন...

হবুচন্দ্র ∫∫ হ্যাঁ দেখছি তো! আস্তে আস্তে ঝুলে পড়ছেন...

গোবুচন্দ্র ∫∫ দেখছ তা ধরবে কে,... মহারাজকে টেনে ধরবে কে?

চন্দ্রপুলি ∫∫ আজ্ঞে আমি না। কাউকে পড়ে যেতে দেখলেই আমার হাত পা কি রকম অবশ হয়ে আসে। মনে হয় যেন ধরছি... কিন্তু সত্যি সত্যি ধরছিনে...

গোবুচন্দ্র ∫∫ মনে হয় ধরছি, কিন্তু ধরছিনে?

চন্দ্রপুলি ∫∫ হ্যাঁ, মনে হয় যা করার করছি, কিন্তু কিছুই করছিনে! ... এটা কেন হয় বলুনতো মন্ত্রীমশাই?

গোবুচন্দ্র ∫∫ গায়ে রস জমলে হয়! ... ছাতা ধরতে ধরতে বুড়োটা স্থানু হয়ে গেছেরে! এ মাস থেকে মাইনে কমে যাবে।

চন্দ্রপুলি ∫∫ দেড় বচ্ছর তো মাইনে বকেয়া পড়ে রয়েছে। তা সেও তো মেনে নিয়েছি-না পাই সেও ভালো, কিন্তু কমে গেলে বড্ড বুকে বাজে মন্ত্রীমশাই। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে মাইনে তো বাড়ানোই উচিত!

গোবুচন্দ্র ∫∫ আমাদের মনে হচ্ছে তোমার বেতন বাড়াচ্ছি, কিন্তু সত্যি সত্যি বেতন কমে যাচ্ছে! বুঝেছ?

চন্দ্রপুলি ∫∫ আজ্ঞে বুঝেছি! ঘুরিয়ে ছাড়লেন!

হবুচন্দ্র ∫∫ আরে গোবু, বসো বসো। অবান্তর চেঁচাও কেন? (হাতের তালু দেখিয়ে) বলতো, বলতো এটা কীসের রেখা?

গোবুচন্দ্র ∫∫ রেখাটেখা আমি চিনিনে মহারাজ! তবে ওরকম হাজার গণ্ডা আঁকিবুঁকি তো আমার হাতেও আছে।

হবুচন্দ্র ∫∫ কই দেখি... দেখি... (গোবুচন্দ্রের হাত টেনে নিয়ে দেখে) দূর! চাউমিনের মতো একগাদা জড়াপটি পাকিয়ে... দূর! (গোবুচন্দ্রের হাত ঠেলে সরিয়ে নিজের হাত দেখায়) এটা একটা দুর্লভ রেখা গোবু। দেখছ না, কিরকম শিহরণ জাগছে আমার! গোবু, পৃথিবীর মাত্তর দুচারজন ব্যাক্তির হাতেই এ রেখা এ পর্যন্ত ফুটেছে, বুঝলে! তাও বাছা বাছা লোকের হাতে... আর এ বছরে এ লাইনে কেবল আমার হাতেই পাচ্ছো-বুঝলে মন্ত্রী গোবুচন্দর....

[হবুচন্দ্র গোবুচন্দ্রের থুতনি নেড়ে দেয়।]

গোবুচন্দ্র ∫∫ আর কারো হাতে পাবো না এ রেখা? এ বছরেই না?

হবুচন্দ্র ∫∫ না! পাবে না!

গোবুচন্দ্র ∫∫ কেন, এর বিশেষত্বটা কী?

হবুচন্দ্র ∫∫ কীরে, বলব চন্দ্রপুলি!

চন্দ্রপুলি ∫∫ বলতেও পারেন প্রভু, আবার নাও পারেন।

গোবুচন্দ্র ∫∫ অ্যাই চোপ!

হবুচন্দ্র ∫∫ তবে শোন গোবু, এটা নোবেল প্রাইজের লাইন!

গোবুচন্দ্র ∫∫ (চমকে) নোবেল প্রাইজ!

হবুচন্দ্র ∫∫ হ্যাঁ নোবেল প্রাইজ!

[গোবুচন্দ্রের ফুলকো দুটো গালে হবুচন্দ্র ছোট ছোট তবলার চাটি দিতে দিতে সুর করে ছড়া গায়।]

রেখা আমার উঠল ফুটে

নোবেল প্রাইজ আয়লো ছুটে...

মেরে দিয়েছি গোবু! এ বছর কেউ আর ঠেকাতে পারবে না!

গোবুচন্দ্র ∫∫ সেই নোবেল প্রাইজের ভূত এবার আপনার ঘাড়েও চাপল মহারাজ!

হবুচন্দ্র ∫∫ ভূত কেন বলছ, এ তো অত্যন্ত জ্যান্ত বাসনা আমার! দ্যাখো আর সব খেতাব পুরস্কার-মানে দেশরত্ন দেশমুক্তো দেশচুনি দেশপান্না দেশহিরা...

চন্দ্রপুলি ∫∫ শুধু এইটাই সাগরপার থেকে আসবে বলে এ পর্যন্ত মহারাজের হাতের বাইরে রয়ে গেছে...

হবুচন্দ্র ∫∫ নোবেল না পেলে পাওয়া যে অপূর্ণ থেকে যায় গোবু... না পেয়ে নোবেল, হৃদয় হ'লো উদ্বেল...

গোবুচন্দ্র ∫∫ মহারাজ, নোবেল নিয়ে আপনিও পাগলামি শুরু করলেন।

হবুচন্দ্র ∫∫ পাগলামি! গোবু, গুরু বাঁকাশশী বাবাজির ফোরকাস্ট!

গোবুচন্দ্র ∫∫ বাঁকাশশী! সে কে!

হবুচন্দ্র ∫∫ বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ। কমপিউটার যন্ত্রে ক্যালকুলেশন করেছেন, এ মিছে হবার নয়। নোবেল আসছেই। সিওর সট! জয়গুরু! জয়গুরু! জয় বাবা বাঁকাশশী...

[হবুচন্দ্র চক্ষুমুদে গুরুর চরণ স্মরণ করে।]

গোবুচন্দ্র ∫∫ নামও শুনিনি কখনো! ব্যাঁকাশশী-না-কি কখন কোত্থেকে এলো?

চন্দ্রপুলি ∫∫ কাল মাঝরাতে। মহারাজের সঙ্গে ঝাড়া দু ঘন্টার একান্ত সাক্ষাৎকার! তারপর থেকেই নোবেল-নোবেল মহারাজও... ঘন ঘন কয়েদবেল... থুড়ি উদ্বেল...

গোবুচন্দ্র ∫∫ ওঃ কতোভাবে এই খচ্চর গুরুগুলোকে প্রাসাদ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি!... আর আমার অনুপস্থিতির সুযোগে মাঝরাতে ঢুকে পড়ে... ব্যাটা ব্যাঁকাশশীকে মেরে তাড়াতে পারোনি তোমরা?

চন্দ্রপুলি ∫∫ আজ্ঞে মনে হ'লো যেন মারছি, বেদম মারছি,-কিন্তু সত্যি সত্যি মারলাম কই...

গোবুচন্দ্র ∫∫ চোপ!

হবুচন্দ্র ∫∫ (প্রবলতর জোরে) চো-ও-প! খবর্দার গোবু! মহাযোগী বাঁকাশশীর নামে যে করবে অসম্মানসূচক উচ্চারণ... দেশ থেকে তার আশু বিতাড়ন... তার হীন মুখে ঢুকিয়ে দেব তালের আঁটি! সে মন্ত্রীই হোক, যেই হোক!

গোবুচন্দ্র ∫∫ মহারাজ এই ভক্কিবাজ যোগীপুরুষদের আজো আপনি চিনলেন না, এই বড় দুঃখু রয়ে গেল! আপনারা বাবা ভূতপূর্ব মহারাজ প্রথম হবুচন্দ্র ঘোর উন্মাদ হয়ে এই প্রাসাদেরই একটি ঘরে দড়িবাঁধা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তার মূলেও ছিল আর এক মহাযোগী... আর এই নোবেল প্রাইজ! ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতিষী ইন্দুগুপ্তের ফোরকাস্ট ছিল মহারাজ নোবেল সাহিত্য-পুরুস্কার পাবেন...

চন্দ্রপুলি ∫∫ কবে পাবো কবে পাবো করতে করতে আগের মহারাজ প্রথমে তিন হাজার তেরোখানা কলম ভোঁতা করলেন... তারপরে...

গোবুচন্দ্র ∫∫ তারপর কাছা খুলে এই রাজসভাতেই ধেই ধেই নেত্য।

চন্দ্রপুলি ∫∫ থামায় কার বাপের সাধ্য! শেষে গোরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে... (গোবুচন্দ্রকে) সেই সঙ্গে আপনার বাবাকেও...

গোবুচন্দ্র ∫∫ (কাতর গলায়) সেই সঙ্গে আমার বাবাকেও। ভূতপূর্ব মহামন্ত্রী প্রথম গোবুচন্দ্রকেও! আমার বাবা আজো পাগলাগারদে বসে...

চন্দ্রপুলি ∫∫ উনি এখন আছেন কেমন? মাথার মাঝখানটার চুল ফেলে দিয়ে একটু পাথরকুচির পাতা বাটা মাখিয়ে দেখবেন তো! আহা রাজা মন্ত্রী জোড়ায় পাগল হতে ঐ এক পিসই দেখা গেছে!

গোবুচন্দ্র ∫∫ কেন হবে না? আমার বাবার রাজানুগত্যে যে খাদ ছিল না। আপনার বাবার মাথা খারাপ হতে, আমার বাবারও হয়ে গেল। মহারাজ, সেই থেকে আমি এই মহাপুরুষগুলোকে সহ্য করতে পারিনে। জ্যোতিষী ইন্দ্রগুপ্তকে দেশ থেকে মেরে তাড়িয়েছি। মহারাজ, আমাদের পূজনীয় বাবাদের এই দশার পরেও আপনি কোথাকার বাঁকাশশীর কথায় নোবেল নিয়ে মেতে উঠলেন!

হবুচন্দ্র ∫∫ (হেসে) তোমার কি মনে হয়, আমরা আমাদের বাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চলেছি?

গোবুচন্দ্র ∫∫ সেই ভয়েই যে সব সময় কাঁটা হয়ে থাকি, সে তো আপনি জানেন প্রভু। সব সময় উত্তেজক ব্যাপারস্যাপার থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে রাখি। আমি জানি আপনার মাথা বিগড়োলে, আমিও সামলে রাখতে পারব না। আমার রাজানুগত্যও যে প্রবল প্রভু!

হবুচন্দ্র ∫∫ হাঃ হাঃ হাঃ! আশংকা অমূলক গোবু। বাবাদের মস্তিস্কের রাঁধুনি আলগা ছিল! কিন্তু আমার মধ্যে পাগলামির কোনো বীজ নেই! আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, পাইনি! চন্দ্রপুলি আমার মধ্যে পাগলামির কিছুদেখছ?

চন্দ্রপুলি ∫∫ আজ্ঞে মনে হয় যেন দেখছি, কিন্তু সত্যি দেখছিনে...

হবুচন্দ্র ∫∫ ঠিক আছে, আমরা চন্দ্রপুলির ওপর দায়িত্ব দিতে পারি। বাবার আমলের লোক! চন্দ্রপুলি, যদি কখনো দেখতে পাও আমি বা আমরা বাড়াবাড়ি করছি, মানে পাগলামির কোনো লক্ষণ ধরা পড়ে যায় তোমার চোখে, তক্ষুনি আমাদের সাবধান করে দেবে, কেমন?

চন্দ্রপুলি ∫∫ মানে অস্বভাবিক বেয়াড় কিছু চোখে কানে ধরা পড়লে, তাইতো? যে আজ্ঞে প্রভু, তাই হবে।

হবুচন্দ্র ∫∫ ব্যস আর ভয়ের কিছু নেই তো! এসো, নিশ্চিন্তে নোবেলের ব্যাপারে আলোচনা করি। বুঝলে গোবু, বাঁকাশশীর কাছ

থেকে টাইম বেঁধে নিয়েছি! তিন দিন মানে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে নোবেল আমার চাই! কথা আদায় করে তবে ছেড়েছি! ভক্কি চলবে না! হুঁ হুঁ বাবা, বাহাত্তর ঘন্টার ওপাশে যাবে না...

চন্দ্রপুলি ∫∫ তার আট ঘন্টা কেটে গেছে, প্রভু, আছে মাত্র চৌষট্টি ঘন্টা!

হবুচন্দ্র ∫∫ চৌষট্টি ঘন্টা... অতএব চৌষট্টি ঘন্টার মধেই মহারাজ দ্বিতীয় হবুচন্দ্র নোবেল পাচ্ছে...

গোবুচন্দ্র ∫∫ (ধৈর্য হারিয়ে) দূর ঘণ্টা! নাগাড়ে নোবেল নোবেল করছে! মাথার পোকা নাড়িয়ে দিলে! আরে সোজা কথাটা কেন আপনার মাথায় ঢোকে না, কে আপনাকে নোবেল দিতে যাবে? কোন দুঃখে? বিশ্বের সুমহান সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিকরা যা লাভ করে আসছেন এতোকাল, আপনি তা আশা করছেন কোন আক্কেলে! আপনি কে! ফালতু!

হবুচন্দ্র ∫∫ কাকে বললে ফালতু!

গোবুচন্দ্র ∫∫ আপনাকে, আপনাকে। না তো কী? কে আপনি? না সাহিত্যিক, না বৈজ্ঞানিক। গপ্পো কবিতা লেখা পড়ে মরুক, নিজের নাম সইটা করতেও যার ঠ্যাং কাঁপে...

চন্দ্রপুলি ∫∫ ঠ্যাং কাঁপে! নাম সই করতে! কানে বেয়াড়া ঠেকল! মন্ত্রীমশাই, কী বলছেন, সাবধানে বলুন...

গোবুচন্দ্র ∫∫ কীসের সাবধাবন! সত্যি কথাই বলব! সাহিত্যে অষ্টরম্ভা... আর বিজ্ঞান? কচু খেয়ে গাল কুটকুট করলে, কীসের কুটকুটুনি বন্ধ হয়-এটুকুও যে জানে না-জানার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না-তার বৈজ্ঞানিক চেতনাই বা কতুটুকু যে নোবেল প্রাইজ পাবে! নোবেল নিয়ে ইয়ার্কি!

চন্দ্রপুলি ∫∫ মহারাজ, মন্ত্রীমশায়ের মধ্যে পাগলামি দেখতে পাচ্ছি যেন!

গোবুচন্দ্র ∫∫ কে পাগল? আমি না উনি?

চন্দ্রপুলি ∫∫ আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেই, আমার বলা। আপনাদের রাজামন্ত্রীর পাগলামি দেখলেই-সর্তক করে দিতে হবে! নাম সই করতে ঠ্যাং কাঁপে-কথাটা মোটেই স্বাভাবিক না!

গোবুচন্দ্র ∫∫ আমাকে জ্ঞান দিতে হবে না! ওঁকে বলো! প্রচুর জুরুরি রাজকার্য পড়ে রয়েছে, বাইরে দর্শনার্থীর ভিড়, উনি এখন বাহাত্তর ঘন্টার দেয়ালা শুরু করলেন।

হবুচন্দ্র ∫∫ (মিষ্টি হেসে) যাই বল গোবু, আমি কিন্তু কখনো উত্তেজিত হই না! বাবা টেনশনে ভুগতেন, তাই আমি ঠাণ্ডা থাকি। দ্যাখো নোবেলের ব্যাপারে তুমি অ্যাবর্নমাল চেঁচামেচি অভব্য আচরণ করছ, অথচ আমি কতো শান্ত ধীর স্থির...! (চন্দ্রপুলিকে) তাই কী না চন্দ্রপুলি?

চন্দ্রপুলি ∫∫ আপনার ব্যাপারে বলার কিছু নেই।

হবুচন্দ্র ∫∫ (গোবুচন্দ্রকে) এতো উতলা হবার কী আছে প্রিয়বর? আরে দ্যাখোই না চৌষট্টি ঘন্টার মধ্যে কী হয়। আমি তো বাঁকাশশীকে বলেই দিয়েছি, ফোরকাস্ট যদি ফেল করে, গুরুটুরু মানব না-মেরে কলার কাঁদির মতো ঝুলিয়ে রাখবো বেগুন গাছে!

চন্দ্রপুলি ∫∫ (চমকে) বেগুনগাছে কলার কাঁদি! অ্যাঁ! বেগুনগাছে কলার কাঁদি!

[নেপথ্যে প্রথম হবুচন্দ্রের বিকট হাসি!]

হবুচন্দ্র ∫∫ কে! হাসল কে? বাবা না?

চন্দ্রপুলি ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার পিতৃদেব... ভূতপূর্ব মহারাজ প্রথম হবুচন্দ্র!

হবুচন্দ্র ∫∫ উঃ গলায় জোর বটে! দোতলায় বসে প্রাসাদ ফাটিয়ে দিচ্ছেন! কেন, আজ অসময়ে হাসেন কেন?

গোবুচন্দ্র ∫∫ আজ্ঞে পাগলামির তো সময় অসময় বলে কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, গলাটা যেন আজ ভয়াল লাগছে!

হবুচন্দ্র ∫∫ তাইতো! বোধহয় আনন্দে!

গোবুচন্দ্র ∫∫ মহারাজ, আপনি খেয়াল করেছেন কিনা জানিনা, আমি দেখেছি যখনি আমরা দুজনে রাজসভায় বসি, আপনার বাবার সাড়া পাওয়া যায় বেশি! কি রকম আমাদের যেন কাছে ডাকেন। আয় আয় হবু গোবু তোরা আমার কাছে আয়। আর দেরি না করে আয় ধেয়ে আয়। আমার বুক ধড়ফড় করে মহারাজ। পাগলামিতে আমার যেমন ভয়, তেমন ঘেন্না।

হবুচন্দ্র ∫∫ তাহলে বলছ, নোবেল নিয়ে ভাববো না এখন!
গোবুচন্দ্র ∫∫ কক্ষনো না। একেবারে না। মহারাজ বাঁকাশশী লোকটা জানে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যেই আমাদের মাথার যা গণ্ডগোল হবার হয়ে যাবে। কাজেই তার ফোরকাস্ট না খাটলেও তাতে কিছু আসে যায় না। তখন তাঁকে শাস্তি দেওয়ার কোনো কথাই মনে থাকবে না আমাদের... মহারাজ, পায়ে পড়ি আপনার, নোবেল ছেড়ে মনটা অন্য দিকে ঘোরান!

হবুচন্দ্র ∫∫ বেশ! তুমি মহামন্ত্রী! তোমার পরামর্শ মতোই চলতে হবে! কিন্তু গোবু, বার বার রেখার দিকে চোখ চলে যাচ্ছে যে!

গোবুচন্দ্র ∫∫ (বিরক্ত হয়ে) দূর ছাতা! কী যে কাকের ঠ্যাঙের আঁচড় জুটিয়েছেন হাতে! আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিন ফালতু রেখা!

হবুচন্দ্র ∫∫ আনছান বকো কেন? হস্তরেখা আস্তাকুঁড়ে ফেলা যায় কখনো? একি ন্যাংটো খোকার ইজের, দুধের সঙ্গে ফুটিয়ে খেয়ে ফেললুম!

চন্দ্রপুলি ∫∫ ইজের! দুধে ফুটিয়ে! প্রভু, আমার কিন্তু আপনাকেও ভালো ঠেকছে না।

হবুচন্দ্র ∫∫ (হাতের দিকে তাকিয়ে, অভিমান ভরে) দুষ্টু রেখা! আর জায়গা পাসনি! মরতে আমার হাতে জুটেছিস! আমি নোবেল পাই, এটা যখন কেউ চায় না... যাঃ, তোর দিকে আর তাকাবোই না।

[হবুচন্দ্র এক পায়ের মোজা খুলে হাতে পরল।]

ঠিক আছে? এই মোজা পরেছি, ঠিক আছে?

[চন্দ্রপুলি হাঁ করে দেখছে।]

দাও, রাজকার্য দাও মহামন্ত্রী! কার্যে কার্যে আমায় ভুলিয়ে দাও। দেশের অবস্থা বলো...

গোবুচন্দ্র ∫∫ অবস্থা গুরুতর। গত চব্বিশ ঘণ্টায় নগরীর সাতটি পল্লীতে আড়াইশো চুরি ডাকাতি হয়েছে মহারাজ।

হবুচন্দ্র ∫∫ মাত্তর আড়াইশো! তবে তো পরিস্থিতি পুরো কনট্রোলে! বলো, শান্তি বিরাজ করছে।

[হবুচন্দ্র মোজা পরা হাতখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে।]

চন্দ্রপুলি ∫∫ হ্যাঁ প্রভু, সব ঠাণ্ডা! ল অ্যান্ড অর্ডারের দুপাটি দাঁতই খসে গেছে, এখন দুই ফোকলা মাড়িতে দিনরাত বিজয়ার কোলাকুলি চলছে!

গোবুচন্দ্র ∫∫ (চন্দ্রপুলিকে) চোপ... (হবুচন্দ্রকে) বার বার মোজা খুলে ওকী হচ্ছে?

হবুচন্দ্র ∫∫ গোবু...

গোবুচন্দ্র ∫∫ মোজা থেকে মন সরান...

হবুচন্দ্র ∫∫ রেখা থেকে মন সরালুম! এখন মোজা থেকেও? তার চেয়ে হাতে জুতো পরে থাকি গোবু। চট করে খোলা যাবে না। পরব?

চন্দ্রপুলি ∫∫ (চিৎকার করে) না! পাগল বলবে!

হবুচন্দ্র ∫∫ আরে বাবা যেটায় আমার সুবিধে, সেটাই তো করব, নাকি?

গোবুচন্দ্র ∫∫ সাতখানা পল্লীর নাগরিক দল বেঁধে আর্জি জানাতে এসেছে মহারাজ।

হবুচন্দ্র ∫∫ ডাকো। শোনা যাক। মোজা থেকে মনটা সরিয়ে ওদের ওপর রাখা যাক।

গোবুচন্দ্র ∫∫ (নেপথ্যের উদ্দেশ্যে) কই হে, তোমাদের মুখপাত্র কে আছে... তাকে পাঠিয়ে দাও...

[গোবুচন্দ্রের হাঁক শেষ হতে না হতে, সকলকে চমকে দিয়ে একটি অদ্ভুত-দর্শন লোক হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ে। তার পায়জামার একটা পা নেই, জামার একটা হাতা নেই। একচোখে আধখানা চশমা, আধখানা মুখমণ্ডল চুনকালিতে ঢাকা। মাথায় ছেঁড়া টুপি, পায়ে ছেঁড়া জুতো।]

হবুচন্দ্র ∫∫ একি! একী! আধখানা চশমা, আধখানা পায়জামা... (হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে) আধখানা গালে চুনকালি... কে! এ কে গো চন্দ্রপুলি!

লোকটি ∫∫ (দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে) মহারাজ, আমি আপনার কাকতাড়ুয়া!

হবুচন্দ্র ∫∫ কাকতাড়ুয়া! হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো ঠিকই তো! ও গোবু, এযে জ্যান্ত কাকতাড়ুয়া! গোবু, গোবু, এক কাজ করলে হয়, ধানক্ষেতে এই জ্যান্ত কাকতাড়ুয়ার পাহারা বসালে আর বুলবুলিরা ধানখেতে পারবে না!

গোবুচন্দ্র ∫∫ আমরা কাকাতাড়ুয়া ডাকিনি, সাতপল্লীর মুখপাত্র ডেকেছি!

লোকটি ∫∫ আমিই মুখপাত্র!

গোবুচন্দ্র ∫∫ মুখপাত্র! আড়াইশো চুরি ডাকাতির ব্যাপারে কী বলার আছে বলো।

লোকটি ∫∫ আজ্ঞে যে দেশে দিনদুপুরে চুরি ডাকাতি খুনজখম ধর্ষণ মর্ষণ সবই চলে অবাধে, সে দেশে টাকা ব্যয় করে পুলিশ প্রশাসন সাজিয়ে রাখার কী দরকার। তার চেয়ে আমাদের মতন কাকতাড়ুয়া পুষুন মহারাজ... আর কিছু না হোক খোকাখুকুরা আমাদের দেখে একটু ভয় পাবে!

গোবুচন্দ্র ∫∫ থামো থামো! ঠেস মারা লেকচার ঝাড়ছ! খুনজখম চুরি ডাকাতি হয়েছে থানায় ডায়েরি করেছ?

লোকটি ∫∫ আজ্ঞে মহামান্য দ্বিতীয় হবুচন্দ্রের দেশে থানায় ডায়েরি করাটা তো প্রাত্যহিক প্রাকৃতিক কর্মের মধ্যেই পড়ে। আজ পর্যন্ত একটা ছিঁচকে চোরও ধরা পড়েনি। ধরা হয়নি একটাকেও।

গোবুচন্দ্র ∫∫ ধরা না হোক, তদন্ত চলছে! যথাসময়ে তদন্তের ফল জানতে পাবে!

হবুচন্দ্র ∫∫ তুমি না পেলে তোমার ছেলে পাবে, সে না হলে নাতি। দীর্ঘদিন তদন্ত না হ'লে সেপাই দারোগা চৌকিদার হাকিম মোক্তারদের চলবে কি করে বাপ? তাই না গোবু?

গোবুচন্দ্র ∫∫ তাছাড়া চোরডাকাত ধরা এবছর কোনোমতেই সম্ভব না। আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা বাবদ বাজেটে যা ধার্য করা হয়েছিল, সবই ফুরিয়ে গেছে। জেলখানায় চোর ঢুকিয়ে খাওয়াবো কী? আগামী বছর বাজেটের আগে কিছুতেই কিছু করা যাবে না!

হবুচন্দ্র ∫∫ কিছু করা যাবে নারে কাকতাড়ুয়া...

[হবুচন্দ্রের রাজসভায় এইসময় টেলিফোন বেজে উঠল। গোবুচন্দ্র ফোনের রিসিভার তুলল। হবুচন্দ্র লোকটিকে বলে-]

অ্যাই পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়াতো...(লোকটি তাই করে) হাত দুটো মেলে দে টানটান...(লোকটি তাই করে) বা বা বা, কাকতাড়ুয়া! চন্দ্রপুলি, একে আমার গোলাপবাগানে আধাআধি পুঁতে রাখলে কেমন হয়? ফুলখেগো বুলবুলিরা কাকতাড়ুয়া দেখে ভয় পাবে! অ্যাই, অ্যাই মাথা দোলাতো! (লোকটি মাথা দোলাতে থাকে) বা বা বা, জ্যান্ত কাকতাড়ুয়া! আমি কাকতাড়ুয়া পুষব! তুই হবি হেড-কাকতাড়ুয়া! বল বল কতো মাইনে নিবি বল!

লোকটি ∫∫ (কাকতাড়ুয়ার মতো দাঁড়িয়ে মাথা দোলাতে) মাইনে চাইনে... খেতে পরতেও চাইনে... শুধু চোর ডাকাতের হাত থেকে বাঁচান আমাদের... আর কিছু না মহারাজ, শান্তি চাই... নিরাপত্তা চাই...

[গোবুচন্দ্র এতোক্ষণ ফোন ধরে হাঁ করে ওপাশের কথা শুনছিল। হঠাৎ একটা অস্ফুট চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল।]

চন্দ্রপুলি ∫∫ (চমকে) মন্ত্রীমশাই লাফালেন নাকি?

[গোবুচন্দ্র বিস্ময়ে উত্তেজনায় রকমারি আওয়াজ ছাড়তে ছাড়তে পরপর লাফ মারছে।]

হবুচন্দ্র ∫∫ কী হ'লো গোবু! টেলিফোনে তো দাবাখেলা যায়, তুমি কি ফুটবল খেলাও ধরলে নাকি?

গোবুচন্দ্র ∫∫ (লাফাতে লাফাতে) মহারাজ! সাগরপারের কল! নোবেল প্রাইজের বড়কর্তা হট লাইনে আপনাকে ডাকছে মহারাজ!

[শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল হবুচন্দ্র-তারপর ঘোর অবিশ্বাসে-]

হবুচন্দ্র ∫∫ যাঃ!

গোবুচন্দ্র ∫∫ হ্যাঁ, এ বছর প্রাইজের জন্যে আপনার নাম প্রস্তাবিত হয়েছে!

হবুচন্দ্র ∫∫ (লজ্জায় রাঙা হয়ে) দূর! ইয়ার্কি মেরো না তো!

[নেপথ্যে উন্মত্ত কণ্ঠের হাসি।]

গোবুচন্দ্র ∫∫ (হবুচন্দ্রর দিকে রিসিভার বাড়িয়ে ধরে) মাইরি মহারাজ, বাবার দিব্যি! কোন শালা ইয়ে করে...

হবুচন্দ্র ∫∫ (লজ্জায় সন্দেহে আশায় অবিশ্বাসে বিচিত্র হয়ে উঠে তোতলাতে সুরু করে) যাঃ! আ-আমার নাম প্র-প্রস্তাব হবে কেন? ধ্যা-অ্যাৎ! আ-আ-মি কে-এ একটা? আমি কি লেখক না গবেষক...

গোবুচন্দ্র ∫∫ মহারাজ, সাহিত্য বা বিজ্ঞানের জন্যে না। আপনি পাচ্ছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার!

হবুচন্দ্র ∫∫ শা-শা-শা...

গোবুচন্দ্র ∫∫ হ্যাঁ, শান্তির জন্যে নিবেদিত-প্রাণ মহান রাষ্ট্রনায়কেরা বছর বছর যে পুরস্কারে ভূষিত হয়ে থাকেন! কমিটির সদস্যেরা এবার শান্তি পুরস্কারের জন্যে যে কটা নাম সুপারিশ করেছেন, তার প্রথমটাই মহারাজ দ্বিতীয় হবুচন্দ্রের! নিজের কানে শুনে দেখুন মহারাজ...

[হবুচন্দ্র স্তম্ভিত। গোবুচন্দ্র রিসিভারটা তার কানে চেপে ধরে। হবুচন্দ্র আচমকা রিসিভার ফেলে অন্দরমহলের দিকে ছোটে।]

মহারাজ... মহারাজ...

[গোবুচন্দ্র হবুচন্দ্রকে জাপটে ধরে টেলিফোনের দিকে টেনে আনছে।]

হবুচন্দ্র ∫∫ (নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে) অ্যাই, কী হচ্ছে! অ্যাই গোবু! ভোগা দিচ্ছ কেন, আমাকে শা-আ-ন্তি দেবে কেন? আমি কে-এ-এ! ফা-ফা-ফালতু! তুই বল, অ্যাই কাকতাড়ুয়া... হি-হি-হি! ছাড়ো ছাড়ো কাতুকুতু লাগছে... হি হি হি... হুহুহু...

[নেপথ্যে প্রথম হবুচন্দ্র খলখল করে হাসছে। গোবুচন্দ্র হবুচন্দ্রর কানে রিসিভার চেপে ধরে। হবুচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তার দিশেহারা ভাবটা ঝেড়ে ফেলে যথেষ্ট স্মার্ট হয়ে ওঠে।]

হাই! কিং দ্য সেকেন্ড হবুচন্দ্র স্পিকিং! ও-কে! ও-কে! ... ইয়া ইয়া! দ্যাটস ভেরি ফাইন...! ডেখো নোবেল শান্তি পুরস্কারে হামার নাম উঠিয়াছে, ইহাটে হামার কোনো উট্টেজনাই বোড হইটেছে না! হিজ হাইনেস হবু দ্য সেকেন্ড পুরস্কারে লালায়িট না আছে! ও-কে? ইয়া ইয়া! হামি হামার ডেশের জনসাডারণের জীবনে শান্টি স্টাপন করিয়াছি... হামার পবিট্র করটব্যই করিয়াছি! কে পুরস্কার ডিলো না ডিলো, টাহাটে হামার কচু পোড়া যাইল!

গোবুচন্দ্র ∫∫ (চমৎকৃত হয়ে) বা বা বা, কী ইংরেজি! ফাটিয়ে দিচ্ছে রে!

হবুচন্দ্র ∫∫ নো নো। পুরস্কার অ্যাকসেপট করিটে এখনি হামি সম্মটি ডিবে না। আগে ভাবিয়া ডেখি এই পুরস্কার হামার পক্ষে উপযুকটো হইবে কিনা! ও-কে? বাই...

[হবুচন্দ্র বেশ কায়দা করেই ফোন রাখে। তারপরই ঘোরালাগা চোখে চারদিকে তাকায়।]

গোবুচন্দ্র ∫∫ এহেহে... কী করলেন মহারাজ? ভাবিয়া দেখি বললেন কেন? যদি নোবেল-কর্তারা মত পালটায়!

হবুচন্দ্র ∫∫ হাই! ফাঁট মারতে গিয়ে যদি না পাই!

[হবুচন্দ্র ডুকরে উঠে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।]

গোবুচন্দ্র ∫∫ সব জায়গায় কী ফাঁটবাজি চলে! পরিস্থিতিটা বুঝবেন তো! সবে আপনার নাম নিয়ে চিন্তাভাবনা সুরু হয়েছে, এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি! ধরুন যদি এখন ওরা মনে করে, লোকটা অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা ঠিক নেই-যাঃ ওকে দেব না!

হবুচন্দ্র ∫∫ ফ্যাকস! ফ্যাকস! ই-মেল করো গোবু, তুমি যেভাবেই হোক ওদের সঙ্গে কথা বলো... বলো, আমি রাজি দিলেই নেবো... আর একবার বল্লেই নেবো...

চন্দ্রপুলি ∫∫ সেটা আরো ক্যাঁচাল হবে প্রভু। হ্যাংলা ভাববে যে।

হবুচন্দ্র ∫∫ হ্যাংলা ভাববে যে! কী করি!

গোবুচন্দ্র ∫∫ মহারাজ ভাবছেন কেন? এ জয় তো গুরু বাঁকাশশীর ফোরকাস্টের জয় অ্যাদ্দুর যখন মিলেছে, বাকিটাও ঠিক মিলে যাবে। ঐ বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যেই... জয় গুরু বাঁকাশশী! আমি জানতাম, আমার রাজা দুর্লভ নোবেল বিজয় করবেনই করবেন!

হবুচন্দ্র ∫∫ হাই! গ্যাস মেরো না! দশমিনিট আগেও বলেছ, গুরুদেব খচ্চর, আর আমি ফালতু! ও-কে?

গোবুচন্দ্র ∫∫ ওটা আমার অন্তরের কথা নয় প্রভু। আসলে আমাদের বাবাদের দুর্গতিটা এমন আতঙ্কের মতো বুকের মধ্যে আটকে রয়েছে প্রভু, যার জন্যে ইচ্ছে থাকলেও... নইলে সত্যিই আপনি আমাদের কতোবড় গর্ব...

[নেপথ্যে প্রথম হবুচন্দ্রের বিকট কান্না।]

হবুচন্দ্র ∫∫ ওকে? বাবা না?

চন্দ্রপুলি ∫∫ আজ্ঞে তিনিই।

হবুচন্দ্র ∫∫ কান্না জুড়লেন কেন?

চন্দ্রপুলি ∫∫ আজ্ঞে উনি কখন কি করবেন, তার তো কোনো নিয়ম নেই।

হবুচন্দ্র ∫∫ তা বলে ঠিক এই সময়টাতেই কাঁদতে হবে? এতোক্ষণ দরকার ছিল না বেশ হাসছিলেন, এখন হাসি চাই, কান্না! এরকম উল্টোপাল্টা ঘটতে থাকলে কতোক্ষণ ঠিক রাখা যায় মাথা...

গোবুচন্দ্র ∫∫ (লোকটিকে) অ্যাই ব্যাটা, গোলপোস্টের মতো পা ফাঁক করে আছিস যে! শু নেছিস? আমাদের মহারাজ কী হতে চলেছেন শুনলি? অ্যাঁ, মাথাটা ত্রিশূলের মতো কোন আকাশে ফুঁড়ে উঠছে, আন্দাজ করতে পারিস? দে ব্যাটা, জয়ধ্বনি দে...

লোকটি ∫∫ মহারাজ! শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন, আমাদের শান্তির কী ব্যবস্থা হবে?

হবুচন্দ্র ∫∫ হবে মানে? কাকতাড়ুয়া কী বলতে চায় গোবু? শান্তির ব্যবস্থা হবে... কেন, ফিউচার টেনস কেন? হাই! আমার দেশে কী শান্তি নাই!

গোবুচন্দ্র ∫∫ আলবাৎ আছে। শান্তি না থাকলে এমনি এমনি শান্তি-পুরস্কারে নাম উঠছে! যা বললি উইথড্র কর! বল শান্তি আছে, মহাশান্তি!

হবুচন্দ্র ∫∫ আওয়াজ তোলো গোবু-এ দেশ শান্তির দেশ, মহাশক্তির দেশ... প্রভূত শান্তির দেশ! আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দাও! দেশজুড়ে একটা শান্তি উৎসব লাগাও...

লোকটি ∫∫ মহারাজ, উচ্ছব মচ্ছোব দিয়ে সত্যিকথাটা আড়াল করা যাবে না। এখানো যদি ঐ চোর ডাকাত খুনে লম্পটদের শাসন না করেন, আমরাও পাল্টা আওয়াজ ছাড়বো দেশে শান্তি নেই, শৃঙ্খলা নেই! শান্তি পুরস্কার জলে পড়ছে!

[কাকতাড়ুয়া লোকটি চলে গেল!]

হবুচন্দ্র ∫∫ কী বলে গেল! ধরো তো ব্যাটাকে, ধরে আনো! ব্যাটা কাকতাড়ুয়াটাকে গোলাপবাগানে আধা-পোঁতা করে রাখি!

গোবুচন্দ্র ∫∫ না মহারাজ, শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পূর্ব-মুহূর্তে কোনো অশান্তির কর্মসূচী নেওয়া ঠিক হবে না! আগে বাহত্তর ঘণ্টা কেটে যাক!

চন্দ্রপুলি ∫∫ বাহাত্তর ঘন্টা! হার্টের রোগীর পক্ষে ডেঞ্জার পিরিয়ড!

হবুচন্দ্র ∫∫ (হাতের মোজায় কোণা অল্প তুলে উঁকি দেয়) ঐতো! রেখাটা আরো জ্বলজ্বল করছে।

[হবুচন্দ্র মোজা খুলতে যায়।]

গোবুচন্দ্র ∫∫ থাক থাক ঢাকা থাক প্রভু। অন্ধকারে হাতের রেখা গোঁপ-দাড়ি আঙুলের নখ সবই বৃদ্ধি পায়! ঢাকা থাকলেই তো মহারাজ, ডিম ফুটে ছানা বেরোয়!

হবুচন্দ্র ∫∫ ডিম ফুটে ছানা... ভাল বলেছ গোবু, ডিম ফুটে ছানা আর রেখা ফুটে পুরস্কার...

গোবুচন্দ্র ∫∫ বলছিলুম মহারাজ, পুরস্কারের টাকাটা কী হিসেবে ভাগ হবে, সেটা এখনি স্থির করে নিলে হতো না!

হবুচন্দ্র ∫∫ (চমকে সর্তক গলায়) পুরস্কারের টাকা মানে...

গোবুচন্দ্র ∫∫ হুঁ! তা ভাগ হবে কেন? কার সঙ্গে ভাগ হবে!

গোবুচন্দ্র ∫∫ আজ্ঞে রাজারা প্রাইজ পেলে, মহামন্ত্রীরাও ভাগ পেয়ে থাকেন। এটাই রীতি! আপনার বাবাও আমার বাবাকে কথা দিয়েছিলেন, প্রাইজমানির হাফ শেয়ার দেবেন!

[নেপথ্যে ঢোল বাজনা শুরু হ'লো।]

চন্দ্রপুলি ∫∫ ঐ! তিনি ওদিকে ঢোল পেটানো শুরু করলেন!

হবুচন্দ্র ∫∫ দুই বাবারই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওদের কোনো কথাই এখন ধর্তব্যের মধ্যে নয় গোবু!

গোবুচন্দ্র ∫∫ অর্থাৎ দেবেন না!

হবুচন্দ্র ∫∫ আরে বাবা প্রাইজমনি ইজ প্রাইভেট মানি! ট্যাকস-ফ্রি! নো শেয়ার! ওদিকে নজর দিয়ো না মাই ডিয়ার!

চন্দ্রপুলি ∫∫ তার চেয়ে ঐ টাকা দিয়ে আমাদের বকেয়া মাইনে মেটান প্রভু...

হবুচন্দ্র ∫∫ হ্যাঁ বকেয়া মাইনে... (খেয়াল হতে সামলে নেয়) না! নোবেল প্রাইজের টাকা দিয়ে বকেয়া মাইনে!... হাই... কোন অধঃপতিত দেশে আছিরে ভাই...

[নেপথ্যে ঢোলবাজনা বাড়ছে।]

উঃ মাথার ঘিলু নড়ে গেল! থামা... কে আছিস বাবাকে থামা...

চন্দ্রপুলি ∫∫ আজ্ঞে ব্রেক ফেল করা গাড়িও থামে, ব্রেক ফেল করা মানুষ থামানো যায় না!

গোবুচন্দ্র ∫∫ (গম্ভীর মুখে) আপনি প্রাইজ পেলেন, আমরা তবে কী পেলাম মহারাজ?

হবুচন্দ্র ∫∫ কেন? গর্ব পেলে... তৃপ্তি পেলে... ধন্য হলে। টাকাটাই শুধু পেলে না! (বিশ্রী রবে ঢোল বাজছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খিঁচিয়ে ওঠে-) আরে আমি কষ্ট করে প্রাইজ পাচ্ছি... তোমরা তার ভাগ চাও কোন আক্কেলে! হাই! হায়া-লজ্জা বলতে নাই!

গোবুচন্দ্র ∫∫ তুমি কষ্ট করে প্রাইজ পাচ্ছো! যা করার করলো তো এই শর্মা!

হবুচন্দ্র ∫∫ বটে! তুই করলি!

গোবুচন্দ্র ∫∫ নাতো কে, তুমি! দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে কে? কার কুশলী মন্ত্রীত্বে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্ট সুপরিচালিত? তাকাও বিদ্যাদপ্তরের দিকে। যদিও লেখাপড়া চুলোর দোরে... ছাত্তররা মদ গাঁজা ড্রাগ পেঁদিয়ে ঝিমোচ্ছে...

চন্দ্রপুলি ∫∫ যদিও মাস্টাররা তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই ক্যাজুয়াল নিয়ে পি.টি. মানে প্রাইভেট টিউশনি করছে...

গোবুচন্দ্র ∫∫ যদিও এগজামিনার পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র বান্ডিলকে বান্ডিল পুরনো খবরের কাগজের সঙ্গে ঝেড়ে দিচ্ছে...

চন্দ্রপুলি ∫∫ তবুও রেজাল্ট বেরুচ্ছে... নিয়মিত ঠিক সময়ে বেরিয়ে যাচ্ছে...

গোবুচন্দ্র ∫∫ এবং প্রতিটি ছেলে লেটার পাচ্ছে, স্টার পাচ্ছে! তাহলে কে পাবে বলো, বলো পুরস্কার আসলে কার প্রাপ্য?

হবুচন্দ্র ∫∫ ছাড় ছাড়! এইটুকুর জন্যে তুই নোবেল পুরস্কারের ভাগ চাইতে পারিস না গোবু!

গোবুচন্দ্র ∫∫ এইটুকু! এসো দেহরক্ষা দপ্তর। হাসপাতাল আছে... ডাক্তার নেই... রোগী যাচ্ছে, বেড নেই...

চন্দ্রপুলি ∫∫ অপারেশন থিয়েটারে জল নেই... আলো নেই...

গোবুচন্দ্র ∫∫ তবুও ঘড়ি ধরে চলছে অপারেশন...

চন্দ্রপুলি ∫∫ অপারেশন এবং নিচু ক্লাসের রোগীদের সঙ্গে সঙ্গে (উর্দ্ধে হাত তুলে) প্রমোশন... ডবল তে-ডবল প্রমোশন! শান্তি... তে-ডবল শান্তি!

গোবুচন্দ্র ∫∫ চেয়ে দ্যাখো ধেড়ে ইঁদুর...

চন্দ্রপুলি ∫∫ প্রসূতিসদনে ধেড়ে ইঁদুর চিবিয়ে খাচ্ছে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর কচি কচি মুণ্ডু-

গোবুচন্দ্র ∫∫ তবু কোথায় অশান্তি, কোথায় অসন্তোষ!

চন্দ্রপুলি ∫∫ চলো কলকারখানায়...

গোবুচন্দ্র ∫∫ চলছে লকআউট...চালু হ'লো বিদায় নীতি...

চন্দ্রপুলি ∫∫ দলে দলে ছাঁটাই...গোল্ডেন গুডবাই...

গোবুচন্দ্র ∫∫ তবু কে বলবে শান্তি নাই? শান্তি মাঠে ময়দানে...শান্তি হাটে-বাজারে...

চন্দ্রপুলি ∫∫ হ্যাঁ, বাজারে! বাজারে বুনো মোষের তোড়ে ছুটছে বাজার দর...তবু শান্তি ওঁ শান্তি...

গোবুচন্দ্র ∫∫ শান্তি রেলগাড়ির কামরায়। চড়াদামে আরামদায়ক কৌচের টিকিট কেটে বসো সিটে...

চন্দ্রপুলি ∫∫ একটু পরেই ডব্লুটি মাস্তান এসে ক্যাঁতক্যাঁত...দুটো লাথি মেরে সিটখানা দখল করে নেবে নির্ঘাৎ...

গোবুচন্দ্র ∫∫ তবুও শান্তি! ক্ষোভ নেই...বিক্ষোভ নেই...অটল শান্তি...

চন্দ্রপুলি ∫∫ ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি...

গোবুচন্দ্র ∫∫ কার...কার সুদক্ষ প্রশাসনে...

হবুচন্দ্র ∫∫ (দুকান চেপে) থামো! থামো! (উর্দ্ধমুখে) বাবাগো, আপনার ঢোল থামান! উঃ পাগলের হাতে কেউ দোতারা দেয়! (গোবুচন্দ্রকে) হ্যাঁ স্বীকার করছি মন্ত্রীগিরিতে তোমার পিতৃদত্ত প্রতিভা আছে। হ্যাঁ, তুমি অনেক করেছ। প্রশ্ন হচ্ছে, কী করেছ? দেখা যাচ্ছে সর্বক্ষেত্রে আমার নীতিটাকেই তুমি প্রয়োগ করেছ। নোবেল জয় নীতির জয় গোবু, কাজের জয় নয়।

চন্দ্রপুলি ∫∫ (গোবুচন্দ্রকে) কাজে কাজেই এ জয় মহারাজেরই জয়। আপনার গলাবাজি ফালতু ফালতু!

গোবুচন্দ্র ∫∫ (চন্দ্রপুলিকে) অ্যাই চোপ! এক চড়ে তোর চোখ ট্যারা করে দেব বুড়ো! ঠিক আছে। আমিও দেখে নেব বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে কী করে নোবেল পাও!

[গোবুচন্দ্র সবেগে বেরিয়ে যায়।]

হবুচন্দ্র ∫∫ গোবু গোবু...হাই গোবু, মহামন্ত্রী, ফিরে এসো...

[গুরু বাঁকাশশী ও তার অনুচর প্রেমশশীর প্রবেশ। বাঁকাশশীর সবই বাঁকা। মাথায় চুড়োবাঁধা চুলের ঝুঁটিটি বাঁকা, হাতের দণ্ডখানি বাঁকা। ধনুকের মতো বাঁকা দেহ, ডিঙি নৌকার মতো লম্বা বাঁকা দাড়ি। হাঁটে বেঁকে, দাঁড়ায় বেঁকে, কোনো ব্যাপারটাই তার সোজা নয়। বাঁকাশশীর গায়ের আলখাল্লায় বাঁকা চাঁদ আঁকা। ভক্ত প্রেমশশী সর্বদাই কাঁদছে-কারণে অকারণে দু'চোখে ধারা গড়াচ্ছে। আর বাঁকাশশীর পিছনে হাততালি দিয়ে গান গাইছে।]

প্রেমশশী ∫∫ জয় বাবা বাঁকাশশী

মধুমাখা বাঁকা হাসি...

চলা বাঁকা, বাঁকা হাঁটা

দেহ বাঁকা কলমি ডাঁটা...

লাঠি বাঁকা লোটা বাঁকা

দাড়ি যেন আঁকা নৌকা

ঘাড় বাঁকা পিঠ বাঁকা

সবকিছু ট্যারা বাঁকা-

জয় বাবা বাঁকাশশী...

হবুচন্দ্র ∫∫ (সমসুরে) জয় বাবা বাঁকাশশী...

বাঁকাশশী ∫∫ ফোন পেয়েছ বাবা রাজা দ্বিতীয় হবু?

হবুচন্দ্র ∫∫ প্রভু, তুমি বাহাত্তর ঘণ্টা ফোরকাস্ট করেছিলে, আট ঘণ্টার মাথায় ফোন এলো...প্রভু, অলৌকিক শক্তি তোমার!

বাঁকাশশী ∫∫ প্রথম সাক্ষাৎকারে তুমি আমায় বিশ্বাস করোনি...হে হে, সেই ফক্কিকারী জ্যোতিষী ইন্দুগুপ্তের সমগোত্রীয় ভেবেছিলে, তাই তো!

হবুচন্দ্র ∫∫ আর লজ্জা দিয়ো না দেব বাঁকাশশী!

বাঁকাশশী ∫∫ ইন্দুগুপ্তের গণনায় ছোট্ট ভুল হয়েছিল। মূর্খ বুঝতে পারেনি, প্রথম হবু নয়, নোবেল পাবে দ্বিতীয় হবু! যাহোক তোমার বাবার ঐ পরিণতির পর, আমি আর রিস্কের মধ্যে যাইনি! বাহাত্তর ঘণ্টার আট ঘণ্টা না কাটতে কমপিউটারের মায়াজাল বিস্তার করে...

হবুচন্দ্র ∫∫ জয় বাবার কমপিউটারের জয়!

বাঁকাশশী ∫∫ হ্যাঁ সাধনভজনেও তো আমি কমপিউটার লাগিয়ে দিয়েছি বৎস হবুচন্দ্র। ইন্টারনেটে আমি নোবেল কর্তাদের প্রভাবিত করে বাধ্য করলুম তোমাকে টেলিফোন করে খবরটি শোনাতে! বৎস দ্বিতীয় হবু, মায়াবলে ফোনে তোমার স্বচ্ছ ইংরেজি বুলি শুনলুম। আমি এখনো রোমাঞ্চিত!

প্রেমশশী ∫∫ রোমাঞ্চিত! শিহরিত!

বাঁকাশশী ∫∫ দেখলুম তোমার ভেদজ্ঞান চলে গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় ঘটেছে! ইংরেজি আর বাংলার মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ রাখোনি তুমি! এখানেই প্রমাণিত, বিশ্বমৈত্রীচেতনায় তুমি কতোখানি উদ্বুদ্ধ! বিশ্বখেতাব লাভে তুমি কতোখানি উপযুক্ত...

প্রেমশশী ∫∫ (গান ধরে) এই করোহে দয়াল গুরু

ভক্তবাঞ্ছনাকল্পতরু...

যেন নোবেল হতে কোনমতে না হয় রাজা বঞ্চিত...

না হয় মস্তক বিকৃত...

[কাকতাড়ুয়ার ছবি আঁকা একটা পোস্টার বয়ে নিয়ে ঢুকল গোবুচন্দ্র ও সেই কাকতাড়ুয়া লোকটি।]

গোবুচন্দ্র ∫∫ এই পোস্টারে সারা দেশ ছেয়ে ফেলব! বিশ্ববাসী জানুক কোন দেশের কোন রাজাকে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে! হাঃ হাঃ হাঃ...

লোকটি ∫∫ (পোস্টার দেখিয়ে) শান্তির প্রকৃত চেহারা! মহারাজ, মুখখানা তোমারই। হাতে মোজাও পরানো হয়েছে!

গোবুচন্দ্র ∫∫ প্রচার মাধ্যমে এই ছবি আমরা দেশে বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছি! সাগর পারের নোবেল কর্তাদের কাছেও। হাঃ হাঃ হাঃ! বাহাত্তর ঘণ্টার আগেই! হাঃ হাঃ হাঃ!

[পোস্টার সমেত গোবুচন্দ্র ও লোকটি বেরিয়ে গেল।]

বাঁকাশশী ∫∫ মহামন্ত্রী গোবুচন্দ্র কি এখন বিদ্রোহী!

হবুচন্দ্র ∫∫ বিদ্রোহী! প্রাইজমানির কানাকড়িও আমি দেব না ওকে। কিছুতে না। হাই! বাই নো মিনস! ডিবে না! কভি নেহি!

বাঁকাশশী ∫∫ সে তো পরের কথা বৎস হবুচন্দ্র! তার আগে প্রাইজ না বন্ধ হয়ে যায়...

হবুচন্দ্র ∫∫ গুরুদেব!

বাঁকাশশী ∫∫ মায়াবলে দেখছি, দেখতে পাচ্ছি...নোবেল কর্তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে, চতুর্দিকে তোমার যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে! এই মুহূর্তে যদি তোমার দেশবাসী এবং স্বয়ং মহামন্ত্রী তোমার নামে ভাংচি কাটে, ও হোহো...আমার ফোরকাস্ট না মিছে হয়ে যায়রে প্রেমশশী!

প্রেমশশী ∫∫ তুমি মায়াবলে গোবুর ক্ষমতা হাওয়া করে দাও বাবা বাঁকাশশী! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সূর্য বগলে চেপে দিনকে রাত বানিয়ে দিয়েছিল...

বাঁকাশশী ∫∫ ওরে সূর্য একটা ছিল, শ্রীকৃষ্ণের বগলে চাপায় সুবিধে হয়েছিল। দেশের এতো মানুষের মুখ আমি এক বগলে চাপবো কি করে...? মায়ারও তো একটা লিমিটেশান আছে!

[গোবুচন্দ্র ঢোকে।]

গোবুচন্দ্র ∫∫ কী ভাবলে কী? আমার সঙ্গে সমঝোতায় আসবে! বলো, এখনো বলো! হাফ শেয়ার দেবে? ওয়ান...টু...

[গোবুচন্দ্র থ্রি বলার আগেই বাঁকাশশী তিড়িং করে লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে-]

বাঁকাশশী ∫∫ ইস্‌! ইস্‌!

সকলে ∫∫ কী! কী হ'লো বাবা....

বাঁকাশশী ∫∫ গোবু! মহামন্ত্রী দ্বিতীয় গোবুচন্দ্র! রাখো, আমার চোখে চোখ রাখো।

[গোবুচন্দ্র ভড়কে গিয়ে বাঁকাশশীর টেরাচোখে চোখ রাখে।]

ঐ তো! ঐ তো আসছে! দেখা দিচ্ছে! দেখতে পাচ্ছ তোমরা, একটা ছায়া দুলছে ওর চোখের তারায়! কার ছায়া?

গোবুচন্দ্র ∫∫ (ভড়কে) কার? কার ছায়া?

বাঁকাশশী ∫∫ তোমার বাপের! ভূতপূর্ব মহামন্ত্রী প্রথম গোবুচন্দ্রের ছায়া! পাগলা গোবুর ছায়া!

গোবুচন্দ্র ∫∫ তার মানে! আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি! অতো সোজা না বাঁকাশশী...আমি পাগলা হবার বান্দা না! উঁ, বললেই হলুম পাগল!

চন্দ্রপুলি ∫∫ ভূতপূর্ব মহামন্ত্রীও প্রাইজমানি প্রাইজমানি করতে করতে জ্ঞানগম্যি হারিয়ে...

বাঁকাশশী ∫∫ সেই ইতিহাসই ফিরে আসছে! দড়ি গুছিয়ে রাখো...দ্বিতীয় গোবুচন্দ্রকেও পাগলা গারদে পাঠাতে হতে পারে-

গোবুচন্দ্র ∫∫ না-না! সত্যি না! আমি ঠিক আছি! মাইরি বলছি...

প্রেমশশী ∫∫ সব পাগলই মনে করে তারা ঠিক আছে!

গোবুচন্দ্র ∫∫ (বাঁকাশশীর পা ধরে) বাঁচাও গুরুদেব। পাগলামি জিনিসটাকে আমি সর্বতোভাবে ভয় করি, ঘেন্না করি। যদি আমার মধ্যে তার বিন্দুমাত্র ছায়া দেখা দিয়ে থাকে, আমি সাবধান হয়ে যাচ্ছি! (হবুচন্দ্রর পা ধরে) মহারাজ, প্রাইজমানির ভাগ চাইনে! কিচ্ছু চাইনে! আমি এখনি যাচ্ছি, দেশের যাবতীয় খুনি ডাকাত চোর গুণ্ডা বদমাস শয়তান-সব অ্যারেস্ট করে এক ঘণ্টার মধ্যেই দেশে শান্তি স্থাপন করে দিচ্ছি! শালা পুলিশি তৎপরতা কাকে বলে দেখিয়ে ছাড়ব! ঠেঙিয়ে চামড়া খুলে কত্তাল বাজাবো!

চন্দ্রপুলি ∫∫ চামড়া খুলে কত্তাল! ডুগডুগি বলুন...

বাঁকাশশী ∫∫ গেল! গেল! সব ভেস্তে গেল! এরপর যদি নোবেল কেঁচে যায়, আমি কি করতে পারি বলো প্রেমশশী?

হবুচন্দ্র ∫∫ কেন, কেঁচে যাবে কেন?

বাকাশশী ∫∫ যাবে না? যত চোর ডাকাত ধরা হবে, ঠ্যাঙানো হবে, তত যে দুনিয়া জেনে যাবে, এ দেশটা অশান্তির ডিপো! আর সেটা প্রমাণিত হয়ে গেলে কেন দেবে শান্তি পুরস্কার!

হবুচন্দ্র ∫∫ পুলিশি অ্যাকশান বন্ধ রাখো মহামন্ত্রী!

বাঁকাশশী ∫∫ হিংসা নয় বৎস দ্বিতীয় হবু-গোবু, চাই প্রেম! চোর ডাকাতদের প্রেমের ডোরে বাঁধো। তাদের সঙ্গে আপোষ রফা করো। তাদের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বাহাত্তর ঘণ্টা শান্ত রাখো।

প্রেমশশী ∫∫ এই টাইমশ্লটটা বড় ক্রিটিক্যাল!

বাঁকাশশী ∫∫ ওদের হাতে হাতকড়া না পরিয়ে পরাও রাখি। ওরা ঠাণ্ডা হলে জনগণের মুখেও হাসি ফুটবে! এক ঢিলে দুই পাখি!

হবুচন্দ্র ∫∫ ভুয়োদর্শী, গুরু বাঁকাশশী তুমি ভুয়োদর্শী! যাও, হিংসা ত্যাগ করো গোবু, প্রভু বাঁকাশশীর বাণী শিরোধার্য করে, যাও দস্যুডাকাতের কাছে আমার আবেদন পৌঁছে দাও, হিংসা ছেড়ে প্রেমের পথে আসুক, দেশের মূলস্রোতে ফিরে আসুক...হাতের অস্ত্র সারেন্ডার করুক...

[নেপথ্যে কত্তাল বাজছে।]

ওরে বাবাকে আবার কত্তাল দিলো কে?

গোবুচন্দ্র ∫∫ দিলো তো দিলো...দুপাটি দিলো কেন? উঃ! আমি যাচ্ছি মহারাজ...

[গোবুচন্দ্র ছুটে বেরিয়ে যায়।]

হবুচন্দ্র ∫∫ (ব্যস্ত হয়ে) কিন্তু কটা বাজে! তাইতো! বাহাত্তর ঘণ্টার ক'ঘণ্টা পার হ'লো! এদিকে প্রাসাদের কোনো ঘড়িটাই বিশ্বাসযোগ্য সময় দেয় না! বড় টেনশন হচ্ছে বাঁকাশশী বাব...

প্রেমশশী ∫∫ (ট্যাঁক থেকে ঘড়ি বাড় করে দেয়) ধরুন মহারাজ, চোখের সামনে ধরে রাখুন!

হবুচন্দ্র ∫∫ ও-কে! ও-কে! ফাইন ফাইন! হাই প্রেমশশী, ইটস এ নাইস পিস অব্ টাইমপিস! বাট কিন্তু খালি সেকেন্ডের কাঁটাটাকেই ঘুরতে দেখছি কিন্তু ঘন্টা মিনিট ঘুরছে কই?

প্রেমশশী ∫∫ আস্তে আস্তে ঘুরছে মহারাজ!

হবুচন্দ্র ∫∫ বাট হোয়াই? ঘণ্টা মিনিট সেকেন্ড...সবার ছোটো সেকেন্ড! এটা কি রকম যে, ছোটো আগে আগে চলবে, বড়রা তার কিছু আস্তে আস্তে! নো নো, আমার রাজত্বে এসব অ্যানবনরম্যাল ব্যাপার নেহি চলেঙ্গা! আজ থেকে দ্বিতীয় হবুচন্দ্রের দেশে সেকেন্ডের কাঁটাটাকেই ঘণ্টার কাঁটা হিসেবে ধরা হবে! সেই হিসেবে বাহাত্তর ঘণ্টা গোনাও হবে! ও-কে?

চন্দ্রপুলি ∫∫ (অনুচ্চ গলায়) টিকবে না...বাহাত্তর ঘণ্টা টিকবে না!

হবুচন্দ্র ∫∫ হোয়াট ডু ইউ সে চন্দ্রপুলি!

চন্দ্রপুলি ∫∫ আজ্ঞে যান মহারাজ, পালঙ্কে শুয়ে বিশ্রাম নেবেন যান...

হবুচন্দ্র ∫∫ দ্যাট্স ভেরি নাইস! তাই যাই...(যেতে গিয়ে ঘুরে) বাট বাঁকাশশী, টুমি কিস্টু পালাইবে না! বাহাট্টর ঘণ্টার মধ্যে সেটা না পাইলে, হামি কিস্টু টোমাকে কলার কাঁডির মটো বেলগাছে হ্যাং করিবে...

[হবুচন্দ্র অন্দরমহলে পথে নিষ্ক্রান্ত হ'লো।]

বাঁকাশশী ∫∫ তুমিও যাও বাপু চন্দ্রপুলি...

চন্দ্রপুলি ∫∫ কোথায়?

বাঁকাশশী ∫∫ মাথায় ছাতা ধরো গিয়ে।

চন্দ্রপুলি ∫∫ মহারাজ গেলেন অন্দরমহলে রানিদের সঙ্গে বিশ্রাম নিতে। মাথায় ছাতা ধরব কেন?

বাঁকাশশী ∫∫ তাও ধরো। ছাতার শীতলছায়ার বাইরে যেতে দিয়ো না মাথাটাকে...বৎস চন্দ্রপুলি, টাইম আমার বাঁধা। বুঝতেই পারছ, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে ছাতাই এখন একমাত্র ভরসা।

প্রেমশশী ∫∫ সত্যি বাবা, ছাতার চেয়ে মানুষের বড় বন্ধু আর নেই।

বাঁকাশশী ∫∫ তাও আছে বৎস প্রেমশশী!

প্রেমশশী ∫∫ ছাতার চেয়েও বড়?

বাঁকাশশী ∫∫ জুতা!

চন্দ্রপুলি ∫∫ জুতা!

প্রেমশশী ∫∫ মানতে পারলাম না বাবা! ছাতা বাঁচায় মাথা! মাথাই বড়, তাই ছাতাই বড়!

বাঁকাশশী ∫∫ তোমার বয়েস কতো প্রেমশশী?

প্রেমশশী ∫∫ সাড়ে একান্ন।

বাঁকাশশী ∫∫ জীবনে কতো জুতা পরেছ এ পর্যন্ত?

প্রেমশশী ∫∫ তা কুড়ি একুশ জোড়া হবে।

বাঁকাশশী ∫∫ এতো জুতা লাগল কেন?

প্রেমশশী ∫∫ বাঃ একজোড়ার গোড়ালি ক্ষয়ে ফুরিয়ে গেলে, আরেক জোড়া লাগবে না?

বাঁকাশশী ∫∫ জুতার গোড়ালির উচ্চতা কতো?

প্রেমশশী ∫∫ গড়ে আড়াই ইঞ্চি...

বাঁকাশশী ∫∫ তাহলে কুড়ি জোড়ার?

প্রেমশশী ∫∫ পঞ্চাশ ইঞ্চি! মানে চার ফুট দুইঞ্চি!

বাঁকাশশী ∫∫ তোমার নিজের হাইট?

প্রেমশশী ∫∫ চার ফুট চার!

বাঁকাশশী ∫∫ ক্ষয়ে গেছে চার দুই, তোমার চার-চার! মাইনাস করে বুঝে দ্যাখো জুতা না পরলে তোমার আজ কতটুকু অবশিষ্ট থাকতো? ক্ষয়ে ক্ষয়ে থাকতো মাত্তর দু ইঞ্চি!

প্রেমশশী ∫∫ বাবা, জুতাই বড়! জুতাই বড়!

চন্দ্রপুলি ∫∫ যাই। মহারাজের পায়ে জুতা মোজা পরাই।

[চন্দ্রপুলি তাড়াতাড়ি চলে গেল।]

বাঁকাশশী ∫∫ নাও, এবার আমার খড়মদুটো ঝোলায় ঢোকাও।

প্রেমশশী ∫∫ খড়ম খুলে ফেল্লে তুমি যে ক্ষয়ে যাবে বাবা বাঁকাশশী!

বাঁকাশশী ∫∫ খড়ম পরে থাকলে বাহাত্তর ঘণ্টার পরে যে বেলগাছে কলার কাঁদির মতো ঝুলে যাবো প্রেমশশী! বুঝতে পারলে না? পালাবার সময় পা হড়কে পড়ে ধরা পড়ে যাবো যে!

[বাঁকাশশী পায়ের খড়ম খুলে প্রেমশশী ঝুলিতে ঢুকিয়ে দেয়। নেপথ্যে প্রথম হবচন্দ্রের হাসি ও তারপরে গান-]

প্রথম হবুচন্দ্র ∫∫ (নেপথ্যে) চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো...

ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধে সুধা ঢালো...

বাঁকাশশী ∫∫ শোনো, চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে! এ চাঁদ আকাশের চাঁদ নয় প্রেমশশী, এ ধরাধামের চন্দ্ররাজবংশ! হবুচন্দ্রের বংশ! গান কিন্তু পাগলের গলাতেও অর্থপূর্ণ! এসো-পা চালিয়ে এসো! বাইরে গিয়ে আর একটা ফোন করি।

[বাঁকাশশী ও প্রেমশশী বেরিয়ে গেল। দ্রুত পদে গোবুচন্দ্রের প্রবেশ।]

গোবুচন্দ্র ∫∫ মহারাজের জয় হোক! কোথায় মহারাজ! বাঃ আনন্দে গান গাইছেন! (জোরে) মহারাজ...মহারাজ...

প্রথম হবুচন্দ্র ∫∫ (নেপথ্যে) কে? গোবু এলে?

গোবুচন্দ্র ∫∫ হ্যাঁ মহারাজ। আপাতত আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাত্তর তিনজন দুষ্কৃতকারী ধরা দিয়েছে! দস্যু চোর আর পকেটমার! তবে রাস্তায় রাস্তায় ঢ্যাঁড়া পেটানো চলছে! দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই সবাই সাড়া দেবে! (বাইরে তাকিয়ে) কই হে, এসো তোমরা।

[দস্যু চোর ও পকেটমারের প্রবেশ। দস্যুর বুকে বুলেটের মালা কাঁধে বন্দুক। চোরের হাতে সিঁদকাঠি, পকেটমারের হাতে মস্ত কাঁচি।]

প্রথম হবুচন্দ্র ∫∫ (নেপথ্যে) তোর বাবা কেমন আছেরে গোবু?

গোবুচন্দ্র ∫∫ বাবা আগের চেয়ে একটু ভালো। আগে মানুষ দেখলে কামড়াতে যেত, এখন খামচায়। হঠাৎ বাবার কথা জিগ্যেস করলেন কেন মহারাজ?

প্রথম হবুচন্দ্র ∫∫ (নেপথ্যে)গোবু....

গোবুচন্দ্র ∫∫ বলুন...

প্রথম হবুচন্দ্র ∫∫ (নেপথ্যে)ঘোড়ারা চশমা পরে?

গোবুচন্দ্র ∫∫ কী বলছেন?

দস্যু ∫∫ বলছেন, ঘোড়া চশমা পরে?

গোবুচন্দ্র ∫∫ ঘোড়া চশমা পরে....(চমকে) কে রে! কার সঙ্গে কথা বলছি এতোক্ষণ? আপনি কি প্রথম হবুচন্দ্র!

প্রথম হবুচন্দ্র ∫∫ (নেপথ্যে)ও গোবু...

গোবুচন্দ্র ∫∫ মাপ করবেন! আমি বিকৃত মস্তিষ্কের সঙ্গে কথা বলি না!

প্রথম হবুচন্দ্র ∫∫ (নেপথ্যে)নকুলদানা খাবি?

গোবুচন্দ্র ∫∫ কী বলছেন?

চোর ∫∫ নকুলদানা খাবি?

পকেটমার ∫∫ খাবো! দিয়ে যান!

প্রথম হবুচন্দ্র ∫∫ মারব এক লাথি! আমি বাঁধা রয়েছি জানিসনে! (থেমে গান গায়) চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে....

[রাজা দ্বিতীয় হবুচন্দ্রের প্রবেশ।]

হবুচন্দ্র ∫∫ এই যে গোবু...এরা?

গোবুচন্দ্র ∫∫ মহারাজ, এরা সব স্বনামধন্য দস্যু চোর পকেটমার!

হবুচন্দ্র ∫∫ হাই ফ্রেন্ডস! সো গ্ল্যাড টু মিট ইউ! হাউ আর ইউ? হাই গোবু, তুমি এদের সব বুঝিয়ে বলেছ...আই মিন, কী পরিস্থিতিতে আজ এদের সঙ্গে হাত মেলাতে হচ্ছে।

চোর ∫∫ শুনলাম আপনি শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন!

হবুচন্দ্র ∫∫ ইজন্‌ট দ্যাট এ ভেরি বিগ নিউজ? ডোন্ট ইউ ফিল প্রাউড? হাই, তোমাদের গর্ব হচ্ছে না ভাই!

দস্যু ∫∫ গব্বো তো হচ্ছেই! কিন্তু মন্ত্রীমশাই যে আর্মস সারেন্ডার করতে বলেছেন...

গোবুচন্দ্র ∫∫ এটুকু করতেই হবে দস্যুভাই! তোমরা যদি একটু কো-অপারেট না করো, দেশের এতোবড় সম্মানটা ফসকে যায়।

হবুচন্দ্র ∫∫ প্লিজ! প্লিজ! দাও, আর্মস দিয়ে দাও সব। ভাই, এ দেশে কেউ কোনোদিন যা পায়নি, আমি সেই নোবেল পেতে চলেছি। সামথিং রেয়ার! একটু স্যাক্রিফাইস করো মাইডিয়ার!

পকেটমার ∫∫ সব ঠিক আছে। তা'লে ডেইলি যেটা আমাদের আমদানি ছিল, সেটা আপনি পুষিয়ে দেবেন তো?

হবুচন্দ্র ∫∫ ডেফিনিটলি! বলো কার কত আমদানি....

দস্যু ∫∫ আমার ডেইলি গড়ে সাড়ে পাঁচলাখ!

হবুচন্দ্র ∫∫ সাড়ে পাঁচলাখ!

দস্যু ∫∫ সে তো হবেই। আমি একাধারে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দস্যুগিরি করি...

গোবুচন্দ্র ∫∫ জলে জাহাজ ঝাঁপে, অন্তরীক্ষে উড়োজাহাজ!

দস্যু ∫∫ এর কমে থানা পুলিশের মুখ বন্ধকরে পোষায় কী করে বলুন মিনিস্টারস্যার?

গোবুচন্দ্র ∫∫ অ্যাই পকেটমার, তোর কতো?

পকেটমার ∫∫ আমার সাড়ে পাঁচলাখ!

গোবুচন্দ্র ∫∫ মারব এক থাপ্পড়! জীবনভোর পকেট মেরে কারো সাড়ে পাঁচলাখ হয়?

পকেটমার ∫∫ সে নাই হ'লো! কিন্তু এখন দিতে হবে! এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন? (সিঁধেল চোরকে) এই যে সিঁধেলদা বলো

না...আমি একা বলব কেন?

চোর ∫∫ হ্যাঁ রফা বন্দোবস্ত একরকম করতে হবে।

হবুচন্দ্র ∫∫ দস্যু সিঁধেলচোর পকেটমার সব...সব একরকম! ডেইলি সাড়ে পাঁচলাখ!

চোর ∫∫ তা গব্বো তো আমাদের সবার একরকমই হচ্ছে!

হবুচন্দ্র ∫∫ তা বটে। বেশ, তাই হবে। আজ যে যা চায়, দিয়ে দাও মহামন্ত্রী....

গোবুচন্দ্র ∫∫ মহারাজ, দেশের বড় বড় পরিকল্পনাগুলো অর্থাভাবে ধুঁকছে! কোষাগার মজা পাতকুয়ো হয়ে আছে! ঘটি ডোবে না! এর ওপরে লাখ লাখ কোত্থেকে দেবো?

পকেটমার ∫∫ (শূন্যে কাঁচি চালিয়ে) তবে কাঁচি চলবে! শান্তির আশা ছাড়ুন! দস্যুদা, বসে আছো যে! উঠে পড়ো!

গোবুচন্দ্র ∫∫ দেখছেন ব্যাটা ছিঁচকে পকেটমারটার রোয়াব! দস্যুকে অর্ডার করছে পকেটমার! তুই যা যা....

পকেটমার ∫∫ দেখুন, আমি ক্লাস ফোর স্টাফ হতে পারি, কিন্তু ইউনিয়নের সেক্রেটারি। দুস্কৃতীদের মধ্যে রেগুলার ভোটে জিতে হয়েছি। এই যে সিঁদকাঠিআলা....ওঠো...এভাবে হয় না, নেই টাকা পয়সা-শান্তি করছে! চলো, চলো....ফালতু!

হবুচন্দ্র ∫∫ যা চায় দিয়ে দাও গোবু, এ লজ্জা আর সহ্য হয় না।

গোবুচন্দ্র ∫∫ ক'জনকে সাড়ে পাঁচলাখ করে দেবেন প্রভু? পরে যারা আসছে, তারাও তো ঐ টাকাই দাবি করবে!

হবুচন্দ্র ∫∫ তবে কি আমার নোবেল ফসকে যাবে! কোথায় গেলে....গুরু হে বাঁকাশশী....

[বাঁকাশশী দেখা দিলো।]

বাঁকাশশী ∫∫ এই যে বৎস, এই যে আমি....

হবুচন্দ্র ∫∫ ও গুরু, শান্তি কেনার টাকা নেই যে!

বাঁকাশশী ∫∫ টাকা নেই, পোস্ট তো রয়েছে!

হবুচন্দ্র ∫∫ পোস্ট!

বাঁকাশশী ∫∫ আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছি বৎস। শোনো, তুমি এদের তিনজনকে তোমার মন্ত্রীসভায় ঢুকিয়ে নাও।

হবুচন্দ্র ∫∫ মন্ত্রী করে নেব!

বাঁকাশশী ∫∫ নাও। নগদে না পারো, কাইন্ড্স-এ রফা করো। চোর দস্যু পকেটমার নিয়ে ত্রিরত্নসভা গঠন করো। বিশ্বজগত দেখুক, তোমার মতো শান্তিকামী কেউ নেই....যে কিনা বিপথ-কুপথগামীদেরও মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনেছে!

হবুচন্দ্র ∫∫ ওরা যদি রাজি থাকে, আমি রাজি!

পকেটমার ∫∫ আমরাও রাজি! ধরুন কাঁচি....

[পকেটমার কাঁচি রাখল হবুচন্দ্রর পায়ে।]

দস্যু ∫∫ বন্দুক ফেলে দিলাম....

[দস্যু বন্দুক রাখে হবুচন্দ্রর পায়ে।]

চোর ∫∫ এই যে সিঁদকাঠি! জীবনে আর ছোঁবো না!

[চোর সিঁদকাঠি ফেলে দেয়।]

পকেটমার ∫∫ আর ছোঁয়ার কথাই ওঠে না দাদা! মন্ত্রীত্ব পেলে আর এসব কেন? এখন আমরা মন্ত্রী হতে চলেছি দস্যুদা! কেমন লাগছে?

দস্যু ∫∫ হালকা লাগছে! দস্যুতা! সে যেন কোন্ পূর্ব জনমের কথা। শরীরটা থেকে ভার কমে গেল!

বাঁকাশশী ∫∫ যাবেই তো! আর তো লুকোছাপি থাকল না, চোরাগোপ্তা থাকল না, মেহনত থাকল না-কিন্তু আমদানি থাকল! আরো বেশি থাকল!

চোর ∫∫ মহারাজ, আমার কিন্তু দুটো দপ্তর চাই। আমার একটা, আমার ছেলের একটা!

হবুচন্দ্র ∫∫ তাই পাবে! এই নাও দুই দপ্তরের দুই চাবি! (চাবি দিলো।) পছন্দমতো ঘর দু'টো খুলে নিও!

পকেটমার ∫∫ আমার পাঁচটা দপ্তর চাই। আমার দুই দাদা, দুই ভাগ্নে আর এক ভাইপোকেও দপ্তর দিতে হবে!

হবুচন্দ্র ∫∫ দেব, তাই দেব! নাও, এই তোড়াটা নাও। পাঁচটা ঘরের চাবি নাও। মোটা মোটা চাবি দিলুম, তার মানে মোটা মোটা মোটা দপ্তর পেলে!

দস্যু ∫∫ আমার বাহান্নটা চাই। ফ্যামিলির সবাই মন্ত্রী হবে। সেই সঙ্গে আমার অনুগত ফলোয়াররাও হবে।

হবুচন্দ্র ∫∫ হবে, সবার জন্যে হবে। তোমার ভবিষ্যৎ সন্তানেরাও মন্ত্রী হবে। এই চাবির পুঁটলিটাই তুমি নাও। (সিংহাসনের পাশ থেকে চাবির ঝুলিটা দিলো) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মন্ত্রীসভা গড়লুম আমি।

[গোবুচন্দ্র এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিল। এবার গর্জে ওঠে।]

গোবুচন্দ্র ∫∫ এসব কী হচ্ছে? সব চাবি ওদের দিয়ে দিলেন যে! মন্ত্রীসভা আবার কী! এতোকাল সব ডিপার্টমেন্ট তো আমি একাই সামলে এসেছি!

হবুচন্দ্র ∫∫ একটা হাতে রেখে বাকিগুলো সব এদের মধ্যে বেঁটে দাও গোবু...নাও, এই চাবিটা তোমার....

[হবুচন্দ্র একটা ছোট্ট চাবি দিলো গোবুচন্দ্রকে।]

গোবুচন্দ্র ∫∫ কী? আমার হাতে থাকবে মাত্তর একটা চাবি! তাও এই পুঁচকে চাবি! মানে পুঁচকে দপ্তরে!

হবুচন্দ্র ∫∫ আজ থেকে দেশে এক-ব্যাক্তি-এক-দপ্তর নীতি চালু করা হ'লো গোবুচন্দ্র।

গোবুচন্দ্র ∫∫ (চিৎকার করে) নীতির ক্যাঁথায় আগুন। প্রাইজমানি পাবো না, এখন দপ্তর কেড়ে নেওয়া হচ্ছে! পুরো বাঁশ দিয়ে দেব হবুচন্দ্রর!

চোর ∫∫ ছি ছি এসব কী ভাষা ভাই গোবু! শালা মন্ত্রীর মুখে এসব কি শোভা পায় ভাই?

গোবুচন্দ্র ∫∫ অ্যাই ব্যাটা সিঁধেল-চোর! তুই ব্যাটা আমাকে ভাই বলিস?

চোর ∫∫ ভাই, আমরা তো সবাই সমান....ভাই-ভাই!

গোবুচন্দ্র ∫∫ চোপ! আমার বাপ চোদ্দোপুরুষ মন্ত্রীত্ব করে গেছে, তোদের কার কী পেডিগ্রি বল!-ফোনটা কইরে?

হবুচন্দ্র ∫∫ কাকে ফোন!

[গোবুচন্দ্র ছুটে গিয়ে ফোন করা শুরু করে।]

গোবুচন্দ্র ∫∫ (বিকট হেসে) সাগরপারে নোবেলকর্তা!

হবুচন্দ্র ∫∫ কেন?

গোবুচন্দ্র ∫∫ ভাংচি দেব! তোমার কিস্‌সা গাইবো মহারাজ দ্বিতীয় হবুচন্দ্র...

হবুচন্দ্র ∫∫ পাগলামি করে না গোবু...

গোবুচন্দ্র ∫∫ পাগল! পাগল বানিয়ে বলে পাগল! আমার সব দপ্তর কেড়ে নিলো, এখনো পাগল হবো না! হ্যালো এক্সচেঞ্জ পুট মি টু হটলাইন...হাঃ হাঃ হাঃ! পাগল হবো, জরুর হবো...আলবাৎ হবো...

হবুচন্দ্র ∫∫ (বাঁকাশশীকে) গুরুজি....গোবু যে নিজেই পাগল হতে চাইছে!

বাঁকাশশী ∫∫ কেউ হতে চাইলে তাকে সুযোগ দেওয়া উচিত বৎস হবুচন্দ্র।

হবুচন্দ্র ∫∫ না, না গোবুকে ঠেকাও! গোবুর চেয়ে প্রিয় আমার কেউ নেই। ও আমার ফ্রেন্ড ফিলজফার গাইড। বংশাক্রমিক সম্পর্ক আমাদের! আমি রাজা ও মন্ত্রী...আমার বাবা রাজা ওরা বাবা মন্ত্রী...আমার ঠাকুর্দা রাজা....(চোর দস্যু পকেটমারদের) শোনো, ভাইসব শোনো। চাবিগুলো তোমরা গোবুকে দিয়ে দাও। সব দপ্তরই ওর হাতে থাকুক নইলে মাথা ঠিক থাকবে না ওর। দাও....

পকেটমার ∫∫ পাগল না রাঙা আলু! একবার মন্ত্রী হয়ে, শালা কেউ ছাড়ে...?

হবুচন্দ্র ∫∫ কেন, তোমরা ফিরে যাও না-যে যা করছিলে, তাই করো গিয়ে। আমি বাধা দেব না!

দস্যু ∫∫ আর ও-জীবনে ফেরা নেই। যে জীবন পশ্চাত ফেলে এসেছি...

চোর ∫∫ চলো চলো, ঘরগুলো দপ্তরগুলো বুঝে নিই! এখন আমাদের কতো দায়িত্ব!

[চোর দস্যু পকেটমারের প্রস্থান।]

হবুচন্দ্র ∫∫ শোনো শোনো, হাই ফ্রেন্ডস...যাঃ...গুরুদেব...

গোবুচন্দ্র ∫∫ অ্যাই এক্‌সচেঞ্জ! হটলাইনের কী হ'লো! শিগগির দে, শিগগির দে....কী? কী বলছিস! (গোবুচন্দ্র ফোন ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে) মহারাজ!

হবুচন্দ্র ∫∫ কী, কী ভাই গোবু, মাথা এখন ঠিক লাগছে তো, অ্যাঁ, ঠিক লাগছে?

গোবুচন্দ্র ∫∫ মহারাজ, হট লাইন তো বন্ধ!

হবুচন্দ্র ∫∫ বন্ধ!

গোবুচন্দ্র ∫∫ একমাস যাবৎ!

হবুচন্দ্র ∫∫ তখন যে ফোন এলো!

গোবুচন্দ্র ∫∫ কার ফোন....কোথায় ফোন....ফোন খায় না মাথায় দেয়....(পাগলের মতো হাসতে হাসতে) আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ ফুরিয়ে গেছে....তাই সাগরের ওপারে থেকে লাইন কেটে দিয়েছে....একমাস আগে!

হবুচন্দ্র ∫∫ তবে নোবেল! কে বললে শান্তি পুরস্কারের নাম উঠেছে!....কমপিউটারে মায়াজাল বিস্তার করে....বাঁকাশশী...

গোবুচন্দ্র ∫∫ পালাচ্ছে...পালাচ্ছে...

[হবুচন্দ্র ছুটে গিয়ে পলায়নরত বাঁকাশশীকে ধরে]

হবুচন্দ্র ∫∫ কই, আমার শান্তি পুরস্কার কই! বাহাত্তর ঘন্টা শেষ হয়ে এলো, কোথায় আমার নোবেল! মেরে কলার কাঁদির মতো বেলগাছে...দে, নোবেল দে....

[হবুচন্দ্রর টানাটানিতে বাঁকাশশীর বাঁকাদাড়ি খসে পড়ে। হবুচন্দ্র চমকে ওঠে।]

কে! কে!

গোবুচন্দ্র ∫∫ মহারাজ! সেই ফোরটুয়েন্টি জ্যোতিষী! আপনার বাবাকে যে পাগল করেছিল!

হবুচন্দ্র ∫∫ ইন্দুগুপ্ত! (পাগলের মতো হাসতে হাসতে) গোবু আমাদের দুই বাবাকে পাগল করেছে, আমাদেরও করতে ফিরে এসেছে!

[হবুচন্দ্র গোবুচন্দ্র হাসছে কাঁদছে। কাকতাড়ুয়া লোকটি হাতে পোস্টার নিয়ে ঢোকে।]

লোকটি ∫∫ শুধু উনি একা আসেননি হবুচন্দ্র, আমরাও এসেছি! তুমি যাদের আজ মন্ত্রী বানিয়েছো, তারা কেউ চোর দস্যু না, তারাও সবাই আমাদের লোক! কই, আসুন আপনারা....

[চোর দস্যু পকেটমার ঢোকে।]

দস্যু ∫∫ আসল চোর দস্যু একটাও ধরা দেয়নি হবুচন্দ্র! তবে দিলে যে তুমি তাদের দেশের সর্বোচ্চ আসনে বসাতে এতোটুকু দ্বিধা করতে না...সেটা বেশ বোঝা গেল!

চোর ∫∫ যা হোক, মন্ত্রীত্ব আমরা ছাড়ছিনে! দপ্তরের চাবিগুলোও ছাড়ছিনে আর।

গোবুচন্দ্র ∫∫ মহারাজ সবাই মিলে আমাদের ঠকাল!

[নেপথ্যে প্রথম হবুচন্দ্রের হাসি।]

বাঁকাশশী ∫∫ কাজ শেষ! চলো! হবু গোবুর আর বংশধর নেই। কাজেই হবুচন্দ্র গোবুচন্দ্রের রাজত্বের শেষ এখানেই-তাকে নিয়ে কেউ যেন আর মাথা না ঘামায়! কই হে চন্দ্রপুলি, দুজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে পাগলাগারদে নিয়ে যাও...

[হবুচন্দ্র ও গোবুচন্দ্র ছাড়া সবাই বেরিয়ে গেল। হবুচন্দ্র ও গোবুচন্দ্র চুপ করে বসে আছে। গোরুর দড়ি নিয়ে চন্দ্রপুলি ঢুকল।]

চন্দ্রপুলি ∫∫ কেন, পাগলাগারদে কেন? এঁদের তো মাথা খারাপ হয়নি। কেমন চুপচাপ চিন্তা করছেন। হ্যাঁ যদি এঁদের বন্দী করতে হয়, স-সম্মানে করো। রাজার সাথে রাজার মতো ব্যবহার করো। দড়ি কেন? ....কী ভাবছেন প্রভু?

হবুচন্দ্র ∫∫ দাঁতবাঁধানো কুকুর দেখেছিস চন্দ্রপুলি! হি-হি-হি...বাঁধানো দাঁতের কুকুর!

গোবুচন্দ্র ∫∫ এই আমায় একটা ট্যারা গোরু কিনে দিবি চন্দ্রগুলি...আমি ট্যারা গোরুর সবুজ দুধ খাবো!

চন্দ্রপুলি ∫∫ হুঁ, দড়িই লাগবে! তখনি বলেছিলাম, বাহাত্তর ঘন্টা টিকবে না, কিছুতে না...!

হবুচন্দ্র ∫∫ আচ্ছা জলের মধ্যে হাঁসেরা নৌকো চড়ে ঘুরে বেড়ায় না কেন গোবু?

গোবুচন্দ্র ∫∫ হাঁসেরা যে ঠোঁটে লিপস্টিক মাখে মহারাজ। আমার বাবা বলেছে।

হবুচন্দ্র ∫∫ দাঁড়াও, এইরকম আরো ভাবি....

প্রথম হবুচন্দ্র ∫∫ (নেপথ্যে)চন্দ্রপুলি...

চন্দ্রপুলি ∫∫ বলুন....

প্রথম হবুচন্দ্র ∫∫ (নেপথ্যে)ওদের নিয়ে আয়!

চন্দ্রপুলি ∫∫ আনছি! আনছি! এতো বড় দুটো পাগলা যুৎ করে বাঁধবো তো! আমার আবার এমন ব্যাপার, মনে করছি কতো না বাঁধছি, আসলে বাঁধছি নে। হাতই নড়ছে...কাজের কাজ হচ্ছে না...

প্রথম হবুচন্দ্র ∫∫ (নেপথ্যে)কইরে আনলি....

চন্দ্রপুলি ∫∫ আনছি আনছি! এঃ! দোতলায় বসে অর্ডার ঝাড়া হচ্ছে! অতো যদি দরদ, দড়ি ছিঁড়ে নেমে এলেই হয়....

প্রথম হবুচন্দ্র ∫∫ (নেপথ্যে গান) চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে...

[দ্বিতীয় হবুচন্দ্র ও দ্বিতীয় গোবুচন্দ্র গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। স্থবির চন্দ্রপুলি দড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বাঁধছে, কিন্তু বাঁধছে না।]

যবনিকা

মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্কঃ সাত

মদনের পঞ্চ কাণ্ড

চরিত্র

মদন

অভিনয়

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রযোজনায় ১৯৭৪-এ ধারাবাহিকভাবে পরিবেশিত হয়। অভিনয়ে ছিলেন রবি ঘোষ।

মদন নামের এক গৃহভৃত্যের পাঁচ পরিবারে চাকরির অভিজ্ঞতা নিয়ে তৈরি হয়েছে এই একক-সংলাপ নাট্যগুচ্ছ 'মদনের পঞ্চ কাণ্ড'। এককভাবে প্রত্যেকটি পরিবারের চিত্র স্বয়ং-সম্পূর্ণ। কাজেই শিল্পী তাঁর ক্ষমতা সুবিধা ও অভিরুচি অনুযায়ী পঞ্চ কাণ্ডের সবকটি, কিংবা যে কোনো সংখ্যক নিয়ে দর্শক শ্রোতার সামনে উপস্থিত হতে পারেন। মাঠে মঞ্চে ড্রয়িংরুমে ক্যান্টিনে রেলের কামরায় বিয়ে-অন্নপ্রাশনে পুজো-প্যান্ডেলে কিংবা সমুদ্রতটে-যে কোনো জমায়েতে যে কোনো বড় অনুষ্ঠানের মুখপাতে তিনি খাটো ধুতি, সস্তা জামা, ছেঁড়া চটি আর ময়লা গামছায় মদন, আমাদের টিপিক্যাল মদন...সেই চিরপুরাতন ভৃত্য মদন সেজে দেখা দিতে পারেন-সকাল সন্ধে দুপুর-যে কোনো 'লাইট' কন্ডিশানে। অদ্ভুত কথা বলতে পারে মদন, আর কখনো নিজের কথা অপরের কথা গুলিয়ে ফেলে না। চটপট কণ্ঠস্বর আর বাচনভঙ্গি পাল্টে নিয়ে, যার কথা তার মতো করে বলে, মুহূর্তে মদন তার মতো হয়ে ওঠে।

রচনা : ১৯৭৪

মদনের পঞ্চ কাণ্ড

[মদন তার পঞ্চ কাণ্ড শুরু করার আগে যে কেউ একজন এসে যদি তার একটু পরিচয় দিয়ে যায়, তাতে মদনকে চিনতে বুঝতে দর্শক শ্রতাদের সুবিধা হতে পারে। পরিচয়দাতা বলবেনঃ

শ্রীমান মদন...চাকর মদন...আমাদের সেই চির পুরাতন ভৃত্য মদন আপনাদের শ্রীচরণে কিছু নিবেদন করতে চায়। না, ফুল নয়, বেলপাতা নয়, একটি চাকরির আবেদন নিয়ে এসেছে ও। শহরে বহু পরিবারে কাজ করেছে ও। হ্যাঁ, আট বছর বয়েসে গাঁ থেকে কলকাতায় এসেছিল...সেই থেকে এই পর্যন্ত অনেক ঘরের জল খেয়ে এখন ও বেকার। মাঝে মধ্যে কাজের অফার পায় না যে তা নয়-পেয়েছে, চায়ের দোকানে, স্টেট বাসের গুমটিতে, লবেনচুষের কারখানায়-কিন্তু ওসব চাকরি ও করবে না। মদনের জীবনের একটাই প্রতিজ্ঞা, একটাই স্বপ্ন,...গৃহভৃত্য, মানে বাড়ির চাকরের চাকরি ছাড়া আর কিছু করবে না! যাই হোক্-ঐ যে মদন...নিজের কথা নিজেই বলুক...]

এক

মদন ∫∫ (গান) গোলেমালে গোলেমালে পিরিত করো না...

গোলেমালে গোলেমালে পিরিত করো না...

আজ্ঞে বাবুমশায়রা, গান গাই...না বাবু ফুর্তিতে না, মনের দুঃখে বাউল হয়েছি। আজ তিনমাস আমি বেকার। রোজ উল্টোডাঙা থেকে চিৎপুর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে গোড়ালি চৌফালি করে ফেলেছি-'চাকর লাগবে বাবু, বাড়ির চাকর'...'না, না, বেরো বেরো'-খ্যাঁক খ্যাঁক করে কর্তাবাবু তেড়ে আসেন!...আমি নাকি দুকুরবেলা গিন্নিমারে খুন করে ফেলে রেখে গয়না নিয়ে ভেগে যাবো! আজ্ঞে কলকেতায় যে এ কাণ্ড হয় নি...হয় না-তা বলিনে, কিন্তুক সেইটা যে আমারে দিয়ে হবে না তার পথম প্রমাণ আমার পকিতিতে তা নেই!...আমি হলাম হদ্দ গেঁয়ো হাঁদা চরিত্তিরের একখানা মদন...ভেড়ার মতো কর্তাগিন্নির ছিদরণে অনুগত!...আমি উড়ো-চাকর না বাবুমশায়, আমি পুরো-চাকর!...একবার ঘরে তুলেছেন কি আমি আপনার।...আপনার মঙ্গল ছাড়া আর কিছু বুঝিনে। ...তাছাড়া খুনখারাপি চুরিচামারি যদি করব, তবে নিউ আলিপুরে রায়সাহেবের বাড়ি করলাম না কেন বলুন? ধরুন সেইখানে তিন মাস তেরোদিন কাজ করেছিলাম...রায় সাহেবের ফাঁকা বাড়ি, সে সুযোগ তা আজ্ঞে আমার হাত বাড়ালেই ছিল!

রায়সাহেব নটার সময় অফিসে বেরুতেন-মেমসাহেব বেলা তিনটেয় শপিং-এ বেরুতেন। বাড়িতে আজ্ঞে আমি ছাড়া আর কেউ থাকত না! সেই গোটা বাড়ি ঝেঁপে দিলেও কেউ বলার ছিল না! সাহেব মেমসাহেব ফিরতেন সেই রাত নটা-দশটা নাগাদ...কোনদিন মেমসাহেব আগে, কোনদিন সাহেব আগে।

গাড়ির দরজা খুলেই সাহেব হাঁক পাড়তেন-ডলি, ডলি...মদন তোর মেমসাহেব কোথায় রে?

-আজ্ঞে মেমসাহেব কেনাকাটা করতে বেরিয়ে গেছেন...

-ড্যাম ইয়োর কেনাকাটা! রোজ তার কীসের এতো কেনাকাটা...ডেলি রাত দশটা পর্যন্ত! ছুতো! ছুতো! ডেলি ওই একই ছুতো করে বেরিয়ে পড়া!...কোথায় যায়...আই মাস্ট নো, ডলি রোজ কোথায় যাচ্ছে...কার কাছে যাচ্ছে!

সাহেব গুম হয়ে বসে পড়েন...জুতো খোলেন না...কোট খোলেন না...খালি পাইপের পেছনটা কামড়ে কামড়ে অস্থির হন আর গজগজ করেন...

-ওয়ান ডে আই মাস্ট ক্যাচ হার। ইয়া, আই মাস্ট...একদিন ধরতেই হবে! আর যেদিন তোমায় ধরতে পারব ডলি...

আবার যেদিন মেমসাহেব আগে ফেরেন...

-মদন...

-যাই মেমসাহেব

-সাহেব এখনো ফেরেনি?

-আজ্ঞে কোনো দিনই তো রাত বারোটার আগে ফেরেন না...আপনি বাড়ি থাকেন না বলে জানতে পারেন না মেমসাহেব...

-হুঁ। কোথায় থাকে বল তো...রোজ এতো রাত পর্যন্ত?

-আজ্ঞে রোজই বলে যান কনফারেন্স আছে, ফিরতে রাত হবে...

-হোয়াট! অ্যাম আই টু বিলিভ...আমাকে কি বিশ্বাস করতে হবে...অ্যাম আই সাচ এ ফুল...আমায় এতো বুদ্ধু পেয়েছে...রোজই তার অফিসে কনফারেন্স বসছে!

মেমসাহেব খালি ঘর আর বারান্দা, বারান্দা আর ঘর...খালি গেলাস আর বোতল, বোতল আর গেলাস করে বেড়ান।

-কোথায় থাকে, হুঁ, আই মাস্ট নো, রোজ পাঁচটার পরে কী করছে সে! হুঁ ওয়ান ডে আই মাস্ট ক্যাচ হিম, ইয়েস আই মাস্ট। যেদিন আমি তোমায় ধরতে পারব সোনা...আজ্ঞে দুজনেই দুজনকে ক্যাচ করবে বলে এক্কেরে খাঁচার বাঘের মতো ছটফট করেন, আর লালচোখে ঘন ঘন আমার দিকে তাকান। যেন বলতে চান, ব্যাটা তুই সব জানিস, বল্!

আমি মরমে মরে যাই...হায় ভাগা, যদি জানতাম সাহেব মেমসাহেব কে কোথায় সন্ধেকাটায়...দুজনেরে জানিয়ে দিয়ে এ জ্বলুনির ইতি ঘটাতাম! কিন্তুক কী করে জানব বাবুমশায়রা, সাহেব মেমসাহেব যখন বাইরে বাইরে খেলে বেড়াচ্ছেন, আমি তখন নিউ আলিপুরের বাড়ি পাহারা দিচ্ছি।

-মদন! মদন!

-বলুন মেমসাব...

-সাহেবের অফিসটা চিনিস তুই?

-কেন চিনবো না মেমসাব, কতোদিন তাঁর লাঞ্চ পাঠিয়েছেন আমার হাতে।

-আজ বিকেলে তুই একবার অফিসের সামনে দাঁড়াতে পারবি?

-সামনে কেন, সাহেবের ঘরেই চলে যাবো....

-না না, পাঁচটার পর অফিস থেকে বেরিয়ে সাহেব কোথায় যায় সেইটা দেখতে হবে! তুই গোপনে দাঁড়াবি! খবর্দার, সাহেব যেন তোকে দেখতে না পায়!

সেইদিন বাবুমশায়রা, বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ...সাহেবের অফিসের বগলে যে মিষ্টি জলের দোকানটা আছে না, তারই কিনারে গা ঢেকে দাঁড়িয়েছি। মেমসাহেবের অর্ডার বলে কথা! এককেরে পাক্কা সি. আই. ডি.-র মতো চারধারে নজর রাখছি-সতক্কো দিষ্টি! হেনকালে ধাঁই! ধাঁই করে এট্টা লাথি উড়ে এসে পড়ল ঠিক আমার রগের ওপর। বাবাগো! দশ হাত দূরে ছিটকে পড়েছি আমি! আজ্ঞে লাথিটা হল মিনিবাসের, মানে মিনিবাসের কন্ডাকটরের। দেখছেনতো, কন্ডাকটরদাদা ফুটবোডে একখানা পা রেখে আরেক পা বাইরে উড়িয়ে কী রকম প্যাসিঞ্জার ডাকেঃ 'কসবা, কসবা...ডানলপ ডানলপ'? আজ্ঞে সেই উড়ন্ত পা-খানা গদাম করে একখানা আধমুনে কিক্ ঝেড়ে দিয়েছে...সি. আই. ডি. মদনের চোয়ালে! কোনো রকমে ধুলোমুলো ঝেড়ে উঠছি, হেনকালে...

-ও ডার্লিং, এই সন্ধেটুকুর জন্যেই আমি যে সতৃষ্ণ হয়ে বসে থাকি ডার্লিং...কেডারে! আমার সাহেব যেরে!

-বিলিভ মি ডার্লিং, ডলিকে বিয়ে করে আমি যে কী ব্ল্যান্ডার করেছি!

হাই বাপ! এ যে আমারই বাপ...আমারই সাহেব! ললিপপ! ...সঙ্গে একটা রঙচঙা ললিপপের মতো...অ্যাই ব্বাস, সাহেবের পেরাইভেট সেকেটারি না? যিনি সামনে বসে বসে টাইপকল বাজান...দুজন গলাগলি হয়ে টেসকিতে উঠছে রে!

আবার কদিন পরে একদিন বা সাহেব মোরে ডাকলেন...

-মেমসাহেব আজো শপিং-এ বেরিয়েছে, না?

-আজ্ঞে হ্যাঁ, ওঁর কামাই নেই...

-আই সি! শোন মদন, কাল সন্ধেবেলা একবার গঙ্গার ধারে...গঙ্গার ধারে রেস্তোঁরাটার কাছে থাকতে পারবি!

-আজ্ঞে যে রেস্তোঁরাটা গঙ্গার ওপর জলপরির মতো ভাসে? খুব পারব।

-এইনে টাকা। বিকেল বেলায় চলে যাবি। ওখানে বসে যথেচ্ছ খাবি!

-আজ্ঞে ঠিক আছে...অক্ষরে অক্ষরে অর্ডার পালন করব... খাবো...

-রাস্কেলটার কেবল খাইখাই! দাঁড়া! কী করতে হবে শুনে যা!

আর শোনার কী আছে! মনে মনে বলি, সাহেব আপুনি সন্দ করেছেন, মেমসাব ওধারে ইল্টু বিল্টু করতে যান, তাই নজরে রাখতে হবে, এই তো!

অতএব সন্ধেহতে এট্টা ঝোপড়া গাছের আড়ালে মদন ফিট! ডিম ফাটলে যেমন রাঙা কুসুম বেরোয়, গঙ্গার জলে ঠিক তেমনি রঙ। পাড়ের সারবাঁধা গাছের নিচে ছায়া জমছে! হাই বাপ, বসে বসে দেখি, ভোঁক ভোঁক করে এট্টা এট্টা টেস্কি এসে দাঁড়াচ্ছে আর জোড়া ললিপপেরা পুড়ুৎ পুড়ুৎ করে বেরিয়ে আসছে। এধারে ওধারে ছিটকে পড়ছে। দুষ্টুমি করছে! এক একটা গাছের গোড়ায় এক এক জোড়া। এক্কেরে বাঁধা জায়গা। যেন জন্ম জন্ম ধরে ওই গাছের গোড়ায় ওনাদের ইঁট পাতা রয়েছে। আজ্ঞে তা বলেন বাবুমশায়রা, ওনারা যাবেনই বা কোথায়? কলকেতায় এক ইঞ্চি জায়গা তো নিরিবিলি পড়ে নেই। ঝোপড়ার ধারে বসে বসে শুনি-জোড়ায় জোড়ায় বকম বকম।

-মিষ্টু, তোমায় না দেখলে একটা দিনও ভাল লাগে না...

-আহা দুষ্টু, তবে যে কাল এলে না বড়...

-আচ্ছা দুষ্টু, তুমি আমায় বিয়ে করবে কবে?

-করব মিষ্টু, গভরমেন্ট হাউসরেন্ট ডবল করে দিলেই করব!

-এই কী হচ্ছে! দুষ্টুমি করে না...ছিঃ যাঃ এই না, ছিঃ ভারি পাজি...খিলখিল খিল...আঃ ছাড়ো না...খিল-খিল-খিল-খিল-

গঙ্গার জাহাজে পিদিম জ্বলছে...সামনে জলপরির মতো দোকানটায় পানকৌড়ির মতো বাবুরা বিবিরা ভেসে বেড়াচ্ছে...মিঠি মিঠি হাওয়ায় আমার দুচোখ ভেঙে আসছে...হঠাৎ কানে এলো..

-ডলি...আমার ডলি...

-কেডারে! আমি এক্কেরে বুলডগের মতো লাফিয়ে উঠেছি। ওরেঃ ফাদার! এযে আমার মাদার! মানে গিন্নিমা! যা দেখতে এসেছিনু তাই দ্যাখলাম বাবুমশায়রা! সব দ্যাখলাম! সাহেব বিবি দুজনের চরিত্তির জানলাম।

কিন্তুক এবারে গোলামের চরিত্তিরটাও শোনেন বাবুমশায়রা...

মেমসাহেব আর আমাতে কথা হচ্ছেঃ

-সাহেবের আপিসের সামনে দাঁড়িয়েছিলি?

-হ্যাঁ মেমসাব...

-কী দেখলি!

-আজ্ঞে কনফারেন্স হচ্ছে। সাহেব বড্ড ব্যস্ত। দ্যাখলাম খালি কাজ করছেন...তার ফাঁকে ফাঁকে আপনার কথা ভাবছেন!

-মিথ্যে কথা। আমি বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই ও আর কাউকে ভালবাসে। সব জেনেও তুই আমাকে ধাসা দিচ্ছিস!

মেমসাহেব ফুঁসছেন, কিন্তু কী করব বাবুমশায়রা, বলেন দিকি পেরাইভেট সেকেটারির কথাটা মেমসাহেবরে বলি কী করে?

এবার সাহেব আর আমিঃ

-গঙ্গার ধারে কিছু দেখতে পেলি!

-আজ্ঞে না, কিচ্ছু না সাহেব। মেমসাহেব ওধারে একদিনও যান না।

-লায়ার! তুই একটা লায়ার। আমার কাছে খবর আছে ডেইলি যায়। নিশ্চয়ই বিয়ের আগে ওর কোনো অ্যাফেয়ার ছিল! আই মাস্ট নো দ্যাট...যেমন করে হোক জানতেই হবে! তুই ব্যাটা সব জেনেও চেপে যাচ্ছিস!

আমি আস্তে আস্তে সামনে থেকে সরে পড়ি। আচ্ছা বলেন তো বাবুমশায়রা, কী করে সত্যি বলা যায়? গঙ্গার পাড়ে যা দেখেছি, তা কি বলা যায়! না কি বলাটা চাকরের মুখে শোভা পায়? তাও বলি, আমারে এ সব অপকম্মে লাগানোই বা কেন? সে আমারে লায়ারই বলেন আর ফায়ারই করেন, আমি আজ্ঞে কর্তা-গিন্নি দুজনেরই মাইডিয়ার হয়ে থাকব!

তো নিউআলিপুরে আমার চাকুরির শেষ দিনটার কথা শোনেন বাবুমশায়রা!

সেদিন বর্ষা নেমেছে.. বাড়িতে আমি একা...সারাদিন প্যাচপেচে বিষ্টি...সূর্যি না ডুবতে চারধারে কালো...থোকা থোকা মেঘ শিবঠাকুরের জটার মতো পাকিয়ে উঠছে...আর ঝড়ো বাতাস...ব্যালকনির মাধবীলতা গাছটা সাপের মতো ফনা দোলাচ্ছে...হেনকালে, সন্ধেছ'টা নাগাদ...ভোঁক ভোঁক! একখানা টেসকি! দেখি মেমসাহেব আর সঙ্গে সেই গঙ্গাপাড়ের বাবু! এক্কেরে বাড়ির পরে এনে হাজির করেছেন! তা ভালই করেছেন বলতে হবে, আজ এই ঝড় বাদলায় গঙ্গাপাড়ে বসবে কার সাধ্যি! তাছাড়া সাহেব তো রাত দশটার আগে ফিরছেন না!

আমি ড্রয়িংরুমের পর্দা টেনে ধরলাম, ওনারা দু'জনে ঢুকে গেলেন। তাড়াতাড়ি দুকাপ কফির জল বসাচ্ছি...হেনকালে ফের, ভোঁক ভোঁক! সাহেব আর সাহেবের সেই পেরাইভেট সেকেটারি! তা বাড়ি এনে ভালই করেছেন...এমন প্যাচপেচে দিন কোনো হোটেলেই তিল ধারণের জায়গা নেই!....ড্রয়িংরুমের পর্দা টেনে ধরলাম...এনারা দু'জনে ঢুকে গেলেন...আমি ছুটে গিয়ে আরও দু'কাপ জল চাপালাম! আজ্ঞে চারকাপই তো হবে, সাহেব-মেমসাহেব-সাহেবের ইনি-মেমসাহেবের উনি...মোট চার! হাই বাপ! সব্বোনাশ হয়েছেরে! চারজনে যে এক ছাতের তলে! ভগারে, আজ যে দুজনে দুজনের ক্যাচ করে ফেলবে...এক্কেরে বামাল সুদ্ধু...হাতেনাতে....এইবারে কী হবে? আমি ইডিয়েট...নিজ হস্তে পর্দা টেনে বাঘ-ভাল্লুক ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে এলামরে! ভাবার আর

টাইম পেলাম না বাবুমশায়রা, ততক্ষণে কুরুক্ষেত্তরেরে বাদ্দি বেজেছে! চিৎকার...গালাগাল, পাল্টা গালাগাল, শাসানি, পাল্টা শাসানি, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ।

-ছি ছি ছি তুমি এই রকম।

-ছি ছি ছি তুমিও এই রকম!

-ছি ছি ছি তোমার লজ্জা করল না!

-ছি ছি ছি তোমারও লজ্জা করল না!

-ছি ছি ছি আজ রাক্ষসিটাকে ধরেছি!

-ছি ছি ছি আজ খোক্কোসটাকে চিনেছি!

-ছি ছি ছি গেট আউট!

-ছি ছি ছি ইউ গেট আউট!

টাশ্! ধাস! ধাস! দুড়ুম! দড়াম! গদাম! গদাম! ঝনঝন-ঝনঝন...ইঁইঁইঁ...চিৎকার করব...খুন করব...বেরো...তুই বেরো...তুই বেরো পাজি ছুঁচো...ঠাস ঠাস...ঢুশঢাশ...ক্যাঁৎক্যাঁৎ...ও বাবাগো...মাগো...

আজ্ঞে এক ঘণ্টা পরে। সাহেবের ইনি-আর মেমসাহেবের উনি কেটে বেরিয়ে গেছেন...আছেন শুধু সাহেব আর মেমসাহেব। আমি দু'কাপ কফি নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি...বাবুমশায়রা, দেখি কান্না হচ্ছে, মেমসাহেব কাঁদছেন। সাহেব পাল্টা কাঁদছেন! মেমসাহেব ক্ষমা চাইছেন...সাহেব পাল্টা ক্ষমা চাইছেন...মেমসাহেব সাহেবের পা ধরছেন, সাহেবও মেমসাহেবের পা জড়াচ্ছেন...চোখের জলে ভাসতে ভাসতে দু'জনে দু'জনের মুখ কাছে টেনে নিয়ে বোঝাচ্ছেন...আর কখনো মদনকে দিয়ে তোমায় ফলো করবো না গো! দু'জনে.... আমার কান্না পেয়ে গেল! বাবুমশায়রা এ বাড়িতে আসা তক এমন মধুর দৃশ্য আমি কোনদিন দেখিনি...সাহেব মেমসাহেব এতো গলাগলি...ভগারে...এই গলাগলি যেন চিরদিন বজায় থাকেরে!

-ইউ স্টুপিড রাস্কেল!

হঠাৎ সাহেব ফোলা ফোলা চোখে আমার দিকে চেয়েছেন।

-তোর এতবড় সাহস, আমার অফিসের সামনে স্পাইং করতে গিয়েছিলি! গেট আউট...গেট আউট ইউ সান অব এ বিচ!

এবারে মেমসাহেব বললেন...

-এতো বড় স্পর্ধা...চাকর হয়ে তুই যাস গঙ্গার ধারে আমাকে ফলো করতে! আমি কি করি, কোথায় যাই, তাই দেখতে! দূর হ...দূর হ নেড়িকুত্তির বাচ্চা!....এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে চলে যা! ভাগ...

আজ্ঞে আমে দুধে মিশ খেয়ে গেল, আঁটি মদনা, যা ভাগ! আমি এবারো বলতে পারলাম না...বলতে পারলাম না, সাহেব মেমসাহেব আপনারাই তো আমারে এ ওনার পশ্চাতে ফেউ লাগিয়েছিলেন! এখন আমি হলাম কুত্তির বাচ্চা! তো সেই ঝড় বাদলার রাতে বাক্সটা বগলদাবা করে দুজনেরে সেলাম ঠুকে পথে নামলাম বাবুমশায়রা...আজ্ঞে না, এটুও দুঃখ হয়নি! যতই হাঁদা হই, এটা তো বুঝি, এরপরে সাহেব কি মেমসাহেব আর মদনের দিকে চোখ রেখে কথা বলবেন কী করে বাবুমশায়রা? মদন যে ওঁদের গোপন জীবনের সাক্ষী!-তালেগোলে গোলেমালে পিরিত করো না। পেন্নাম বাবুমশায়রা! যদি পারেন, বেকার মদনের এট্টা চাকরের চাকুড়ি যোগাড় করে দেবেন আজ্ঞে!

দুই

মদন ∫∫ (গান) এবার ম'লে বাবু হবো

রাখব চাকর চাকরানি...

পায়ের ওপর পা-টি তুলে

করবো কতো বাবুয়ানি...

পেন্নাম বাবুমশায়রা, ফের সেই চাকরির তরে আসা! এ বেকার জীবনের জ্বালা আর সহ্যি হয় না! আর আমারো এমন পিতিজ্ঞে ভদ্র পরিবারে চাকরের চাকরি ছাড়া করবই না! নইলে কল-কারখানায় কুলিগিরি তো করতেই পারি। না, বাবুমশায়রা জাত খোয়াবো না! না খেয়ে মরি মরব, তবু জন্ম জন্ম আপনাদের চাকর হয়ে ফিরে আসব! কিন্তু আজকাল যে কি হয়েছে, লোকে আমার বয়েসি লোক রাখতেই চায় না। অথচ দেখুন, পকেটে ক্যারিকটার সার্টিফিট নিয়ে ঘুরছি! বলেন তো, এ সার্টিফিটখানা কে দিয়েছেন! আজ্ঞে কলকাতার সবচেয়ে বড়বাবু!

...বলেন বাবুমশায়রা, এই কলকেতার সবচেয়ে বড়বাবুর নাম বলেন-যার নামে গেরস্তের কাছা ঢিলে হয়, দোকানদার ঝাঁপ বন্ধকরে, ইস্কুলের পথে ছাত্রীরা দুর্গা দুর্গা জপ করে, গিন্নিমারা সাষ্টাঙ্গে মুচ্ছো যায়, পুলিশের বেলটু খুলে যায়! আজ্ঞে কেউ তারে রুখতে পারে না! কচ্ছপের কামড় তবু মেঘ ডাকলে খোলে...বলেন তো বাবুমশায়রা, দু ঠ্যাংআলা আর কোন জীব আছে, যার কামড়ে আজ্ঞে দেশনেতারাও হিমসিম খায়! তিনি কিন্তু আপনাদের বিলক্ষণ চেনা...এক্কেরে হাড়ে হাড়ে চেনা...ধরেন তার পরনে প্যান্টুলুন, প্যান্টুলুনের কুঁচকি-পকেটে পঞ্চমুখী ছুরি, হাতে বালা আর গলায় মা-কালীর মূর্তি বাঁধা চেন...হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন বাবুমশায়রা, তার নাম মস্তান! সেই মস্তানবাবুর সার্টিফিট রয়েছে আমার কাছে।

আজ্ঞে আমি তো মস্তান কুঁদোবাবুর প্রাক্তন চাকর!

আজ্ঞে কুঁদো মস্তানের আর কি বন্ননা দেবো বাবুমশায়রা, একবার কি একবার আপুনারা সকলেই তাঁর খপ্পরে পড়েছেন নিঘঘাত! ঘাড়, আংটি, বোতাম, মানিব্যাগ একবার না একবার তাঁর হস্তে অর্ঘ্য দিয়েছেন, কেউ বা তাঁর শ্রীহস্তে ধোলাইও খেয়েছেন! বাবুমশায়রা, আগের আমলে জমিদারের শাসন চলতো...এ জমিদারের আন্ডারে এতোটা পর্যন্ত-ওধারে আরেক জমিদার! তো কলকাতাও শাসন করে তেমনি কটা মস্তানে মিলে। এনার সীমানা ধরেন ঐ জুতোর দোকান পর্যন্ত...আর ওনার সীমানা ঐ খালপাড় পর্যন্ত! গোটা শহরে এক ছটাক জমি পড়ে নেই আজ্ঞে, যেটা কোনো না কোনো মস্তানের আন্ডারে পড়ে না! এমন কি শ্মশানও না!

তো আমরা মুনির কুঁদো মস্তান হলেন সবার সেরা, সবার গুরু! তানার আন্ডারে আছে আরও বিশজন চুটকে মস্তান-সোন্দর নাম তাদের...রন্টে ফন্টে -সন্টে -ঝন্টে ...আর আছে খানকয় মোটর বাইক! দশজনে মিলে একখানা সাইকেলে ঝুলে যখন কম্মে বেরুতেন, ঠিক মনে হতো আজ্ঞে কিস্কিন্ধের হনুমানেরা লঙ্কাকাণ্ডে চলেছেন!

আজ্ঞে লঙ্কা মানে হলো মালগাড়ির ওয়াগন! এক একখানা মাল বোঝাই ওয়াগন, এক এক রাত্তিরেই ফরসা। আমার মস্তানবাবুরা গাড়ি ভেঙে মাল বার করতেন আর আমি ধোপার গাধার মতো সেই বোঝা ফিঠে বয়ে বয়ে গোডাউনে ঢোকাতাম। বড্ড খোলতাই কারবারে নিযুক্ত ছিলাম আজ্ঞে, ভয় ডর এট্টু ছিল না।

আজ্ঞে ভয় খাবো কেন, কারে ভয়! বাবু যার মস্তান! কুঁদোবাবুর ছাতের ওপর সব্বোক্ষণ ঝুড়ি ঝুড়ি ছোটখোকা মজুত! কুঁদোবাবু বলতেন-

-কী রে মদনা, আজ ক'ঝুড়ি ছোটখোকা বাঁধলি রে!

-আজ্ঞে পঞ্চাশটা ছোটখোকা বাঁধা হয়েছে!

-তুই শ্লা কোনো কম্মের না রে! এতো মসলা এনে দিলাম, মাত্তোর পন্‌চাসটা ছোট খোকা বার করলি রে? এঃ শালা গাঁইয়া, বললাম না, আজ একটা ঝাড়পিট হবে...সন্ধের পর হাজার খানেক ছোট খোকা টপকাতে হবে।

আজ্ঞে এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝে ছেন বাবুমশায়রা, ছোট খোকা মানে হ'ল গিয়ে হাত বোমা। হে হে হে...

তো বেলা দশটা নাগাদ গলির মাথায় ভজার দোকানে বাবু তার চামচেদের নিয়ে হেড কোয়াটার খুলে বসেন। এ সময়ে সে দোকানে আর কনো খদ্দের ঢুকতে পাবে না। খালি কুঁদোবাবু আর তার চামচেরা...বিনি পয়সায় মামলেট খাবে, জুয়ো খেলবে, নেশা করবে...ভজা যদি একবারো আপত্তি করেছে তো...

-দেবো শ্লা একখানা টপকে। দোকান তোর খালের ভেতর হামাগুড়ি খাবে। বেশি পটপট করবি কি শ্লা বোমা ঝেড়ে খোমা পাল্টে দেবো।

খোমা মানে আজ্ঞে এই মুখখানা। কী চমৎকার ভাষা বলেন!

তা ভজা আর কী করে, তক্ষুনি মামলেট ভেজে কুঁদোবাবুরে পেন্নাম করে।

তা ধরেন পোন্নাম আর পোন্নামি, কুঁদোবাবু অঢেল পেয়ে থাকেন। ফুটপাথে যতো হকার বসবে...বাজারে যত দোকান বসবে, আলু পটল মাছ বেগুন মিষ্টি জামাকাপড়, সব দোকানদারকেই কুঁদোবাবুকে পোন্নামি ঠেকাতে হবে।

-নইলে শ্লা ধোলাই দিয়ে ল্যাম্পপোস্টে শুকতে দেবো. হ্যাঁ।

আবার ধরেন পাড়ায় নতুন ভাড়াটে আসবে। তো আগে কুঁদোবাবুর সাথে হ্যান্ডসেক করতে হবে-সে তুমি ডাক্তারই হও, উকিলই হও, আর পোফেসারই হও! হুঁ-হুঁ বাবা-যত বড়ই হও তুমি, কুঁদোকে ভজনা না করে পাড়ায় ঢুকতেই পারবে না।

আজ্ঞে আমার বাবু শ্রী শ্রীকুঁদোবাবু আবার পাড়ার চিফ জাস্টিস! তার এলাকায় যত ঝামেলা... সব মীমাংসা করবেন তিনি। বুড়ো দাদুরা পযন্ত আসেন...

-বাবা কুঁদু....

-কে বে? মেসোমশাই? কী হয়েছে বে মেসো?

-বাবা কুঁদু, তুমি থাকতে মেসোমশাইকে এও সইতে হবে বাবা?

-আরে এসব ন্যাকড়াবাজি বন্দ ক'রে ঝেড়ে কাশো না মেসো। বেশি টাইম নেই! কেসটা কী?

-আমার ভাড়াটেটা তুলে দিতে হবে বাবা কুঁদু। বেশি ভাড়ায় নতুন ভাড়াটে পেয়ে গেছি বাবা। এটাকে হটিয়ে দাও বাবা কুঁদু।

-ঠিক আছে ফুটিয়ে দোবো। কিন্তু খরচাপাতি করতে হবে মেসোমশাই।

-বলো বাবা কত চাও?

-আপাতত চারখানা বড় গজ ছাড়ো।

-গজ কী বাবা কুঁদু?

-গজ! গজ! পাঁচশো টাকার পাত্তি বে। তুমি মাইরি কিচ্ছু লেখাপড়া করোনি মেসো! চারখানা গজ পকেটে গুঁজেই কুঁদোবাবু গা ঝাড়া দিয়ে বসেন-

-আবে রন্টে...শোন বে, আমার এই মেসোটার পুরনো ভাড়াটে শ্লাকে ফোটাতে হবে। ভাড়াটে শ্লার ছোট মেয়েটা রোজ সন্ধেবেলা গান শিখে ফেরে। সামনে একটু লেচে দিবি!

ব্যস! পর পর দু'সন্ধে রন্টে লেচে দিলে। পার্কের কোণে মেয়েটার পথ আটকে হুই হুই এক্কেরে ক্যাবারে নেত্য! ওমা তিন দিন পরে মেসোবাবুর ভাড়াটে দেখি ঠেলার পরে মাল সাজাচ্ছে! তবে? কুঁদো মস্তানের সাথে চালাকি? তুমি তো সামান্য ভাড়াটে! বাবু ইচ্ছে করলে ইয়ে করে...ইয়ে দিয়ে... ইয়ে করতে পারেন! বাবু হলেন মস্তান!

-জানিসরে মদনা, মস্তান শব্দের মানে কী?

-কী বাবু...

-ম্যাস ট্যান...

-ম্যাস ট্যান!

-হুঁ, ম্যাস মানে জন সাধারণ-ট্যান মানে ট্যান করা! গোরু ছাগলের চামড়া ছাড়িয়ে ট্যান করে দেখেছিস তো-আমিও তেমনি ম্যাসের চামড়া ছাড়িয়ে ট্যান করি!

তো বোঝলেন বাবুমশায়রা, কুঁদোবাবুর টাকা পয়সার একটু টান পড়ল কি, অমনি জনগণকে ট্যান করা শুরু হ'ল। লাগিয়ে দিলেন এট্টা পুজো। দূর্গাপুজো কালীপুজো শনি মনসা... বাবু আমার যাবতীয় দেবদেবীর ইজারা নিয়েছেন। বিল-বই এক লট ছাপানোই রয়েছে। শুধু লিখতে যেটুকুন দেরি। প্রত্যেক ফেমিলির নামে একশো করে চাঁদা বসিয়ে কুঁদোবাবু হাজির-

-কই দাদা, সে বারোয়ারি কালীপূজোর চাঁদাটা ছাড়ো....

-সে কী ভাই কুঁদো, জষ্টিমাসে কালী?

-অ পছন্দ হলো না? ঠিক আছে, কালীতে খুশি না হও-ওটা জামাইষষ্ঠী বসিয়ে নাও!

-সে কী ভাই কুঁদো, জামাইষষ্ঠী কখনো বারোয়ারি হয়?

-হয় বে, পেটে চেম্বার ঠেকালে সব হবে!

সঙ্গে সঙ্গে ওধারের বাবু কেঁচো।

-না না চেম্বার কেন, দিচ্ছি ভাই... তোমায় চাঁদা দেবো না... তা কি হয়।

চেম্বার শুনেই খট খট করে সব বাড়ির দরজা খুলে গেল। ঝপ ঝপ করে করে চাঁদা পড়তে লাগল। ব্যস কুঁদোবাবুর এক বছরের বাবুয়ানির যোগাড় হয়ে গেল।

-কী বে মদনা, সে জামাইষষ্ঠীটা কিরকম ছাড়লাম বে?

-আজ্ঞে বড্ড জোর ছেড়েছেন। এবারে অন্নপেরাশনটাও বারোয়ারি করে ছেড়ে দ্যান বাবু। আপনার মতো ধার্মিক আর জন্মাবে না বাবু।

তবে কিনা কুঁদো মস্তানের খাজনা আদায়ের সব চাইতে বড় তালুক হল পাড়ার ইস্কুল আর কলেজ। দুখানাই বাবুর কবজায়। ভরতি থেকে শুরু করে এগজামিন পর্যন্ত, সব তার আন্ডারে চলে। ক্যান্ডিডেট পিছু পঞ্চাশ টাকা করে ধার্য। কুঁদোবাবু নিজে আজ্ঞে কেলাস ওয়ান পাশ না, অথচ তিনি বি.এ, এম.এ কেলাসের এগজামিন নেবেন! বাবু আমারে বলেন-

-কী রে মদনা, শিক্ষাটাকে কী রকম ম্যানেজ করছি রে?

-এতে আর আর্শ্চয্যি কি... আমি কই... ও বাবু যারা মড়া পোড়ায় তারা তো আজ্ঞে 'ক' অক্ষরও চেন না, তবে তারা বি.এ, এম.এ পাশ করা লোক পোড়ায় কি করে? আপুনিও তেমুনি বাবু ইস্কুল কলেজের মড়া পোড়াচ্ছেন!

পাঁকাল মাছ দেখেছেন বাবুমশায়রা, মুঠো করে ধরতে গেলে পুড়ুৎ করে গলে বেরিয়ে যায়, কুঁদোবাবুরেও তেমনি কেউ ধরতে পারে না। কী করে পারবে? আজ্ঞে কুঁদোবাবু যে ওপর মহলের বাবুদের হাত করে রেখেছেন... থুড়ি, ভুল বললাম... ওপর মহলই কুঁদোবাবুরে হাত করতে পেলে বর্তে যায়!... ধরেন কেষ্টবাবু... তিনি তো একজন কেউকেটা বাবু... রাত দুটোর সময় কুঁদোবাবুর ঘরে হাজির...

-ভাই কুঁদো, ইলেকশান তো এসে গেল... আমি তো তোমার ভরসায় দাঁড়ালাম। তুমি আমার সঙ্গে আছো তো ভাইটি?

-ও সব কুলপি-পিরিত ছেড়ে খাস কথা বলো কেষ্টদা, মাল কীরকম ছাড়তে পারবে? নইলে আমি কিন্তু সুশীলদার দলে ভিড়ে যাবো, হ্যাঁ-

-না না, সে কী! কুঁদো ভাইটি, এতকাল একসঙ্গে কাটালুম... কতবার তোমাকে ধরে নিয়ে গেল, আমি তোমাকে ছাড়িয়ে আনলুম। আজ চলে যাবে, তাই কি হয়? শোনো একবার জিততে পারলে, তোমায় আর কে পায় ভাইটি!

ঢ্যাম গুড়গুড় ঢ্যাম গুড়গুড়! ভোটের বাদ্যি বাজলো... আর কুঁদো মস্তান জিপ গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়ায়ঃ

এই যে দাদারা দিদিরা মায়েরা বোনেরা, বাপের সুপুত্তুরেরা, কেষ্টদাকে ভোটটা দেবে...ভোটে কেষ্টদা জিতিলে তোমাদের পাড়ায় পাড়ায় হাসপাতাল গড়ে দেব... আর যদি কেষ্টদা হারে তাহলে ঘরে ঘরে হাসপাতাল বানিয়ে ছেড়ে দেব।

এত কাণ্ডের পরেও বাবুমশায়রা, কার যে কখন কী হবে... কিছু বলা যায় না... এমন যে কেষ্টবাবু, সেও হেরে গেল! জিতে গেল সুশীলবাবু! আর তক্ষুনি আমার মনে হল, এই রে! এইবারে মরেছিরে! এইবারে তো কুঁদোবাবুর খেল খতম! কেষ্টবাবুর মতো সহায় ডুবেছে, ভরদুপুরে কুঁদো মস্তানের সূর্যি ডুবেছে! এইবারে তো সুশীলবাবুর ছেলেরা চাঁদা করে কুঁদোরে ঠ্যাঙাবে... ঠেঙিয়ে বেন্দাবনে পাঠাবে এবং আমারেও মথুরা পাঠাবে। আমি যে কুঁদো মস্তানের অনুগত ভৃত্য! ভগারে! কী প্যাঁচেই পড়লাম রে। কোথায় যাই? গাঁ ছেড়ে শহরে এসেছিনু দুটো ভালোমন্দ খাবো বলে। ... এমন করে ফেঁসে যে যাবো তাতো বুঝিনি! এমন বাবুর পাল্লায় পড়ব ভাবিনিরে! নিজের গালে নিজে থাবড়া দিতে দিতে দে ছুট... দে ছুট! ... কিন্তুক বাবুমশায়রা মিছেই আমি এতো সাত সতেরো ভাবছিলুম! সন্ধেবেলার মধ্যেই শুনলাম, কুঁদোবাবু জামা পাল্টে সুশীলবাবুর দলে ভিড়ে গেছে! আজ্ঞে তাতো যাবেই... ম্যাসকে যারা ট্যান করবে-তাদের তো ঘন ঘন দল বদল করতেই হবে, না'লে পিঠের চামড়া বাঁচবে কী করে? তাই না কি বলেন? (থেমে গায়) এবার মলে বাবু হবো... রাখব চাকর চাকরখানি-

তিন

মদন ∫∫ (গান) সখিরে...

রাগে মুখ বাঁকানো... ঐ ভুরু পাকানো

তবু কেন মনে হয়... এতো মধু মাখানো...

সখিরে...

-পাকানো ভুরুতো দেখেছেন বাবুমশায়রা, গিন্নিমাদের দেড় ইঞ্চি ভুরু চার ইঞ্চি টেনে তুলে রিং পাকানো তো দেখেছেন! কিন্তু আঁকানো ভুরু দেখেছেন? পাকানো ভুরুতে মধু মাখানো থাকে, বলেন তো বাবুমশায়রা আঁকানো ভুরুতে কী মাখানো থাকে? আজ্ঞে কালি! দুই ভুরু নিপিস করে ফিনিস করে দিদিমনিরা শূন্য স্থানে কালি দিয়ে মেরে রাখেন। হে হে, জন্ম থেকে জেনে আসছি মানষে ভুরু রাখে আর নখ ছাঁটে! তো টালিগঞ্জের লায়লা বউদির কাছে গিয়ে জানতে পেলাম আজ্ঞে, কলকেতার ফ্যাশনেবল লেডিসরা ভুরু

ছাঁটেন আর নখ রাখেন! হাই বাপ, এই এতো বড় বড় বাঘনখ... নেল পালিশে চুবানো... দেখে মনে হবে আজ্ঞে এই মাত্তর দুঃশাসনের রক্তপাত সমাধা হলো! হেঃ হেঃ...

পোন্নাম বাবুমশায়রা, আজ্ঞে আমি মদন... টালিগঞ্জের অচিনবাবুর বরখাস্ত চাকর মদন বলছি। অচিনবাবুর আজ্ঞে তুঙ্গে বেস্পতি। নইলে লায়লা বউদির মতো অমন পরির মতো ইস্তিরি পেত না! হায় হায় হায়, কলকেতায় এতো ঘরে চাকুরি করলাম... লায়লা বউদির মতো অমন নরমপাক চেহারা আর কড়াপাক সাজুগুজু এট্টা দেখিনি। দেখতে মাথায় ঘুরপাক লেগে যাবে আজ্ঞে! সাজের কী ঘটারে ভগা! ধরেন দমকলের কর্মীদের ছুটি আছে-তো লায়লা বউদির স্নো পাউডার লিপিস্টিকের একদণ্ড ছুটি নেই। হোল ডে নাইট তারা ডিউটি মারছে। হে-হে-হে-গড়িয়াহাটের মোড়ে সন্ধেনাগাদ যদি চোখকান খোল রেখে দাঁড়াতে পারেন বাবুমশায়রা, দ্যাখবেন রাজহাঁসের মতো ঠমকে গমকে লায়লা বউদি চলেছেন... টপ টু বটম মেচিং! যে কালারের শাড়ি হবে, সেই কালারের গয়না হবে। পায়ের স্যান্ডেলও হবে... কলাপের সিঁদুরও হবে। শিশুকাল থেকে জেনে এসেছি... আজ্ঞে সিঁদুরের রং লাল! তো লায়লা বউদির পাল্লায় পড়ে শিখতে হলো... সিঁদুরও সাদা হয়, সবজেও হয়, নস্যি কালারেরও হয়। জুতোর রংয়ের সাথে সাথে সিঁথির সিঁদুরও পাল্টে যাবে! হে হে! তারপর খোঁপা! মাসের ভেতর চারবার দু তিনশো টাকা খরচ করে দোকানে গিয়ে খোঁপা বেঁধে আসেন বউদি। হে হে! অচিনবাবুর মাথায় আষাঢ় মাসেও ছাতা জোটে না... আর বউদির মাথায় কোনোদিন বালতি খোঁপা, কোনোদিন চালতে খোঁপা... কোনদিন খোঁপা নয়তো যেন টাট্টু ঘোড়ার ল্যাজ!

তো দাদাবাবুর বুকে সেই ল্যাজের বাতাস দিতে দিতে বউদি বলেন...

-ওগো... দ্যাখো না গো ডিজাইনটা কেমন হয়েছে!

দাদাবাবু ফজলি আমের মতো মুখ করে বলেন...

...বারে বারে যদি খোঁপার ডিজাইন পাল্টাও, আমার জান যে কয়লা হয়ে যাবে লায়লা। লায়লি... লালি... লিলুয়া... কী বলে তুমি মাইরাশনের টাকাটাও হালুয়া করে এলে সোনা?

-ইডিয়ট! মাইরাশন না তুল্লে লোকে খোঁজও পাবে না। কিন্তু ফ্যাশন না করলে পাড়ায় যে আমার হিউমিলিয়েশান হবে, সেটা বোঝে না?

-লায়লা তোমার ফ্যাশনের চোটে আমি যে স্টারভেশান করে করে শ্মশান ঘাটে যেতে বসেছি...

আজ্ঞে কথাটা এক্কেরে আনছান না! অচিনদাদাবাবুর মাইরাশন ওঠে না... বাজার হয় না... মাছ কী বলব, চারমাস কাজ করে এলাম কোনোদিন ল্যাটা মাছের কাঁটাখানাও জোটেনি। পয়লা তারিখেই মানিব্যাগে খাবলা মেরে দাদাবাবুর হাসি মুখখানা ময়লা করে ছেড়ে দেন লায়লা। খালি পোস্ত আর ঝিঙি... ঝিঙি আর পোস্ত! খেয়ে খেয়ে পেটে ঢিবি হয়ে গেছে মস্ত! আর বউদি ওদিকে...

-ওগো শুনছ! কালার টি.ভি কিনব! টাকা দাও!

-টাকা! টাকা কী, কিসের তৈরি, টাকা খায় না মাথায় দেয় লায়লি?

-ইডিয়ট! রঙিন টেলিভিশান না হলে পাড়ায় যে পজিশান থাকছে না, তা জানো?

-লায়লা... আমার লালুভুলু... মাস গেলে কেটেকুটে আটশো টাকা পাই... ভেবেছিলুম খরচা ছেঁটে ছুঁটে এ মাসে একজোড়া লুঙ্গি কিনবো!

-কেন লুঙ্গি কিনবে... কি হবে লুঙ্গি!

-লজ্জা ঢাকবো লায়লি!

-তার জন্যে লুঙ্গি কি হবে ননসেনস! ঘরে দরজা দিয়ে বসে থাকো! কিন্তু কালার টি.ভি নইলে লোকে দেখবে কী! কবে যে তোমার কাণ্ডজ্ঞান হবে হ্যাজব্যান্ড!

হে-হে-হে বোঝলেন বাবুমশায়রা

(গান) ফ্যাশনেবল লেডি তিনি

ম্যাক্সি মিনি পরেন...

টাকার যোগান থামলে বরের

কাছা ধরে টানেন...

তো ড্রয়িংরুমে রঙিন টি.ভি বসানো হলো... আর দাদাবাবু কোমরে ছেঁড়া টেবিলক্লথ জড়িয়ে বাথরুমে বসে রইলেন! আর পাড়ার ইঞ্জিনিয়ারের বউ, ডাক্তারের জেঠিমা, ট্যাক্স-অফিসারের ঠাক্মা... সবাই মিলে বউদিরে ধন্যি ধন্যি করতে লাগল।

-ওমা ওমা কি সুন্দর টি.ভি তোমার লায়লা! কোত্থেকে কিনলে গা-কতো পড়ল গা?

-আমি কি আর কিনেছি দিদি! সব আমার হ্যাজব্যান্ড কিনেছে! ওর আবার এমন রুচি, যতো টাকাই পড়ুক... লেটেস্ট মডেল কিনবেই!

ভগারে! কী ফাঁটবাজিরে! মনে মনে বলি, বউদিরে, তোমার স্টাইলের চোটে দাদাবাবু যে কাহিল হয়ে পড়ল রে!

-ওমা! ওমা! কী সুন্দর জয়পুরি চাদর কিনেছিস! কতো পড়ল রে লায়লা?

-মাত্র এগারো শো বাহান্ন টাকা পড়েছে দিদি! আমার আবার ছেলেবেলা থেকেই জয়পুরি চাদর না পাতলে ঘুম আসেনা দিদি!

ভগারে, বউদির কি দুঃসাহসরে! কেউ যদি ঐ জয়পুরি চাদরটা একবার তোলেরে, তক্ষুনি দেখতে পাবে নিচের গদিখানার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে রে! চত্তিরমাসের ধানকাটা মাঠের মতো ফেটে চৌচির হয়ে আছে সেটা! এরেই বলে আজ্ঞে ঘরেতে শাক জোটে না, বৈঠকখানায় লাল বিছানা!

বউদির খাবারের টেবুলখানা সাব্বেদা সাজানো থাকে বাবুমশায়েরা। নুনের কৌটো, মরিচের কৌটো, কাঁটা চামচ। ঝকমকে বাসন, পাশে মস্ত বড় ফিরিজ! ফিরিজের মাথায় একছড়া মত্তমান কলা! খাওয়া হয় না, সাজানো থাকে! তাই দেখে ডাক্তারের জেঠি বলছে...

-আজ কি খেলিরে লায়লি?

-আজ? আজ একটু চাউচাউ খেয়েছি... আর একটু চাউমিন... আর একটু প্রন্‌ফাই... আর একটু চিলি চিকেন।

এঁঃ, চাউ চাউ খেয়েছো! ঘোড়ার ডিম খেয়েছে। ফিরিজ খুললেই তো পেঁপে সেদ্ধ বেরিয়ে পড়বে! আর রাগ চাপতে পারলাম না বাবুমশায়... ফস করে বলে বসলাম... একী বলছেন বউদি, খেলাম তো ঝিঙি আর পোস্ত!

বউদি একটুও চমকালো না। দিব্যি হাসতে হাসতে বলে দিল-একটু চিলি চিকেন খেয়ে গা-টা একটু বমি-বমি লাগল, তাই একটু পোস্ত খেয়ে একটু সুস্থ হলাম মাসিমা। আমার হাজব্যান্ড আবার তারপরেও দুটো ল্যাংচা খেলো!

বোঝো! হাজব্যান্ড ল্যাংচা খেয়েছে! না তোমার ল্যাং খেয়েছে! ঐতো টেবিলক্লথ জড়িয়ে দাদাবাবু আড় হয়ে শুয়ে রয়েছে! ভগারে, যদি বউদির বন্ধুরা পাশের ঘরে উঁকি দেয়রে, তক্ষুনি ঐ অবস্থা দেখতে পাবে রে! কী কেচ্ছা হবে রে! ভয়ে মদনার হাত পা পেটের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে রে!

হাই বাপ! পেয়েছে! দেখতে পেয়েছে! ইঞ্জিনিয়ারের বউ দেখতে পেয়েছে!

-ওটা কী ভাই লায়লা... ছেঁড়া কাপড় দিয়ে ওঘরে কী মুড়ে রেখোছো!

-ওটা আমার তানপুরা ভাই।

উরিশালা! বউদি কি ডেঞ্জারাস রে! জ্যান্ত সোয়ামিটারে তানপুরা বলে চালিয়ে দিলে! কোনদিন না কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে বলে, ওটা আমার ময়লা ফেলার ঝুড়ি!

তো আমি একদিন দাদাবাবুরে বলেছিনু-দাদাবাবু ঘরের কোনে বউদির ঝুড়ি ঝাঁটা হয়ে পড়ে আছেন-এইভাবে কদ্দিন চলবে! এর পরিণতি কী হবে, ভাবতে পারেন দাদাবাবু?

-কী করব বল মদন! কিছু বললেই লায়লা যে খিমচে দেবে!

আজ্ঞে একথাটাও ফেলনা না। বউদি খামচে দেয়! মাঝরাতে! আমি নিজের কানে শুনেছি! সারাদিন খেটেখুটে দাদাবাবু ঘুমুচ্ছে, সেই সময় বউদি দাদাবাবুর চুল খামচাতে খামচাতে কপচানি শুরু করবে।

-কেন আমার সঙ্গে ঐ ইঞ্জিনিয়ারের বিয়ে হোলো না... কেন আমার সঙ্গে সিনেমার হিরোর বিয়ে হোলো না... কেন আমার সঙ্গে অ্যামবাডাসরের বিয়ে হোলো না... কেন আমার সঙ্গে মিনিস্টারের বিয়ে হোলো না!

দাদাবাবু খেঁকিয়ে ওঠে-তুমিই বা কেন আমায় বিয়ে করেছিলে!

-কেন করব না ইডিয়াট! কেন তুমি মেয়ে দেখতে গিয়ে ফাঁট দেখিয়ে বলেছিলে, তিনি হাজার মাইনে পাই... তিনি হাজার উপরি পাই... বাপের তিনটে তেলকল আছে।

ব্যস! দাদাবাবু চুপ! মোক্ষম জায়গায় ঘা দিয়েছে বউদি! প্রথম যৌবনে দাদাবাবু মেয়ে দেখতে গিয়ে ফাঁট দেখিয়েছিল... এখন সে মেয়ে আর তারে দ্যাখে! গলায় পয়োধি ঢেলে দাদাবাবু বলেন-লায়লি লালুসোনা তোমার কী চাই বলো না!

-আহাহা, কতোদিন বলেছি, একটা মোবাইল ছাড়া পাড়ায় আমার প্রেস্টিজ থাকছে না!

ব্যস, প্রভিডেন্ট ফান্ড ভেঙে বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে বউদির মোবাইল ফোন এল! আ হা হা, কী সোন্দর চেহারা! কালোকোলো কেষ্ট ঠাকুরটি! আর কী সোন্দর সে মোবাইলফোনের স্বভাব চরিত্তির! বাজলেই টাকা। সে তুমিই বাজাও, আর ওপাশে কেউ বাজাক। বউদি সব্বো জায়গায় নম্বর দিয়ে রেখেছেন! ব্যস, দুধআলাও মোবাইলে ফোন করছে! কেষ্ট ঠাকুর কেবলই পিঁ পিঁ বাঁশি বাজিয়ে চলেন! শ্যামের বাঁশি বেজেই চলেছে... বেজেই চলেছে! ... তো এক মাস পরে বাঁশি শোনার বিল এলো। পুরো সাত হাজার টাকা! ব্যস

বিলখানা এক হাতে নিয়ে আরেক হাতে বুক চেপে দাদাবাবু চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। শুয়েই আছেন-শুয়েই আছেন-কঠিন অসুখে পড়েছেন দাদাবাবু। যাতনায় ছটফট করেন-আর চিঁ চিঁ করে ডাক পাড়েন-

-লায়লি, ডাক্তার ডাকো না...

-কী করে ডাকবো? তুমি কি মোবাইলে কার্ড ভরেছো? লাইন ডিসকানেকটেড!

-লায়লি লায়লি, একটু পাশে বসো না সোনামণি...

-এখন বসতে পারব না। প্র্যাকটিস করছি!

-তোমার স্বামী মরে যায়। তুমি এখন কী প্র্যাকটিস করছ লালু ভুলু?

-ডোন্ট শাউট! হাঁটা প্র্যাকটিস করছি!

-সেকি! লালু তুমি কী হাঁটতে জানো না!

-কাল একটা বিয়ে বাড়ি যাবো! স্পেশাল হাঁটা শিখছি! কী রকম হলো? এস্পেশাল হাঁটা কী জিনিস! ছুটে বারান্দায় গিয়ে দেখি, বউদিদি সত্যি পেরাকটিস চালাচ্ছেন। পায়ে দুখানি লম্বা রণপা খাটিয়ে। বউদি একখান পা এখানে, আর একখানা পা ওখানে ফেলে দেয়াল ধরে ধরে এগুচ্ছেন!

-হাই বাপ! একী করেছেন বউদি! পায়ে ডাকাতের রণপা লাগিয়েছেন কেন?

-রণপা কোথায় দেখলি! এতো হাই হিল জুতো! প্র্যাকটিস না করলে যদি বিয়ে বাড়িতে উল্টে পড়ি!

তো সেইদিন সন্ধেবেলা দাদাবাবু আমারে ডাকলেন-তোর কাছে কটা টাকা হবে রে মদন? ধার দিতে পারিস? একটু ওষুধ কিনে খাবো-

-কেন হবে না? চার মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে দিয়েছেন... তার চৌত্রিশ টাকাই আছে! নিন সব নিন... নিয়ে ওষুধ খান... সেরে উঠুন... সব নিয়ে আমারেও বিদায় দিন দাদাবাবু।

-তুই আমায় ছেড়ে যাবি মদন!

-দাদাবাবু আপুনি মুনিব হয়ে আজ চাকরের কাছে হাত পাতলেন! আমি চাকর হয়ে আপনার মতো মুনিবের কাছে আর নিরাপত্তা বোধ করি কী করে বলুন?

তো সেই ইস্তক মদন বেকার! বাবুমশায়রা যদি এট্টা পয়সাআলা ফেমিলিতে একটা চাকরির সন্ধান দিতে পারেন মদন বেঁচে যায়! ফেমিলিটা যেন এমন হয় যেখানে কত্তা কি গিন্নি আজ্ঞে কেউ কারুর পোষা ভেড়া নয়কো! পেন্নাম বাবুমশায়রা, আজ চলি!

(গান) সখিরে...

রাগে মুখ বাঁকানো... ঐ ভুরু পাকানো...

তবু কেন মনে হয়... এতো বিষ মাখানো...

সখিরে-এ... এ...

চার

মদন ∫∫ (গান) ভজ দাড়িবাবা কহ দাড়িবাবা

লহ দাড়িবাবার নাম রে...

যে জন দাড়িবাবা ভজে

সে হয় আমার প্রাণ রে...

বাবা... বাবাগো... দাড়িবাবাগো... একটাবার কৃপা করোগো। আমি মদন... তোমার পদাঘাতপ্রাপ্ত ভৃত্য মদন... বাবাগো তোমার আচ্ছরমে কী আরামে ছিলামগো... বেলের পানা চেটে চেটে কেমন কোলা ব্যাঙের মতো হয়েছিলাম গো! নিজ বুদ্ধিদোষে তোমার ছিচরণের লাথি খেয়ে আমি আজ পিতৃহারা ছাগশিশু গো! বাবা... বাবাগো... একখান চাকুরি জুটিয়ে দাও গো... বাবা দাড়িবাবার চরণে সেবা লাগে... বাবা দাড়িবাবা...

শোনেন শোনে বাবুমশায় শোনেন দিয়া মন...

দাড়িবাবার মাহত্মি আজ গাহিছে মদন।

বাবুমশায়গো, ভগবানের দুধ খেয়েছেন কখনো? গোরুর না, মোষের না, বাঘেরও না...খোদ ভগবানের দুধ? বলেন তো বাবুমশায়রা ভগবানের দুধ কোথায় মেলে? আজ্ঞে গোরু ছাগলের দুধ মেলে বাঁটে, ভগবানের দুধ মেলে দাড়িতে। আজ্ঞে হ্যাঁ, দাড়িবাবার পাকা দাড়িতে। সে যা দাড়ি না, হাইবাপ, লম্বায় হাত তিনেক হবে। আর তেমুনি ঘন বুনুনি, গোটা কুড়ি আরশোলা টিকটিকি বাবুইপাখি অনায়াসে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে তার ভেতরে। আর সে দাড়ি মোচড়ালে ছলাৎ ছলাৎ করে দুধের পিচকারি ছুটবে আজ্ঞে। আহা দাড়িতো নয়, মাদার ডেয়ারি। বাবুমশায়রা সংসারে কষ্ট পাচ্ছেন... অনটনে পড়েছেন, শোকতাপ পেয়েছেন... বিজিনেসে লোকসান খাচ্ছেন... চাকুরিতে প্রমোশান পাচ্ছেন না কিংবা মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন কিংবা 'আমি যারে ভালোবাসি, সে তো আমারে বাসে না'... এই জাতীয় জন্ডিস কেস... যান ছুটে গিয়ে দাড়িবাবার পা জাপটে ধরেন... যদি আপুনার ওপর তাঁর পেরেম জন্মায় তো বেঁচে গেলেন এ যাত্রা!... বাবার দাড়িখানার পর দিয়ে খালি একবার হাত বুলিয়ে যাবেন... আর দ্যাখবেন, কী আশ্চয্যি, দাড়ি বেয়ে ঝরঝর করে দুধ ঝরে পড়ছে। খান, খেয়ে ফেলুন... ভক্তিভরে ঢোক করে গিলে ফেলুন... যা ফুস্... ফুস্ মন্তর ছুঃ ছুঃ! সর্ব কষ্ট কপ্পুরের মতো ফুস্স! যা হবার নয়, তাই হয়ে গেল! যা পাওয়ার নয়, তাও পেয়ে গেলেন! কী মজা। হে হে, তবে? গোরুর দুগ্ধ খালি বলকারক, দাড়িবাবার দুগ্ধ আজ্ঞে প্রবলকারক!

তবে হ্যাঁ, হুট করে বলতে বাবার দুধ পাবেন না তাবলে। ভোর রাত থে বোঝালেন বাবুমশায়রা আচ্ছরমে মস্ত লাইন! ঘটি বোতল ডেকচি হাতে... দুধের লাইন। ছোঁড়াছুঁড়ি বুড়োবুড়ির সে কী আকুলি ব্যাকুলি। দর্শন পাবা মাত্তর এক একজন এক্কেরে কাটা কলাগাছের মতো বাবার পায়ের ওপর সটান! আর আমার বাবা দাড়িবাবা তখন সিংহাসনে বসে...

সিংহাসনে বসিয়া বাবা তাকিয়া দিয়া ঠেস

ধূপ-ধূনা উড়িতেছে জয়গুরু আবেশ।

কণ্ঠে দোলে মুক্তামালা পায়ে সোনার চটি

গলা সরু পেটটি মোটা বাবা যেন ঘটি।

মুচকি মুচকি হাসেন বাবা যেন ধ্রুবতারা

চক্ষু সে নয় তালশাঁস দুটি জল ভরা।

-বাবা... বাবাগো... একজন বুড়োদাদু ডাকছেন... বাবা ও বাবাগো...

শোনা মাত্তর বাবার শ্রীঅঙ্গে তরঙ্গ ভেঙ্গে পড়ে। জল-ভরা তালশাঁস দুটি আস্তে আস্তে খুলে যায়...

-কে? কে ডাকিলি? দুঃখী তাপী পথহারা বালক, কী চাহিলি?

-আজ্ঞে এক চামচে দুধ।

-কেন চাহিলি?

-আজ্ঞে সম্প্রতি রিটায়ার করেছি কিনা...

-বুঝিলাম বুঝিলাম রিটায়ার করিলি... এখন দিন না কাটিতে চাহিল। ছেলেদের সঙ্গে বনিবনা না হইল... পত্নীর সাথে খিটিমিটি বাঁধিল...

-অন্তর্যামী! হৃদয়স্বামী! ঠিক ধরেছ!

-ধরিব! ধরিব! এইটুকু যদি না ধরিব, আমি কেন দাড়িবাবা, আর তুই কেন দাড়িচোষা রে! অহো অহো তোর দুঃখ আমার বক্ষ ফাটিল... চক্ষু স্লিপারি হইল... অহো অহো! প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাইলি?

-পেয়েছি বাবা...

-এল. আই. সি পাইলি? গ্র্যাচুইটি পাইলি?

-সব পেয়েছি বাবা। মোট নব্বুই হাজার!

-অহো! অহো! নাইনটি থাউজেন্ড। ওঁ-ওঁ-ওঁ... ফুস্‌স্‌!

আজ্ঞে ঐ বাবার সমাধি হয়ে গেল। এইবার তিনি ভগবানের সাথে কনফারেন্স করছেন, বুড়ো দাদুরে কী করে উদ্ধার করা যায় তাই নিয়ে শলা পরামর্শ করছেন!

ছুঃ ছুঃ ছুঃ! ... ঐ আবার তালশাঁস দুটি দোপাটি ফুলের মতো ফাঁক হলো!

-বাড়ি গিয়া সব মালকড়ি লইয়া আয়। নব্বুই হাজার আমার হস্তে ছাড়িয়া তুই রোজ এই দাড়ি চুষিয়া যাইবি। দেখিবি পথ পাইয়া গেলি। শোনরে, দারাপুত্র পরিবার বাধা দিবে, শুনিবি না... জানিবি সবই আমার কারবার। আজি হইতে আমিই তোর... তুই আমার। আমার দুগ্ধ তুই খাইবি, তোর মালকড়ি আমি খাইব! নে টান, দাড়ি টানিয়া দুধ খা, অনাথ পুত্র আমার...

ব্যস বুড়োবাবু পুরো নব্বুই হাজার বাবার পায়ে রেখে চুকচুক করে দাড়ি চুষে বেরিয়ে গেলেন। আর একবার যে চুষলো... জন্মের মতো সে ফাঁসলো। তবে! একি তোমার আমার দাড়ি! এ দাড়ির সুড়সুড়ি যে খেয়েছে, সেই বুঝেছে... তাড়ি খেলেও এত নেশা হয়না গো! জয়... বাবা দাড়িবাবার দাড়ির জয়।

আহা অপরূপা কন্যা যতো কাড়াকাড়ি করি

অঙ্গে লেপে চন্দন আর সুবাসিত বারি।

দিনের বেলা খাবেন বাবা আতপ চাল ঘুঁটি

মাঝ রাতে মোর্গামাটন আর তন্দুরি রুটি।

তো দাড়িবাবার দুধের লাইনে আজ্ঞে ডাক্তার হাকিম উকিল খুনের আসামি থেকে সিনেমার হিরোইন, মায় পঞ্চায়েত প্রধান পর্যন্ত সব মালদার পার্টি দেখতে পাবেন। দেখতে পাবেন ভক্ত রত্নাকর সাধুখাঁ এক গাড়ি রসগোল্লা নিয়ে সাত সকালে হাজির।

-বাবা...

-কে? কে আসিলি? আমার রত্নাকর আসিলি? সরিষা তৈলের বিজিনেস কেমন চালাইলি...

-হে, হে, সবই তো তুমি জানো বাবা...

-বুঝিলাম বুঝিলাম। সরিষা তৈল গুম করিলি...বাজারে না মিলিল...দাম বাড়িল...তুই রাশি রাশি কামাইলি, হুঁ হুঁ ধ্যানযোগে অবগত হইলাম।

-হে হে সবই তো তোমার ইচ্ছার যোগাযোগেই হচ্ছে বাবা।

-এই, এই কথাটা সার জানিবি, তুই যা করিবি পশ্চাতে আমার কলকাঠি রহিল। যা চালাইয়া যা। পাপের কথা ভাবিবি না...শোধন করিয়া দিব। মাসে একবার করিয়া আসিয়া চুষিয়া যাইবি...আর লুটিয়া খাইবি। আর শোন, ঘরে ঘরে আমার বাণী ছড়াইবি।

আজ্ঞে শ্যালদা আর হাওড়ার ইস্টিশানে বাবার বাণী ছড়ানো হয় দেখেছেন তো আজ্ঞে?... দাড়িবাবাবর সই ছাপা চিঠি আমিও কতো ছড়িয়েছি...

ধরো ধরো সুধীজন বাবার আদেশ ধরো

ছুটে গিয়ে দাড়ির গোছা নিজমুখে পোরো...

না যদি পুরিবে তবে বাড়িবে যে কোপ

শুকনো ডাঙায় আছাড় খাবে, পুত্রকন্যা লোপ!

আলটিমেটাম! আজ্ঞে দাড়িবাবার আলটিমেটাম! সাতদিনের মধ্যে যদি মাথা নত না করেছেন...হুঁ হুঁ, বাবা...তোমার যা হবে না, কী করে কীহবে তুমিও জানতে পারবে না, হুঁ-উ-উ! এতো বুলি নয়, বন্দুকের গুলি! অগ্রাহ্যি করে হেন দুঃসাহস কার? বাবার চিঠির তলে পুনশ্চ জোড়া থাকে-"এই পত্র নিজ খরচে ছাপাইয়া তুমিও বিলাইয়া যাও।" তো দাড়িবাবা হলেন মুক্তিদাতা! ভক্তেরে মুক্ত করাই তাঁর কম্মো! ধরেন বিধবা বুড়িমা, একমাত্তর ছেলের শোকে কেঁদেকেটে বেড়াচ্ছেন...সংসারে 'আছে' বলতে হাতের দশগাছা সোনার চুড়ি...চুড়িগুলো লুপ্ত করে বাবা বুড়িমাকে মুক্ত করে দিলেন! বেলেঘাটার যতীনবাবুর বাড়িখানা নিজের অন্তর্ভুক্ত করে বাবা তাঁরে মুক্তকচ্ছ করে ছেড়ে দিলেন! তা দাড়িবাবার সবচেয়ে বড় কারবার হল রোগ ব্যাধি মুক্তি। যে কোনো কঠিন ব্যামো হোক, বাবা খালি এট্টা ওযুধ ছাড়বেন...আজ্ঞে ঐ দাড়ির দুধ...ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ব্যারাম আরাম। আহা মরি মরি-বাবা কিনা ধন্বন্তরি! ব্যামো সারাতে এলেন হারানবাবু...কদিন ধরে দাড়ি চোষলেন...হারানবাবু দাড়ি চুষছেন...আর বাবা তার মানিব্যাগ চুষছেন...তো এই চোষাচুষির খেলা চুকবার আগেই হারানবাবু নিজের দেহ থেকে বিযুক্ত হয়ে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেলেন! হে হে দাড়িবাবার এমনই কিনা গুপ্তবিদ্যে!

তা একদিন আমি বলেছিলাম-বাবা তোমার দুধ খেয়েও রোগীরা সব পটপট করে পটল তোলে কেন?

শুনে বাবা মুচকি মুচিক জোছনা বিলিয়ে বললেন-ঠিকমতো চুষিতে না পারিল। মূর্খ মদন, দাড়িবাবার দুগ্ধ জানিবি মহাবলকারক।

তক্ষুনি আমি বুঝে গেলাম, বাবুমশায়রা, পিকিতপক্ষে দাড়িবাবার দুধ হলো শাবলকারক। শাবলের মতো পাকুস্থলিতে ঢুকে কোদাল হয়ে বেরিয়ে আসে!

তো মহাবাবা দাড়িবাবার আমদানি পাতির কতোগুলি সিজিন আছে আজ্ঞে। ইনকাম ট্যাকসোর ধড়পাকড়ের সিজিন, ভোটের সিজিন, মন্ত্রীসভা গড়ার সিজিন! এই মন্ত্রিসভা গড়ার সিজিনে ভিড় ঠেকাতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। যতোজন এম. এল. এ. ততজন দাবিদার!

গোবরাবাবু তো বাবার পা ছেড়ে একদণ্ড নড়েন না।

-বাপি! এবার কি মিনিস্টার হতে পারব বাপি!

-পারিবি পারিবি পারিবি! গোবরা, তুই দুশ্চিন্তা না করিবি!

-কী করে নিশ্চিন্ত হই বাপি? পঞ্চাশ সাল থেকে তো তোমার দাড়ি চুষে আসছি...আজ ত্রিশ বছর কেটে গেল, এখনও গদির মুখ দেখলাম না! এখনও যদি মিনিস্টার না হই, কবে দেশসেবা করব, কবে আমরা ইনভেসমেন্ট সুদে আসলে তুলে নেব বাপি!

আজ্ঞে গোবরাবাবু দেশসেবা করবেন বলে একেবারে টাটিয়ে রয়েছেন! তা মিনিস্টার না হলে কী করে সেবা করেন? তাই গোবরাবাবু ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাবার বাড়ি চুষে দুগ্ধ পান করে যান। জয় জয় বাবা মহাবাবা দাড়িবাবার দাড়ির জয়!

তো আমিও তক্কে রইলাম, ও দুধ আমারেও খেতে হবে! চাকরগিরি করে জন্ম কাটছে, এ দাসত্বের কবল থেকে মুক্তি চাইগো! যে দুধ ত্রিশ বছর পরে গোবরাবের মন্ত্রি বানাবে, ত্রিশ জন্ম পরেও কি সে মদনেরে মুক্তি দেবে না! একদিন ও দাড়ি চুষবোই চুষব!

-বাপি...

-কে! কে! গোবরা এলি! একিরে গোবরা, তোর মুখখানা ঘুঁটের মতো কেন দেখিতেছি! কী হইল!

-গোবর শুকিয়ে ঘুঁটে হয়ে গেছে! এবারেও কিছু হয়নি বাপি...আমায় মন্ত্রীসভায় নিল না।

-অহো! অহো! এবারেও না ঢুকিতে পারিলি!

-তোমার পেছনে এত মালকড়ি ঢাললাম, কী করলে বাপি?

-কী করিব! যেমন তোর টাকা খিঁচিলাম, তেমনি আমিও তো দুগ্ধ ছাড়িলাম! তুই যে ব্যাটা আচ্ছা মতো দাড়ি চুষিতে না পারিলি।

-ও! আচ্ছা মতো চুষতে হবে, তাই না?

বলেই আর কথা নেই, গোবরাবাবু খপ করে দাড়ির গোছা টেনে মুখে ঢুকিয়ে চোঁ-চোঁ করে টানতে লাগলেন। আর সে কী টান, হাই বাপ।...চুঁ-উ-উ... ছোঁ-ও-ও...কবে মন্ত্রী হ'ব...চুঁ উ উ...চোঁ-ও...কবে গাড়ি বাড়ি করবো...চোঁ-ও-ও...কবে স্বজন পোষণ করবো...চোঁ-ও-ও...

এপাশে গোবরাবাবু টানছে, ওপাশে বাবা টানছে!

-অহো অহো কী করিস! কতো জোরে টানিতে লাগিলি, গোবরা ছাড়...

-চুঁ-উ-উ...চোঁ-ও-ও...

-ছাড়িয়া দে। সমূলে ছিঁড়িয়ে যাইবে। তখন আর দুগ্ধ না পাইবি! কীরে ছাড়িবি না! গোবরা...গোবরা...

-চোঁ-ও-ও...চুঁ-উ-উ...

আর ছাড়ে! এরে কয় মন্ত্রী হবার টান। চোঁ-ও-ও...চুঁ-উ-উ...আউর জোরে হেঁইয়ো...চোঁ...ও...ও...আউর থোড়া হেঁইয়ো...চুঁ...উ...উ...

-থামা থামা মদন, পাগলেরে থামা...

আমি দ্যাখলাম, তাইতো! এ যা টান...এতে সাগরও শুকিয়ে যাবে! ভগারে, দুধ যদি ফুরিয়ে যায়, মদনের মুক্তির কী হবে! কীসের আশায় দাড়িবাবার পদসেবা করলাম এতোদিন! একটানে গোবরার মুখ থেকে দাড়ির গোছ কেড়ে নিয়ে আমিও মুখে পুরে দিলাম টান...রাম টান...আজ্ঞে টানতে টানতে শেকড় সুদ্ধ তিনহাত লম্বা দাড়ি আমার হাতে উঠে এলো। তক্ষুনি দেখি, বল্লে বিশ্বাস করবেন না বাবুমশায়... দেখি ফলস দাড়ি...দাড়ির মধ্যে দুধের থলি। দুধের স্পন্‌জ! এ কীরে? ভগবানের দুধ স্পন্‌জে কেন? ভগারে! স্পন্‌জে দুধ ভরে রেখেছে দাড়ির আড়ালে! শালা এতো খাঁটি ভগবানের কীর্তি নয়কো...এ যে কেলোর কীর্তি! বাবুমশায় শিশুকাল থেকে ভগবানে মোর অচলা ভক্তি...সব্বোত্যাগী সাধু সন্ত দেখলে মাথা নত হয়ে আসে...আর সেই আমারই ফাটা কপালে জুটলো কিনা স্পন্‌জের গুরু! ঝুটা! আঁই শালা, ঝুটা গুরুর ঝুটা ভক্তেরা ঝুটা দাড়ি চুষে বেড়াচ্ছেরে!

-হারামজাদা শুয়ার কা বাচ্চা!...আমার পাছায় একখানা লাথি ঝেড়ে বাবা বলে, দাড়ি ছিঁড়িলি, এখন আমি কী করিব!

-কী আর করিবে, নিজের দাড়ি নিজের মুখে পুরে বসে বসে চুষিবে! চুষিতে চুষিতে লুপ্ত হইবে! বাবুমশাই...

গুরু নিন্দা মহাপাপ জানে সর্বলোক

অশেষ দুর্গতি তাহে আছে পুত্রশোক!

কিন্তু যদি ভ্রান্তি বশে ম্যাজিক-গুরু ধরেন

সপরিবারে নরকবাস, ঝাড়ে বংশে মরেন।

এতেক কহিয়া আমি করি সমাপন

দাড়িবাবার কেলে হাঁড়ি ফাটায় শ্রীমদন

পাঁচ

মদন ∫∫ (গান) সিং নেই তবু নাম তার সিংহ...

ডিম নেই তবু অশ্বের ডিম্ব

গায়ে লাগে ছ্যাঁকা ভ্যাবাচাকা

হাম্বা হাম্বা...হাঃ হাঃ হাঃ...

না বাবুমশায়রা, আজ আর চাকুরির জন্যে আবেদন করব না...আজ মদন এট্টা সুখবর শোনাবে। এটা চাকরি পেয়ে গেছি। আজ্ঞে ঐ চাকরের কাজ। কাল থেকে শুরু করেছি। হেঃ হেঃ! বেঁচে গেছি বাবুমশায়রা! গাঁ থেকে শওরে এসে না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে চিমসে হয়ে যাচ্ছিলাম-শেষ পর্যন্ত গদাইবাবু দয়া করেছেন। গদাইবাবুরে তো চেনা আছে বাবুমশাইদের! গদাই লস্কর...পালোয়ান গদাই...আজ্ঞে হ্যাঁ সেই জগতশ্রী পালোয়ান গদাই কাল থেকে আমার মুনিব! হাঃ হাঃ। জগতের নানাখানে বডির এগজিবিশন দেখিয়ে তিনি জগতশ্রী হয়েছেন...এতো এতো মেডেল কাপ শিল্‌ডে ঘর ভরে ফেলেছেন...আমার মুনিব! আজ্ঞে সে কী যে-সে বডি! ওজন আন্দাজ মন পঞ্চাশেক হবে কম করে। পায়ের একখানা দাবনা...হাই বাপ! আমার সমান তিনটে মদনে বেড়ে পাবে না! তিনি যদি ভীমের গদা...আজ্ঞে আমি তাঁর হস্তে চায়ের চামচ! চামচের মতো শূন্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে গদাইবাবু যখন তাঁর দুই হস্তে ইয়া বড় গদা নিয়ে লোফালুফি খেলেন না, সেই দাবনা লাচতে লাগে...মাটি কাঁপতে লাগে! প্রলয় নাচন! ভরা গাঙে তুফান! ভূমিকম্প! থ্থর থ্থর থরথর...হেঃ হেঃ হেঃ...

আজ্ঞে আমারে তো দেখছেন বাবুমশায়রা...ঝাঁটার কাঠির মাথায় আলুর দম! আমার বাপজেঠাও এই ধারা! বলতে কি, মোদের গাঁয়ের সব্বোলোকই এই হাড্ডি চম্মোসার চাষাভূষো...তো সেই আমার মুনিব কিনা গদাই পালোয়ান! বুঝুন, বাঁদরের নাক হিরের নথ ছাড়া এরে কি বলবেন? মোদের গাঁয়ের মানষে খেতে পায় না, আর পালোয়ানের যেমনি ওজন তেমুনি ভোজন!

সকালের জলযোগটাই ধরেন। একধামা ভিজে ছোলা...ডজন তিনেক আন্ডা...হাঁড়ি দুচ্চার মণ্ডা...যৌবনবতী ভাগলপুরি গাই-এর দুধে সুন্দরবনের গন্ধবতী মধু মিশিয়ে তিন কলসি...আর পেস্তা বাদাম ক্যালা...মেলা মেলা...মেলা মেলা। গদাইবাবু পট খানা যেন বৈঠকখানা মার্কেট! যতই ঢোকান, মার্কেট ভরে না। দুপুরে বলতে গেলে বাবু কিছুই খান না, তাও হাঁড়ি তিনেক দধি, আর গোটা পাঁচেক মুরগি। খেতে খেতে এক একখানা ঢেকুর যা ছাড়েন না...

-হেউ! হে-এ-এ-এ-উ! কি রে মদনা! হাঁ করে কী দেখছিস। খা...খা...তুইও খা, কতো খাবি খেয়ে যা। হৌ উ-উ-উ-উ-

-বাবুগো! মোরে আর লোভ দ্যাখাবেন না বাবু! ও বাবু কাঙালেরে ঝিঙের ক্ষেত দ্যাখাবেন না। গরিবের সন্তান, উপোস পেরাকটিস করে করে পাকস্থলির সাইজ ছোটো করে রেখেছি। এতো খাদ্য ঘুষোলে থলি ফেঁসে যাবে বাবু।

-হেউ! বলিস কী রে মদনা? ডিম দুধ খাসনা! গাঁয়ে কী খেতিস!...হৌ! বেঁচে আছিস কী করে-

-আজ্ঞে বিধিবদ্ধ মাইরাশন খেয়ে। ঘ্যাঁটকোলের পাতা আর গুগলি শামুক চচ্চড়ি। বিধি তো ওই দুটো মাইরাশনই আজ্ঞে আমাদের জন্যে বরাদ্দ করে রেখেছেন!

-হাঃ হাঃ হাঃ..খারে মদনা, চিকেন খা...

-আজ্ঞে না বাবু...এ খাদ্য আমার পেট গেলে পেট অবাধ্য হবে! মহাযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবে! আপুনি খান বাবু! আপুনি হলেন মুনিষ্যির মধ্যে সেরা, জগতের মধ্যে সেরা! আপুনি খেলে জগত খেলো! জগতের ছিরি বাড়লো...আমি খেলে আজ্ঞে গোরুর গাড়িতে পেট্রোল ঢালা হবে।

...হৌ! কিন্তু এ পলকা বডি নিয়ে জীবনে তুই করবিটা কি মদনা! একটাও বড় কাজ করতে পারবিনে যে!

-আজ্ঞে মদন তো বড় কম্মো করতে আসেনি বাবু, এসেছে আপুনার মতো মহাপ্রভুর সেবা করতে। সেও কী কম বড়? তাই করে যাবো!

-হৌ! হৌ!...বাবু যমজ ঢেকুর প্রসব করে বলেন...বডি! বডি! সংগ্রামের একটাই চাবিকাঠি! হৌ! এই বডি নিয়ে ব্যাটা তুই জীবন সংগ্রামে নেমেছিস!

-আজ্ঞে সংগেরাম আমি কেন করব বাবু? ও বাবু, আমি চাকর-বাকর কেলাস! সংগেরাম করবেন আপুনারা, আমি আপুনাদের জন্যে মোড়ে তোরণ বানাবো, পতাকা নাড়াবো, জয়ধ্বনি দেবো! বাবুগো, খালি এট্টা ভরসা দেন, এ জনমে যেন আপুনার মতো মহাবীর পুরুষের ছিচরণে না হারাই।

বাবুমশায়রা মোরা মুখ্যুসুখ্য চাকরবাকর, যেইখানে শক্তি সেইখানে মোদের ভক্তি! ভক্তিভরে পালোয়ানবাবুর দুখানা ছিচরণে কাল সারাদিন তেল মাখালাম বাবুমশায়রা! সে যে কী আনন্দ! বলে ফুরোতে পারব না। যতো ভাবি আমার এই তেলটুকুন বাবুর বোডি শুষে নিচ্ছে...এই তেল খেয়ে বাবুর ত্যালান আরো বাড়বে...তত চমকে চমকে সজারুর মতো কাঁটা-কাঁটা হই! ইঃ ভগারে, তখন কি কেউ মনে রাখবে মদন নামের কাঠবেড়ালিটা সেই তেল মেরে ছিল!

তা নিশ্চিন্তে কি চাকুরি করার জো আছে বাবুমশায়রা! পাড়ায় এট্টা নতুন চাকর এলো কি দশজনে মিলে ভাংচি দেবে, কানে কুমন্ত্রণা দেবে!

তো দুপুর বেলায় ভাংচি দিতে এলো হুই লালবাড়ির ঝি ববি। উরে বাবা যেমুন তার ঢং, গালে ঠোঁটে তেমুনি রং চং! আর ববির কী না দুলুনি! সব্বোক্ষণ দুই কোমরে লেফট-রাইট করছে! আজ্ঞে ববি ওর আসল নাম না, আসল নাম পাঁচি। নিজেই পাঁচি কাটিয়ে ববি

রেখেছে! আজ্ঞে ওইটে ওর অব্যেস! ঘন ঘন সিনেমা দেখা আর ঘন ঘন নাম বদলানো। ধরেন যে নাম নিয়ে ও হলে ঢোকে সে নাম নিয়ে আর ফেরে না! পাঁচি কখনো ববিরানি...কখনো দুলিরানি...কখনো হয় শোলে দেবী।

তো সেই ববি লেকচার ঝাড়তে লাগল...

-আর জায়গা পাওনি-হিরো, এলে কিনা গদাই পালোয়ানের কাছে? এ বাড়িতে কোনো চাকরই যে এক রাত্তিরের বেশি বাস করতে পারে না, তা কি জান হিরো? সোমসারে কি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি দেখলে গুরু? দেখোনি! সবাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। পালোয়ানের বাবা গেছে বেন্দাবন, মা গেছে মাদারিপুর, কাকা কাঁকুড়গাছি, আর বউ ডাইভোর্স করে বউবাজারে! সবাই যাকে ছেড়ে পালালে তাকে ধরলে তুমি! পালাও...ভূতের হাত থেকে বাঁচতে চাও তো পালাও হিরো...

-বউ যায় যাক, চাকর যাবে না! চাকরের অতো ফোর্স নেই যে বউদের মতো কথায় কথায় ডাইভোর্স করে চলে যাবে! মদন অতো নেমকহারাম না! এই কথাটা মনে রেখে ভাংচি দিতে এসো বুঝলে ববিপাঁচি!-দিলুম ববিরে ভাগিয়ে!

তো রাত দশটা নাগাদ বাবুমশায়রা, ভাল করে মুর্গির ঠ্যাং চুষে চুষে ক্রিম বার করে খাচ্ছি...চুঁ চুঁ...হেনকালে কড়াৎ কড়াৎ...দুবার বিজলি ঝিলিক মেরে আকাশের লোডশেডিং শুরু হলো...বর্ষা নামল ঝমঝমাঝম...ইঃ আজ যা একখানা ঘুম লাগাবো না...কী আরাম! ভাবতে ভাবতে মুখের ওপর সুখের কম্বল মুড়ি দিয়ে দু চক্ষু বুঁজিয়েছি...আজ্ঞে দেড় মিনিট ও হয়নি...হঠাৎ শুনিঃ গোঁ-গোঁ...

কী হলো? গোঁ গোঁ করে কেডা! কান খাড়া করে বসেছি-

গোঁ-গোঁ!

এ কী রকম হলো! রেতের কালে কাঁদে কেডা! এ বাড়িতে তো-বাবু আর আমি আর একটা হুলো! এ তো হুলোর ডাক নয়কো!

-গোঁ গোঁ...

হাই বাপ! মামদো ভূত নাকি! চারধার আঁধার! হাই বাপ! সত্যি সত্যি ভূতের বাড়িতে ঢুকলাম নাকি? সঙ্গে সঙ্গে মনেরে বোঝাই, না ভয় খেলে চলবে না মদন...কীসের ভয়, বাবু যার পালোয়ান। ভূত আমার পুত, পেত্নি আমার ঝি...গদাই লস্কর বুকে থাকতে, করবে আমার কী? বুকে বল আনো মদন, তোমারে একদিন সংগেরাম করতে হবে!

-গোঁ গোঁ...

-বাবু! বাবু! গোঁ গোঁ করে কেডা!

ছুট্টে বাবুর ঘরে ঢুকে দেখি পালোয়ানবাবুর পালঙ্কখানা খালি!

-বাবু! বাবু কোথায় গেলেন!

-গোঁ গোঁ...

আঁইরে বাবুমশায়রা, ঘরে পেরানি নেই...তবু গোঁ-ডাক ঘুরে বেড়াচ্ছে! বুকে সাহস ঠুকে চেঁচালাম...

-কেডা? কেডা তুমি!

-গোঁ...গোঁ...

-হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা দাও, কেডা তুমি। মনে রেখো, মদন গদাই পালোয়ানের চাকর! কই তুমি!

-এইতো আমি...আমি রে মদন...আমি তোর বাবু...

হাই বাপ! দেখি কি, আমার পালোয়ানবাবু দু'খান বালিশ জাপ্টে পালঙ্কের নিচে ঠকঠক করে কাঁপছে আর সমানে গোঁ গোঁ করছে!

-ভূঁউত! ভূঁউত! মদন! ভূঁউত!

কাল রেতে বাবুমশায়রা, পথম টের পেলাম, গদাইবাবুর ভূতের ভয়! জগতশ্রী পালোয়ান...ঘি দুধ মাখন সাঁটা বডির মালিক, তাঁর আজ্ঞে রেতের বেলা ভূতে ভয়! ধড়ফড় করে কাঁপছে, গা বেয়ে আমারই মাখানো তেল টপটপ করে ঝরে পড়েছে! আর গোঁ গোঁ করছে...

-ভূঁত! ভূঁউত!

-ও বাবু, শোনেন, শোনেন! আমি গাঁয়ের ছেলে...সেখেনে নিত্যি আঁধার। বিজুলি কেন, বিজুলিবাতির খাম্বাটাও যায়নি-মাঠ ঘাট হোগলা বন গোরস্তান মোদের নিত্য লীলাভূমি...মোর কথা বিশ্বাস করেন বাবু, এ জগতে ভূত বলে কিছু নেই!

হঠাৎ কড় কড়ড়..কড়াৎ!

-ওকী! ওকী!

-কিচ্ছু না বাবু, মেঘ ডাকছে!

-কে! ও কে-এ!

-কেউ না বাবু, আপুনারই গদার ওপর বিদ্যুৎ চমকালো! নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান বাবু...কালকের রাতটা যে মোর কী উদব্যস্ততায় কেটেছে কী বলব বাবুমশায়রা! বাইরে ঝড়জলের সোঁ সোঁ...ভেতরে পালোয়ানের গোঁ গোঁ!...এট্টা এট্টা বাজ পড়ে, আমারো কাজ বাড়ে।

-ধর ধর আমায় ধর মদন!

-এ কী বলেন বাবু, আমি আপুনারে ধরব, এইটা কী শোভা পায়? কোথায় আমি আজ কাঁপব...আপুনি আমার কান ধরে টেনে তুলে বল যোগাবেন... তা নয়...

বাবুমশায়রা, মা কালীর দিব্যি, এক বন্ন যদি বানিয়ে বলেছি! আজ্ঞে আপুনারা টিকিট কিনে গদাইবাবুর দাবনা নাচানো দেখেছেন, আমার মতো রাত তো কাটাননি তাঁর সঙ্গে। জানালার পাশের নিমগাছটার দিকে চেয়ে বাবু বললেন-

-ভূঁত! ভূঁত! ঐ! ঐ গাছের ডাঁলে বঁসে রয়েছে!

-বাবু চুপ করুন, আপুনার যা বডি, ভূত কেন, দারোগাও আপুনার কাছে ঘেঁষবে না!

-যা, ঐ নিমগাছটায় উঠে দেখে আয় ভূঁত আছে কি নেই!

-কী বলছেন, রাত দুপুরে গাছে উঠব! এই বিষ্টিতে পারব না!

-কিঁ? পারবি না! গোঁ গোঁ! কাল সকালে গঁদা মেরে তোর মাথা ভাঙব মদনা। শিগগির যাঁ! গোঁ গোঁ...

বুঝুন! রাত তখন দুটো। সেই বৃষ্টিভেজা নিমগাছের মগডাল পর্যন্ত উঠে গোরু ভেজান ভিজে ফিরতে হল!

-নেই বাবু, ভূঁত নেই!

-যা, এবার ছাঁতে যা মদন। ছাঁতে কে হাঁটছে দেখে আয়!

-আবার ছাতে!

-না যাবি তো কাল সকালে ডাঁম্বেল মেরে তোকে হাঁসপাতালে পাঠাবো।

বাবুমশায়রা, কাল মাঝ রাতে ছাতের পরে দাঁড়ায়ে আমি! মাথায় আকাশ কাঁদছে...আকাশের নিচে মদন কাঁদছে! আঁই রে দীনবন্ধু সারাটা রাত কি ভিজতে হবে, এট্টু ঘুমুতে পারব না! রোজ রাতেই কি এই চলবে! ভগারে! দিনের বেলা মুর্গি খাওয়ালে সে মুর্গি যে এখন বেরিয়ে আসছে! ভগারে, আমার মতো অভাগা যেন কেউ না হয় রে। বড় গুঁতোয় পড়ে মা বাপ পালোয়ানেরে ছেড়েছে রে...মেমসাহেব ডাইভোর্স করে রে!

রাত তিনটে নাগাদ গদাইবাবু বললেন-

নাঃ তোকে আর কষ্ট দেব না মদন। তুই বরং আমার ঘরে শো। দুজনে এক ঘরে থাকলে কিসের ভয়, অ্যাঁ?

আমি বলি, বাবু এই জ্ঞানটা আগে হলে বাঁচতাম!

তো পালোয়ানবাবু পালঙ্কে নাক ডাকাচ্ছেন...আনি নিশ্চিন্ত হয়ে মেঝেতে চোখ বুঁজুলাম! ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করছি...হেনকালে...ম্যাও! আজ্ঞে আমাদের হুলোটা একবার ডেকে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে গদাই লস্করের ঘরের ছাত হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়ল আমার বুকের ওপর।

-ও বাবাগো...মরলাম গো...চাপা পড়েচি গো...ও বাবু...বাঁচান আমারে বাঁচান...

-গোঁ গোঁ...

-ও বাবু, আমার বুকের পরে ছাত পড়েছে গো!

ছাত না, আমি আমি। গোঁ গোঁ...

-ওরে বাবা, শিগগির ছাড়েন বাবু। চেপটে গেলাম...

-ভূঁ-উত। ম্যাও! ভূ-উত! ম্যাও-ভূত।

-ম্যাও ভূত না, হুলো। নামেন, আপনার বডির নিচে সেন্ডুইচ হয়ে যাচ্ছি গো!

-গোঁ-গোঁ...

-ওরে শালা, দম বন্ধ হয়ে গেল! নাম শালা...নেমে শো...

-গোঁ-গোঁ...

আজ্ঞে এই হলো জগতশ্রী পালোয়ান গদাই লস্কর-বোতল বোতল দুধ, ধামা ধামা ছোলা, কাঁদি কাঁদি কলা, ডজন ডজন রসগোল্লার নিট ফল!...হুলোবেড়ালের ম্যাও শুনে পালঙ্ক থেকে গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে চাকরের ঘাড়ে। দুহাতে খিমছে আছে, কিছুতে ছাড়ে না! দম বেরিয়ে যায়! কী করি! শেষে না পেরে, এমনি করে নিজের চোখের পাতা দুটো উল্টে দিয়ে (চোখের পাতা উল্টে দেয়) বললাম-ব্যাঁটা গদাই, কাঁকে ধরেছিস, জানিস না আমিই ভূঁত! হিঁ হিঁ হিঁ! মদনই একটা মামদো ভূঁত! হিঁ হিঁ হিঁ!

গদাই পালোয়ান জ্ঞান হারালো। আমি সেই জ্ঞানহারা পালোয়ান ঠেলে ফেলে দিশেহারার মতো ছুট লাগালাম। বুঝুন বাবুমশায়রা, যে

কালে গাঁয়ের নব্বুই ভাগ মানুষ না খেয়ে মরছে...এক গদাই দাবনার শোভা বাড়াতে হাট বাজার গিলে ফেলছে!...বলেন বাবুমশায়রা এই খাদ্যের সিকির সিকি যদি পেতো মোর গাঁর মানুষ, তো এই গদাই লস্করের মতো পঞ্চাশটে জগতশ্রীর ইয়ে দিয়ে ইয়ে করে দিতে পারত কি না! পোন্নাম বাবুমশায়রা, এট্টা পরিবার আমার জন্যে খাঁজে রাখবেন দয়া করে। ও পালোয়ানের কাছে আর ফিরব না আমি!

(গান) সিং নেই তবু নাম তার সিংহ

ডিম নেই তবু অশ্বরে ডিম্ব...

গায়ে লাগে ছ্যাঁকা ভ্যাবাচাকা

হাম্বা হাম্বা...গোঁ গোঁ গোঁ...

যবনিকা

মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্ক : আট

তেঁতুলগাছ

চরিত্র

ক্ষীরোদ ∫∫ ভবতোষ

রচনা : ১৯৭৯

তেঁতুলগাছ-এর শেকড় রয়েছে শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গল্পে। বেতারে অভিনীত হয়েছে। গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তারপরে কিছু অদলবদলও ঘটেছে।

তেঁতুলগাছ

[কাঠের ফার্নিচারের দোকানে মালপত্র বিশেষ কিছু নেই। দুটো লম্বা-চওড়া থাক্, বিশিষ্ট মস্ত একটা মাইরাক মাঝখানের অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে অনেকটা রেলগাড়ির টু-টায়ার বার্থের মতো। মাইরাকের একধারে গা-লাগোয়া একটা চেয়ার, আরেক ধারে ছোট টেবিল। (তিনটি বস্তু, সাজানোর গুণে, মিলে-মিশে একটা গোটা স্ট্রাকচার। নাটকের ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় ধরা দেবে এই স্ট্রাকচারটি) সন্ধেবেলা। মালিক ক্ষীরোদ পত্রনবীশ...ভবতোষের জামাইবাবু....মাইরাকের মাথায় বসানো গণেশ-মূর্তিটির সামনে একগোছা জ্বলন্ত ধূপ ফন্ ফন্ করে ঘুরিয়ে নিত্য আরাধনা সারছে বটে, কিন্তু অশান্ত মনটি তার ঘুরছে অন্যত্র। মুহুর্মুহু রাগে ফেটে পড়ছে।]

ক্ষীরোদ ∫∫ হা রা ম জা দা-হনুমান উল্লুক কা আওলাদ! চিটিংবাজ-ফোরটুয়েন্টি-ব্যবসাটাকে আমার লাটে তুলে দিলি শালা! একবার দেখা পাই, কুড়ুল দিয়ে কোপাবো তোকে-জ্যান্ত দাহন করবো! (উত্তেজনায় ধূপের গোছা গণেশের দিকে বাড়িয়ে, সামলে নেয় ক্ষীরোদ। গলবস্ত্র হয়ে কান ধরে গণেশের সামনে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে) তোমায় না ঠাকুর, ভবতোষ-আমার শালা ভবতোষ-নিজের শালা-নিজের বউয়ের পেটের-নিজের বউয়ের মায়ের পেটের খোদ শালা-কী ডোবান ডুবিয়ে গেল! ওফ, কেন যে ওর মিষ্টি মিষ্টি কথায় ভুলতে গেলাম! কতো না সাতখানা করে বোঝালে, জামাইবাবু, পরের গোলা থেকে কাঠ কিনে ফার্নিচার বানিয়ে পড়তা বেশি পড়ে যাচ্ছে জামাইবাবু! তার চেয়ে নিজেরাই যদি গাঁ-গঞ্জ থেকে কম দামে শাল সেগুন গাছ জোগাড় করে আনতে পারি, বাজারের কেউ আমাদের ধারে কাছে দাঁড়াতে পারবে না! (থেমে, ডুকরে ওঠে) নিট চারটি হাজার টাকা ঝেড়ে নিয়ে কাট! কাট তো কাট-আড়াই মাসের মধ্যে নো ভবতোষ, নো সেগুন কাঠ! উল্টে সব অর্ডার একে একে কেটে যাচ্ছে! তুমি দেখলে ঠাকুর, কতগুলো বিয়ে-কতগুলো বিয়ের অর্ডার-পরের পর কেটে গেল-কেটে যাচ্ছে-

[নেপথ্যে সানাই, ব্যান্ড পার্টির শব্দ।]

গেল-এ বিয়েটাও হয়ে গেল! বিয়ের মড়ক লেগেছে এ বছরটায়। কী দাঁও মারা যেত গো! দিনে তিরিশ-চল্লিশটা করে শোভাযাত্রা দেখতে পাচ্ছি। আর চল্লিশটা বিয়ে মানে চল্লিশটা খাট-চল্লিশটা আলমারি-চল্লিশটা সোফা সেট-চল্লিশটা ড্রেসিংটেবিল-বাঁধা-মিনিমাম! একটা বিয়েও ধরতে পারলুম না এ বছর! আর পারবোও না। সামনে আষাঢ়-শ্রাবণ দুটোই মলমাস-ভাদ্দর আশ্বিন কার্তিক-কুকুরের ছাড়া আর কোনো জীবের বিয়ে হয় না-গেল, সিজিনটা গেল! বেটাচ্ছেলে ডুব মেরে আমায় ভাসিয়ে গেল।

[সানাই বাজনা বাড়ল।]

একবার হাতেনাতে পাই, তোকে চেরাই করে ফার্নিচার বানাবো-শালা তোর ঠ্যাং ভেঙে ইজিচেয়ার যদি না বানিয়েছি-

[একগাল পান চিবুতে চিবুতে হেলেদুলে ভবতোষ ঢুকল। পায়ে নতুন জুতো, গায়ে নতুন জামা। বগলে মস্ত বড় টর্চ। পরম নিশ্চিন্ত ভবতোষ।]

ভবতোষ ∫∫ কেমন আছো জামাইবাবু?

[ঘাড় ঘুরিয়ে রোমাঞ্চিত হয় ক্ষীরোদ।]

ক্ষীরোদ ∫∫ ভ-ব-তো-ষ!

ভবতোষ ∫∫ আমার দিদি ভালো আছে জামাইবাবু?

ক্ষীরোদ ∫∫ তোমার দিদি ভালো আছে, তুমি ভালো আছো তো ভাই ভবতোষ!

ভবতোষ ∫∫ ভালো না গো। পিঠে একটা স্পনডেলাইটিস মতো হয়েছে!

ক্ষীরোদ ∫∫ অনেক কিছুই তো হয়েছে দেখছি! নতুন জুতো হয়েছে, নতুন জামাটি হয়েছে! গোঁপটি ও যেন নতুন দেখছি!

ভবতোষ ∫∫ অ্যাই রাখলাম। একটু মুখ পাল্টে দেখছি!

ক্ষীরোদ ∫∫ বগলে ওটা ক ব্যাটারি?

ভবতোষ ∫∫ অ্যাই হাফ -ড জনের মতো। তারপর তোমার ব্যবসার খবর বলো।

[ভবতোষ টর্চটা জ্বেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে।]

কই, মালপত্তর কই? অর্ডার-ফর্ডার ধরতে পারছ না? নাঃ তোমায় দিয়ে বিজনেস চলবে না। কোয়ালিটি ভালো করো, জামাইবাবু কোয়ালিটি -

ক্ষীরোদ ∫∫ কোয়ালিটি! (বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ভবতোষের কলার চেপে ধরে) শালা, আড়াই মাস গত করে এখন দাঁত বার করে জোছনা বিলোতে এসেছো!-(ঝাঁকুনি দিয়ে) আমার গাছ কই?

ভবতোষ ∫∫ আরে কী হচ্ছে কি, আমার স্পনডেলাইটিস-

ক্ষীরোদ ∫∫ ধোস শালার স্পনডেলাইটিস! পিটিয়ে পুলটিস বানাবো আজ! আমার গাছ কেনার টাকা ঝেড়ে বাবুগিরি ফলানো হচ্ছে! কোথায় ছিলি বল-অ্যাদ্দিন কী করছিলি-

ভবতোষ ∫∫ যাঃ, বোতামটা ছিঁড়ে গেল তো! সরো দেখি কোথায় পড়লো!

ক্ষীরোদ ∫∫ চো-ও-প! কানের ওপর সানাইগুলো প্যাঁক দিয়ে যাচ্ছে। মলমাস এসে পড়ছে! হয় আমার গাছ দিবি, নয় আমার টাকা দিবি!

[ক্ষীরোদ কুড়ুল হাতে নেয়। ভবতোষ মাইরাকের পেছনে যায়।]

কোথায় পালাচ্ছিস-আজ রক্ষে নেই-

ভবতোষ ∫∫ (ক্ষেপে) কী ভেবেছ বলো তো? তোমার ভয়ে পালাচ্ছি! নো মশাই নো! বোতামটা খুঁজছি! চন্দন কাঠের বোতাম-বোতাম যদি না পাই দিদির কাছে নালিশ করছি। (জোরে) দিদিগো....

ক্ষীরোদ ∫∫ কী ছেলে! আমার সর্বনাশ হয়ে গেল সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই-ফুটু সখানি বোতাম নিয়ে আদিখ্যেতা হচ্ছে!-মেরে মিট সেফ বানাবো তোকে-

ভবতোষ ∫∫ আহা, কী কথা! অ্যাদ্দিন বাদে দেখা, ভালোমন্দ কথা নেই-ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়লো! গাছ গাছ করে গেছোভূত হয়ে গেছে রে-

ক্ষীরোদ ∫∫ কী বললি। আমি গেছোভূত!

ভবতোষ ∫∫ তা ছাড়া কী? বলে কোথায় বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে আসছি-হোল সাউথ চব্বিশ পরগনা ঢুঁড়ে এলাম ওনার গাছের হদিশ করতে গিয়ে-

ক্ষীরোদ ∫∫ আর ধাসা দিয়ে ফাঁসাস না ভবতোষ! একটা গাছ কিনতে কারুর আড়াই মাস লাগে!

ভবতোষ ∫∫ তা দেখেশুনে কিনবো তো, নাকি! বাছাবাছি করতে টাইম লাগবে না? সব কি তোমার ধর তক্তা মার পেরেক-? গাছ

বাছতে বাছতে ঢুকে গেছি সুন্দরবনে....

ক্ষীরোদ ∫∫ সুন্দরবনে?

ভবতোষ ∫∫ সুন্দরবনে। চারধারে গাছ গাছ-শুধু গাছ! লম্বা গাছ বেঁটে গাছ-খাড়া গাছ বাঁকা গাছ-হেলা গাছ দোলা গাছ-মেলা গাছ জামাইবাবু-গাছের মেলা-

ক্ষীরোদ ∫∫ মেলায় ঢুকে খেলা করছিলে! আড়াই মাসে একটা গাছও বাছতে পারলে না ভাই?

ভবতোষ ∫∫ বাছতে বাছতে চলে গেছি ইনটিরিয়ারে-তারপর-

ক্ষীরোদ ∫∫ (ব্যাকুল হয়ে) পেলি?

ভবতোষ ∫∫ কই পেলাম? গোড়া পছন্দ হয় তো আগা পছন্দ হয় না...আগা পছন্দ হয় তো গোড়া হয় না...মনে আগাগোড়া মনে ধরে না। শেষে নদী পার হয়ে উঠলাম গিয়ে এক দ্বীপে। অজানা অচেনা এক দ্বীপ...

ক্ষীরোদ ∫∫ তোকে দ্বীপ আবিষ্কারে কে পাঠাল...মালটা পেলি কি পেলি না?

ভবতোষ ∫∫ পেলাম।

ক্ষীরোদ ∫∫ পেয়েছিস?

ভবতোষ ∫∫ নাম্বার ওয়ান সরেস মাল জামাইবাবু, সে যা একখানা গাছ না! মাইরি কি বলব!

ক্ষীরোদ ∫∫ (উত্তেজিত হয়ে) শাল না সেগুন?

ভবতোষ ∫∫ আরে শাল সেগুনের খাপ খুলতে হবে না তার কাছে, সে গাছ শাল-সেগুনের জ্যাঠা।

ক্ষীরোদ ∫∫ কী-কী গাছ?

ভবতোষ ∫∫ তেঁতুল!

ক্ষীরোদ ∫∫ (বিকৃত গলায়) অ্যাঁ! তেঁতুলগাছ!

ভবতোষ ∫∫ কম করে তিনশো বছর বয়েস। লোকে বলে ও দ্বীপের ও তেঁতুলগাছের বয়সের কোনো গাছপাথর নেই গো!

ক্ষীরোদ ∫∫ শেষ পর্যন্ত তেঁতুলগাছ!

ভবতোষ ∫∫ তেঁতুলগাছ! কেনা হয়ে গেছে-এভরিথিং কমপ্লিট। এখন চলো রাতের ট্রেনেই কুড়ুল করাত নিয়ে বেরিয়ে পড়ি-তেঁতুলগাছটাকে সাইজ করে কেটে লরি বোঝাই করে এনে ফেলি!

ক্ষীরোদ ∫∫ (কঁকিয়ে ওঠে) ডুবিয়েছে রে, হতভাগা শালা টাকাগুলোর ছেরাদ্দ করে এসেছে ওরে শালা, তুই তেঁতুলগাছ কিনতে গেলি কোন্ আক্কেলে?

ভবতোষ ∫∫ ফার্নিচার হবে!

ক্ষীরোদ ∫∫ গুষ্টির পিণ্ডি হবে! বিয়ের অর্ডার ধরবো বলে বসে আছি! কোন্ মেয়ের বাপ তেঁতুলকাঠের খাট আলমারি কিনবে রে!

ভবতোষ ∫∫ বাপ বাপ করে কিনবে! কোন্ মিয়াঁ তেঁতুল বলে সনাক্ত করে দেখি! বলছি কি, তিনশো বছরের ঘাগু মাল-পালিশ আর চেকনাইটি মেরে খালি ছেড়ে দাও বাজারে-টংটং করে কথা বলবে। শোফা-কাম-বেড বানিয়ে বাসরঘরে সাজিয়ে দাও, বর-কনে ও জিনিস ছেড়ে উঠতেই চাইবে না-হ্যা হ্যা হ্যা-

ক্ষীরোদ ∫∫ (ভেংচি কেটে) হ্যা হ্যা হ্যা....দূর দূর! অতো কেলে গাছ-নির্ঘাৎ ভেতরে ঘুণ ধরেছে!

ভবতোষ ∫∫ ঘুণ ধরলে তুমি আমায় খুন করো। মাইরি গুঁড়িটাই হবে তোমার মতো চারটে লাশ। একখানা ডালে শেয়ালদার আধখানা প্ল্যাটফরম ঢেকে যাবে। কেল্লা....সে তো তেঁতুলগাছ না জামাইবাবু, মস্ত এক কেল্লা!

ক্ষীরোদ ∫∫ কেল্লা!

ভবতোষ ∫∫ তবে? ডালপালার পতাকা উড়িয়ে এমন করে আকাশখানা গার্ড করে দাঁড়িয়ে আছে, আর এমনি তার জেল্লা-দূর থেকে মনে হবে নবাব বাদশার কেল্লা!

ক্ষীরোদ ∫∫ (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) যতই হোক তেঁতুল ইজ তেঁতুল। নট শাল সেগুন-নট ইভন জাম অথবা জামরুল।

ভবতোষ ∫∫ (রেগে) অলরাইট, নিয়ো না! আমি কানাইয়ের দোকানে যাচ্ছি। লুফে নেবে! মাত্তর তিনশো টাকায় এত বড় গাছ নেবে না?

ক্ষীরোদ ∫∫ (চমকে) মাত্তর তিনশো!

ভবতোষ ∫∫ ভাবতে পারো, ওনলি থ্রি হানড্রেড রুপিস। (জোরে) কানাই-

[ভবতোষ বেরোতে যায়, ক্ষীরোদ হাত টেনে ধরে।]

ক্ষীরোদ ∫∫ কানাই তার দোকানে নাই! ভাই ভবতোষ, এক কমে পেলি! কী করে পেলি!

ভবতোষ ∫∫ ওই খানেই তো আমার ক্যাপাকাইটি!

ক্ষীরোদ ∫∫ ক্যাপাকাইটি!

ভবতোষ ∫∫ তবে শোনো জামাইবাবু, অচিন দ্বীপের তেঁতুলগাছ-বয়েস তার তিন শো-সে গাছে বাস করে কতো পাখি....কতো কাঠবেড়াল....কতো মৌমাছি! মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ি-কার গাছ? আমরা শহরে নিয়ে যাবে গো-চেরাই করে ফাড়াই করে শহরের বাবুদের ঘর সাজানোর ফার্নিচার বানাবো গো-(থমকে) হঠাৎ....

ক্ষীরোদ ∫∫ হঠাৎ!

ভবতোষ ∫∫ হঠাৎ একটা ষণ্ডামার্কা মদ্দ টলতে টলতে জঙ্গল ভেঙে বেরিয়ে এসে বলে, কার ঘাড়ে কটা মাথা, নিয়ে যাক দেখি নীলাম্বর গায়েনের তেঁতুলগাছ! আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা-তস্য ঠাকুর্দা রেখে গেছেন এই বৃক্ষ-আমার বংশের যত বয়েস, গাছেরও তত। আমার গাছে যে হাত দেবে, তার মুণ্ডু উড়ে যাবে-

ক্ষীরোদ ∫∫ ডাকাত! ডাকাত!....তুই কী করলি?

ভবতোষ ∫∫ ক্যাপাকাইটি গো, ক্যাপাকাইটি! নীলাম্বর গায়েন মশাইকে বগলদাবা করে নিয়ে গেলুম ভাটিখানায়। দু পাত্তর গিলিয়ে বলি, কত্তা, গাছ তোমার অশেষ পুণ্যবান। তিনশো বছর ধরে ঢের পুণ্যি করেছে-এবার ধন্যি হবে! তিন শো বছরের কলকাতা শহরে গিয়ে জাতে উঠবে গো-কোঠাবাড়ির শোভা বাড়াবে! ধরো কত্তা, তিনশো টাকা ধরো-লাগাও ফুর্তি-মালের ছর্‌র্‌রা বইয়ে দাও-

ক্ষীরোদ ∫∫ তারপর? তারপর?

ভবতোষ ∫∫ মালের ভারে টলোমলো নীলাম্বর গায়েন ধপাস করে টাল খেয়ে পড়লো গো-আমার পায়ের ওপর....

ক্ষীরোদ ∫∫ বেহুঁশ?

ভবতোষ ∫∫ আর ছাড়ি! হ্যাঁচকা মেরে টেনে নিলুম তার অবশ হাতখানা। বুড়ো আঙুলটায় কালি মাখালুম। গাছ বিক্রি হচ্ছে-দাও টিপে দাও....মারো ছাপ....চুক্তিপত্রে মারো ছাপ! এই যে-

[ভবতোষ টিপছাপ দেওয়া চুক্তিপত্র দেখায়।]

ক্ষীরোদ ∫∫ ধন্যি ভবতোষ! ধন্যি তোর ক্যাপাকাইটি!

ভবতোষ ∫∫ কাকপক্ষী জানাতে পারল না, তিনশো টাকায় রফা হলো, অত্তোবড় তিন্তিড়ি বৃক্ষ!

ক্ষীরোদ ∫∫ আয় বুকে আয় শালাবাবু! (ভবতোষকে জড়িয়ে চুমু খেয়ে) জয়! জয় বাবা সিদ্ধিদাতা গণেশ!

[ক্ষীরোদ গণেশ মূর্তিতে প্রণাম করে, লম্বা কুড়ুলটা তুলে নিয়ে বনবন ঘুরিয়ে ক্ষীরোদ চিৎকার করে ওঠে।]

চল গাছটা কেটে নিয়ে আসি-চল শালা, চল-

[কুড়ুলের পাকের সঙ্গে ট্রেনের হুইসিল বেজে ওঠে। চলমান রেলগাড়ির শব্দ এবং আলোছায়ায় দ্রুতলয় নাচন একযোগে শুরু হয়। কোন ফাঁকে যে গণেশ মূর্তিটি উধাও হলো এবং ক্ষীরোদ ও ভবতোষ দুতলা মাইরাকের নিচতলায় জায়গা করে নিলো, বোঝা গেল না। ক্ষীরোদ বসে আছে, ভবতোষ শুয়ে। মনে করা যাক, এটা রেলগাড়ির কামরা।]

(একটা দুর্গন্ধ নাকে আসছে) উঁ! উঁ! ওয়াক থুঃ! কী আঁশটে গন্ধ রে বাবা! হ্যাক থুঃ! বললুম, চল সামনের কামরায় উঠি! না, এইটে একদম ফাঁকা! তুললো এক মেছো বগিতে! হ্যাক থুঃ! স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার-মানুষ ওঠে এখানে! তবে একটা সুবিধে, চেকারও ওঠে না! টিকিট লাগছে না! হ্যাক থুঃ থুঃ!

[ভবতোষের নাক ডাকছে।]

এর মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে পারছিস! ধন্যি ক্ষ্যামতা তোর, পাশবিক ক্ষ্যামতা!

[ভবতোষের একখানি পা ক্ষীরোদের কোলে উঠে এলো।]

অ্যাই....অ্যাই ননসেনস....উল্লুক গায়ে পা দিলি! (থেমে) না, দে পা দে। আর তোকে গালাগাল দোবো না! বিরাট কাণ্ড করেছিস রে, তিনশো বছরের গাছ কিনেছিস তিনশো টাকায়! বছরে পড়লো এক টাকা! শালার বুদ্ধি আছে! মাল খাইয়ে মুখ্যু চাষার মাথায় হাত বুলিয়েছে।....কেল্লা মাত করেছিস ভাই। দে, ও পা-টাও দে!

[ক্ষীরোদ ভবতোষের দ্বিতীয় পা কোলে নেয়।]

(অদূরে গলায়) আমার শালাবাবু! আমার জন্যে ঘুরে ঘুরে স্পনডেলাইটিস বাঁধিয়েছে! এই জন্যে বলে, শ্বশুরের মেয়ে তবু ঠকায়, কিন্তু শ্বশুরের ছেলে! নৈব নৈব চ। নেভার! হ্যাক থুঃ!

[ট্রেনের হুইসিল। ঝকঝক শব্দটা কথার মধ্যে থেমে ছিল। আবার একপ্রস্থ শোনা গেল।]

কখন পৌঁছুবো সেই দ্বীপে-সেই বাদাবনের অচিন দ্বীপে? গিয়েই আরো খান চল্লিশেক কুড়ুল ভাড়া করতে হবে। কাল সানরাইজের

সঙ্গে সঙ্গে গোড়ায় পয়লা কোপটা মারতে চাই-যাতে করে সানসেট ও হবে, অচিন দ্বীপের কেল্লাও ভূতলে হেঁট হবে! হ্যা হ্যা হ্যা-তেঁতুলগাছ ও চল্লিশ কুড়ুল-আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু! হ্যা হ্যা হ্যা...হ্যাক থুঃ থুঃ!....কী রকম কাঠ হবে রে, অ্যাই ভবতোষ?....যা বলল তাকে শতখানেক বিয়ের খাট আলমারি বেরিয়ে আসছে! থুঃ! ছাঁটছুট যা থাকছে, তা দিয়ে সামনের রথের মেলায়-মেলা এবার ভাসিয়ে দিচ্ছি! কিছু না হোক, এক কুড়ি মিট সেফ -দুকুড়ি আলনা, চারকুড়ি পিঁড়ি-শ'দু-চার ইঁদুর কল তো হচ্ছেই! (আনন্দে গুন গুন করে) ছি ছি এত্তা জঞ্জাল-এত্তা বড়া গাছমে এত্তা পয়মাল-

[ভবতোষের একটা পা লাফিয়ে উঠে ক্ষীরোদের থুঁতনিতে ঠকাস করে লাগল।]

টিপ দেখেছো! হারামজাদা সত্যিই ঘুমুচ্ছে, না কি মটকা মেরে কিক ঝাড়ছে! অ্যাই ভবতোষ! আচ্ছা সত্যিই ও তেঁতুলগাছটা কিনেছে তো? কী জানি, গাছটা আদপে আছে তো, অ্যাঁ! সেই কোথায় কোন ওপারে....কোন দ্বীপে! এর মধ্যেও ভবতোষের কোনো ক্যাপাকাইটি নেই তো? হয়তো আমার টাকা খরচ করে ব্যাটাচ্ছেলে পিঠের ছাল বাঁচতে গপ্পো ফেঁদেছে। পারে....হতে পারে! ধরো, তিনশো বছরের অমন একটা লুব্ধ করার মতো গাছ-অ্যাদ্দিন জ্যান্ত আছে কি করে? ধরো, যেখানে শহরে নিত্যি নতুন বিশতলা বাইশতলা বাড়ি উঠছে-গাদাগাদা দরজা জানালা লাগছে-ডেকরেশনের ফার্নিচার লাগছে-গাদা গাদা কাঠ লাগছে-গাঁকে গাঁ সাফ হয়ে যাচ্ছে-সেখানে অমন একটা জাঁকালো গাছ দ্বীপ জাঁকিয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে-আজো বলিদান হয়নি-এ কী হয়? ওয়াক থুঃ থুঃ-(নাক টিপে নাকি গলায়)-ভঁবতোষ-অ্যাই ভঁবতোষ-

ভবতোষ ∫∫ (চমকে) কে! কে!

ক্ষীরোদ ∫∫ আঁমি রে-তোর জাঁমাইবাবু! চঁমকালি কেন! হেঁ হেঁ....

ভবতোষ ∫∫ ভূতের মতো নাকে কথা বলছো কেন?

ক্ষীরোদ ∫∫ গঁন্ধ-গঁন্ধ। পঁচা গঁন্ধ। হ্যাঁরে ভবতোষ, আমার তেঁতুল গাঁছটা-

ভবতোষ ∫∫ মুখের কাছে মুখ এনো না তো। তোমার গালেও বোঁটকা গন্ধ।

ক্ষীরোদ ∫∫ আহা! আর তোমার দিঁদিঁর গাঁলে কীঁ? চাঁটগাঁয়ের মেঁয়ে। ভঁক ভঁক করছে শুটকি মাছের সুঁবাস। আমার গাঁল সে তুলনায় বেঁলফুঁল!

ভবতোষ ∫∫ কোন স্টেশন? অ্যাই শশা!....শশা কেনো তো-

ক্ষীরোদ ∫∫ শঁশাঁ খাবি! খাঁ না, কত খাঁবি খাঁ....তোর কাছে তো আমার সাঁইত্রিশ শোঁ টাকা রয়েছে।

ভবতোষ ∫∫ কীসের সাঁইত্রিশ শো-

ক্ষীরোদ ∫∫ বাঁ বাঁ বাঁ বাঁ! চাঁর হাঁজার নিয়ে বেরিয়েছিলি-তিনশোঁতে গাঁছ কিনলি-সাঁইত্রিশই তো থাঁকবে-

ভবতোষ ∫∫ তিনশো বলেছি বুঝি? ওটা ছশো হবে।

ক্ষীরোদ ∫∫ (নাক ছেড়ে পরিষ্কার গলায়) কোনটা ছশো? গাছের দাম তো তিনশো?

ভবতোষ ∫∫ গাছের দাম তিনশো-ফলের দাম আর তিনশো-

ক্ষীরোদ ∫∫ ফল মানে-কী ফল?

ভবতোষ ∫∫ তেঁতুলগাছে কি আপেল হবে! তেঁতুল! ইয়া বড় বড় তেঁতুল ঝুলছে! ফলভরা গাছ কিনতে এক্সট্রা তিনশো লাগল!

ক্ষীরোদ ∫∫ কেন, ফলের দাম এক্সট্রা কেন দেবো রে, আমি তো গোটা গাছটাই কিনেছি!

ভবতোষ ∫∫ তাতে কী! ফল আর গাছ এক হলো? তেঁতুল দিয়ে চাটনি হয়, তেঁতুল গাছ দিয়ে হয় চাটনি? এমন মাথামোটা কথা বলো না-

ক্ষীরোদ ∫∫ আরে বাবা, ফল তো গাছেই থাকে, না কি?

ভবতোষ ∫∫ তাতে কী হলো? কাঁচ তো আলমারির গায়েই থাকে, তা কাঁচ লাগানো আলমারি যখন বিক্রি করো, নিজে কাঁচের দাম আলাদা ধরো না-

ক্ষীরোদ ∫∫ চোপ! তিন শো টাকার বেশি এক পয়সা দেবো না-

ভবতোষ ∫∫ দেবে না আবার কি? দেওয়া হয়ে গেছে-

ক্ষীরোদ ∫∫ হয়ে গেছে!

ভবতোষ ∫∫ হুঁ, বেস্পতি ফলের দাম নিয়ে নিয়েছে!

ক্ষীরোদ ∫∫ বেস্পতি! বেস্পতি আবার কে?

ভবতোষ ∫∫ ঐ যে গো, ঐ ডাকাত নীলাম্বরের জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছোট মেয়ে। আহা বড় দুঃখী মেয়ে জামাইবাবু! সারা মুকে পক্সের গর্ত। দেখি গাছতলায় দাঁড়িয়ে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদছে। ঐ ফল বেচা টাকায় আর নাকি বিয়ে হবার কথা ছিল! এখন গাছটা চলে গেছে, সব আশা শেষ! বড্ড দুঃখ হলো জামাইবাবু। দিয়ে দিলুম ছ শো টাকা-

ক্ষীরোদ ∫∫ একটি থাপ্পড়ে সব কত্তা ফাঁক করে দেবো তোর। কাঁহাকা মুদগর! কোথাকার বেস্পতি শনি-কে টাকা বিলোচ্ছে? কী ভেবেছিস মাইরা, টাকার গাছ আছে আমার-টাকার গাছ?

[ক্ষীরোদ ভবতোষকে চেপে ধরে।]

ভবতোষ ∫∫ ছাড়ো তো। ভালো করে শুনবে না কিছু না, গেছোভূতের মতো খামচাতে শুরু করলো!

ক্ষীরোদ ∫∫ শালা তুই বললি গাছ কেনা হয়েছে গোপনে। গাঁয়ের কাকপক্ষী জানে না! তবে বেস্পতি জানল কোত্থেকে-

ভবতোষ ∫∫ তাইতো অবাক!

ক্ষীরোদ ∫∫ ভবতোষ!

ভবতোষ ∫∫ তখন টাকা না দিয়েও রক্ষে নেই....যদি বেস্পতি আরো পাঁচকান করে! তিনশো দিলুম ফলের দাম, আর তিনশো দিয়ে মুখ চাপা দিলুম। মোট না শো! তাছাড়া গাছটা নীলাম্বরের হলেও ফলের অংশ বেস্পতিদের। জানো, বেস্পতির সব কটা বোনের বিয়ে হয়েছে ঐ গাছের ফলবেচা টাকায়। এটাই ওদের বংশের নিয়ম। মেয়েটা গাছ ধরে কি কান্না কাঁদছিল জামাইবাবু!....আইবুড়ো মেয়ের কান্না সহ্য করা যায়? তুমি পারো?

ক্ষীরোদ ∫∫ চেনটান!

ভবতোষ ∫∫ অ্যাঁ?

ক্ষীরোদ ∫∫ চেনটান-আমি বাড়ি যাবো।

ভবতোষ ∫∫ গাছ-?

ক্ষীরোদ ∫∫ নেবো না-ন-শো টাকা দিয়ে তেঁতুলের বীচি আমি কিনবো না। দে, পুরো চার হাজার টাকা গুণে দে শালা।

ভবতোষ ∫∫ মহা গ্যাঁড়াকলে পড়লুম তো। কোত্থেকে আমি এখন টাকা দেবো? গাছ না নিলে কি তারা টাকা ফেরত দেবে? উল্টে আরো তিনশো টাকা তাদের কমপেনসেশন দিতে হবে!

ক্ষীরোদ ∫∫ চেন টান!

[ট্রেনের শব্দ। হু হু বেগে ট্রেন ছুটে চলেছে।]

ভবতোষ ∫∫ ঠিক আছে, টানছি।

ক্ষীরোদ ∫∫ চোপ শালা। নশো টাকা গোল্লায় দিয়ে আমায় চেন টেনে বাড়ি ফিরিয়ে দিচ্ছ রে!

ভবতোষ ∫∫ দূর ছাতা, নিজেই তো বললে টানতে!

ক্ষীরোদ ∫∫ আমি বললেই তুই টানবি! আমার মনের অবস্থাটা দেখবি না!-শালা, সে তো বউয়েই ভাই, আর কতো হবে! তোদের বংশটাই অবিশ্বাসী!

ভবতোষ ∫∫ ঠিক আছে, টানবো না। চুপ করে বসো।

ক্ষীরোদ ∫∫ টান....চেন টান! শিগগির নামিয়ে দে। অ্যাই দ্যাখ না যদি টানিস, আমি কিন্তু ঝাঁপ দেবো....দিলুম ঝাঁপ-

[ক্ষীরোদ ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়।]

ভবতোষ ∫∫ জামাইবাবু-জামাইবাবু-

[ভবতোষ পেছন থেকে ক্ষীরোদের কোমর জড়িয়ে ধরে। ভীষণ শব্দ করে ট্রেন ছুটে চলেছে। আলোছায়া ছুটোছুটি করছে দুজনের দেহের ওপর। ট্রেনের শব্দ ও আলোর নাচন বন্ধ হতে মঞ্চ স্বাভাবিক চেহারায় ফিরে এল। দেখা গেল ক্ষীরোদ ও ভবতোষ মাইরাকের ওপরের তাকে উবু হয়ে বসে রয়েছে। অল্প অল্প দুলছে। মোটরের হর্ন বাজছে। মনে করা যাক, মাইরাকের ওপরের তাকটা বাসের ছাত।]

ক্ষীরোদ ∫∫ (বিপর্যস্ত) ভবতোষ-ওরে ভবতোষ-

ভবতোষ ∫∫ কি হলো কী? শক্ত করে ধরে বসো না!

ক্ষীরোদ ∫∫ সর্বাঙ্গ ব্যথা হয়ে গেল। কি মান্ধাতা আমলের বাস রে বাবা-

[ক্ষীরোদ হঠাৎ ভবতোষের ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।]

বাবা গো-

ভবতোষ ∫∫ ওঃ ঘাড়ে পড়ো না। স্পনডেলাইটিস-

ক্ষীরোদ ∫∫ ঝাঁকুনি রে গাধা!

ভবতোষ ∫∫ ঝাঁকুনি তো হবেই। বাদাবনের মেঠো পথ। রেড রোড পেয়েছে? দোকানের গদিতে বসে বসে বডিখানা একেবারে লুজবুজে করে রেখেছ!

ক্ষীরোদ ∫∫ চোপ! রেলে তুললো মেছো কামরায়, বাসে ওঠালো ছাতে! এইভাবে বসে কেউ যেতে পারে-

ভবতোষ ∫∫ আরে বাবা দেখছ তো, ভেতরে স্ক্রু ঢোকাবারও জায়গা নেই। গাদা গাদা মানুষ-গাদা গাদা ছাগল, মুরগি, ছেলে মেয়ে-গুড়ের নাগরি, বাচ্চাকাচ্চা, বুড়োবুড়ি, কদু কুমড়ো-ওর মধ্যে ঢুকলে থেঁতলে যেতো!....ফাঁকায় ফুঁকোয় দেখতে দেখতে চলো-দ্যাখো না গাছপালা, খানাখন্দ, ধানের খেত, জনমজুর-ওই ওই দ্যাখো জামাইবাবু গোসাপ-পা-অলা রেপটাইল-ওই চলে যাচ্ছে-ঠিক যেন ডাঙার কুমির-দ্যাখো দ্যাখো-

ক্ষীরোদ ∫∫ আহা, দেখাবার আর জিনিস পেল না! বেলা তিনটের সময়....মাথায় ফাটছে, বোশেখ মাস....পাছা যাচ্ছে ঝলসে....শালা আমায় রেপটাইল দেখাচ্ছে! সত্যি করে বল, জঙ্গলের মধ্যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?

ভবতোষ ∫∫ তেঁতুলগাছ আনতে-

ক্ষীরোদ ∫∫ কোথায় তেঁতুলগাছ?

ভবতোষ ∫∫ সে এক দ্বীপে!

ক্ষীরোদ ∫∫ কোথায় সে দ্বীপ?

ভবতোষ ∫∫ সে এক নদীর ওপারে।

ক্ষীরোদ ∫∫ কদ্দূরে সে নদী?

ভবতোষ ∫∫ তা বলা যায় না। পাঁচ মাইলও হতে পারে, আবার পঁচিশ মাইলও....

ক্ষীরোদ ∫∫ ভবতোষ!

ভবতোষ ∫∫ আহা, এ লাইনে কেউ ঠিক করে বলতে পারে না-কোন জায়গা কদ্দূর। মানে বাস তো রোজ এক রুট ধরে চলতে পারে না-কোনোদিন মাঠ ভেঙে যায়-কোনোদিন পথে বাঘ পড়লো-খানা টপকে গেল-এক এক দিন এক এক রকম রুট, এক এক রকম মাইলেজ-এক এক রকম ক্যাপাকাইটি -

ক্ষীরোদ ∫∫ বাঘ!

ভবতোষ ∫∫ সুঁদোর বনের বাঘ!

ক্ষীরোদ ∫∫ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার!

ভবতোষ ∫∫ নরখাদক!

ক্ষীরোদ ∫∫ উফ!

ভবতোষ ∫∫ চুপ! চুপ করে থাকো!

ক্ষীরোদ ∫∫ (ঘ্যান ঘ্যান করে) চল, আগে ফিরে যাই। শালা তোকে উপুড় করে পেলে সোফা-কাম-বেড বানাবো। আমাকে বাঘের পেটে রেখে যাবে বলে এনেছো! কাল সন্ধেবেলা থেকে এ পর্যন্ত পেটে পড়েছে খানকতো আলুর চপ। অনন্ত পথ! কোথায় যাচ্ছি!

ভবতোষ মাইরি বল, তেঁতুলগাছটা সত্যি তো!

ভবতোষ ∫∫ (জোরে) সামলে! সামলে! সামনে কালভার্ট!

[যেন প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে কেঁপে উঠল ক্ষীরোদ।]

ক্ষীরোদ ∫∫ আমার কি রকম সন্দ হচ্ছে, গাছটা পাবো না!

ভবতোষ ∫∫ আঃ থেকে থেকে গাছ গাছ করো না তো! কার কানে যাবে-বাগড়া দেবে!

ক্ষীরোদ ∫∫ মনে হচ্ছে সে পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারব না! চলতে চলতে উল্টে পড়ে মরে যাবো!

ভবতোষ ∫∫ এঁটে বসো। দ্যাখো দ্যাখো কতো মানুষ, মুরগি, ছেলে মেয়ে, ছাগল বাসের গায়ে দিব্যি ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে-কেউ তোমার মতো ভয় খাচ্ছে?....ক্যাপাকাইটি জামাইবাবু, সবই ক্যাপাকাইটি!

ক্ষীরোদ ∫∫ সবাই মিলে এক বাসে চড়ে কোথায় যাচ্ছে রে?

ভবতোষ ∫∫ কে জানে! হয়তো সবাই মিলে ঐ তেঁতুলগাছের কাছেই চলেছি-

ক্ষীরোদ ∫∫ (রেগে) কেন, সবাই আমার তেঁতুলগাছের কাছেই যাবে কেন?

ভবতোষ ∫∫ পারে তো! ধরো ঐ যে লোকটা ঝুলছে....হয়তো একজন কোবরেজ....হয়তো ঐ গাছের শেকড়-বাকল আনতে যাচ্ছে-ঐ যে ধনুক-হাতে লোকটা....হয়তো ব্যাধ-ঐ গাছের পাখি মেরে খায়-ঐ যে রোগা শুঁটকো লোকটা....হয়তো সাতদিন খায় নি....চারটে তেঁতুল ছিঁড়ে বেচে চাল কিনে খাবে-হতে পারে না জামাইবাবু?

ক্ষীরোদ ∫∫ খাওয়াচ্ছি! (ঝপ করে কুড়ুল তুলে) এক খোঁচা মেরে ফেল দেবো শুঁটকোটাকে-

ভবতোষ ∫∫ অ্যাই, অ্যাই জামাইবাবু কি করো?

ক্ষীরোদ ∫∫ কেন, আমার গাছে হাত দেবে কেন? গাছ এখন আমার। মামদোবাজি পেয়েছে। নগদ ন'শো টাকা দিয়ে কেনা গাছ-

ভবতোষ ∫∫ ন'শো না জামাইবাবু, আরো ছ'শো যোগ করো।

ক্ষীরোদ ∫∫ হোয়াট?

ভবতোষ ∫∫ হ্যাঁগো, আরো ছ'শো দিতে হলো নীলাম্বরের খুড়ো ঐ বুড়ো পীতাম্বর গায়েনকে।

ক্ষীরোদ ∫∫ তিন শো-টু-ছ'শো-টু-ন'শো-টু-পনেরোশো! চালাকি পেয়েছিস?

ভবতোষ ∫∫ না দিলে কিছুতে যে বুড়ো মগডাল ছাড়বে না।

ক্ষীরোদ ∫∫ মগডাল!

ভবতোষ ∫∫ ছ'শো।

ক্ষীরোদ ∫∫ গাছ কিনেছি....ফল কিনেছি....মগডাল ফ্রি পাবো না?

ভবতোষ ∫∫ মগডালটা যে বুড়োর ভাগে।

ক্ষীরোদ ∫∫ হোয়াট?

ভবতোষ ∫∫ মগডালের আগুনে বুড়ো পুড়বে।

ক্ষীরোদ ∫∫ মগডালের আগুন!

ভবতোষ ∫∫ হ্যাঁগো, গায়েন বংশের দস্তুর, যে যখন মরবে ঐ গাছের মগডাল কেটে এনে তাকে পোড়ানো হবে। এখন বুড়োর মরার টাইম এসে গেছে....মগডাল ক্লেম করলো....

ক্ষীরোদ ∫∫ হোয়াট তেঁতুলের মগডাল!....হোয়াট নট বাবলা কাঠ....বাবলায় পুড়লে কি ক্ষেতি হবে বুড়োর?

ভবতোষ ∫∫ বলেছিলুম। বলে, বাবলায় পুড়লে না নাকি বংশের মুখ পুড়বে! বলে, গাছ কিনেছ....গাছ কেটে নিয়ে যাও, কিন্তু যেখানকার মগডাল সেখানে যেন থাকে।

ক্ষীরোদ ∫∫ ইমপসিবল।

ভবতোষ ∫∫ বলো, গাছ কেটে মগডাল বাঁচানো যায়?

ক্ষীরোদ ∫∫ শুয়ারকা বাচ্চা....শুয়ারকা বাচ্চার বংশ! শুয়ার কা পাল শরিক! মগডালেও শরিক!

ভবতোষ ∫∫ শুধু মগডালে! নিচের দিকের ডালেও আছে।

ক্ষীরোদ ∫∫ নিচের ডালেও শরিক আছে-হোয়াট?

ভবতোষ ∫∫ হ্যাঁগো, ঐ নীলাম্বরের পিসি-সে কি পেটের জ্বালায় নিচের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল-

ক্ষীরোদ ∫∫ বাঁচা গেছে। হারামজাদি আর ছ'শো টাকা ক্লেম করতে পারলো না-

ভবতোষ ∫∫ ন'শো ক্লেম করেছে। আছো কোথায়....ন'শো ক্লেম করেছে পিসির ছেলেরা। বলে আমাদের জননীর আত্মহত্যার স্মৃতি!

ক্ষীরোদ ∫∫ করাতি....করাতি দিতে স্মৃতি ফালা ফালা করে দেব শালা! দিচ্ছে কে ন'শো-বোঝো শালা, মা মরে ভূত হয়ে গেছে-সেই ভূতের ডাল বেচে নেবে ন'শো!

ভবতোষ ∫∫ নেবে কি, নেওয়া হয়ে গেছে। (ক্ষীরোদ চুপ) পুরো ন'শো গুনে নিয়ে তবে শুনলো। এইসব বাদা জঙ্গলরে লোকগুলো এমন জোঁকের মত টেনে ধরে না-পিলপিল করে আসে। পিসির ছেলেরা গেল তো মাসির শাশুড়ি এলো-শাশুড়ি গেল, জামাই এলো-(কেঁদে) মওকা ভেবে আমি ওদের মাথায় হাত বুলোতে গিয়েছিলাম, ওরা, আমার গ্যাঁট খালি করে দিয়েছে জামাইবাবু....সাতগুষ্টির মুখ চাপা দিতে দিতে....চার হাজারই কাবার হয়ে গেছে জামাইবাবু।

ক্ষীরোদ ∫∫ চেন টান....

ভবতোষ ∫∫ অ্যাঁ!

ক্ষীরোদ ∫∫ চেন টান!

ভবতোষ ∫∫ বাসের ছাতে চেন কোথায় জামাইবাবু?

ক্ষীরোদ ∫∫ (সরু গলায়) রোককে! রোককে! অ্যাই বাস রোককে-

[ক্ষীরোদ লাফ দিতে উদ্যত হয়।]

ভবতোষ ∫∫ জামাইবাবু-জামাইবাবু....

ক্ষীরোদ ∫∫ শুয়ারকা বাচ্চা, আমার সব টাকা গোল্লায় দিয়েছে রে!

ভবতোষ ∫∫ আমায় ক্ষমা করো....জামাইবাবু, এখনো আরো হাজার টাকা লাগবে!

ক্ষীরোদ ∫∫ হে মা কালী, তুমি আমায় নাও-

[ক্ষীরোদ উন্মাদের মতো ঝাঁপ দিতে যায়-হঠাৎ ভিষণ জোরে টায়ার বার্স্ট করার শব্দ হয়।]

ভবতোষ ∫∫ যাঃ, টায়ারটা গেল ভাগ্যিস! নইলে যে লাফ দিচ্ছিলে, নির্ঘাৎ মাথা চৌচির হয়ে যেত! নাও, এবার ধীরে সুস্থে নামো!

ক্ষীরোদ ∫∫ গাড়ি আর এগুবে না?

ভবতোষ ∫∫ আর কি করে এগুবে! ঐ যে সবাই নেমে যাচ্ছে! নামো-

ক্ষীরোদ ∫∫ নগদ পয়সায় টিকিট কেটেছি....এখানে কেন নামবো? কথা রয়েছে সেই নদীর পাড় অবধি নিয়ে যাবে! এই বাস চলো-

ভবতোষ ∫∫ আরে তুমি তো নিজেই লাফ দিয়ে নামছিলে....

ক্ষীরোদ ∫∫ সে আমি লাফ দিই আর যাই করি, বাস কেন চলবে না? মামদোবাজি! শালা, লজঝড়ে গাড়ি নিয়ে রুটে বেরুনোর মজা দেখাচ্ছি! চলো....

[ক্ষীরোদ কাঠের উপর ঝপঝপ চাপড় হাঁকিয়ে শব্দ তোলে।]

এই বাস চলো! আভি চলো-জলদি চলো....

ভবতোষ ∫∫ কেন হাঙ্গামা পাকাচ্ছ অনর্থক! বাড়ি ফিরে চলো। গাছ তো তুমি নেবে না!

ক্ষীরোদ ∫∫ কে বলেছে নেবো না? আলবত নেবো!

ভবতোষ ∫∫ অনেক শরিক....আরো হাজার দুয়েক টাকা লাগতে পারে জামাইবাবু।

ক্ষীরোদ ∫∫ লাগুক টাকা। কুছ পরোয়া নেই। শালা আমরা কি টাকার অভাব! (কোমরের জামা তুলে দেখায়) এই দ্যাখ, গেঁজে ভরতি টাকা। তেঁতুলকাঠ বার্মাটিক বলে চালিয়ে সব পয়সা তুলে নেব! হ্যা হ্যা হ্যা! এই বাস চলো-

ভবতোষ ∫∫ গাছ তুমি নেবেই!

ক্ষীরোদ ∫∫ নেবো না? এমন গাছ কোথায় পাবো রে! কোটরে কাঠবেড়ালি....নিচের ডালে গলায় দড়ি....ফল বেচে মেয়েরা যায় শ্বশুরবাড়ি....মগডালে পুড়ে ছেলেরা যায় যমের বাড়ি-

ভবতোষ ∫∫ ও গাছ নিতে পারব না জামাইবাবু-গাছের সারা গায়ে দেখবে থরে থরে ঢ্যালা বাঁধা! যার ছেলেপুলে হয় না, সেও যেমন ঢ্যালা ঝুলিয়ে মানত করে যায়, যার ঘন ঘন হয়-সেও তেমন ঘন ঘন ঝোলায়....আর যাতে না হয়-

ক্ষীরোদ ∫∫ মানতের গাছ!

ভবতোষ ∫∫ ভগবান, ও গাছ নাকি বাদা অঞ্চলের ভগবান!

ক্ষীরোদ ∫∫ ভগবান!

ভবতোষ ∫∫ হ্যাঁগো, সাত গাঁয়ের লোক মানত করে যায়। ভগবান, অন্ন দাও বস্তর দাও পরমায়ু দাও, ভগবান, বেঁচে থাকার মুরোদ দাও, ভালুক দত্যিদানোর সাথে লড়াই করার ক্ষ্যামতা দাও-ও যে-সে গাছ না, সাতখানা গাঁয়ের ভগবান! ভগবানেরে তুমি কাটতে পারবে জামাইবাবু?

ক্ষীরোদ ∫∫ পারবো! নাশ করবো ভগবান। কেটে লাশ বানাবো ভগবানের। আমার লাভ চাই, লাভ চাই, আমি বুঝি ব্যবসা। শহরের বুকে শতখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে যাবে বাদাবনের ভগবান। হ্যা হ্যা হ্যা-নাম....নাম ভবতোষ। নেমে আয়....আমরা ভগবানরে বৃষকাঠ বয়ে নিয়ে যাই-

[ক্ষীরোদ ও ভবতোষ মাইরাকের ওপর থেকে নেমে পড়ে, সামনের মঞ্চে হাত ধরাধরি করে ছুটতে থাকে-যেন ছুটছে। ক্ষীরোদের এক হাতে কুড়ুল, এক হাতে জুতো। ভবতোষের বগলে ঝোলানো টর্চ দুলছে। ছুটতে ছুটতে ক্ষীরোদ বলে-]

ছোট....জোরসে ছোট....আউর থোড়া....আউর থোড়া-

ভবতোষ ∫∫ (হাঁপাচ্ছে) কালবোশেখ! ও জামাইবাবু কালবোশেখ আসছে। দ্যাখো, সামনের আকাশ আলকাতরা!

ক্ষীরোদ ∫∫ চল্-চল্-জোরে ছোট শালা-

[সারা মঞ্চে গভীর ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে।]

ভবতোষ ∫∫ ওরে বাবা! আর পারছি না-পারছি না-(বলতে বলতে থমকে দাঁড়ায় ভবতোষ) জামাইবাবু! ঐ দ্যাখো-মাথা দেখছো-কেল্লার মাথা!

ক্ষীরোদ ∫∫ কেল্লা!

ভবতোষ ∫∫ ওটা কালবোশেখির মেঘ না গো, তোমার তেঁতুলগাছের মাথা!

ক্ষীরোদ ∫∫ অ্যাঁ! ঐ তো-ঐ তো!

ভবতোষ ∫∫ এখনো মাইল পাঁচেক-

ক্ষীরোদ ∫∫ ঐ তো আমার গাছ! ঐ তো-

[ক্ষীরোদ ও ভবতোষ আরো জোরে ছুটছে।]

ভবতোষ ∫∫ দাঁড়াও! সামনে নদী গো!

ক্ষীরোদ ∫∫ ঝাঁপা শালা....লাগা ঝাঁপ!

[ক্ষীরোদ ও ভবতোষ যেন জলে ঝাঁপ দিল। ঝপাং শব্দ হলো। ভবতোষ হাত পা ছুঁড়ছে। যেন ডুবে যাচ্ছে।]

ভবতোষ ∫∫ ডুবে যাবো, ডুবে যাবো জামাইবাবু-

ক্ষীরোদ ∫∫ আঃ ঝামেলা করিস নে! ওপারে চল। প্রায় এসে গেছি।

ভবতোষ ∫∫ আকাশটা দেখেছ? এবার সত্যি সত্যি কালবোশেখি আসছে গো-

ক্ষীরোদ ∫∫ আসুক! গাছ চাই আমার-আভি চাই-জলদি চাই-

ভবতোষ ∫∫ বাতাস ছেড়েছে....ঝড় আসছে!

ক্ষীরোদ ∫∫ আসে আসুক! কোই বাত নেই! ঝড়ের মধ্যে গাছের গোড়ায় কোপ পাড়ি! হাঃ হাঃ হাঃ-

ভবতোষ ∫∫ (বিপর্যস্ত) ঐ ঐ দ্যাখো বাতাসের জোর বাড়ছে, স্রোত বাড়ছে! এ সব বাদাবনের নদী তুমি জানো না জামাইবাবু, হঠাৎ ক্ষেপে যায়, তোলপাড় করে দেয়....ফিরে চলো জামাইবাবু-

ক্ষীরোদ ∫∫ (কুড়ুল তুলে) ফের ফেরার কথা বলবি কি, একদম ফাড়াই করে ফেলবো শালা!

[মেঘের ডাক, স্রোতের গর্জন।]

ভবতোষ ∫∫ (ভীষণ জোরে) জামাইবাবু-

ক্ষীরোদ ∫∫ গাছ না নিয়ে তোর জামাইবাবু ফিরবে না!

[ঝড়ের গর্জন বাড়লো। সারা মঞ্চ অন্ধকার হয়ে এল। নিকষ অন্ধকার।]

ভবতোষ ∫∫ (অন্ধকারে) জামাইবাবু-জামাইবাবু-কোথায় তুমি? কোথায় গেলে! (চারদিকে টর্চের আলো ফেলে) এই মরেছে! জামাইবাবুগো-তুমি বেঁচে আছো-

ক্ষীরোদ ∫∫ (অন্ধকারে) চুপ! চুপ! গাছতলায় অতো মশাল জ্বলছে কেন রে ভবতোষ?

ভবতোষ ∫∫ মশাল!

ক্ষীরোদ ∫∫ আমার গাছতলায় মশাল কেন! ওরা কারা? সারি সারি মশাল!

ভবতোষ ∫∫ (হঠাৎ) এই সর্বনাশ করেছে গো! নির্ঘাৎ তারা খবর পেয়ে গেছে, আমরা গাছ কেটে নিয়ে যাবো।

ক্ষীরোদ ∫∫ তারা কারা?

ভবতোষ ∫∫ তারা! তারা! সাত গাঁয়ের লোক-যারা মানত করে ইঁট ঝুলিয়ে যায়। ঐ দ্যাখো, ওদের হাতে হাতে সড়কি-

ক্ষীরোদ ∫∫ কেন, সড়কি কেন?

ভবতোষ ∫∫ চালাবে, গাছ কাটতে গেলে বুকে বসাবে। যে ভয় করছিলাম সারাক্ষণ!

ক্ষীরোদ ∫∫ (হা হা করে হেসে) টাকা-টাকা চাই? দেব-টাকা দিয়ে সবার মুখ চাপা দেব-গেঁজে ভরতি টাকা আমার! প্রত্যেকের সড়কির বদলে....প্রত্যেকটা ঢ্যালার বদলে টাকা দেব-

ভবতোষ ∫∫ হবে না-টাকাতেও শুনবে না! ঐ গাছ ওদের ভাত ভিক্ষে জীবন প্রাণ....ওদের ভগবান! সবকিছু টাকা দিয়ে কেনা যায় না গো!

ক্ষীরোদ ∫∫ যায়....আমি কিনেছি....আমি নিয়ে যাবো!

ভবতোষ ∫∫ ছাড়বে না! কিছুতে না। তিনশো বছর ঐ গাছ নিয়ে অনেক দাঙ্গা হয়েছে....অনেক মুণ্ডু দু'খণ্ড হয়েছে-মেরে ভাসিয়ে দেবে।

[বহু লোকের রে-রে গর্জন শোনা যায়।]

দেখতে পেয়েছে-আমাদের দেখতে পেয়েছে!

ক্ষীরোদ ∫∫ (চিৎকার করে) আমার গাছ....আমি দখল চাই....

ভবতোষ ∫∫ দেবে না-সাতখানা গাঁ জেগেছে! তোমায় লাভ করতে দেবে না! দেবে না গাঁ মুড়িয়ে শহর সাজাতে! পালাও-শিগগির পালাও-ওরা ছুটে আসছে।

ক্ষীরোদ ∫∫ (দুহাত তুলে কঁকিয়ে ওঠে) আমার গাছ....আমার গাছ....

ভবতোষ ∫∫ পালাও-পালাও-

[ক্ষীরোদের হাত টেনে ধরে ভবতোষ যেন তাকে ডাঙায় তুলল। তারপর ছুটল। ক্ষীরোদ ও ভবতোষ তাড়াখাওয়া জন্তুর মতো এবার উল্টো দিকে ছুটছে প্রাণপণে। নেপথ্যে অগণিত মানুষের গর্জন। আলোকবৃত্ত ক্রমশ ছোট হয়ে এসে ওদের দুজনের শরীরের ওপর পড়ে। ক্ষীরোদ ও ভবতোষ ছুটতে ছুটতে ক্রমশ বিন্দুর মতো ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল।]

যবনিকা

মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্ক : নয়

সাহেববাগানের সুন্দরী

চরিত্র

উপস্থাপক ∫∫ কাক ∫∫ মেমসাহেব

নাটকটি ঘরোয়া সমাবেশে বা কোন অনুষ্ঠানে শ্রুতিনাটক রূপে উপস্থাপিত হতে পারে।

রচনা : ১৯৮৯

আনন্দবাজার, পুজা স্পেশাল

সাহেববাগানের সুন্দরী

উপস্থাপক ∫∫ ঝিলের জলে স্নান করে সজল এলোচুলে শিথিল-বসনা মেমসাহেব সবেমাত্র ঘাটে উঠে দাঁড়িয়েছে-শ্বেতপাথরের মূর্তিটা এই রকম। মূর্তিটার রূপজৌলুস ঢাকা পড়েছে শ্যাওলায়। পাখির বিষ্ঠায় সাদাকালো ছোপধরা মেমসাহেবের মূর্তিটিকে পাগলি-পাগলি ঠেকে-পরিত্যক্ত ভূতুড়ে জঙ্গলে ঢাকা বাগানবাড়ির জরাজীর্ণ পুকুরঘাটে।....গভীর রাতে পূর্ণিমার চাঁদ এখন মজা ঝিলের এক চামচ জলে হাসছে। সেদিকে তাকিয়ে মূর্তির মেমসাহেব ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে শুরু করল। অদূরে বকুলগাছের বাসায় এক কাকের নিদ্রা ছুটে গেল।

কাক ∫∫ কেসটা কী মেমসাহেব? প্রায়ই রাতে তুমি যে আমাদের ঘুম নষ্ট করছ, তোমার বোঝা উচিত, সারাদিন পেটের ধান্দায় বহুত খাটাখাটি করতে হয় আমাদের। খানিকটা বিশ্রাম তো চাই, নাকি? নিজের আর কী, আছ এক ঠায় দাঁড়িয়ে, খুশি মতো হাসছ কাঁদছ ঝিমুচ্ছ....কাজ নেই কম্ম নেই ভিজে পেটিকোট শুকোচ্ছ তো শুকোচ্ছ! বুঝলে, বর্ষাকালে ডানাদুটো ঝাড়ারও ফুসরত পাইনে! প্যানপ্যানানি থামাও বলছি!

মেমসাহেব ∫∫ চুপ কর লক্ষ্মীছাড়া হতচ্ছাড়া কাকের বাচ্চা!....উঃ কী! অবস্থা করেছে আমার শয়তানগুলো....এই নেটিভকাকগুলো!....ঝিলের জলে চাঁদটা কেমন খুবসুরতি....আর আমি....ছি ছি ছি....মাথায় গালে বুকে.... কী নোংরা....কী নোংরা! উঃ কেন মরণ হয় না গো!

কাক ∫∫ আরে আমাদের কী দোষ! নট নড়নচড়ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছো কেন? হাত পা ঝাঁকালে আমরা থোড়াই তোমার কাছে ঘেঁষি! আরে বাবা, সব্বাই জানে কাকেরা একটু স্ট্যাচুর মাথায় নখ খোঁচাতে ভালোবাসে!

মেমসাহেব ∫∫ দূর হ, দূর হ কেলেকুচ্ছিত! দাঁড়া আমার সাহেব ফিরে এসে তোদের কী হাল করে ছাড়েন দেখিস তখন!

কাক ∫∫ কবে আসবে গো মেমসাহেব, তোমার সাহেব? টেলিগ্রাম পেয়েছে?....চিঠি লিখে দাও, তোমার জন্যে যেন একটা সিল্কের ম্যাক্সি আর নরম তোয়ালে নিয়ে আসে! আর একটা ওয়াটারপ্রুফ....বর্ষাকালে আর দাঁড়িয়ে ভিজতে হবে না!

মেমসাহেব ∫∫ দেখিস্ দেখিস্ ফেরে কি না-ফেরে! সাহেব ছুটি ফুরোলেই চলে আসবে, যাবার সময় আমায় বলে গেছে!

কাক ∫∫ ধন্যি আশা কুহকিনী! মেমসাহেব তোমার মালিককে আমি দেখিনি! যা শুনেছি, সাতচল্লিশে রাজত্বি হাতবদল হতে তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে স্বদেশে ভেগেছে! অ্যাদ্দিন সে বোধহয় বেঁচেও নেই। কিন্তু এটাই ভারী আশ্চয্যি, যাবার আগে বাগানবাড়িটার কিংবা তোমার একটা বিলিব্যবস্থা করে গেল না কেন! অবিশ্যি না করে ভালোই করেছে, আমরা কয়েক শো কাক বাদুড় চামচিকে একটা বেওয়ারিশ বাগানবাড়ি ভোগদখল করতে পারছি!....সাহেবের জন্যে আর কেঁদে লাভ নেই মেমসাহেব!....এ দেশে সাহেবের রাজত্বি শেষ, তোমারো বোলবোলাও শেষ মেমসাহেব!

মেমসাহেব ∫∫ কাক, কাক, ওরে কাক, কী করে ভুলি তাকে বল না! ওহোহো বিলেত থেকে সাহেব আমায় পছন্দ করে এনেছিল। পশমের পাফ দিয়ে সাহেব রোজ আমার মুখ মোছাতো।

কাক ∫∫ (খ্যাক খ্যাক করে হাসে) হুঁ হুঁ, তোমার সাহেব নাকি আর্টিস্ট ছিল....কী বলে শিল্পী না জুলপি!

মেমসাহেব ∫∫ হাসবি না! ওহো হো, সেই সব দিন....সে আমলে এই বাগানবাড়িতে কত আমোদপ্রমোদ ছিল রে! কত আলো বাজনা নাচগান খানাপিনা....

কাক ∫∫ শুনেছি সাহেবটা বেজায় ফুর্তিবাজ ছিল!

মেমসাহেব ∫∫ গরমকালে এমনি জোছনা রাতে সাহেব আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতো...বলত, চাঁদের শোভা তোমার কাছে হার মেনে যায় সুন্দরী।

কাকা ∫∫ (হেসে) হার মেনে যায় সুন্দরী!

মেমসাহেব ∫∫ ভেংচি কাটবি না! আমাকে আরো সুন্দর করতে সাহবে এই সুইমিং পুলটা করেছিল!

কাক ∫∫ না কি? এটা সুইমিং পুল! আমি ডিম ফুটে বেরোবার পর থেকে পচা ডোবা বলেই জানি!

মেমসাহেব ∫∫ তোর যেমন বুদ্ধি! পচা ডোবার পাশে আমায় রাখবে কেন? আমার মান যায় না!

কাক ∫∫ আমি ভেবেছি তুমি বুঝি খানাডোবায় কুচো চিংড়ি ধরে বেড়াচ্ছ....গাঁ গঞ্জে পাগলিরা যেমন ধরে বেড়ায়....

মেমসাহেব ∫∫ আই পাগলি-পাগলি করবি না শয়তান! তোদের কেলেচোখে এসব মর্মরমূর্তির মর্ম কী বুঝবি রে!

কাক ∫∫ খানিকটা বুঝি গো মেমসাহেব। বুঝি বলেই এখনও মেমসাহেব বলে ডাকি। যাকগে, তোমার সঙ্গে বকবক করে শরীর টিকবে না। ঘুমোতে চললুম....

মেমসাহেব ∫∫ কাক, কাক, প্রিয় কাক, একটা সাবান এনে দিবি আমায়?

কাক ∫∫ সাবান?

মেমসাহেব ∫∫ দিবি আমার গায়ের ময়লা সাফা করে? অনেক বকশিস দেব রে!

কাক ∫∫ দূর! যার নেই চালচুলো, সে দেবে বকশিস! কোত্থেকে দেবে?

মেমসাহেব ∫∫ দেব, দেব। আমার বুকের ওপর একটা লকেট দেখতে পাচ্ছিস?

কাক ∫∫ নাঃ, না তো!

মেমসাহেব ∫∫ ময়লায় ডুবে আছে। লকেটে একটা দামি পাথর আছে। ধুয়ে মুছে দে, দেখতে পাবি। পাথরটার যে কত দাম সাহেব ছাড়া কেউ জানত না....বাগানের মালিরাও না। ওই পাথরটা বেচলে শুধু তোর কেন, ও কাক, তোর চোদ্দোপুরুষের জীবন কেটে যাবে আয়েস করে। খাবারের জন্যে আর তোকে ছোটাছুটি করতে হবে না রে!

কাক ∫∫ সত্যি! আছে নাকি হারে চুনি পান্না! দেখতে পাই না যে! কিন্তু ঠিক দেবে তো?

মেমসাহেব ∫∫ না যদি দিই, আমাকে আরও নোংরা করে দিস, পাগলি বলে ডাকিস....তোর যা খুশি....

কাক ∫∫ কিন্তু সাবান পাই কোথায়?

মেমসাহেব ∫∫ ওই যে....ওই যে.....রাস্তার ওধারে ফ্ল্যাটবাড়িটা দেখছিস....দোতলার বউটা দামি দামি সুগন্ধ সাবান মাখে....ভেসে আসে গন্ধ...বুক ভরে যায় আমার.....! ওর স্বামী ওকে সব কিনে দেয়। আমার সাহেব নেই....সাধ আহ্লাদ কে মেটাবে আমার! ও সোনাকাক, কাকরে....আমায় একটু সাফা করে দে না!

কাক ∫∫ হুঁ, ওদের টয়লেটে আলো জ্বলছে, জানালাটাও খোলা আছে। কেঁদো না মেমসাহেব, ব্যবস্থা করছি....দেখি, কোন রত্ন তোমার বুকে আছে!

উপস্থাপক ∫∫ কাক সাঁ করে ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে উড়ে গেল এবং সাবান নিয়ে ফিরল। সারারাত জেগে মূর্তিটা সাফা করল। ডানা ঘষে মুছে দিল শেষ বিন্দু ময়লা। ভোরের আলোয় আবার ঝলমল করে উঠল মূর্তিটা।

কাক ∫∫ (অভিভূত) মেমসাহেব! তুমি এতো সুন্দর!

মেমসাহেব ∫∫ কী করে, আর পাগলি বলবি। আমি পাগলি!

কাক ∫∫ চার্মিং! বিউটিফুল! মেমসাহেব, তোমার জবাব নেই....

মেমসাহেব ∫∫ নে, লকেটের পাথরটা ঠুকরে খুলে নে। যা, বেচেবুচে খেগে যা....

কাক ∫∫ মেমসাহেব, চোদ্দোপুরুষ আমার খেটে খাক, না খেতে পেয়ে মরুক, তোমার গা আমি ঠোকরাতে পারবো না। না....না....

উপস্থাপক ∫∫ কাক চলে গেল খাবারের সন্ধানে। বেলা বাড়তে বাগানের সামনের রাস্তায় পথচারিরা যাতায়াত শুরু করল। ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে তারা দেখতে পেল ওই অপূর্ব মূর্তিটা। কত লোকই না দেখল-গেরস্থ, অফিসযাত্রী, মোটরযাত্রী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার উকিল, ব্যারিস্টার, চোর, বাটপাড়, বুদ্ধিজীবী, সুদখোর, সশিষ্য গুরুদেব, সাংবাদিক, শিল্পী, গল্পকার, নাটককার, টিভি ক্যামেরাম্যান, খেলোয়াড়, বিধায়ক, সাংসদ, মস্তান, মাতাল, সিরিয়াল নির্মাতা, নেতা, অভিনেতা, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আরও কত কত জন....তরাপর-তারপর সন্ধেবেলা আরও কিছু প্রসাধনসামগ্রী নিয়ে ফিরে এসে কাক দেখে বাগানবাড়িটা লণ্ডভণ্ড। গাছপালা চুরমার। তার বকুলবাসরটি ধ্বংস হয়েছে বাচ্চাগুলো মারা পড়েছে। চারদিকে লাটি সোটা বোমার টুকরো। বাতাসে বারুদের গন্ধ। আর ঝিলপুকুরের ঘাটে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আছে মেমসাহেব। কারা, কারা এমন করে ধ্বংস করল সুন্দর মূর্তিটা। বাগানের মাথায় চক্কর দিয়ে এই ভয়ঙ্কর প্রলয় কাণ্ড দেখতে দেখতে কটু বাস্পে দম বন্ধ হয়ে এল কাকের। প্রাণ হারিয়ে ঝুপ করে খসে পড়ল মজা ঝিলের মধ্যিখানে

যবনিকা

মনোজ মিত্রের দশ একাঙ্ক : দশ

দন্তরঙ্গ

চরিত্র

সাগরিকা ∫∫ বৃদ্ধা ∫∫ বৃদ্ধ ∫∫ ডাক্তার রায় ∫∫ রিকসাআলা ∫∫ ব্রহ্মচারী বেয়ারা ∫∫ কনস্টেবল ∫∫ নিতাই ∫∫ উকিল

অভিনয়

গিরিশমঞ্চ : ২৭ আগস্ট, ২০০০
সাগরিকা : ময়ূরী ঘোষ
বৃদ্ধা : মায়া রায়
বৃদ্ধ :রঞ্জন রায়
ডাক্তার রায় : দীপক ভট্টাচার্য
রিকসাআলা : রবীন ভট্টাচার্য
ব্রহ্মচারী : অসীম দেব
বেয়ারা : সুপ্রিয় ঘোষ
কনস্টেবল : দীপক দাস
নিতাই : প্রিয়জিত ব্যানার্জি
উকিল : সমর দাস
প্রযোজনা : সুন্দরম ∫∫ আবহ : গৌতম ঘোষ ∫∫ আলো : বাবলু রায়
রূপসজ্জা : অজয় ঘোষ ∫∫ মঞ্চ ও নির্দেশনা : দীপক দাস
রচনা : ১৯৯২
প্রথম প্রকাশ : পাক্ষিক বসুমতী, ১৯৯২

দন্তরঙ্গ

[দন্ত চিকিৎসালয়। দাঁত তোলার চেয়ারে চিন্তামগ্ন এক বৃদ্ধ। মুঠোয় ধরা রুমালখানা ধীরে ধীরে গালের ওপর বোলাচ্ছে। অদূরে বেঞ্চের ওপরে বৃদ্ধের স্ত্রী। কড়া চোখে বৃদ্ধকে লক্ষ্য করছে। চেম্বারের মধ্যেই পার্টিশান দাঁড় করিয়ে খানিকটা অঞ্চল ঘেরা। ওর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দন্তচিকিৎসকের তরুণী সহকর্মিণী সাগরিকা। সদ্য ধোয়া ঝকঝকে ছুরি-কাঁচির ট্রে হাতে নিয়ে।]

সাগরিকা ∫∫ কুলকুচি করেছেন? (বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে জানাল-না) ঠিক হয়ে বসুন! (চেয়ারের পাশেই উঁচু টুলের ওপর গেলাসে জল ও খালি একটা এনামেলের গামলা। বৃদ্ধ গামলায় কুলি সারল) মাথাটা হেলিয়ে দিন। (বৃদ্ধ চেয়ারের পিঠে মাথা হেলিয়ে দিল) পাদানিতে পা তুলুন। (বৃদ্ধ পা তুলল। সাগরিকা টেবিলের ওপর ট্রে-খানা রেখে বৃদ্ধের বুক একটা ন্যাপকিনে ঢেকে দিল) রিল্যাক্সড হয়ে বসুন। নিন কুলি করুন।

বৃদ্ধা ∫∫ (বৃদ্ধের কাছে গিয়ে কড়া গলায়) করো না।

[বৃদ্ধ কুলি করল-মুখের জল ছিটকে পড়ল বৃদ্ধার গায়ে।]

সাগরিকা ∫∫ আরে, আরে....

বৃদ্ধা ∫∫ (সাগরিকাকে) দেখলে তো!

বৃদ্ধ ∫∫ দেখার কিছু নেই। অ্যাকসিডেন্ট, অনিচ্ছাকৃত!

বৃদ্ধা ∫∫ (সাগরিকাকে) বলো, তুমি বলো....

সাগরিকা ∫∫ (বৃদ্ধকে) আপনাকে বলা হলো-গামলায় কুলি করতে, আপনি সোজা দিদিমার দিকে পিচকারি ছোটালেন!-সরি, অ্যাকসিডেন্ট বলে মানছি না।

বৃদ্ধ ∫∫ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সি হার ফেস। উনি বাইরে গিয়ে বসুন। ওয়েটিংরুম আলো করে বসুন গিয়ে।

সাগরিকা ∫∫ তাই যানতো দিদিমা।

বৃদ্ধা ∫∫ দাঁত না তুলিয়ে আমি নড়বো না! (নিজের জায়গায় এঁটে বসে) আমাকে কে ওঠায় দেখি!

বৃদ্ধ ∫∫ তোমরা কার কথা শুনবে? ফ্রাঙ্কলি, মুখের সামনে ঐ বিশ্বসুন্দরী দেখলেই আমার টেনশন বেড়ে যাচ্ছে!

সাগরিকা ∫∫ (হেসে) তাহলে তো সুস্মিতা সেন, ঐশ্বর্য রাইকে খবর দিতে হয় দাদু।

বৃদ্ধ ∫∫ (হেসে) কেন তুমি তো আছ দিদি।

বৃদ্ধা ∫∫ হ্যাঁ আছে। অন্তিমকালে বিশ্বসুন্দরীরা তোমার মুখে ফিডিংবোতল ধরবে!

বৃদ্ধ ∫∫ জাস্ট হিয়ার। নো নো, ওঁকে বিদায় করো। উনি বসলে আমি উঠছি...

[বৃদ্ধ চেয়ার ছেড়ে উঠতে যায়।]

সাগরিকা ∫∫ (হেসে) প্লিজ দাদু... মাথা ঠাণ্ডা করুন...

[সাগরিকা হাসতে হাসতে বৃদ্ধকে বসাচ্ছে। পার্টিশনের আড়াল থেকে ব্যস্তভাবে ডাক্তার বেরিয়ে এল। গায়ে ধবধবে অ্যাপ্রন। মাথায় হেলমেট। হেলমেটের মুকে আলো বসানো। ব্যাটারিতে জ্বলে।]

ডাক্তার ∫∫ নো নো, চুপ করুন-বাইরে অনেক পেশেন্ট ওয়েট করছেন। (সাগরিকাকে) আপনাকে অনেকদিন বলেছি, কাজের সময় পেশেন্টের সঙ্গে ফাজলামি করবেন না।

সাগরিকা ∫∫ ফাজলামি কখন করলাম ডক্টর রায়?

ডাক্তার ∫∫ সব সময়ই করছেন। (ব্যস্তভাবে) হাঁ করুন, হাঁ করুন। (বৃদ্ধ হাঁ করল) হ্যাঁ, বলুন কোন দাঁতটায়? ওপরে না নীচে?

বৃদ্ধ ∫∫ একটাই মাত্তর আছে ভাই ডাক্তার। নীচে ওপরে...

বৃদ্ধা ∫∫ সবেধন নীলমণি!

ডাক্তার ∫∫ (বৃদ্ধের হাঁ-গালে উঁকি দিয়ে) তাইতো দেখছি, একটাই।

বৃদ্ধা ∫∫ একা কুম্ভ রক্ষা করে ফোঁকলা বুঁদিগড়!

বৃদ্ধ ∫∫ ইউ সাট আপ!

ডাক্তার ∫∫ কোয়ায়েট, কোয়ায়েট! ওইটাতেই পেইন হচ্ছে?

বৃদ্ধ ∫∫ বচ্ছে, ওইটাতেই পেইন হচ্ছে।

বৃদ্ধা ∫∫ অভাগার এক পুত, সেও হল যমদূত। দেশসুদ্ধ জ্বালিয়ে খেল।

[বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে গালে রুমাল বোলাচ্ছে।ডাক্তার সাগরিকার হাতে ধরা ট্রে থেকে গ্লাভস নিয়ে পড়ল।]

ডাক্তার ∫∫ হাঁ করুন, বড় করে হাঁ করুন...(বৃদ্ধ হাঁ করতে ডাক্তার হাত ঢোকায় বৃদ্ধের গালে) লাগে? (বৃদ্ধ কঁকিয়ে ওঠে। ডাক্তার আরেকভাবে দাঁতটি নাড়ায়) এবার একটু আরাম লাগেতো? (বৃদ্ধের মুখে স্বস্তি) এবার? (বৃদ্ধ অসহ্য যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করে) এবার নিশ্চয়ই কম? (বৃদ্ধ খানিকটা ধাতস্থ হয়। ডাক্তার ট্রে থেকে ছোট্ট হাতুড়ি তুলে নিয়ে নেয়) আচ্ছা দেখুন তো ক-বারের চেয়ে এবারই সবচেয়ে বেশি?

[ডাক্তার হাতুড়ির ঘা মারে বৃদ্ধের দাঁতে।]

বৃদ্ধ ∫∫ (মোক্ষম ঘা খায়ে গোঙাতে) আর তুলনা করা যাচ্ছে না। ব্রহ্মতালু ফেটে গেল।

বৃদ্ধা ∫∫ (বৃদ্ধের যাতনা সহ্য করতে পারে না) কী হচ্ছে কী! হাতুড়ি মারছ নাকি লোকটাকে! বুড়োর গালের নড়া দাঁত-হুঁঃ মশা মারতে কামান দাগা! (বৃদ্ধকে) চলতো এদের এখানে আসাই ভল হয়েছে।

বৃদ্ধ ∫∫ (তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠতে যায়) হয়েছেই তো! চলো, বাড়ি চলো!

বৃদ্ধা ∫∫ (সচকিত হয়) না। বসো! অমন দস্যি দাঁত পোষাই বা কেন, যে ব্রহ্মতালু ফাটায়! (ডাক্তারকে) হাতুড়ি মারতে হয় মারো-মোট কথা ঐ অলুক্ষণে দাঁত আর আমি ঘরে ঢোকাবো না!

বৃদ্ধ ∫∫ ইউ সাট আপ। ডোনট ফরগেট, তোমারো দাঁত আছে! যখন চাগাবে, আমিও দেখে নেবো। সেদিন আসছে...

বৃদ্ধা ∫∫ আমার দাঁতে কিছু হবে না। তোমার মতো সারাজীবন মানুষের ওপর দাঁত কিড়মিড় করিনি তো! পাপ করেছ, ফলও পাচ্ছো!

ডাক্তার ∫∫ প্লিজ, আমাকে কাজ করতে দিন! (দুহাতে বৃদ্ধের চোয়াল ফাঁক করে সাগরিকাকে) দাঁতটির তো আর কিছু নেই মিস সেন।

সাগরিকা ∫∫ হুঁ সব নার্ভ ডিজেনারেট করে গেছে।

ডাক্তার ∫∫ টিস্যু মুখগুলো দেখছেন আলগা হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। (বৃদ্ধকে) জল বাতাস ঠাণ্ডা গরম লাগছে, জ্বলে উঠছে তো। (বৃদ্ধ ঘাড় নাড়ে) আপনার দাঁতটি তুলতে হবে।

[সাগরিকা চিকিৎসার জন্যে পার্টিশানের আড়ালে যায়। ডাক্তার ও তার সহকর্মিনী মাঝে মধ্যেই এটা-ওটা আনতে ওখানে যাতায়াত করবে।]

বৃদ্ধ ∫∫ তুলতেই হবে? আমি কিন্তু ভাই তুলতে আসিনি। যাতে রাখা যায় তাই করুন ভাই ডাক্তার।

বৃদ্ধা ∫∫ খবরদার না। ঐ দাঁতের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছি। রাত বিরেতে বাড়ি মাথায় তোলে। তুলে ফেল বাবা-

বৃদ্ধ ∫∫ দাঁত আমার! তাকে রাখা না রাখার মালিক আমি!

[বেয়েরা একটা স্লিপ নিয়ে ঢুকল।]

ডাক্তার ∫∫ বসতে বলো। বলো, দেরি হবে। (বেয়ারা চলে গেল।) আপনার বয়স কত?

বৃদ্ধ ∫∫ এইট্টি টু প্লাস।

বৃদ্ধা ∫∫ পঁচাশি-

বৃদ্ধ ∫∫ বয়েস বাড়িয়ে কোন লাভ নেই।

বৃদ্ধা ∫∫ বয়েস ভাঁড়িয়েও কোন বিস্তার নেই। তুলতেই হবে।

ডাক্তার ∫∫ আর রাখতে চাইছেন কেন? থাকল তো বহুকাল। ওর তো কোন ফাংশানই নেই।

[সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে নিয়ে সাগরিকা ফিরে আসে।]

সাগরিকা ∫∫ এক হাতে তালি বাজেনা, এক দাঁতে পুডিংও খাওয়া যায় না দাদু।

বৃদ্ধ ∫∫ একেবারে শূন্য হয়ে যাব যে দিদি। গাল বলতে একটা দাঁতও রাখবে না? মুখের কোন সৌন্দর্যই থাকবে না-

সাগরিকা ∫∫ (মুচকি হেসে) এখনও সৌন্দর্য ভাবছেন! কার জন্যে দিদিমা?

বৃদ্ধা ∫∫ উঁ আদিখ্যেতা!

বৃদ্ধ ∫∫ (ডাক্তারকে) দেখো না, যদি রাকা যায়...

সাগরিকা ∫∫ আমরা রাখা না রাখার কে বলুন? ওযে নিজেই থাকতে চাইছে না। ভোরবেলাকার শিউলির মতো আলতো বোঁটায় ঝুলছে!

ডাক্তার ∫∫ ফের ফাজলামি শুরু করলেন! কাজ করুন, কাজ করুন...

সাগরিকা ∫∫ (গম্ভীর ভাবে) তাই করা হচ্ছে!

বৃদ্ধা ∫∫ ছেলেমেয়েরা বলেছে এরপর যেদিন রাত দুপুরে চিল্লাবে, অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেবে।

[সাগরিকা ডাক্তারের হাতে সিরিঞ্জ বাড়িয়ে দিল।]

বৃদ্ধ ∫∫ দিলে তাই যাবো। তোমার মতো ছেলেমেয়ের পোঁ ধরে বেড়াব না। (ডাক্তারকে) দেখুন না ওষুধ বিষুধ দিয়ে চেষ্টা করে...যদি নার্ভগু লোকে সঞ্জীবিত করা যায়।

ডাক্তার ∫∫ এক্ষনি তুলে ফেলুন। এরপর গোটা মাড়িতে ইনফেকশান হয়ে যাবে! রাতবিরেতে এমন ব্যথা চাগাবে...

বৃদ্ধ ∫∫ (বিরক্তভাবে) আপনাদের ডেনটিস্টদের এই এক রোগ। তুলে ফেলুন...তুলে ফেলুন...ব্যথা চাগাবে। আরে বাবা চাগায় ব্যথা চাগাক। সবাই যে ব্যথায় ভয় পায় এ আপনাকে কে বললে? কেউ কেউ তো ব্যথা পছন্দ করতে পারে, ভালোও বাসতে বাসতে পারে।

সাগরিকা ∫∫ (মুকচি হেসে) ওঃ লাভলি! লাভলি! ভালবাসার ব্যথা আছে জানি, তা বলে ব্যথা কেউ ভালবাসে দাদু?

ডাক্তার ∫∫ আবার ফাজলামি করছেন?

সাগরিকা ∫∫ (রেগে) আশ্চর্য! কথা বলতে পারব না!

ডাক্তার ∫∫ না বলবেন না...ফাজিল-ফাজিল কথা বলবেন না। যে শোনে, তারও উত্তর দিতে ইচ্ছা করে-কথায় কথা বেড়ে যায়, সময় নষ্ট হয়। (বৃদ্ধকে) হাঁ করুন।

বৃদ্ধ ∫∫ কুলি করুন।

[ডাক্তার ও সাগরিকার 'হাঁ করুন', 'কুলি করুন' চলতেই থাকে।]

বৃদ্ধ ∫∫ আচ্ছা, কোনটা করব-হাঁ না কুলি?

সাগরিকা ∫∫ হাঁ না করলে কুলি করবেন কী করে।

বৃদ্ধা ∫∫ হাঁকুলি কর।

[বৃদ্ধ হাঁকুলি করে।]

বৃদ্ধ ∫∫ হাঁকুলি? তাই করি-হাঁ...কুলুকুলুকুলু...

ডাক্তার ∫∫ (বৃদ্ধকে) ওপর দিকে মুক করুন। ঠোঁটটা একটু ফাঁক করুন-আর একটু...উঁহু জিভ নাড়বেন না...

বৃদ্ধ ∫∫ আচ্ছা-আচ্ছা।...কি করতে চাইছেন?

ডাক্তার ∫∫ অ্যানেসথেসিয়া করব। জায়গাটা অসাড় করে নেব।

সাগরিকা ∫∫ তোলার সময় কোন ব্যথা ফিল করিবেন না।

[ডাক্তার ইঞ্জেকশন দিচ্ছে। বৃদ্ধ গোঙাচ্ছে। বাইরের দরজায় রিকসাআলা ও বেয়ারা। দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণায় রিকসাআলা ভেতরে ঢুকতে চাইতে চাইছে, বেয়ারা তাকে আটকাচ্ছে। ঠেলা রিকসাআলার হাতে ঘণ্টি রয়েছে।]

রিকসাআলা ∫∫ বহৎ দর্দ হো রহা হ্যায়। ছোড়িয়ে ভাই...হামকো অন্দর যানে দিজিয়ে...আ-আ-

[রিকসাআলা বেয়ারাকে ঠেলেঠুলে ঢুকে আসে-ডাক্তাররের সঙ্গে ধাক্কা খায়। সিরিঞ্জ থেকে হাত সরে যায় ডাক্তারের। সেটা বৃদ্ধের চোয়ালে বিঁধে ঝুলছে।]

ডাগদারসাব মর যাতা হ্যায়-

[বৃদ্ধা দেখতে পায় বৃদ্ধর গালের ঝুলন্ত সিরিঞ্জটা।]

বৃদ্ধা ∫∫ ওকী! ওকী!

ডাক্তার ∫∫ (তাড়াতাড়ি সিরিঞ্জ খুলে নেয় বৃদ্ধের গাল থেকে) কী হচ্ছে এসব! যা, বাইরে নিয়ে যা-

[বেয়ারা রিকসাআলাকে পাঁজাকোলা করে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্মচারী ঢোকে।]

ব্রহ্মচারী ∫∫ আহা, আহা, দূর দূর করিস না! অনাথ আতুরকে আনন্দের পথ দেখা! জগৎ আনন্দময়! (রিকসাআলাকে বেয়ারার কাছ থেকে মুক্ত করে। বেয়ারা বাইরে যায়) কাঁদিস না, কাঁদিস না ভাই রিকসাআলা। আনন্দ কর। জগৎ আনন্দময়।

[রিকসাআলা যন্ত্রণায় চিৎকার করছে।]

ওরে পেইন ভাবলে পেইন, না ভাবলে নেই। কী হয়েছে, কিচ্ছু হয়নি! ওরে অবোধ, ঈশ্বরের নাম কর...দেখবি কতো আনন্দ!

ডাক্তার ∫∫ আরে ব্রহ্মচারীজি, কেমন আছেন-দাঁতের অবস্থা কেমন?

ব্রহ্মচারী ∫∫ ভালো, আমি ভালো-দাঁতও ভালো-সবাই ভালো। ইশ্বরের জীব মন্দ থাকবে কেন? ও কী? ভগিনী সাগরিকা মুখখানা শুকনো লাগছে কেন? আনন্দ করো ভগ্নী। আহা, জগৎ আনন্দময়-(রিকসাআলা ব্যাথায় চিৎকার করে ওঠে) আনন্দাধারা বহিছে ভুবনে...(ডাক্তারের ওপর ক্ষেপে আছে সাগরিকা। কোনো কথা না বলে আড়ালে চলে যাচ্ছে) ভগিনী...ভগিনী...

সাগরিকা ∫∫ কাজের কথা ছাড়া-মুখ খোলা নিষেধ!

ব্রহ্মচারী ∫∫ সে কী!

ডাক্তার ∫∫ শুনুন।

ব্রহ্মচারী ∫∫ বলুন-

ডাক্তার ∫∫ দয়া করে ওয়েটিংরুমে বসুন-চেক-আপ করিয়ে যাবেন।

ব্রহ্মচারী ∫∫ জগত চেক-আপময়। আপনাদের হুকুমেই চেক-আপে আসা। নইলে আমার কোন তাগিদ নেই। বাইরে অপেক্ষা করছি। (রিকসাআলাকে) চল, বাইরে চল! কাঁদিস কেন? ওরে দন্তজ্বালা গুরুর পায়ে সঁপে দে-দেখবি মুক্ত!

(গান ধরে) দয়াময় গুরুর নামে জয় দে জয় দে।

ত্রিতাপ জ্বালা দূরে যাবে জয় দে জয় দে।।

দন্তশূল শীতল হবে জয় দে জয় দে।

অশান্ত মন শান্ত হবে জয় দে জয় দে।।

[ব্রহ্মচারী ও রিকসাআলা বাইরে গেল। বৃদ্ধ গোঙাচ্ছে।]

সাগরিকা ∫∫ (বৃদ্ধকে) আপনার মাড়ি চিনচিন করছে কি?

ডাক্তার ∫∫ ফুলে উঠছে কি?

বৃদ্ধা ∫∫ (হেসে) ঐতো ফুলছে। চুপসানো গাল বেলুনের মতো ফুলে উঠছে!

ডাক্তার ∫∫ ঠোঁট অসাড় হয়ে আসছে?

বৃদ্ধা ∫∫ না হলে চুপ করে বসে আছে! আমি একটু চিমটি কেটে দেখব?

[সকলে হাসে।]

বৃদ্ধ ∫∫ আপনার তো ঠাট্টা-ইয়ার্কি করবেনই। আপনার ডাক্তার...শিখেছেন কেবল ব্যাথা তাড়াতে ...

ডাক্তার ∫∫ মানুষকে ব্যথার হাত থেকে উদ্ধার করাটাই আমার পেশা। দ্যাট ইজ ডিকটেটেড বাই মাই প্রফেশন।

সাগরিকা ∫∫ দাঁতের ব্যথা ভালবাসেন আপনি?

বৃদ্ধ ∫∫ দাঁত বলে কথা নয়, জীবনের সব ব্যাথার মধ্যেই ভালবাসার একটা টান রয়েছে। (বৃদ্ধা হাসে) ডোন্ট লাফ! (ডাক্তারকে) জানেন, আমার বাড়ির কুকুরটা...এইটুকু বাচ্চা বয়স থেকে তাকে আমি পেলেছি...ভাবতে পারেন বুড়ো হয়ে, রুগ্ন হয়ে সে যখন উঠোনে শুয়ে কাঁদল-আমার পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, নাতনি-ইনক্লুডিং মাই সহধর্মিনী-পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে তুলে দিয়ে এল কর্পোরেশনের ময়লার গাড়িতে! ব্যথা! ব্যথা! কী যে সে ব্যথা বুকে বেজেছিল!

বৃদ্ধা ∫∫ আপনারাই বলুন, ছেলেরা মরা কুত্তা আর কোথায় পাচার করবে!

বৃদ্ধ ∫∫ কারো চোকে এক ফোঁটা জল ছিল না। গলায় আহা উহু ছিল না...এক ছিটে ব্যথা কারও বুকে বাজেনি।

বৃদ্ধা ∫∫ তা কুকুর নিয়ে কি কাঁদার সময় আছে মানুষের? ছেলেরা সব ব্যস্ত, ছুটোছুটি করছে।

বৃদ্ধ ∫∫ হ্যাঁ, মাইরাট রেসে, ইঁদুর দৌড়...ব্যথা অনুভবের সময় নেই। অথচ ভুলো ছিল বলেই বাড়ি ঘরে কোনদিন চুরিচামারিরি হয়নি...আমরা সবাই নিশ্চিন্তে নিদ্রাসুখ ভোগ করেছি। শেষকালে অকেজো হয়ে পড়তেই আমার পরিবারের এইসব নির্দয় ঘাতকেরা এককাট্টা হয়ে...বলুন, ভুলোর জন্যে একটু ব্যথা সঙ্গত ছিল না, সুন্দর ছিলো না?

ডাক্তার ∫∫ হয়তো ছিল।

বৃদ্ধ ∫∫ আর এই দাঁতটা! একদিন তো সে সক্ষম ছিল! আজ রুগ্ন অকেজো! তা বলে তুলে ফেলার আগে তার জন্যে একটু ব্যথা বাজবে না?

সাগরিকা ∫∫ ভুলোর সঙ্গে দাঁতকে জড়াচ্ছেন দাদু-(হেসে) জড়িয়ে আছে ব্যথা, ছাড়িয়ে যেতে চায়-ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে-

বৃদ্ধ ∫∫ ব্যথারা হারিয়ে যাচ্ছে। বিদায় বিচ্ছেদ কালে কালে সব ড্রাই হয়ে ঝুলে পড়ছে। এই সময়, এই সামজ, সবাইকে অ্যানাসথেসিয়া

করে রেখেছে।

[ইতিমধ্যে ডাক্তার ও সাগরিকা অ্যাপ্রন, মাস্ক ইত্যাদি পরে ফেলেছে।]

আপনারা তবে তুলবেনই? আর একবার আমার অনুরোধটা ভাববেন না...আর একটু ক্ষণ দাঁতটাকে থাকতে দিন না। ভুলোর মতো ছুঁড়ে ফেলবেন না ডাস্টবিনে।

ডাক্তার ∫∫ উই আর অলরেডি ইন অ্যাকশান, আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি।

সাগরিকা ∫∫ দাদুর রক্তে চিনি কিরকম?

বৃদ্ধা ∫∫ চিনিফিনি নেই, তেতো আছে। নিমনিসুন্দি, কালকাসুন্দি-

বৃদ্ধ ∫∫ আর আছেন উনি।

ডাক্তার ∫∫ দেখুন, বেলা বারোটায় আমার চেম্বার বন্ধ হয়। একটা বেজে গেছে! বাইরে এখনও দশজন পেশেন্ট-

সাগরিকা ∫∫ আমি কিন্তু এই দাঁতটা তুলেই লাঞ্চে যাবো।

ডাক্তার ∫∫ সব পেশেন্ট শেষ না করে খাওয়া যাবে না।

সাগরিকা ∫∫ তিনটে বেজে যাবে!

ডাক্তার ∫∫ বাজবে।

সাগরিকা ∫∫ অসম্ভব। আমার জন্যে একজন আমিনিয়া হোটেল ওয়েট করছে।

ডাক্তার ∫∫ রোজ আপনার জন্যে একেকজন হোটেলে ফিট হয়ে থাকে কেন বলুন তো।

সাগরিকা ∫∫ একেকজন নয় একজন। আমরা একসঙ্গে পড়তাম।

ডাক্তার ∫∫ যা হোক, পেশেন্ট কষ্ট পাবে, আর আপনি ওদিকে বয়ফ্রেন্ডের সাথে ফাজলামি করবেন, তা চলবে না।

সাগরিকা ∫∫ প্লিজ, বারবার ওই বিশ্রী শব্দটা বলবেন না। এমন হলে আপনার চেম্বারে আমার চাকরি করা হবে না। ইয়েস, আই মিন ইট!

[সাগরিকা ভেতরে যায়।]

ডাক্তার ∫∫ সে সব পরের কথা। যতক্ষণ চাকরি করছেন-যেমন দায়িত্ব দেওয়া হবে মানতে হবে। কোন ফাজলামি চলবে না। হাঁ করুন।-

বৃদ্ধা ∫∫ হাঁ করো, শিগগির হাঁ করো...

[রিকসাআলা ঢোকে।]

রিকসাআলা ∫∫ ডাক্তার সাব, হামলোগোকা ক্যা হোগা?

ডাক্তার ∫∫ হোগা হোগা, এক এক করে হোগা।

রিকসাআলা ∫∫ (বৃদ্ধকে) এ বাবু আপ বুঢ ঢা আদমি-আপকো তো কোই কাম কাজ নেহি হ্যায়। থোড়া উঠিয়ে না-হামকো বৈঠনে দিজিয়ে না-বহুৎ দর্দ হো রহা হ্যায়-

বৃদ্ধ ∫∫ আয় বোস! এখানে-তুই আগে দেখিয়ে নে।

বৃদ্ধা ∫∫ না না, তুমি চেয়ার ছেড়ে নামবে না-

বৃদ্ধ ∫∫ আমি তুলব না।

[বৃদ্ধ নিজে উঠে রিকসাআলাকে চেয়ারে বসায়।]

বৃদ্ধা ∫∫ তার মানে?

বৃদ্ধ ∫∫ আমার দাঁত। তাকে তোলা না তোলার মালিক আমি। অন্যকে মানে বোঝাবার ভারি দায় পড়েছে আমার!

বৃদ্ধা ∫∫ নাই যদি তুলবে আমার এতটা সময় নষ্ট করলে কেন?

বৃদ্ধ ∫∫ আমি কি একবরাও বলেছি তুলব? তুমিই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে বাধ্য করেছিলে খুকু-

[বৃদ্ধার থুতনি নেড়ে বৃদ্ধ বেরিযে যায়।]

ডাক্তার ∫∫ চার্জ দিয়ে যান।

বৃদ্ধা ∫∫ কিসের?

ডাক্তার ∫∫ বাঃ, এতক্ষণ যে পরিশ্রম করালেন, তার কোন মূল্য নেই। দামি মাউথওয়াশে কুলকুচি করা হোল, তারপর অ্যানেসথেসিয়া...অ্যানেসথেসিয়ার কোনও দাম নেই?

বৃদ্ধ ∫∫ দাঁতই যখন তুলবে না, কোনওটারই কোনও কামও নেই...দামও নেই খোকা-

[ডাক্তারের থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বৃদ্ধা চলে যায়। সাগরিকা লুকিয়ে হাসে।]

ডাক্তার ∫∫ আরে বাঃ! কী রকম ভদ্রমহিলা। খানিকক্ষণ আড্ডা মেরে গেল, ভুলোয় গপ্পো শুনিয়ে গেল! ফট করে খোকা বলে চলে গেলো!

সাগরিকা ∫∫ (গম্ভীর মুখে) আমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছি।

ডাক্তার ∫∫ মুখের কথায় হবে না, লিখিত চাই।

সাগরিকা ∫∫ দিচ্ছি।

ডাক্তার ∫∫ কবে থেকে ছাড়ছেন?

সাগরিকা ∫∫ এক্ষুনি।

ডাক্তার ∫∫ ফাজলামি নাকি! চেয়ারে পেশেন্ট বসে-কাজ ছেড়ে দিচ্ছি! এক মাসের নোটিশ চাই-(রিকসাআলাকে) হাঁ করো-

[ব্রহ্মচারী হঠাৎ বিকট আর্তনাদ করে ছুটে আসে।]

ব্রহ্মচারী ∫∫ বাবারে-মরে গেলাম রে-জয়গুরু...জয়গুরু...দন্তশূল আবার হয়েছে শুরু। (রিকসাআলার হাত ধরে টানে) আগে আমার...সর...সর...

রিকসাআলা ∫∫ সাধু কো তো দর্দ নেহি হোতা-

ব্রহ্মচারী ∫∫ হোতা হ্যায় হোতা হ্যায়-দন্তশূল সাধুকো ভি হোতা হ্যায় রে-

রিকসাআলা ∫∫ আপ ও দর্দ গুরুজিকো পাওমে ডাল দিজিয়ে না-

ব্রহ্মচারী ∫∫ দিয়েছিলাম, গুরু ঝাড়া মেরে আবার ফেরত ফেরত পাঠিয়েছে! জ্বলে গেলাম হারামজাদা রিকসাআলা, ওঠ না...

[ব্রহ্মচারী রিকসাআলাকে ধরে একটান মারে-রিকসাআলা বাইরে চলে যায়-ব্রহ্মচারী চেয়ারে বসে।]

ডাক্তার ∫∫ হাঁ করুন-

[ব্রহ্মচারী হঠাৎ হাসে।]

ব্রহ্মচারী ∫∫ নেই।

ডাক্তার ∫∫ দাঁত নেই?

ব্রহ্মচারী ∫∫ দাঁত আছে, ব্যথা নেই।

সাগরিকা ∫∫ ব্যথা চলে গেছে।

ব্রহ্মচারী ∫∫ জয়গুরু! দাঁতটায় যে কখনো ব্যথা ছিল-তাই মনে হচ্ছে না!

ডাক্তার ∫∫ দন্তশূলের প্রকৃতি এইরকম। এই আছে, এই নেই।

ব্রহ্মচারী ∫∫ (বিকট চৎকার করে) বাবাগো! বাবাগো!

ডাক্তার ∫∫ ঐ আবার শুরু হলো তো! দেখি দেখি-

ব্রহ্মচারী ∫∫ (হেসে) নেই!

সাগরিকা ∫∫ আবার চলে গেল!

ব্রহ্মচারী ∫∫ ঈশ্বরের কী আশ্চর্য লীলা।

ডাক্তার ∫∫ লীলাই বটে! মিস সেন, এক্ষুনি ওঁর দাঁতটা তুলে দিন তো!

[ডাক্তার পার্টিশানের আড়ালে অদৃশ্য হয়।]

সাগরিকা ∫∫ কুলকুচো করুন, পাদানিতে পা তুলুন...

ব্রহ্মচারী ∫∫ ভগিনী সাগরিকা-আমি তো দাঁত তুলতে আসিনি।

সাগরিকা ∫∫ একটা দুষ্টু দাঁত বয়ে বেড়াবেন না ব্রহ্মচারীজি।

ব্রহ্মচারী ∫∫ দাঁত তুলে ফেললে তো আর চেক-আপে আসব না! আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না ভগিনী সাগরিকা! জগত বেদনাময় হয়ে উঠবে...শূন্য হয়ে যাবে...

সাগরিকা ∫∫ ব্রহ্মচারীজী...

ব্রহ্মচারী ∫∫ অ্যাঁ-?

সাগরিকা ∫∫ এসব কী বলছেন?

ব্রহ্মচারী ∫∫ কী বললাম! দন্তশূল থেকে এ কী চিত্তবৈকল্য! জয়গুরু জয়গুরু...। এ তোমার কী লীলা, ওগো লীলাধর...

[ব্রহ্মচারী শেষবার সাগরিকার মুখের দিকে চেয়ে কেঁপে উঠে ছুটে বেরিয়ে যায়। ডাক্তার টিফিন কেরিয়ার এনে টেবিলে রাখল।]

ডাক্তার ∫∫ খান।

সাগরিকা ∫∫ কী?

ডাক্তার ∫∫ লাঞ্চ করুন।

সাগরিকা ∫∫ আমি বন্ধুর সঙ্গে লাঞ্চ করব।

ডাক্তার ∫∫ হবে না। যতক্ষণ চাকরি করছেন, যা বলব শুনতে হবে। গদাই! গদাই!

[বেয়ারা আসে।]

বাইরে বল দশ মিনিটের রিসেস। (বেয়ারা চলে যায়। সাগরিকাকে) কই খুলুন।

সাগরিকা ∫∫ এভাবে লাঞ্চ করা যায় না। আর আপনার খাবার আমি কেন খাবো? লোকেরটা কেড়ে খাওয়া আমার স্বভাব না।

ডাক্তার ∫∫ আপনি আজ আমার সঙ্গে খাবেন।

সাগরিকা ∫∫ জবরদস্তি করবেন না। আপনার সঙ্গে কিছুতেই লাঞ্চ করতে পারব না। আমার বন্ধু সেখানে পথ চেয়ে বসে থাকবে, আর আমি এদিকে আপনার সঙ্গে বসে-

ডাক্তার ∫∫ আমি আপনার এমপ্লয়ার। আর এটাো মনে রাখবেন-যুদ্ধক্ষেত্রে যে কোনো খাবার যে কোনো লোকের সঙ্গে ভাগ করে খেতে হয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ছুটতে ছুটতে, এমনকি কুকুরের সঙ্গে ভাগ করেও খেতে হয়।

সাগরিকা ∫∫ এটা কি যুদ্ধক্ষেত্র নাকি!

ডাক্তার ∫∫ আলবাৎ! ওয়ারফিল্ড! ফাজলামি না!

সাগরিকা ∫∫ ডক্টর রায়-

ডাক্তার ∫∫ (সামলে) খান না-আমাদের মেসের নকুল ঠাকুরের হাতের রান্নাটি চমৎকার। পোস্ত বড়া, মুড়ি ঘন্ট, রুইমাছের কালিয়া...কই মাছের শুখো ঝাল...

সাগরিকা ∫∫ (টিফিন কেরিয়ার খুলে নাকি সিঁটকে) চাউমিন!

ডাক্তার ∫∫ চাউমিন! নকুল ঠাকুর!

সাগরিকা ∫∫ আঁশটে গন্ধ ছাড়ছে। মাছের কালিয়া রাঁধা হাঁতের চাউমিন খাওয়া যায়?

ডাক্তার ∫∫ অত্যন্ত বিশ্রী লাগে! কী যেন চাউমিন উঠেছে! রাস্তাঘাটে গলিঘুঁজি সব চাউমিনে ভরে গলে! ডিসগাসটিং!

[হঠাৎ বাইরে একটা জোর ধাক্কা, বেয়ারা গদাই ছিটকে এসে পড়ে ঘরে।]

কী হলো রে! গদাই!

বেয়ারা ∫∫ লাঠি!

ডাক্তার ∫∫ লাঠি!

বেয়ারা ∫∫ পুলিশ!

[দরজার সামনে কনস্টেবল এসে দাঁড়ায়। হাতে মোটা দড়ি। দড়িতে যাকে বেঁধে এনেছে, তাকে দেখা যাচ্ছে না।]

কনস্টেবল ∫∫ নমস্কার ডাক্তারবাবু...

ডাক্তার ∫∫ কী ব্যাপার?

কনস্টেবল ∫∫ এই যে...এই ছেলেটা...দাঁতের সন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাচ্ছে। কইরে আয়...

[কনস্টেবল দড়িতে টান মারে। দড়ির টানে বাইশ বছরের ছেলে নিতাই পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে দেখা দেয়।]

নিতাই ∫∫ না...আমি দাঁত তুলব না...ছেড়ে দিন দাঁত তুলব না...

কনস্টেবল ∫∫ আবার চেঁচায়! বলছি তুলে নে...তোলা মাত্তর আরাম পাবি! ভাল কথা বললে শোনেনা!

নিতাই ∫∫ আমার লাগবে!

কনস্টেবল ∫∫ কিচ্ছু লাগবে না! বাচ্ছা ছেলের মতো করছে দ্যাখো। আরে একটা পিঁপড়ে কামড়ালে যা লাগে, তাও লাগবে না...আয়, আয়...

[কনস্টেবল টানে। নিতাই কিছুতেই এগুবে না। চেঁচাচ্ছে।]

নিতাই ∫∫ ও বাবা গো, আমায় মেরে ফেলল!

কনস্টেবল ∫∫ অ্যাই অ্যাই কোথায় মারছি রে! এখুনি লোক জমে যাবে। নিতাই, চুপ কর বলছি। অ্যাই দ্যাখো, দড়ি ফসকে যাচ্ছে। অত টানিস নে!... আয়...

[কনস্টেবল-এ নিতাই-এ দড়ি টানাটানি, হাঁচড়া-পিঁচড়ি চলছে।]

ডাক্তার ∫∫ শুনুন শুনুন বাইরে অপেক্ষা করুন। নাম লেখান। সিরিয়ালি দেখব।

কনস্টেবল ∫∫ পুলিশকে সিরিয়াল দেখাবেন না স্যার-মানে কেসটা সিরিয়াস।

ডাক্তার ∫∫ দাঁতের যন্ত্রণা হলে কোমড়ে দড়ি বাঁধতে হয় কে বললে আপনাকে? খুলে ফেলুন...

কনস্টেবল ∫∫ না না, দড়ি খোলা যাবে না! শালা পালাবে।

ডাক্তার ∫∫ ছেলেটা আপনার কে হয়?

কনস্টেবল ∫∫ কে হয়? মানে...আমি ওর পুলিশ হই, ও আমার আসামি হয়। আপনি ওর ডাক্তার হন।

ডাক্তার ∫∫ মানে?

ডাক্তার ∫∫ নিতাই পুলিশ হাজতের আসামি!

[টিফিন কেরিয়ার খাবারের প্লেট ইত্যাদি নিয়ে সাগরিকা পার্টিশানের আড়ালে উধাও হল।]

ডাক্তার ∫∫ ভর দুপুরবেলা হাজতের আসামি নিয়ে এসেছেন! যান যান, হাতপাতালে নিয়ে যান...

কনস্টেবল ∫∫ উপায় নেই স্যার। হাসপাতালে নিয়ে গেলে আর কোর্টে হাজিরা দিতে পারবে না। আজ ওর কেসের দিন।

ডাক্তার ∫∫ তবে কোর্টে নিয়ে যান।

কনস্টেবল ∫∫ তাইতো যাচ্ছিলাম। রাস্তায় বেরিয়েই এই ঝামেলা। দন্তশূলে শালা বলির পাঁঠার মতো চেল্লাচ্ছে। চারধারে ভিড় জমে গেল। জনতা বুঝল, বিচারাধীন আসামির উপর আমি অত্যাচার করছি। ব্যাস, ইট পাটকেল পড়া শুরু হল। কোনোরকমে টানতে টানতে নিয়ে দে ছুট। ছোটা যায়? অ্যাঁ? একটা ইচ্ছুক আর একটা অনিচ্ছুক কখনও এক দড়িতে দৌড়ুতে পারে? প্যারালালি? (নিতাই কাঁদছে) কাঁদছিস কেন খালি খালি? হয়রানিটা তো আমারই হল। (ডাক্তারকে) সামনে আপনার চেম্বার পেয়ে ঢুকে পড়লুম। (নিতাই একটা চিল চিৎকার ছাড়ে) মারব মাথায় এক বাড়ি। কী হচ্ছে কী?

[কনস্টেবল রুল উচিয়ে নিতাইয়ের দিকে তেড়ে যায়।]

ডাক্তার ∫∫ সাগরিকা, মিস সেন, এখানে এসে এঁদের দেখুন না।

[বিরক্ত হয়ে পার্টিশানের আড়ালে যায় ডাক্তার।]

কনস্টেবল ∫∫ (নরম গলায়) যা চেয়ারে উঠে বোস...

নিতাই ∫∫ আমার লাগবে।

কনস্টেবল ∫∫ (বড় রকমের ভেংচি কাটে) ল্যাগবে! দামড়া তোমার ভ্যাদড়ামি হচ্ছে! রাজহানি করতে গিয়ে দিনরাত ধোলাই খাচ্ছে, তাতে লাগছে না...দাঁত তুলতে গিয়ে লাগবে!

নিতাই ∫∫ (খোঁচিয়ে) সে তো ন্যাংটো বয়স থেকেই ধোলাই খাচ্ছি...কিন্তু আগে কোনোও দিন দাঁত তুলেছি নিকি?

কনস্টেবল ∫∫ এই প্রথম?

নিতাই ∫∫ (খিঁচিয়ে) হিঃ

কনস্টেবল ∫∫ (নিতাই-এর মাথায় হাত বোলায়) তা'লে অবিশ্যি একটু গা ছমছম করতেই পারে। পয়লা বারে আমি মূর্চ্ছিত হতে হতে স্রেফ গায়ের জোরে টিকে গিয়েছিলুম। যা, জয় বাবা লোকনাথ বলে চেয়ারে চেপে বোস...!...কই ডাক্তারবাবু...

[কনস্টেবল দড়ি টেনে নিতাইকে উঁচু চেয়ারটিতে বসাচ্ছে। সাগরিকা বেরিয়ে এল।]

সাগরিকা ∫∫ সরি কনস্টেবল মশাই, এখানে কিছু করা যাবে না। আসামি-টাসামির গায়ে আমরা হাত দিতে পারব না!

কনস্টেবল ∫∫ হাত দেবার তো দরকার নেই দিদিভাই। সাঁড়াশি দিয়ে আলগোছে টেনে তুলে দিন...

সাগরিকা ∫∫ মাথা খারাপ! কোর্ট কাছারির ঝঞ্ঝাটের মধ্যে নেই আমরা। আপনারা আসুন...

[নিতাই দাঁতের ব্যথায় ডুকরে ওঠে।]

কনস্টেবল ∫∫ ছেলেটা প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে, দেখছেন তো!

সাগরিকা ∫∫ কান্ট হেল্প। সাকল থেকে নাজেহাল।

কনস্টেবল ∫∫ নাজেহালতো আমিও। সময়মতো কোর্টে আজ আসামি হাজির করাতে না পারলে জজসাহেব পুলিশ-বিভাগকে ঝেড়ে প্যান্টুলুনু পরাবে। জানেন তো, আজকাল পুলিশের কিস্সা পেলে লোকের আর কিছু চাইনে...

সাগরিকা ∫∫ বাব্বা, পুলিশ কিস্সায় ভয় পায়! কবে শুনব, মাছ জলে নামতে ভয় পাচ্ছে!

কনস্টেবল ∫∫ নিজের কথাতেই বুঝুন দিদিভাই, পুলিশের কী ভাবমূর্তি! এরপর টি.ভি.র 'খাসখবর', 'খবর এখন', 'খবর তখন' পেছনে লাগবে, কী হবে বলুনতো! শেষ পর্যন্ত সবাই ছাড়া পাবে, মরবে এই গোবেচারা কনস্টেবল।

নিতাই ∫∫ ওই গোবেচারা-

কনস্টেবল ∫∫ নিতাই!

নিতাই ∫∫ বাঃ! নিজেই তো বললে, ছাড়া পাবে না।

কনস্টেবল ∫∫ আমি আমার আশঙ্কার কথা বলছি, তুই সেটা কনফার্ম করছিস কেন?

সাগরিকা ∫∫ এতোই যদি আশঙ্কা, অসুস্থ আসামি নিয়ে কোর্টের পথে বেরোলেন কেন? হাজতে থাকতে ব্যবস্তা করতে পারেননি? শেষ মুহূর্তে ছাড়া চিকিচ্ছের কথা মনে পড়ে না আপনাদের?

কনস্টেবল ∫∫ খামোকা দুষছেন কেন দিদিভাই? বেরোবার সময় মোটেই অসুস্থ ছিল না।

নিতাই ∫∫ না।

কনস্টেবল ∫∫ দিব্যি মহম্মদ রফির গান গাইছিল। কী গানটা রে নিতাই? (নিতাই গান ধরে। কনস্টেবল মাথা নাড়িয়ে তাল দিতে দিতে হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে) মারব লাঠির বাড়ি। দাঁতের জ্বালায় তোর গান আসছে কোত্থেকে রে! অ্যাঁ?

নিতাই ∫∫ নিজেই শুনতে চাইলে...

কনস্টেবল ∫∫ আমি চাইলেই তুই গাইবি কেন? গান গাইবার কন্ডিশন তোর থাকবে কেন? চল কোর্টে চল...

[কনস্টেবল নিতাইয়ের দড়ি ধরে বাইরের দিকে টানে।]

নিতাই ∫∫ না, আমার দাঁতে ব্যথা...

কনস্টেবল ∫∫ তবে যা উঠে বোস...

নিতাই ∫∫ না, আমার লাগবে!

কনস্টেবল ∫∫ দেখছেন, দেখছেন শালার পেজোমি। কোর্টে যেতে বললে বলে, দাঁতে ব্যথা। দাঁত তুলতে বললে বলে, লাগবে!...সেই থেকে কীভাবে যে বাঁদর নাচ নাচাচ্ছে!

সাগরিকা ∫∫ ডক্টর রায় কি লাঞ্চে বসেছেন?

ডাক্তার ∫∫ (আড়াল থেকে) না। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

সাগরিকা ∫∫ না বসে থাকলে একবার আসুন। (ডাক্তার বেরিয়ে আসে) আমি এদের সঙ্গে পারছি না। কী করবেন করুন...

[সাগরিকা আড়ালে যায়।]

ডাক্তার ∫∫ একটাই করার আছে। দুটো পেইন-কিলার লিখে দিচ্ছি... (প্যাডের কাগজ ছিঁড়ে লিখতে থাকে) দুটো একসঙ্গে খাইয়ে দিন গে... ঘন্টা কয়েকের মতো রিলিফ পাবে...কোর্ট কাছারি মিটে যাবে...

কনস্টেবল ∫∫ (লেখায় উঁকি দিয়ে) কী লিখছেন? (ডাক্তারের কলমের মুখ থেকে কাগজটা তুলে নেয়) আরে সর্বনাশ! আপনি এই ট্যাবলেট লিখলেন। এই পেইনকিলার খেয়ে সেদিন নিতাই-এর বয়সী একটা ছেলে ভিরমি খেয়ে ঘুরে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে মারা গেছে। শোনেননি?

ডাক্তার ∫∫ না তো!

কনস্টেবল ∫∫ কাগজে পড়েননি?

ডাক্তার ∫∫ না তো।

কনস্টেবল ∫∫ এতো সাংঘাতিক মাল, পুরো ভেজাল।যে ডাক্তার প্রেসক্রিপশান করেছিল, তাকে তো আমিই অ্যারেস্ট করেছি। (প্রেসক্রিপশান পকেটে ঢোকায়) আপনাকেও ছাড়া যায় না।

ডাক্তার ∫∫ সাগরিকা!

[সাগরিকা ঢোকে।]

সাগরিকা ∫∫ (কনস্টেবল) কাগজটা দিন তো, পেইকিলারটা পাল্টে দি-

কনস্টেবল ∫∫ না থাক। পালটাতে হবে না। কোর্টে দাখিল করব।

ডাক্তার ∫∫ কেন? ...কেন ভাই কনস্টেবল?

কনস্টেবল ∫∫ ভর দুপুরবেলা আপনি পুলিশ কনস্টেবলের একান্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করছেন...একটা পীড়িত বন্ধুকে সুতীব্র যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাচ্ছেন না...উল্টে মৃত্যুবাণ প্রেসক্রিপশান করছেন। কিছু একটা না করে ছেড়ে দেব?

সাগরিকা ∫∫ কী ডেঞ্জারাস লোক।

কনস্টেবল ? ডেঞ্জারাস কিনা কে জানে, তবে পুলিশ তো বটেই। চল...

ডাক্তার ∫∫ দাঁড়ান ভাই দাঁড়ান...

কনস্টেবল ∫∫ না, না...খালি পুলিশ-বিভাগই সমালোচিত হবে কেন, স্বাস্থ্য-বিভাগেই বা নয় কেন? চল নিতাই...

সাগরিকা ∫∫ (নিতাই-এর হাত ধরে) নিতাই ওঠো ভাই, চেয়ারে উঠে বসো...

কনস্টেবল ∫∫ যা, ওঠ!...

নিতাই ∫∫ (উঠতে গিয়ে পিছিয়ে আসে) আমার লাগবে!

কনস্টেবল ∫∫ দেখেছেন, কী ভাবে মাথায় রক্ত তুলে দেয়!

ডাক্তার ∫∫ কিচ্ছু লাগবে না। যাতে না লাগে, তাই করব।

কনস্টেবল ∫∫ যা, ওঠ শালা! ভাবুন, পুলিশের কতো জ্বালা!

[কনস্টেবল জাল টেনে মোটা মাছটা ডাঙায় তোলার মতো দড়ি টেনে নিতাইকে চেয়ারে বসিয়ে ছাড়ে। ডাক্তার আবার হএলমেট অ্যাপ্রন পরতে শুরু করে।]

সাগরিকা ∫∫ দাঁত তোলার খরচা আছে। কে দেবে?

কনস্টেবল ∫∫ ও হাজতবাস করছে...টাকা পয়সা কোথায় পাবে? যা লাগে আমি দেব?

সাগরিকা ∫∫ একটা দাঁত ফি পটি রুপিস।

কনস্টেবল ∫∫ তাই দেব।

সাগরিকা ∫∫ যদি একাধিক তুলতে হয়?

কনস্টেবল ∫∫ একাধিক ফি পটি দেব? আগে তুলুন-দেখি ঠিকমত উঠেছে কিনা-তারপর তো ফিস।

ডাক্তার ∫∫ কী বাপার বলুন তো, গাঁটের পয়সা খরচা করে পুলিশে আসামির দাঁত তোলাচ্ছে...

কনস্টেবল ∫∫ এটাই এখন আমার মোটো স্যার। সবাই মিলে দিনরাত পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে গঞ্জনা দেবে, এতো আর সহ্য করা যায় না স্যার। বিভাগীয় কর্মী হিসেবে তাই ঠিক করেছি, গাঁটের কড়ি খচ্চা করে বিভাগের হৃতগৌরব উদ্ধার করব।

সাগরিকা ∫∫ (নিতাইকে) কুলকুচি কর!

কনস্টেবল ∫∫ (তাড়াতাড়ি জলের গেলাস বাড়িয়ে ধরে নিতাই-এর মুখে) নে, ভাই, কর, কুলকুচো কর!

নিতাই ∫∫ (সরু গলায়) লাগবে!

কনস্টেবল ∫∫ ক্ষেপে) ফের ভ্যাদড়ামি হচ্ছে! কুলকুচো কর বলছি...

সাগরিকা ∫∫ উঁহু ধমকাবেন না। গালাগাল দেবেন না। এটা আপনাদের হাজত না। এখন নিতাই আপনার আসামি নয়, আমাদের পেসেন্ট!

কনস্টেবল ∫∫ সরি! কর...কুলকুল করে ভাই নিতাই...

[নিতাই গ্লাসে চুমুক দেয়। খানিকটা জল গড়িয়ে পড়ল।]

কনট্রোল করে জল ফেল ভাই নিতাই...গায়ে না, গামলায় রাখ।

ডাক্তার ∫∫ কীসের আসামি?

কনস্টেবল ∫∫ কে নিতাই? খুনি!

সাগরিকা খুনি!

ডাক্তার ∫∫ শিগগির নিয়ে যান। কি সর্বনাশ...খুনির গালে সাঁড়াশি ঢুকিয়ে মরব নাকি?

কনস্টেবল ∫∫ না, না, ঘাবড়াবেন না স্যার। গোটা কতক খুন করলেও ছেলে খুব ভাল। বুঝলেন, গোড়ার জীবনে...তখন ওর বয়স আট...শুরু করেছিল খুবই সাধারণভাবে। আম্পায়ার দিয়ে...

ডাক্তার ∫∫ আম্পায়ার? ক্রিকেট আম্পায়ার?

কনস্টেবল ∫∫ ক্রিকেট খেলছিল। বোলিং করছিল-অম্পায়ার একটা জেনুইন এল.বি. ডবলুউ দেয়নি। রেগে গিয়ে এমন একটা শর্ট পিচ ঝাড়লো-বলটা ওয়াইড থেকে ওয়াইডেস্ট হয়ে গিয়ে লাগলো লেগ-আম্পায়ারের রগে-। আম্পায়ার মাঠের মধ্যেই শেষ! আম্পায়ার মারার মধ্যে বেশ একটা নভেলটি আছে না দিদিভাই?

সাগরিকা ∫∫ নভেলটি থাকলেও খুন!

কনস্টেবল ∫∫ বেনিফিট অব ডাউট, বেকসুর খালাস।

সাগরিকা ∫∫ (ভয়ে ভয়ে) মাথা হেলাও নিতাই...

[নিতাই অপরাধীর মতো সামনে মাথা হেলায়।]

ডাক্তার ∫∫ সামনে না, পেছনে...

নিতাই ∫∫ লাগবে।

কনস্টেবল ∫∫ লাগুক! তারপর বারো বছর বয়সে হনুমান...

ডাক্তার ∫∫ হনুমান কুন!

কনস্টেবল ∫∫ শুনুন না। যাত্রাকরতে গেল। ওর ছিল হনুমানের পার্ট। রাবণের বউ মন্দোদরীর গলার নেকলেস দেখে প্রলুব্ধ হয়ে হারটা গলা থেকে ছিঁড়ে নেয়। ছিঁড়ে নিয়ে দেখে ওটা মোটেই সোনার হার নয়-যাত্রাপার্টির নকল পুঁথির হার। ব্যস, আউট অব ফ্রাসটেশান হনুমান মন্দোদরীর গালে মারল এক চড়। ধড়ফড় করতে করতে মন্দোদরী শেষ!

সাগরিকা ∫∫ নভেলটি আছে।

কনস্টেবল ∫∫ আবার বেনিফিট অব ডাউট! মন্দোদরীর গালে হনুমানের চড় মারাটা পালার মধ্যেই ছিল-

সাগরিকা ∫∫ ...পাদানিতে পা রাখো নিতাই...

কনস্টেবল ∫∫ তোল, পাদানির ওপর পা তোল...

নিতাই ∫∫ (পা দাপাতে শুরু করে) লাগবে!

কনস্টেবল ∫∫ দূর শালা! পাদানি কি উনুনের কড়াই যে ছ্যাঁকা লাগবে। রাখ পা!

[কনস্টেবল মাথা ছেড়ে পা ধরে। নিতাই সেই ফাঁকে মাথা সরায়।]

অ্যাই, অ্যাই মাথা মাথার জায়গায় রাখ, পা পায়ের জায়গায় রাখ... জায়গায় মাল জায়গায় রাখ। দাঁত তোলাটা সহজ কাজ নয়। বডি পজিশনে না থাকলে, রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে...

[নিতাই-এর পা মাথা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে কনস্টেবল।]

সাগরিকা ∫∫ আপনি অনেক কিছু জানেন দেখছি।

কনস্টেবল ∫∫ অভিজ্ঞতা দিদিভাই। ষোলো ষোলো বত্রিশবার এই সিংহাসনের বসতে হয়েছে আমায়। ওপরে নীচে আমার একটিও নেই...যা দেখছেন সব ফলস, সব ঐ মন্দোদরীর নেকলেস।

ডাক্তার ∫∫ হাঁ করো নিতাই...

নিতাই ∫∫ (বিকট চিৎকার করে) না...তুলব না! আমায় মেরে ফেলছে! ও বাবা গো...

[কনস্টেবল দুহাত দিয়ে নিতাই-এর চোয়াল দুটো ফাঁক করে ধরে। ডাক্তার নিতাই-এর মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে। তার হেলমেটের আলো জ্বলে ওঠে। ডাক্তার ও সাগরিকা গালের ভেতরে উঁকি দেয়। কনস্টেবলও।]

কনস্টেবল ∫∫ দেখছেন, একটা বাইশ বছরের ছেলের গালের ভেতরটা কী অন্ধকার। খইনি খেয়ে খেয়ে ভেতরটা কয়লা খনি।

ডাক্তার ∫∫ কোন দাঁতটায় ব্যথা হয়!

নিতাই ∫∫ (বাচ্ছাদের মতো গোঁ ধরে) বলব না!

কনস্টেবল ∫∫ বলবি না কীরে। না বললে শেষে কোনটা তুলতে কোনটা তুলে ফেলবেন! ...মালটা দেখিয়ে দে ভাই নিতাই... হাজিরার দেরি হয়ে যাচ্ছে।...

নিতাই ∫∫ আমার লাগবে।

কনস্টেবল ∫∫ ওঃ! লাগবে লাগবে ককরে একেবারে মাথা খারাপ করে দিল ছোঁড়া। (লাঠির গুঁতো মারতে থাকে) বল, বল কোন

দাঁত? বল শিগগির বল...

নিতাই ∫∫ বাবাগো-

সাগরিকা ∫∫ চেয়ার ভেঙে ফেলবে যে!

ডাক্তার ∫∫ শুনুন কনস্টেবল মশাই, এভাবে হয় না। একটা প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি তার অঙ্গচ্ছেদ করতে পারি না। আপনি ওকে নিয়ে অন্যখানে যান।

কনস্টেবল ∫∫ শালা! আয় তবে...নেমে আয়...

[কনস্টেবল দড়িতে টান মারে। নিতাই নামে না। চেয়ার আঁকড়ে ধরে গোঙায়। গোঙাতে গোঙাতে মাথা এলিয়ে চোখ উলটে স্থির হয়ে যায়।]

সাগরিকা ∫∫ ডক্টর রায়!

ডাক্তার ∫∫ কী হল, তাই তো! জল! জল!

কনস্টেবল ∫∫ অ্যাই নিতাই, মূর্ছিত হলি নাকি?

নিতাই ∫∫ হুঁ!

সাগরিকা ∫∫ কেন তুমি আমাদের ওরকম ভয় পাইয়ে দিচ্ছ?

নিতাই ∫∫ (চোখ উলটে কাঁপতে কাঁপতে) আমার ভয় করে!

কনস্টেবল ∫∫ (হেসে) এটা একটা কথা হল? নিতাই, তোর মুখে এসব শোভা পায়? দূরপাল্লার ট্রেনে এক-কামরা যাত্রীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তুই একা...মাত্তর ষোলো বছর বয়সে...একখানা মাত্তর ছুরি নিয়ে একা বীর অভিমন্যুর মতো লাশের পর লাশ ফেলে ঘড়ি আংটি সুটকেশ ঝেঁপেছিস....সেই তুই আজ কিনা...

ডাক্তার ∫∫ কী আনসান বকছেন! অভিমন্যু ঘড়ি আংটি ঝেঁপেছিল নাকি?

কনস্টেবল ∫∫ ওটা উপমা। কিন্তু সাহসটা...বীরত্বটা! সেটাতো রীতিমত পৌরাণিক। মাইথোলজিকাল! আপনি পারবেন?

ডাক্তার ∫∫ না। আপনি?

কনস্টেবল ∫∫ সার্ভিস না ঢুকলে, পারতাম!...

সাগরিকা ∫∫ এই সব বীরত্বের কথা মনে করো নিতাই, সাহস এসে যাবে।

কনস্টেবল ∫∫ তবে? এই মাত্র ক'দিন আগে বিল্ডিং প্রমোটারের বাড়ি কী কাণ্ড করে এলি! বুঝলেন, প্রমোটারের বউ-এর মুখে গামছা বেঁধে ট্যাংকের মধ্যে আটকে দিন দুপুরে আলমারি ভেঙে পাঁচ লাখ টাকার গয়না নিয়ে ভেগে পড়লি...জগতের কোনও ভয়ে কম্পিত নয় তোর হৃদয়।

[নিতাই-এর বুকে দুটো চাপড় মেরে সাহস দেয় কনস্টেবল।]

ডাক্তার ∫∫ ট্যাঙ্কের ভদ্রমহিলার এখন কী অবস্থা?

কনস্টেবল ∫∫ নার্সিংহোমে আছে...মৃত্যুর সঙ্গে জোর লড়াই চালাচ্ছে...

সাগরিকা ∫∫ (আতঙ্কে) না, আমি কিচ্ছু করতে পারন না। অন প্রিন্সিপল, আমি এরকম লোকের সামনে দাঁড়াতে চাই না। ডক্টর রায়...আপনি একে শিগগির বার করে দিন।

[সাগরিকা দ্রুত আড়ালে সরে যায়ো]

ডাক্তার ∫∫ আমার সহকর্মিনী নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। আপনারা আসুন...

কনস্টেবল ∫∫ কথাটা ভেবে বলছেন!

ডাক্তার ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি!

কনস্টেবল ∫∫ মনে রাখবেন, আপনার প্রেসক্রিপশান কিন্তু আমার পকেটে।

ডাক্তার ∫∫ কী মুশকিলে পড়লুম। সাগরিকা। (নিতাইকে দেখিয়ে) ও কি ঘুমিয়ে পড়ল?

কনস্টেবল ∫∫ তাই তো! নিতাই! অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করেছে তো। পাখার বাতাসে নিতাই আমার নেতিয়ে পড়েছে। ও নিতাই...

[নিতাই জেগে উঠেই গাল চেপে কুঁইকুঁই শুরু করল-]

ডাক্তার ∫∫ দাঁত তোলার আগে ওকে কিছু খাওয়ানো দরকার। উত্তেজক কিছু। পেট খালি থাকলে কাঁচা দাঁদ টানাটানি করা ঠিক হবে না।

কনস্টেবল ∫∫ আছে কিছু?

[ডাক্তার আড়ালে থেকে ফ্লাসক নিয়ে এসে কফি ঢালল।]

ডাক্তার ∫∫ দিন তো, এই কফিটা খাইয়ে দিন। সুস্থ করে তুলুন। আমরা ততক্ষণ লাঞ্চটা সেরে ফেলি। হ্যাঁ, আগে জেনে নিন, কোন দাঁতটায়...

কনস্টেবল ∫∫ ঠিক আছে। খেয়ে আসুন। আমি সব রেডি করে রাখছি-

[ডাক্তার পার্টিশানের আড়ালে গেল।কনস্টেবল বেশ আয়েস করে কফিতে চুমুক দিল।]

-এবার বলত, মালকড়ি কোথায় হাপিজ করিল? বিল্ডিং প্রমোটারের বাড়ির পাঁচ লাখ টাকার গয়না... নিতাই...

নিতাই ∫∫ আমি নিইনি! সব ঐ ট্যারা মধুর দলের ছেলেদের কাজ-

কনস্টেবল ∫∫ উঁহু, তুই-ই করেছিস নিতাই। তোর হাতের কাজ আমি চিনিনে! কোথায় সরালি মালগুলো। সামনে মেয়ের বিয়ে নিতাই-

নিতাই ∫∫ জানিতো থানার বড়বাবুর ছেলের সঙ্গে-

কনস্টেবল ∫∫ যদিও লাভম্যারেজ, তবু বড়বাবু ঠিক ঐ পাঁচ লাখ টাকার গয়নাই আমার কাছে দাবি করছেন-বুঝতে পারছিস তো, গয়নাটায় আমার ভাবী বেয়াই-এর, মানে বড়বাবুর নজর। দে, বার করে দে...দ্যাখ, আমি তোর বিপদের দিনের বন্ধু আমায় বলবিনে ভাই? আমি তোর জন্যে গ্যাঁট থেকে গচ্চা পর্যন্ত দিচ্ছি। ভেজাল ওষুধের চুপকি দিয়ে ডাক্তারকে কব্জা করে রেখেছি। তবু বলবিনে?

ডাক্তার ∫∫ (আড়াল থেকে) কনস্টেবল মশাই...

কনস্টেবল ∫∫ বলুন...

ডাক্তার ∫∫ (আড়াল থেকে) ও কি কিছু খেতে চায়?

কনস্টেবল ∫∫ (কনস্টেবল চট করে কফির কাপটা নিতাই-এর দিকে বাড়িয়ে ধরে। যেন নিতাই-ই খাচ্ছে) আছে কিছু?

[ডাক্তার প্লেটে খানিকটা চাইমিন নিয়ে ঢোকে।]

ডাক্তার ∫∫ চাউমিন দিতে পারি। কিন্তু দেওয়াটা ঠিক হবে কি?

কনস্টেবল ∫∫ কেন, ঠিক হবে না কেন?

ডাক্তার ∫∫ মনে হচ্ছে দাঁতে ক্যাভিটি আছে। খাদ্যকণা ওই গোপন গর্তে ঢুকে বসে হাঙ্গামা বাঁধাচ্ছে। আবার দেবো?

কনস্টেবল ∫∫ চোরের দাঁত তো- গোপন গত্তো থাকবেই। মাল ওইখানে পাচার হচ্ছে। তা হোক। দিন আপনি।

ডাক্তার ∫∫ চাইমিন ঢুকে যদি যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয়?

কনস্টেবল ∫∫ তাই দিক। তীব্র যন্ত্রণা হলে আর ব্যথার জায়গা চাপতে পারবে না শালা। ঠিক জানা যাবে কোন দাঁতটায়...

[কনস্টেবল চাইমিনের প্লেট ডাক্তারের হাত থেকে নেয়।]

যান, আপনারা লাঞ্চ সেরে আসুন-

[ডাক্তার আড়ালে গেল। কনস্টেবল এবার কফির সঙ্গে চাইমিন খেতে খেতে চাপা গলায় বলে-]

তা'হলে কী করবি? দিবি গয়নার সন্ধানটা? কথা দিচ্ছি তোর রিলিজের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমরা-আমি বড়বাবু-মানে আমার ভাবী বেয়াই-

নিতাই ∫∫ আমি নিইনি।

কনস্টেবল ∫∫ আমার সঙ্গেও দেয়াল করছিস ভাই?...আমার চোখের সামনে বড়ো হলি তুই। আজ তুই এত ওপরে উঠেছিস, তোর পাহারাদার হিসেবে সেও কী আমার কর গর্ব! আমি তোর দাদার মতো নিতাই...নিতাই, তুই আমার কোলের ছেলে-

[পাগলের মতো উকিল ঢোকে।]

উকিল ∫∫ কোথায় পেলে, কোলের ছেলে?

নিতাই ∫∫ (জোরে কেঁদে ওঠে) উকিলবাবু!

উকিল ∫∫ এখানে কী করছিস? ওরে আজ না তোর কেসের দিন...!

নিতাই ∫∫ ইনি আমাকে জোর করে দাঁত তোলাতে এনেছেন।

উকিল ∫∫ (কনস্টেবলকে) কী ব্যাপার মশাই...

কনস্টেবল ∫∫ মানে...

উকিল ∫∫ মানে কী অ্যাঁ? মানে কী? সকাল এগারোটার মধ্যে আসামি কোর্টে হাজির করবার কথা! আমি ন'টা থেকে ছোটাছুটি করছি...একবার বার লাইব্রেরি...একবার বট তলা...একবার মহাপ্রভু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার...রিক্সোআলা না বললে আমি জানতেই পারতাম না দু-জনে এখানে বসে আছো।

কনস্টেবল ∫∫ আসামির দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছিল...তাই মানবতার খাতিরে...

উকিল ∫∫ নিকুচি করেছে মানবতার! দাঁতে যন্ত্রণা হচ্ছিল সেটা আমি বুঝব, আমি ওর উকিল! কেন আমার কাছে নিয়ে যাওয়া হল না? আরে আমি সেই রাত থাকতে উঠে গেছি হাকিমের বাড়ি। ওর বেকসুর খালাসের ব্যবস্থা পাশ করে রেখেছি।

কনস্টেবল ∫∫ পাকা করে রেখেছেন! হাকিম আপনার কথা শুনল?

উকিল ∫∫ হাকিম কে?

কনস্টেবল ∫∫ ধর্মাবতার!

উকিল ∫∫ ধর্মাবতার কে?

কনস্টেবল ∫∫ কে?

উকিল ∫∫ আমার ল কলেজের সহপাঠী! ফাইনাল পরীক্ষার দিন তাকে আমি চোথা সাপ্লাই করেছি, সে আমার কথা শুনবে না?

কনস্টেবল ∫∫ উকিল হাকিমকে চোথা সাপ্লাই করছে। আপনাদের দুজনকেই তো হতকড়া পরাতে হয়।

উকিল ∫∫ হাতকড়া কার?

কনস্টেবল ∫∫ গভর্নমেন্টের

উকিল ∫∫ গভর্নমেন্ট নিজেই তো দেড় হাজার রাহাজানি আর তছরূপের মামলায় ফেঁসে আছে। মনে রাখবেন, গভর্নমেন্টের মামালাও আমার হাতে।

কনস্টেবল ∫∫ ও। তা এতোক্ষণ যদি ও ব্যথার দাঁতটা দেখিয়ে দিত-থোড়াই দেরি হত আমাদের!

উকিল ∫∫ কেন দেখাবে, তোমাকে কেন দেখাবে, দেখিয়েছে আমাকে। আমি ওর উকিল...! আমি জানি রেল থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আমার মক্কেলের কোন দাঁত ভেঙেছিল...তারপর সেই দাঁতটা কীরকম জ্বালাচ্ছে-(নিজের আঙুল গালে ঢুকিয়ে) এই যে, এইটা এইটা! যা জিজ্ঞেস করতে হয় আমাকে কর।

নিতাই ∫∫ আমাকে খালি খোঁচাচ্ছে, গয়না কোথায় রেখেছিস বল।

উকিল ∫∫ বটে! মানবতার খাতিরে দাঁত তোলাতে এসে এইসব হচ্ছে! মাল হাতাবার তাল। চল কোর্টে...তুলোধোনা করব আজ...

[উকিল নিতাইকে টেনে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।]

গয়নাগুলো কোথায় সরিয়েছিল বল... গয়নাগুলো....

নিতাই ∫∫ আমি নিইনি...

উকিল ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ সেসব কথা তুই ওদের বলবি, ওই পুলিশকে। আমাকে সত্যি কথাটা বল বাবা...আমি তোর উকিল... মালকড়ি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস...

[নিতাই-এর কোমরের দড়ি এখনও কনস্টেবলের হাতে। সে টান মারতেই নিতাইউকিলের থাবা থেকে ছিটকে চলে আসে তার দিকে। উকিল কনস্টেবলকে বলে-]

ওটা কী হচ্ছে?

[উকিল আবার নিতাইকে টেনে নিয়ে যায়। কনস্টেবল আবার দড়ি টেনে সরিয়ে নিয়ে আসে নিতাইকে।]

অ্যাই, দড়ি ছাড়ো...আমার মক্কেলের সঙ্গে আমায় কথা বলতে দাও...

কনস্টেবল ∫∫ কাথা বলার থাকলে কোর্টে বলবেন...কোর্টের পথে আসামি আমার হেপাজতে।

উকিল ∫∫ আমায় আইন শেখাবে না!

কনস্টেবল ∫∫ আরে দূর মশাই। আইন আমিও কম জানিনে।

[ডাক্তার ঢোকে।]

ডাক্তার ∫∫ চাইমিনটা কি খেয়ে ফেলেছে?

কনস্টেবল ∫∫ হ্যাঁ এক কাপ কফি, এক প্লেট চাউমিন... সবই খেয়ে ফেলেছে। খেয়ে সুস্থবোধ করছে।

ডাক্তার ∫∫ কী করে সুস্থবোধ করে? চাউমিনের বাটিতে একটা টিকটিকি মরে রয়েছে।

কনস্টেবল ∫∫ অ্যাঁ? চাউমিনে? আপনিও খেয়েছেন চাউমিন?

ডাক্তার ∫∫ না। আমি কোথায় খেলাম! সাগরিকা খেল না বলে আমিও খেলাম না। তাছাড়া আমরা দু'জনের কেউ চাইমিন পছন্দ করি না।

উকিল ∫∫ ...টিকটিকির বিষ বড়ো সাংঘাতিক!

কনস্টেবল ∫∫ বিষ!

[ভয়ানক আতংকে কনস্টেবল হঠাৎ ওয়াক তুলতে শুরু করে।]

ডাক্তার ∫∫ তোমার কী হল!...আরে মশাই খেয়েছে ও, তুমি ওয়াক তুলছো কেন?

নিতাই ∫∫ আমার নাম করে সে-ই খেয়েছে!

ডাক্তার ∫∫ সে কি! (কনস্টেবলের বমির উপক্রম) অ্যাই অ্যাই মশাই...এখানে না...টয়লেটে যান... ওদিকে ওদিকে...

[কনস্টেবল টয়লেটের দিকে ছুটলো। হাতে ধরা দড়ির পিছু পিছু চলল নিতাই।]

নিতাই ∫∫ আমি কেন? আমার বাথরুম পায়নি।

উকিল ∫∫ ও কেন যাবে? ওকে ছাড়ো...

[কনস্টেবল শুনছে না। ক্রমাগত ওয়াকও তুলছে, দড়িও টানছে।]

নিতাই ∫∫ আমি সেখানে কী করব? আমার বাথরুম পায়নি...

[নিতাইকে টেনে নিয়ে কনস্টেবল পার্টিশানের আড়ালে অদৃশ্য হল।]

ডাক্তার ∫∫ হাজার ঝামেলা! সকাল থেকে যা আরম্ভ হয়েছে না। পাগল হয়ে গেলাম। ওদিকে মিস সেন চাকরি ছাড়ার হুমকি দিচ্ছে! যত ফাজলামি। (জোরে কনস্টেবলের উদ্দেশে) এই যে কনস্টেবল মশাই, তাড়াতাড়ি বমিটমি যা করার করে এসে পরিষ্কার বলুন, দাঁত তোলাবেন কি তোলাবেন না!

উকিল ∫∫ কনস্টেবলের অধিকার কী দাঁত তোলাবার! আমার সঙ্গে কথা বলুন। তোলালে আমি তোলাব!

ডাক্তার ∫∫ আপনি তোলাবেন!

উকিল ∫∫ হ্যাঁ, আমি আসামির উকিল।

ডাক্তার ∫∫ দাঁড়িয়ে কেন, চেয়ারে বসুন-

[ডাক্তার দাঁত তোলাবার চেয়ারটা দেখায়। উকিল বসে।]

সাগরিকা, এদিকে আসুন। কোন দাঁতটা দয়া করে দেখাবেন?

উকিল ∫∫ এই যে এইটাই... থার্ড টুথটা।

[সাগরিকা বেরিয়ে আসে।]

সাগরিকা ∫∫ পাদানিতে পা তুলুন। (উকিল তুলল পা) মাথা হেলিয়ে দিন। (উকিল মাথা হেলায়) বেশ রিল্যাক্সড হয়ে বসুন। (উকিল নড়েচড়ে বসল) হাঁ করুন... ভাল করে দেখান-

[উকিল হাঁ করল। ডাক্তার হেলমেট খাটিয়ে নিয়ে উকিলের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। হেলমেটের চোখ জ্বলছে।]

ডাক্তার ∫∫ কী হয়েছে দাঁতে?

উকিল ∫∫ হয়েছে মানে রেলগাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পড়তে ইঁটের গুঁতোয় দাঁতটা ভেঙে গিয়েছিল... নড়েও গিয়েছিল। চোদ্দো বছর বয়েসে!

ডাক্তার ∫∫ এর মধ্যে ডাক্তার দেখানো হয়নি।

উকিল ∫∫ সময় কোথায়! লাইফ ইজ সো ফাস্ট!

ডাক্তার ∫∫ খুব ব্যথা হয়?

উকিল ∫∫ খুবই। মজা হচ্ছে কখন যে ব্যথাটা চাগাবে কোনও ঠিক নেই। সেদিন তো আদালতের মধ্যেই...

ডাক্তার ∫∫ গোলমেলে দাঁত তুলে ফেলাই ভালো।

উকিল ∫∫ তুলে দিন। একটু তাড়াতাড়ি তুলে দিন।

সাগরিকা ∫∫ খুব তাড়াতাড়ি করতে হলে, অ্যানেসথেসিয়া করা বন্ধ করতে হয়।

উকিল ∫∫ অ্যানেসথেসিয়ার কোন দরকার নেই। টেনে তুলে দিন।

সাগরিকা ∫∫ বলছেন!

উকিল ∫∫ বলছি। দায়িত্ব নিয়েই বলছি-

[সাগরিকা ট্রে থেকে সাঁড়াশিটা এগিয়ে দিল। ডাক্তার উকিলের দাঁত টেনে তুলল। উকিল বিকট আর্তনাদ করে উঠল। সেই চিৎকারে টয়লেট থেকে ছুটে এল কনস্টেবল। তার হাতে দড়ির একদিক। আর একদিক টয়লেটে।]

কনস্টেবল ∫∫ কী করলেন! ওঁর দাঁত তুললেন নাকি?

ডাক্তার ∫∫ বললেন যে তোলাবেন!

উকিল ∫∫ কার তোলাব! তোলাব আমার মক্কেলের...ঐ নিতাই-এর থার্ড টুথ!

সাগরিকা ∫∫ মক্কেলের! আপনার নয়।

উকিল ∫∫ (ডাক্তারের কলার চেপে) ডাক্তারি হচ্ছে! চলো কোর্টে। তোমার লাইসেন্স কেড়ে নেব! ওরে বাবা, আমার কাঁচা দাঁত... আমি সওয়াল করব কী করে...ওরে বাবা...

ডাক্তার ∫∫ দূর ছাই, মাথা খারাপ করে দিল সব! ...আপনি তো বললেন রেলগাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পড়তে গিয়ে দাঁত ভেঙেছে চোদ্দো বছর বয়সে... হঠাৎ হঠাৎ ব্যথা চাগাচ্ছে-

কনস্টেবল ∫∫ (হেসে) উনি কেন রেলগাড়ি থেকে লাফ দিতে যাবেন। উনি তো উকিল। দিয়েছে ওর মক্কেল রেল ডাকাত নিতাই...

সাগরিকা ∫∫ কিন্তু ওঁর দাঁতটাও খারাপ মনে হল!

উকিল ∫∫ দাঁত দেখলেই তোমাদের খারাপ মনে হয়, না? চলো...(সাগরিকাকে) তুমিও চলো কোর্টে। কাউকে ছাড়ব না! ওরে বাবারে! আয়রে নিতাই।

কনস্টেবল ∫∫ নিতাই আমার সঙ্গে যাবে। আয়রে নিতাই...

[কনস্টেবল হাতের দড়িটা টানে-লুজ দড়িটা পুরোটা চলে আসে। নিতাই নেই।]

অ্যাঁ! নিতাই! নিতাই কই? নিতাই!

[কনস্টেবল ছুটে বাথরুমের দিকে যায়। পরক্ষণে চেঁচাতে ফিরে আসে।]

পালিয়েছে। শালা পালিয়ে গেছে...

উকিল ∫∫ অ্যাঁ!

কনস্টেবল ∫∫ ওই বাথরুমের জানালা ভেঙে -

উকিল ∫∫ ছেড়ে দিলে, আসামিকে ছেড়ে দিলে...!

কনস্টেবল ∫∫ আমি ছাড়িনি। যখন বমি করছিলাম, সেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে!

উকিল ∫∫ কোথায় গেল! ধরো ধরো... ওরে ব্যাটা পুলিশ, যা ছুটে গিয়ে ধর...

[কনস্টেবল বাঁশি বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে গেল। উকিলও পিছন পিছন বেরোতে যায়-]

ডাক্তার ∫∫ শুনুন, চার্জটা দিয়ে যান।

উকিল ∫∫ কিসের চার্জ?

ডাক্তার ∫∫ দাঁত তোলার চার্জ-

উকিল ∫∫ চোপ!

ডাক্তার ∫∫ চোপ মানে-

উকিল ∫∫ তুমি যে আমার কাঁচা দাঁতটা তুলে দিলে-তার চার্জটা কে দেবে খোকাবাবু-ওরে বাবারে... জ্বলে গলেরে...

[উকিল বেরিয়ে গেল।]

ডাক্তার ∫∫ কী ব্যাপার বলুন তো? সবাই মিলে আমাকে এমন করছে কেন আজ? কী আশ্চর্য। আমি কি-

সাগরিকা ∫∫ খোকাবাবু-

ডাক্তার ∫∫ আপনিও!

সাগরিকা ∫∫ আচ্ছা, গুডবাই!

ডাক্তার ∫∫ লাঞ্চ সেরেই চটপট ফিরে আসবেন কিন্তু...

সাগরিকা ∫∫ সরি, আর ফিরছি না!

ডাক্তার ∫∫ আপনি কি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন?

সাগরিকা ∫∫ হুঁ-

ডাক্তার ∫∫ কেন, থাকুন না। যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গীকে একা ফেলে যেতে নেই!...সাগরিকা, আপনিতো চিরদিনই সঙ্গে থাকতে পারেন। অবশ্য আপনার বয়ফেন্ড রোজ আমিনিয়ায় অপেক্ষা করে-

সাগরিকা ∫∫ সব বাজে কথা, কেউ অপেক্ষা করে না!

ডাক্তার ∫∫ করে না! তবে যে রোজ বলেন-

সাগরিকা ∫∫ সে তো আপনাকে রাগাবার জন্যে! যাতে আপনার একটু হিংসে হয়! জীবনে দাঁত ছাড়া তো কিছু বুঝলেন না!

ডাক্তার ∫∫ ও...আমি যাতে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হই! সাগরিকা, সাগরী,-তাই এতো ফাজলামি!

সাগরিকা ∫∫ সাঃ!

[সাগরিকা লজ্জায় রাঙা হয়ে পার্টিশানের আড়ালে যায়। ডাক্তারও পিছন পিছন যায়। বৃদ্ধা ঢোকে। হাতে ফুলের তোড়া, মিষ্টির প্যাকেট।]

বৃদ্ধা ∫∫ কই-কোথায় ভাই তোমরা-তোমাদের ফিসটা আগেই মিটিয়ে দিচ্ছি।

[বৃদ্ধ ঢোকে]

বৃদ্ধ ∫∫ বেজায় খুশি...? খুব খুশি অ্যাঁ? রাতের বেলায় ব্যথায় কাতরাবো না-মহাদেবীর নিদ্রার ব্যাঘাত হবে না!

বৃদ্ধা ∫∫ হ্যাঁ...খুশিতে ইলিশ মাছের মাথা চিবিয়ে খাবো!

বৃদ্ধ ∫∫ আত্মসুখের জন্যে চিরটাকালই তো পরের মাথা চিবিয়ে খেয়ে এলে-

বৃদ্ধা ∫∫ (হেসে) এই নাও...এই চকোলেটটা খাও। দেখলে তো, এমন একটি দাঁত পুষে রাখা পরিবারের সকলের পক্ষেইই কত অশান্তির।

বৃদ্ধ ∫∫ (ক্ষেপে) কীসের অশান্তি! অশান্তি, আশান্তি? আরে একজনের জন্যে আর একজন যদি কষ্টই না ভোগ করল, কীসের পরিবার, কীসের সমাজ সংসার!

[ডাক্তার ও সাগরিকা আড়াল থেকে সামনে এসে দাঁড়ায়। দুজনেই ভারি খুশি।]

জানেন, সারাটা রাত আমি কার জন্যে ছটপট করি? আমার ওই ভুলোর জন্য! সারাজীবন এ ব্যাথা আমি সযত্নে পুষব।

সাগরিকা ∫∫ আর একদিন আপনার ভুলোর কথা শোনা যাবে। এখন কাজটা সারতে দিন... বসুন...

বৃদ্ধ ∫∫ বসবো? তা বসি-

[বৃদ্ধ দাঁত তোলার চেয়ারে বসে।]

সাগরিকা ∫∫ পাদানিতে পা তুলুন-

বৃদ্ধ ∫∫ তুললাম।

সাগরিকা ∫∫ চকোলেট খাবেন না! দাঁতে ব্যাথা হবে!

বৃদ্ধ ∫∫ আচ্ছা খাবো না-

সাগরিকা ∫∫ হ্যাঁ করুন-

বৃদ্ধ ∫∫ হাঁ! তা করছি।

[বৃদ্ধ হাঁ করে। ডাক্তার ও সাগরিকা হাঁ এর মধ্যে দৃষ্টি দিয়ে চমকে ওঠে।]

ডাক্তার ও সাগরিকা ∫∫ কই?

বৃদ্ধা ∫∫ কী?

ডাক্তার ও সাগরিকা ∫∫ দাঁত?

বৃদ্ধা ∫∫ (হো হো করে হেসে) পড়ে গেছে-আপনা আপনিই পড়ে গেছে-

[বৃদ্ধা হাসতে থাকে।]

বৃদ্ধ ∫∫ (হেসে) এরপর। আর আপনাদের মুখদর্শনের কোন কারণই রইল না।

সাগরিকা ∫∫ কেন দাঁত বাঁধাতে আসবেন না?

বৃদ্ধ ∫∫ না। নকল দাঁত আমি পছন্দ করি না। যে দাঁত জীবনে টাটাবে না...কষ্ট দেবে না...যার কখনও ব্যথা চাগাবে না...সেই নিষ্ঠুর নির্দয় বাঁধানো দাঁতের কোন স্থান নেই আমার চোয়ালে।

বৃদ্ধা ∫∫ (হেসে) এই নাও ফুল, এই মিষ্টি। আর এই যে ফিস! আজ আমাদের বড় সুখের দিন... আনন্দের দিন-

[সবাই হাসছে। বৃদ্ধার দাঁত হঠাৎ টাটিয়ে উঠল। বৃদ্ধা আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো আজকের সব রোগী কনস্টেবল নিতাই রিকসাআলা ব্রহ্মচারী উকিল। বেয়ারা ওদের সামালাতে পারছে না! সবাই চায় দন্ত চিকিৎসার চেয়ারটার দখল। বৃদ্ধও তার বৃদ্ধাকে চেয়ারে বসাতে সচেষ্ট। হই-হট্টগোলের মধ্যে আলো নেভে।]

যবনিকা